কুরআনের আয়না

না আবুল হাসানাত কাজী মোঃ কিয়াম উদ্দীন

ওয়াল্লাজীনা জাহাদু ফিনা লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম ছোবোলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা মায়াল মুহছিনীন।
২১ পারা, আনকাবুত-৬৯ আঃ

কুরআনের আয়না

The Miror of The Holy Quran

মওলানা আবুল হাছানাত কাজী মোঃ কিয়াম উদ্দীন

ফয়সল প্রকাশন

www.pathagar.com

কুরআনের আয়না

মওলানা আবুল হাছানাত কাজী মোঃ কিয়াম উদ্দীন
মুদাররেছ (অবঃ)
রাজশাহী লোকনাথ হাইস্কুল।

প্রকাশক
মওলানা আবুল হাছানাত কাজী মোঃ কিয়াম উদ্দীন
প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
মুহররম, ১৪১৬ হিজরী
জুন ১৯৯৫ ইং

প্রচ্ছদ ঃ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে ঃ
কাগজী মুদ্রায়ণ
২৫/এ, টিপুসুলতান রোড
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

QURANER AINA (The Mirror of the Holy Quran)
Written and published by Maolana Abul Hasanat Quazi Md. Qiam Uddin, Faisal Prokasan, B-2/F-13 Kollyanpur Housing Estate, Dhaka-1207, Phone : 801612: First Edition: June 1995. Price : Taka 100.00 only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন মজিদ অথৈ সাগর

অথৈ সাগরে ডুবিলাম আল্লাহ্
তব নাম ধরি,
মুঠি ভরি দিও মোরে
প্রভু দয়াল বারী।

কোরান মজিদ অথৈ সাগর
প্রভু তোমার বাণী,
রসুল, আলেম, দরবেশ পিছেন
ঐ পাক সাগরের পানি।

তৃষি নিবারণ আশে
ডুবিলাম পাক সাগরে,
তব দয়া হলে দয়াল
তৃষা যাবে দূরে।

-হাসানাত

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত সূচী

ইহাকে পারা অনুসারে সাজান হল

বিছমিল্লাহ ও বিছমিল্লাহর ফজিলত ১৭

১ম পারা

সূরা ফাতেহার ফজিলত

আলিফ-লাম-মীম, মুমেন ১৯

কাফের ও মুনাফিকের ব্যাখ্যা ২০

চ্যালেঞ্জ, জন্ম-মৃত্যু ২১

প্রথম মানুষ, আলেমের গুরুত্ব, ধৈর্য ২২

বাছুর পূজা, মান্না সালওয়া, গরু, হারুত মারুত, কাবা ঘর, আল্লার রং ২৩

২য় পারা

কেবলা, সবর, ধৈর্য, আল্লাহর পরীক্ষা, মসজিদে আকসা ২৪

কাবার জন্ম, যমযম ২৫

উম্মতে উছতা, সাফা-মারওয়া, শয়তানের শত্রু ২৬

মুত্তাকী, কেসাস, অছিয়ত ২৭

রোজা ২৮

মামলা, চাঁদ, দান ২৯

হজ্জ, মুনাজাত, তার্কিক, মাতা নাছরুল্লাহ, দান, ধর্মযুদ্ধ, হায়েজ ৩০

কছম, নারী শস্য ক্ষেত্র, তালাক প্রসঙ্গ, সালাতে উছতা ৩১

কর্জে হাসানা, তালুত ৩২

৩য় পারা

আয়াতুল কুর্সী, ওলী, জেরুজালেম ধ্বংস ৩৩

হযরত ইব্রাহিম ও পাখি, প্রকাশ্য ও গোপন দান, একটি উদাহরণ, সূদ, মেয়াদী ঋণ, রেহেনে বেচা-কেনা ৩৪

২য় নূর বাকারা শেষ, আয়াতে মুহকামা, মুতাশাবেহা, সম্পদ, ইসলাম রাজত্ব কেড়ে নেয়া, নবীকে ভালবাসা, মরিয়াম, হযরত যাকারিয়া ৩৫

www.pathagar.com

৪ পারা

প্রিয় বস্তুদান, প্রথম ঘর, আল্লার রজ্জু, কুনতুম খাইরা উম্মাত। বন্ধু নয়, ওহুদ ৩৬

সূদ, দৌড়াও, রাগে ক্ষমা, ফাহেশা ৩৭

বদর, মাকানা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন, সেনাপতি ৩৮

ওহুদ, দড়ি ঢিল, তাহাজ্জদ, ফারায়েজ ৩৯

অসতী নারী, তওবা নেই, মোহরানা, পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী, যাদের বিয়ে করা হারাম ৪০

৫ পারা

সতী, রাত চোরা নারী, পুরুষ ৪০

সমাজ গঠনে ১০টি আদেশ, বখিল, শয়তান, মাতাল, শরীরের পুনঃ পুনঃ গঠন,
ন্যায় বিচার, নবী হাকীম, ৪ জন প্রকৃত বন্ধু ৪১

মৃত্যু, কুরআন, সুপারিশ, সালাম, ভুলে হত্যা, ইচ্ছায় হত্যা, সালাম ৪২

হিজরত, কছর, খওফের নামায, চুরি-তামা, গোপন কথা, ভুলে পাপ,
বোহতান, সন্দেহ, শিরক, শয়তানকে ওলী ৪৩

এতিম, স্ত্রী-স্বামী, তালাক ৪৪

খাব্বাপ লোক, মুনাফিক ৪৫

৬ পারা

অশালীন কথা, হযরত মুসা, হযরত ঈসা, ১৩ জন নবী, কালালা,
কুরবানী, ১১টি জন্তু হারাম ৪৫

রাত চোরা নারী, ওজু গোসল, তায়াম্মুম ৪৬

নামাযের শর্ত, ১২ দল, হযরত ঈসা, হযরত মুসা, হাবিল ও কাবীল, হত্যা, অছিলা ৪৭

কেছাছ, ওলী, তাগুত, পৌছান, শত্রু ৪৮

৭ পারা

আবিসিনিয়ার বাদশা, কছম, মদ ও পাশা, হজ্জ, গোপন বিষয়, অছিয়ৎ, ৪টি জন্তু ৪৯

মোজেজা, তকদীর, দুনিয়ার জীবন, চাবি, হযরত ইবরাহীম ৫০

১৮ জন নবী, আজুরা, জালেম, বীজ, বাসস্থান, বিশ্রাম স্থান,
আল্লাহর স্ত্রী পুত্র নাই, দেবদেবী ৫১

www.pathagar.com

৮ পারা

শত্রু, শিকারী কুকুর, ষড়যন্ত্র, দারুচ্ছালাম, ভাগ-বাটোয়ারা, বাগানের ফল,
জোড়া, ধর্ম বিভক্তি, ১০টি নেকী, কোরবানীর দোয়া,
হযরত আদমকে বেহেস্ত হতে বহিষ্কার ৫২

লেবাছ, দোয়া, উলংগ, নামাযে সুন্দর লেবাছ, জাহান্নামী, বেহেস্তী ৫৩

আরাফ, মহিমা, কেঁদে কেঁদে ডাকো, ৫ জন নবী ৫৪

৯ পারা

ঘুমন্ত অবস্থায়, হযরত মূসা, নুর, হযরত দাউদের মিষ্টি স্বরে সমুদ্রের মাছ তীরে,
পীঠ হতে সন্তান ৫৪

লোভী কুকুর, গর্ভে সন্তান, দেবদেবীর হাত-পা, আউজুবিল্লাহ,
কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ, চুপি চুপি ডাক ৫৫

আনফাল, প্রকৃত মুমেন, কাবা ঘর ৫৬

ফোরকান, শাস্তি, উত্তম অভিজ্ঞতা ৫৭

১০ পারা

বদর যুদ্ধ ৫৭

মালে গণিমত, যুদ্ধবন্দি ৫৮

হজ্জে আকবর, হত্যা ৫৯

হুনায়েন, মুশরিক অপবিত্র, হযরত ওজায়ের, সোনা চান্দি ৬০

আরবী মাস, ইংরেজী মাস, ইন্নামাননাছিও, তাবুক ৬১

৩ ব্যক্তি, হিজরত ৬২

গর্তের রহস্য ৬৩

বরিদা ২য় শত্রু, মদিনায় প্রবেশ ৬৪

১১ পারা

প্রথম মহাজের, মসজিদে জেরার ৬৫

তায়েবুন, আবেদুন, দোয়া নিষেধ, দান, আরশে আজিম ৬৬

জাদু, দোয়া ৬৭

www.pathagar.com

ওহী, শেষ ধার্মীককে আগুনে ছুবে না, ১ ঘন্টা, কুরআন, আল্লাহর ওলী,
বদদোয়া, ফেরাউনের, মৃত্যু, কাওমে ইউনুছ, আল্লার হক ৬৮

১২ পারা

৫টি স্তর, জাঁকজমক, জাহাজে চড়ার দোয়া ৬৯
হযরত নুহ (আঃ), ৫ ওয়াক্ত নামায, হযরত ইউসুফ (আঃ) ৭০

১৩ পারা

খুঁটি হীন, পানি,
মেঘ, কে প্রভুঃ, নেক সন্তান, অন্তরে শান্তি. কুরআন, নাফরমান ৭১
কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য, ভাষা, শুকরিয়া, আমল ছাই, শয়তান, পাক কালেমা ৭২
হযরত ইসমাইলের বনবাস, বার্দ্ধকা. উর্ধমুখী, পৃথিবীর রং ৭৩

১৪ পারা

কাফেরদের সময় সময় ইসলাম গ্রহণের আশা, কুরআনের হেফাজত কারী আল্লাহ,
মুত্তাকী, ছায়া, দুধ, মধু, দীর্ঘ জীবন, বোঝা ৭৪
চামড়া, বোকা রমনী, ক্ষণস্থায়ী, পবিত্র জীবন আউজুবিল্লাহ,
আরবী ও আজমী, কুরআন, রুজী ৭৫
হালাল রুজী, হায়াতে তাইয়েবা, ছুটির দিন, ৩ নিয়মে, সবুর ৭৬

১৫ পারা

মেরাজ ৭৭
সত্তরতা, ভাগ্য ৭৮
পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য সন্তান, নেক সন্তান, মুখমন্ডল উজ্জল, মুখমন্ডল কাল ৭৯
দান, নেতাদের, ৬টি নিষেধ, মহান আল্লাহ, তসবীহ পড়ে সবাই ৮০
মউৎ, পীর, আগুনে গাছ, গান-বাজানা, মানুষের সম্মান, নেতাসহ বিচার, তাহজ্জুদ ৮১
কাবা ঘরের মূর্তী, কুরআন মহৌষধ ৮৩
রূহ, চ্যালেঞ্জ, ৭টি দাবী ৮৪

১৬ পারা

আছহাকে কাহাফ ৮৫
হযরত খিজির, জুলকার নাইন, আফাহাসিবতুম ৮৬

www.pathagar.com

তোতলানোর দোয়া, করবে মাটি, ফিস ফিস কথা, এলেমের দোয়া,
অন্ধ হয়ে উঠবে, ধনীর দিকে না তাকাও ৮৭

১৭ পারা

কিয়ামত নিকটে, এক আল্লাহ, পানি, তাড়াহুড়া, দুর্ভিক্ষ, মূর্তীর ধ্বংস, নফল ৮৮
৮ জন নবী, কাগজ, রহমত, গর্ভপাত, পুনরুত্থান, দু'মনা, মুমেন, হযরত ইবরাহিম ৮৯
যুদ্ধ, মূর্তী ও মাছি, উত্তম মওলা ৯০

১৮ পারা

জান্নাতুল ফেরদাউস, ৮টি বেহেস্ত ৯০
শিশুর দেহ, পানি সংরক্ষণ, তুর ছিনাই, তুষ্ট, দুর্ভিক্ষ, ক্লান, চোখ, বিবেক, ওজু ৯১
বরযখ, মুনাজাত, নূর, যিনা, সতী ও অসতী, হযরত আয়েশা ৯২
শয়তান, বৃত্তি বন্ধ, খবিশ রমনি, সালাম, পর্দা ৯৩
বিয়ে, নূর, ব্যবসা-বাণিজ্য, তসবীহ, ৩ সময় পিতা-মাতার কাছে,
পর্দা, সালাম, ৫টি সুন্নত ৯৪
কোরান-ফোরকান, কাফেরদের উক্তি ৯৫

১৯ পারা

মৃত্যুকে আহ্বান, ছায়া ৯৫
রাত, ঘুম, তহুরা, বরুজ, ৮টি গুণ ৯৬
অট্টালিকা, কুরআন-জিব্রিল, শয়তান, হযরত মুসার লাঠি, ৫টি প্রশ্ন ৯৭
দাব্বাতুল আরদা, আবু তালেব, রাত দিন ৯৮

২০ পারা

পরীক্ষা, আল্লার সাক্ষাৎ, পিতা-মাতা, পাপের বোঝা, মাকড়শা, নামায ৯৯
৩ ব্যক্তির নামায হয় না, মৃত্যুর সাধ, খোদার পথে ১০০

২১ প...

রোম, গলার স্বর ১০০
দান, আল্লাহর সাহায্য, ৪টি স্তর, গান-বাজনা, পিতা-মাতা, পিতা-পুত্র
৫টি জিনিস, আল্লাহ জানেন, কুরআন, পঁচা পানি ১০১

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদ নামায, জেহার, পালিত পুত্র ১০২
অঙ্গিকার, খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ ১০৩
মুনাফিক, উছওয়াতুন হাসানা ১০৪
খন্দক, খয়বর ১০৫

২২ পারা

পর্দা, ১০ রকম, মীমাংসা, যায়েদ, জন্মদাতা, ৩ প্রকার জেকের ১০৬
উজ্জল প্রদীপ, বিয়ে, হযরত জয়নাব, পর্দার কড়া আদেশ, দরুদ, নবীকে কষ্ট দিলে ১০৭
মুখমন্ডলের পর্দা, মুনাফিক, নবীকে কষ্ট দেয়া, অশেষ প্রশংসা
কঠিন শাস্তি, নৈকট্য দান ১০৮
২+২ ফেরেস্তা ১০৯
রাসূল, ৩ জন নবী, কুলক্ষণ ১১০

২৩ পারা

ঠাট্টা-বিদ্রূপ ১১০
কিয়ামত, দাওয়াৎ, মুখবন্ধ, দীর্ঘায়ু, জন্তুর মালিক, তার্কিক,
সজ্জিত আকাশ, জান্নাত ও হুর ১১১
যাক্কুম গাছ, ৬ জন নবী, মুনাজাত, হযরত দাউদ, সোলায়মান ১১২
গর্ভ, রাতে নামায, শরীর রোমাঞ্চিত হয় ১১৩

২৪ পারা

আল্লার রহমত, আমল নষ্ট, দলে দলে জাহান্নামে, হামীম ১১৩
ফেরেস্তাদের দোয়া, ২ বার মৃত্যু, চোখের ইশারা, হযরত মূসা,
আল্লার সাহায্য, পৃথিবী ১১৪
ইন্নালাজিনা কালু, শয়তান, জেকের, ভাল-মন্দ ১১৫

২৫ পারা

কিয়ামত কবে, ওলী, গজব ১১৫
কবিরা গুনাহ, আখেরাত, উত্তম পুরস্কার, পুত্র-কন্যা-বন্ধ্যা, ওহী, কুরআন,
কন্যা, গাফেল, হযরত মুসা ও ঈসা, দোযখীদের খেদোক্তি ১১৬

www.pathagar.com

শবেবরাত, ধূঁয়া বর্ণ, যাক্কুম ১১৭
বিয়ে, জালেম ১১৮

২৬ পারা

আহকাফ, ৩০ মাস, পিতা-মাতা, জ্বিন, আমল নষ্ট ১১৮
ঈমান, কণ্ঠে আঘাত, জন্তুর মত খায়, শত্রু, বেহেস্তে ৪, নদী, রেহেম,
আমল নষ্ট, হুজুর (সাঃ), হোদাইবিয়া, দেলে সাকিনা, প্রতিজ্ঞা ও সন্ধি ১১৯
মুনাফেকদের ধারণা, খোদা বন্ধু, বায়াতের বৃক্ষ, খয়বর বিজয় ১২০
মক্কা বিজয়ের স্বপ্ন, ওহী, উচ্চ স্বরে কথা বললে আমল নষ্ট ১২১
গালমন্দ না করা, নবীর নাম ধরে ডেকো না, ধারণাবশত, দোষ, রাসূল,
কবর, সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা ১২২
চোখের দোয়া, দোযখ, নামায, ৪ রকমের বাতাস, হযরত ইবরাহীম ১২৩

২৭ পারা

কাওমে লুত, শুধু আল্লাহর ইবাদত, রুজির মালিক আল্লাহ, ৫টি শপথ ১২৩
ফা মান্নাল্লাহু আলাইনা, ওহী, কে মুত্তাকী, ছহিফা ১২৪
চাঁদ দু ভাগ, দোয়া, সরসর ঝড়, রাহমান, তিনি জ্বিন-ইনছানের স্রষ্টা ১২৫
মুজরেম, দুইটি বেহেস্ত, আরও দুইটি, বেহেস্ত, কিয়ামত, ৩ দল ১২৬
নিশ্চয় কোরআন অতি পবিত্র, মিথ্যা, পথ ভ্রষ্ট, গুণগান, আউয়াল-আখের,
দানে ঢিলামী, পুলসিরাত ১২৭
পাপীদের প্রাচীর, হায়াতে দুনিয়া, আমার জন্য, দৌড়াও ১২৮
বিপদ, ভাগ্যের লিখন ১২৯

২৮ পারা

জেহার, গোপনে আল্লাহ ১২৯
হিজবুল্লাহ, খন্দক, মৃত ভাইদের জন্য দোয়া, শয়তানের চেষ্টা, সঞ্চয়,
জান্নাতী ও দোযখী, কোরআন, হাশরের ৩ আয়াত, আল্লাহর শত্রু ১৩০
সুলহে হোদায়বিয়া, নবীর হাতে বায়াত, হযরত ঈশা, আখেরী নবী,
ফু দিয়ে, ঈমানী তেজারত ১৩১

www.pathagar.com

আনছার, নবী উম্মী, বলদতুল্য আলেম, শুক্রবার ১৩২
রুজী ১৩৩
মুনাফেক, নূর, বিপদ, করজে হাসানা, তালাক, ইদ্দৎ, প্রসূতী, ৭ আসমান, ৭ জমিন ১৩৪
গোপন কথা, নিজে বাঁচ ১৩৫

২৯ পারা

স্তরে স্তরে ৭ম আকাশ, সজ্জিত আকাশ, ভয় না করার পরিণাম, উড়ন্ত পাখি ১৩৬
উত্তম কে? নবীর চরিত্র, নিকৃষ্ট মুনাফেক, নাক ছেচুড়, মুত্তাকী-মুজরেম সমান নয় ১৩৭
কিয়ামত, শিংগা, আমলনামা, ৭০ গজ, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৩৮
জ্বিনের ইসলাম গ্রহণ ১৩৯
মুজাম্মেল, ৬টি আদেশ ১৪০
১৯ জন কর্মচারী, কিয়ামত, ওহী, মুমিনের চোখ, বীর্য ১৪১
ভাল-মন্দ, পূণ্যবান, রহমত, ওয়াকিয়া, বাতাস ১৪২

৩০ পারা

নাবা, অনুমতি, নাজিয়াত ১৪৩
জান্নাতে মাওয়া, অন্ধ, খাদ্য, হযরত জিব্রাইল (আঃ), কুরআন,
আমল, কেরামান কাতেবীন ১৪৪
জান্নাতে নাইম, হটকারী, ফুজ্জার, পাপের স্তুপ, আমলনামা, ডান হাতে,
বাম হাতে,রাশি চক্র, লৌহে মাহফুজ ১৪৫
কেরামান কাতেবীন, বাধা, তছবীহ, নছিহত, আল্লাহ মহানের মহিমা ১৪৬
নাফছে মুতমায়েন্না, শক্তি, আসহাবে মাইমুনা, আসহাবে মাশায়ামা, ৭টির শপথ ১৪৮
উটনী ১৪৯
বখিল, সূরা দোহা ১৫০
আরজু, ৪টি শপথ, নিকৃষ্ট জীব, আজুরা ১৫১
একরা, সূরা কদর ১৫২
সহিফা, কাফের, কিয়ামত, যুদ্ধ ঘোড়া ১৫৩
কবর জিন্দা, কিয়ামত, আছর, পরনিন্দুকের পরিণাম ১৫৪

www.pathagar.com

সম্পদ, হাতী, কোরাইশ, ওয়েল দোযখ, কাওছার ১৫৫
কাফিদের প্রস্তাব, মক্কা বিজয় ১৫৬
লাহাব, এখলাস ১৫৭
ফালাক ও নাছ, যাদু-টোনা ১৫৮

নবী পরিচ্ছেদ

হযরত আদম (আঃ) ১৫৯
দয়া, দোয়া ১৬০
ইবলিছের জন্ম কথা, লেবাছ ১৬১
হাবিল-কাবিল ১৬২
শিশ নবী, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ তৈরী ১৬৩
উজ, জাহাজে উঠা-নামার দোয়া ১৬৪
হযরত ইবরাহিম (আঃ), তোয়াফ, মেরামত ১৬৫
মূর্তি ধ্বংস ১৬৬
আজর, বনবাস, বিবি হাজেরা ১৬৭
কাবা ঘর, বড় পরীক্ষা ১৬৮
পুত্র ইসহাকের জন্ম ১৬৯
হযরত ইয়াকুব, ইউসুফ (আঃ), ইউসুফের স্বপ্ন ১৭০
মূলধন ১৭১
জোলেখা, বালাখানা ১৭২
ভালবাসা ৪ প্রকার ১৭৩
বাদশার স্বপ্ন, ৭ বৎসর শস্য ১৭৪
হযরত লুত (আঃ), লেওয়াতাত ১৭৬
হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত হুদ (আঃ) ১৭৭
হযরত সালেহ (আঃ) ১৭৮
হযরত আয়ুব (আঃ), হযরত লোকমান হাকিম ১৭৯

www.pathagar.com

হযরত ইলিয়াস, হযরত শামুয়েল ও সিন্দুক ১৮০
হযরত মূসা ১৮১
মাদায়েন ১৮৩
তুর পাহাড় ১৮৪
হযরত মুসা ও ফিরাউনের বর্ণনা ১৮৫
হযরত শোয়ায়েব (আঃ), হযরত খিজির (আঃ) ১৮৯
হযরত দাউদ (আঃ) ১৯০
৯৯টি মেষ, হযরত সোলায়মান (আঃ) ১৯১
পিপড়া ১৯২
হযরত সোলায়মান (আঃ) ১৯৩
হযরত যাকারিয়া (আঃ), মরিয়ম ১৯৫
হযরত ঈসা (আঃ), শূলবিদ্ধ ১৯৬
হযরত ওজায়ের (আঃ), শিরক মহাপাপ ১৯৭
হযরত আল্ ইয়াছাইয়া (আঃ), হযরত জুলকেফা (আঃ),
হজরত মুহাম্মদ (সাঃ), শিশু মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব ১৯৮
উম্মুল মুমেনীন ১৯৯
আয়াতের বিকৃত করলে লানৎ ২০৭

সূচী পরিশিষ্ট-১
মুনাফিকদের জন্য কয়েকটি আয়াত এবং নারীদের কিছু আয়াত ২০৮

পরিশিষ্ট-২
আমল নষ্ট ২০৯

পরিশিষ্ট-৩
পিতা-মাতা ২০৯

পরিশিষ্ট-৪
জান্নাত ৮ প্রকার, দোযখ-৭টি ২১১

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫
মেশকাত শরীফ ২১১

পরিশিষ্ট-৬
আখেরী নবীর উপর দরুদ ও সালাম ২১৭

পরিশিষ্ট-৭
নবীদের দোয়া ২১৮

পরিশিষ্ট-৮
কতকগুলো জরুরী দোয়া ২২৫

পরিশিষ্ট-৯
হযরত ইমাম মেহদী ২৩১

পরিশিষ্ট-১০
বিষয় মূল ধন ২৩২

পরিশিষ্ট-১১
কোরআন মজিদ ২৩৩

পরিশিষ্ট-১২
মুনাজাত ২৩৩

পরিশিষ্ট-১৩
হামদ -নাত ২৩৪

পরিশিষ্ট-১৪
সত্যের সন্ধানে ২৩৫

পরিশিষ্ট-১৫
হামদ-নাত-আরজু ২৩৯

পরিশিষ্ট-১৬
ফিকরি জবানী, সমাপ্তি মোনাজাত ২৪০

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

হে করুণার আঁধার আল্লাহ আমি তোমার পবিত্র নাম নিয়ে লেখা আরম্ভ করলাম। তোমার করুণা ছাড়া আমার কোনই ক্ষমতা নেই। সুতরাং বিনীতভাবে তোমার করুণা প্রার্থনা করছি। তুমি রহমান ও রাহিম। তোমার করুণা দ্বারা আমাকে সাহায্য কর এবং আমার চেষ্টা ও সাধনাকে সফলতা দান কর। আল্লাহুম্মা আমীন।

মুখ মন্ডলের কোথায় কি আছে তা দেখার জন্য যেমন আয়নার প্রয়োজন ঠিক তেমনি কুরআন মজিদের কোন আয়াতে আল্লাহ মহান কি বলেছেন এবং কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তা আয়নার সূচীতে স্পষ্ট করে দেখান হল, কুরআন মজিদে বা তফসীরে যাতে সহজেই বের করা যায় তার জন্য পারা, সুরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হল এবং আয়াতের সঙ্গে যে ঘটনা আছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দেয়া হল।

সুধীবৃন্দ, আপনাদের মনের খোরাকের জন্য জীবনের সাথী কুরআনের আয়না তৈরী করা হল। আয়নাখানা হাতে নিন, দেখুন। একবার দেখলে ইনশাআল্লাহ্ ইহা আপনার জীবনের সাথী হয়ে যাবে। বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামদের জন্য, ওয়ায়েজীন, আশেকে মওলা, আশেকে রাসূল এবং সকল মুত্তাকিদের জন্য ইহা একটি মূল্যবান সম্পদ।

☆ কুরআন মজিদে উল্লেখিত মোট ৩০ জন নবীর নাম ও কর্মকান্ড পারা, সূরা ও আয়াত নং সহ নবী পরিচ্ছেদে দেখান হলো।

☆ উম্মুল মুমেনীনদের নাম তালিকাভুক্ত করে কোন সময়ে কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে হুজুর (সঃ)-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তা কুরআন হাদীস ও ইতিহাস হতে সংগ্রহ করে উজ্জ্বলভাবে দেখান হল।

☆ নবীদের দোয়া ও জরুরী বিষয়গুলিকে কয়েকটি পরিশিষ্টে ব্যক্ত করা হল।

☆ তথ্য সংগৃহীত কিতাবগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। মূল কুরাআন মজিদ ২। বিভিন্ন প্রকার তফসীর ৩। তফসীর সুরা ইউসুফ উর্দু ও ফার্সীতে। ৪। হাদীস শরীফ সিহাহ সাত্তা। ৫। মেশকাত শরীফ ৬। মোস্তফা চরিত। ৭। বিশ্ব নবী ৮। হযরত খোদেজা (রাঃ) জীবনী ৯। কাছাছুল আম্বিয়া উর্দু ১০। তাজকেরাতুল আওলিয়া। ১১। কিমিয়ায়ে সায়াদত। ১২। বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) ১৩। হযরত আলী (রাঃ)-র কাছিদা ১৪। মসনবী শরীফ।

খাকছার
কাজী মোঃ কিয়ামুদ্দীন

www.pathagar.com

১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ঃ ইহা কোরান মজিদের সর্বপ্রথম আয়াত। ৩০ পারা কোরানের ফজিলত এই আয়াতে কারিমার মধ্যে নিহিত। এই আয়াতে আল্লাহ পাকের ৩টি মহান নাম সন্নিবেশিত আছে। একটি জাতি নাম, আর দুইটি সেফাতী নাম। এই কারণে আল্লাহ পাক বিসমিল্লাহকে প্রতি সূরার শিরোপরি রেখেছেন। শরীয়তের প্রতিটি কাজের প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম। ইহাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি নিহিত আছে।

❐ বিসমিল্লাহ ছাড়া কোন কাজ করলে তা বেবরকত হয়ে যায়। উদরপুরে খেলেও তৃপ্তি হয় না।

❐ বিসমিল্লাহ একটি মহৌষধ। হযরত আবু বকরকে সাপে কাটলে হুজুর (সাঃ) বিসমিল্লাহ পড়ে ক্ষতস্থানে থুথু লাগিয়ে দেয়ায় বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

❐ আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর রাজত্বকালে রোম সম্রাটের শিরপীড়া হয়। দেশীয় ডাক্তার অকৃতকার্য হওয়ায় আরবের বাদশা হযরত ওমরের নিকট একজন ডাক্তার চেয়ে পাঠান। হযরত ওমর (রাঃ) নিজ হাতে একটি টুপি সেলাই করে উহাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লিখে রোম সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং মাথায় মুকুট হিসাবে ব্যবহার করতে বলেন। সম্রাট টুপিটি পরিধান করে শিরপীড়া হতে রক্ষা পান।

❐ বিসমিল্লাহর ফজিলত সম্বন্ধে হাদীস্ শরীফে বহু বর্ণনা আছে। যে কোন অসুখে বিসমিল্লাহ পড়ে পানি খেলে আল্লাহর রহমতে ভাল হয়।

❐ নূর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ বাণীকে উপেক্ষা করার জন্যই বর্তমান যুগের সমস্ত কাজ-কর্ম বরকতহীন হয়ে পড়েছে। উপার্জন করছে অনেক কিন্তু তাতে বরকত নেই। পশুতুল্য খাচ্ছে কিন্তু তৃপ্তি নেই। কুরআন শরীফের- ২৬ পারা, সূরা মুহাম্মদ ১২ আয়াতে।

❐ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম-এর মধ্যে আল্লাহর দুইটি সেফাতী নাম আছে। যথা- রাহমান ও রাহীম। অর্থাৎ তাঁর মত দাতাও কেউ নেই। আর তাঁর মত দয়াশীলও কেউ নেই। দুনিয়ার মানুষ প্রভূকে মানুক আর না মানুক, তাঁর অনুগত হয়ে তাঁকে সিজদা করুক বা না করুক তিনি রহমান নামের গুণে অকাতরে তাদের অন্ন, বস্ত্র যোগায়ে যাচ্ছেন। আর রাহীম নামের গুণে তাঁর কৃতজ্ঞ অনুগামীকে পরকালে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। - মেশকাত শরীফ ২ খন্ড, ৩৯ পৃঃ।

www.pathagar.com

১-পারা

২। সূরা ফাতেহা ঃ ইহা পবিত্র কোরানের প্রথম সূরা। ইহার ফজিলত ও নাম অনেক। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

১। ফাতেহা উন্মোচনকারীণী। অর্থাৎ এই সূরা পড়েই কোরান শরীফ পড়া আরম্ভ করা হয়। তাছাড়া নামাজে প্রথমে সূরা ফাতেহা না পড়লে নামাজ হয় না।

২। হামদ অর্থ প্রশংসা। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কারণ ভূচর, জলচর ও খেচরের সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণীকে আহার দিয়ে প্রতিপালন করছেন তাই সকল হামদ্ তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁর।

৩। সূরাতুশ শেফা রোগে আক্রান্ত মানুষ বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি পান করলে আল্লাহর রহমতে রোগ সেরে যায়।

৪। উম্মুল কোরান অর্থাৎ কোরানের মা। মায়ের পেট হতে যেমন সন্তান বের হয় তেমনি সূরা ফাতেহা হতে সমস্ত কোরান বের হয়েছে। অর্থাৎ ৩০ পারা কোরান সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা।

৫। ছাবউল মাসানী অর্থাৎ সূরা ফাতেহাতে ৭টি আয়াত আছে। যাহা প্রতি রাকাত নামাজে বারবার পড়তে হয়। তাছাড়া এই ৭টি আয়াত আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সমান দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ৩ আয়াত আল্লাহর জন্য। শেষের ৩ আয়াত বান্দার জন্য এবং মাঝের আয়াতটির প্রথমাংশ আল্লার জন্য। শেষাংশ বান্দার জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং ভাগ হয়েছে $৩\frac{১}{২} + ৩\frac{১}{২} = ৭$।

❐ আল্লাহর রসূল বলেছেন, কোরান মজিদে ২টি নূর আছে। একটি সূরা ফাতেহা আর অন্যটি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত।

❐ সূরা ফাতেহার অর্থসহ ব্যাখ্যা। সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের, যিনি ১৮ হাজার মাখলুকাতের প্রতিপালক। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে ও ভূখন্ডে বাসকারী কোটি কোটি জীবকে প্রতিদিন আহার দিয়ে প্রতিপালন করছেন। সাগর মহাসাগরে অবস্থানরত কোটি কোটি প্রাণীকে প্রতিদিন আহার যোগায়ে পালন করছেন। অগ্নি ও বায়ুমন্ডলে বাসকারী অগণিত প্রাণীকে দৈনন্দিন আহার দিয়ে পালন করছেন এবং তাঁর সৃষ্টি জগতের সেরা সৃষ্টি কোটি কোটি মানবকে প্রতিদিন আহার দিয়ে যত্নের সাথে প্রতিপালন করছেন- তিনিই রব, তিনিই আল্লাহ। তিনিই দয়ার সাগর আল্লাহ। প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তিনিই। তারই সমস্ত প্রশংসা। মহা বিচারের দিনের মালিক তিনি, আমরা তাঁরই এবাদত করি এবং তাঁরই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। সমস্ত বিপদে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী। প্রার্থনা জানাই ঐ সহজ সরল পথটির জন্য যে পথে নবী-রসূল, খোলাফায়ে রাশেদীন ও আউলিয়া-দরবেশকে চালায়েছেন। ইহুদী, নাছারা ও

www.pathagar.com

মুশরেকদের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট পথের দিকে নহে। আমীন। আল্লাহ তুমি কবুল কর। সুম্মা আমীন।

সুরা বাকারা-২

৩। আলিফ-লাম-মীম যালিকাল কিতাব ঃ এ ঐ কিতাব যা লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত। এতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই, যা ধার্মিকদের জন্য পথ প্রদর্শক।

কুরআনে আয়াতের ধরন ঃ কুরানের আয়াতগুলি ২ ভাগে বিভক্ত। আয়াতে মুহকামা ও আয়াতে মুতাশাবিহা। -কোরান ৩ পারা, ইমরান ৭ আয়াত।

আয়াতে মুহকামার মধ্যেই আল্লার হুকুম-আহকাম আছে। এইগুলি পালন করার নির্দেশ। আর আয়াতে মুতাশাবাহার উপর শুধু ঈমান আনার আদেশ। আয়াতে মুতাশাবাহা, যেমন- আলিফ-লাম-মীম, আলিম, লাম রা ইত্যাদি। এই আয়াতগুলির অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না। অনেক লোক আছে যারা এই আয়াতগুলির অর্থ আবিষ্কার করার জন্য ব্যস্ত। আল্লাহ বলেন, যারা আয়াতে মুতাশাবাহা নিয়ে ব্যস্ত তাদের অন্তর বক্র। অন্তরের বক্রতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, "রাববানা লা তুজেগ কুলুবানা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লা দুনকা রাহমাতান। ইন্নাকা আনতাল ওহহাব।" -কোরান-৩ পারা, ইমরান ৮ আয়াত।

৪। মুমেন ঃ যারা এক আল্লাহকে অন্তরে স্থান দিয়ে মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ বলে এবং আল্লার আদেশ-নিষেধ মেনে আমলে সালেহা সম্পাদন করে তাদেরকে মুমেন বলে। মুমেন সম্বন্ধে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো।

১।	মুমেনরা অদৃশ্য আল্লাহকে এবং তাঁর কিতাবকে বিশ্বাস করে	১ পারা, বাকারা ৩/৪ আঃ
২।	মুমেনদের বন্ধু আল্লাহ	বাকারা ২৫৭ আয়াত, হাম-মীম সেজদা ৩০-৩১ আঃ
৩।	মুমেনরা পরস্পর ভাই	২৬ পারা, হুজুরাত ১০ আঃ
৪।	মুমেন মুত্তাকীর মধ্যে ১৫টি গুণ আছে	২ পারা, বাকারা ১৭৭ আঃ
৫।	মুমেনদের চরিত্র	১০ পারা, তওবা ৭১ আঃ
৬।	মুমেন-মুমেনার চোখ ও লিংগ	১৮ পারা, নূর ৩০/৩১ আঃ
৭।	মুমেনের দানে ১০ নেকী	৮ পারা আনয়াম ১৬০ আঃ
৮।	মুমেনের দানের উদাহরণ ১টি শস্য বীজ	৩ পারা, বাকারা ১৬১ আঃ
৯।	মুমেনরা আল্লাহর খুশীর জন্য দান করে	৩ পারা, বাকারা ১৬৫ আঃ
১০।	মুমেনরা দানে আগ্রহী	১০ পারা, তওবা ৭৯ আঃ
১১।	বেদুঈন মুমেনের আগ্রহ	১১ পারা, তওবা ৯৮ আঃ
১২।	আল্লাহর জেকেরে মুমেনের দিল শান্তি পায়	১৩ পারা, রদ ২৮ আঃ
১৩।	মুমেনরা সবার আগে	২৭ পারা, হাদীদ ২১ আঃ
১৪।	আল্লাহর জেকেরে মুমেনের শান্তি	২৩ পারা, যুমর ২৩ আঃ
১৫।	মুমেনকে আল্লাহ সাহায্য করেন	২১ পারা, রোম ৪৭ আঃ
১৬।	মুমেনের আমলনামা ডান হাতে	৩০ পারা, ইনশিকাক ৭ আঃ

www.pathagar.com

১৭। মুমেনের মুখমন্ডল হাস্যোজ্জ্বল হবে ৩০ পারা, আবাছা ২৮, ২৯ আঃ
১৮। মুমেনের জন্য জান্নাতে ফেরদৌস ১৮ পারা, মুমেনুন ১-১১ আঃ
১৯। মুমেন অন্য মুমেনের দোষ ঢেকে রাখে মেশকাত ৪ খন্ড, ১৬ পৃঃ
২০। মুমেনের যাকাত ১০৬-১৮১ পৃঃ পর্যন্ত।
২১। মুমেনদের নূর চমকিতে থাকবে ২৭ পারা, হাদীদ ১২-১৫ আঃ
২২। মুমেনরা বেহেস্তে আল্লাহর শুকরিয়া করবে ১০ পারা, তওবা ৭২ আঃ

৫। কাফের ঃ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, হৃদয়ে স্থান দেয় না, তারা কাফের। এদের বিবেক, চক্ষু, কর্ণ থেকেও নেই। - ১ পারা, বাকারা ৬, ৭ আয়াত।

❐ কাফেররা অপবিত্র। এদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। - ১০ পারা, তওবা, ২৮ আয়াত।

❐ কাফেররা দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। - ২৪ পারা, যুমর ৭১, ৭২ আয়াত।

৬। মুনাফিকের বর্ণনা ঃ (১ পারা, বাকারা ৮-২০ আয়াত পর্যন্ত।)

❐ মুনাফিকের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো।

ক) মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। - ২৮ পারা, মুনাফিকুন ১ আয়াত।
খ) মুনাফিকের চরিত্র। - ১০ পারা, তওবা ৬৭, ৬৮ আয়াত ।
গ) ওদের জন্য ৭০ বার মাগফিরাত প্রার্থনা করলেও মাফ হবে না। - ১০ পারা, তওবা ৮০ আয়াত।
ঘ) মুনাফিকের কবরে দাঁড়াইও না, দোয়া করো না। - ১০ পারা, তওবা ৮৪ আয়াত।
ঙ) তারা তাবুক যুদ্ধে যোগ না দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠিন ষড়যন্ত্র করেছিল। - ১১ পারা, তওবা ৯৩-৯৬ আয়াত।
চ) মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের নিম্নস্তরে। - ৫ পারা, নিছা ১৪৫ আয়াত।
ছ) আল্লাহ পাক মুনাফিকদের একটা পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। - ২৯ পারা, কালাম ৭-১৪ আয়াত পর্যন্ত।

অর্থাৎ ঃ যারা মুনাফিক তারা মিথ্যাবাদী। নিজেদের মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য অনবরত শপথ করে। নিজের দোষ থাকা সত্ত্বেও অন্যের দোষ খুঁজে বের করে। ভাল কাজ করতে নিষেধ করে। তারা সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাদের জন্মতে দোষ আছে। তারা বিত্তশালী হলেও তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ কর না।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন ৪টিঃ
১) তারা মিথ্যা কথা বলে,
২) ওয়াদা ভঙ্গ করে,
৩) আমানতে খেয়ানত করে,
৪) কথায় কথায় অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে। -মিশকাত শরীফ ১ খন্ড, ৯৮ পৃঃ।

www.pathagar.com

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, মুনাফিকরা আয়েরা বকরীর মত। একবার এ পাঠার কাছে-আবার অন্য পাঠার কাছে দৌড়ায়। এর কথা অন্যকে বলায় তাদের কাজ। প্রতারণা করাই তাদের পেশা।

❐ Monafigs are cheater. Tkey are not one in their words and deeds.

❐❐ মুনাফিক ঢালে মুখে মধু অন্তর বিষে ভরা
নবীর কথা সত্য ওরা, ঠিক বকরী আয়েরা।
এর কথা ওকে বলা প্রতারণা করা কাজ
তিরস্কার আর বকনি দাও-নাই তাদের লাজ। - হাছানাত

৭। চ্যালেঞ্জ ঃ মক্কার কাফের কবিরা কোরান মজিদকে অবিশ্বাস করলে আল্লাহ বলেন, তাহলে তোমরা কোরান মজিদের সূরার মত একটা ছোট্ট সূরা তৈরী করে আন দেখি। কিন্তু তোমরা তা পার নাই, কখনই পারবে না। -১৫ পারা, বাকারা ২৩, ২৪ আয়াত।

❐ আল্লাহ পাক আরও বলেন, (হে মুহাম্মদ!) বলুন হে মানুষ, তোমারা এবং জ্বিন জাতি একত্রে মিলে এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার চেষ্টা করতে পার। কিন্তু মনে রেখো তোমরা তা কখনো পারবে না। -১৫ পারা, বনি ইসরাইল ৮৮ আয়াত।

❐ জাহেলিয়াতের যুগে আরবে ৭ জন খ্যাতনামা কবি ছিল। ইমরুল কায়েস ছিল তাদের মধ্যে খুব দুর্দান্ত notorious. পক্ষান্তরে কবি লবিদ ছিলেন তেমনি শান্ত ও famous. ৭ জন কবি কবিতা রচনা করে কাবা ঘরে লটকিয়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ দেয়-কারও ক্ষমতা থাকলে তাদের কবিতার মোকাবিলা করতে পারে। তখন আল্লাহর নির্দেশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা কাওছার লিখে কাবা ঘরে লটকিয়ে দিলেন। এতে সমস্ত কবি হুংকার দিয়ে উঠল, গর্জন করে বলল, নিরক্ষর মুহাম্মদের এত বড় সাহস! কবিরা সব এলো। পড়ল সূরা কাওছার, তারা অবাক হয়ে গেল। হতভম্ভ হলো। এমন সুন্দর কবিতা তারা জীবনে দেখেনি, পড়েনি। শেষে অবনত মস্তকে তারা প্রস্থান করল। এরপর এলেন কবি সম্রাট লবিদ। সূরা পাঠ করে তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। মুগ্ধ হয়ে গেলেন কবিতার ছন্দ দেখে। ছন্দে ছন্দে কি চমৎকার মিল। শব্দের সংযোজন, বাক্যের বিন্যাস, বাক্যের ভাব ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাকে মুগ্ধ করে দিল। শেষে মন্তব্যে লিখলেন, "লাইছা হাজা কালামুল বাশার।" অর্থাৎ এ (সূরা কাওছার) মানুষের (তৈরী) কথা নয়। কবি লবিদের মুখ দিয়ে সত্য কথাটাই বেরিয়ে পড়ে। ইনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কবিতার মাধ্যমে ইসলাম সম্প্রসারণে আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেন।

৮। মুমিনের পুরস্কার ঃ আল্লাহ পাক মুমেন বান্দার জন্য বেহেস্ত দেয়ার এবং পবিত্র হুর দেয়ার ওয়াদা করেছেন। সুতরাং যারা আল্লাহ ও রাসূলের আইন পালন করবে ও অনুসরণ করবে তারা সৌভাগ্যবান। -১ পারা, বাকারা ২৫ আয়াত।

জন্ম মৃত্যু ঃ

৯। মানুষের ২ বার জন্ম ও ২ বার মৃত্যু। -১ পারা, বাকারা ২৮ আয়াত।

❐ প্রথমে অস্তিত্বই ছিল না। - ২৯ পারা, দাহার ১ আয়াত।

❐ মানুষের প্রথম জন্ম হল পৃথিবীতে। দ্বিতীয় জন্ম হবে মৃত্যুর পর পরকালে

www.pathagar.com

হাশরের দিন, যাকে পুনরুত্থান বলে। আর প্রথম মৃত্যু অজানা হতে নুৎফা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় মৃত্যু জন্মের পর যে কোন সময়ে।

১০। প্রথম মানুষ ঃ হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ার প্রথম মানুষ। আদমকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে ফেরেস্তারা আপত্তি উত্থাপন করে বলল, প্রভূ! এরা তোমার অবাধ্য হয়ে খুনাখুনি করবে, ফাসাদ করে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরাই বরং তোমার গুণগানে সর্বদা লিপ্ত থাকব। কিন্তু আল্লাহ পাক আদম জাতকে ফেরেস্তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের ইচ্ছা করলেন এবং আদমকে সকল কিছু রহস্য শিক্ষা দিয়ে ফেরেস্তাদের ঐ রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। ফেরেস্তারা অক্ষম হলে প্রভু আদমকে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। আদম রহস্যের ব্যাখ্যা দিলে তিনি ফেরেস্তাদের শিক্ষক প্রমাণিত হন। তখন আল্লাহ পাক শিক্ষকের সম্মান আদায়ের জন্য ফেরেস্তাদের 'সেজদায়ে এনহেনা' (সম্মান) করতে আদেশ দেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তারা আদমকে সেজদা করে। কিন্তু ইবলিছ আল্লাহর আদেশ অগ্রাহ্য করে সেজদা না করায় সে শয়তান মার্দুদ হয়ে যায়। - ১ পারা, বাকারা ৩০-৩৪ আয়াত।

❐ **শিক্ষকের সম্মান ঃ**

ওস্তাদ কী তাজীম কার্ণা হুকুম হায়ে রাব্বুল আলা মওলাকী,

তাজীম কার্নেমে রেজামন্দী হায় আল্লাহ পাক বাদশাহে জুল-জালাল কি।

১১। আলেম ঃ আলেমেরা সর্বদা ভাল কাজের উপদেশ দিয়া থাকে কিন্তু তাদের চিন্তা করা দরকার যে তারা সেই ভাল কাজগুলি করছে কিনা? বাকারা ৪৪ আয়াত।

❐ আলেমের জন্য আল্লাহ পাক অনেক উপদেশ দিয়েছেন। -২১ পারা, রোম ২২ আঃ

❐ আল্লাহ মহান কিছুসংখ্যক মানবকে বাছাই করে নিয়ে কোরান মজিদের শিক্ষা দিয়েছেন। আলেমদের প্রতি আল্লাহ পাকের এটা একটি বড় দান। আলেমরা বেহেস্তে গিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। - ২২ পারা, ফাতের ৩২-৩৪ আয়াত।

❐ আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে থাকে। - ২২ পারা, ফাতের ২৮ আয়াত।

❐ এলেমের আলোচনা। - মেশকাত শরীফ ২য় খন্ড, ৩-৬ পৃঃ

❐ আলেমের মৃত্যুতে এলেমের মৃত্যু। - মেশকাত ২ খন্ড, ১১ পৃঃ

❐ হক্কানী আলেমকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। - ২য় খন্ড, ১৬ পৃঃ

❐ আালেমরাই নবীর ওয়ারিস। - মেশকাত শরীফ।

১২। ধৈর্য্যঃ ধৈর্য্যের সহিত নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার হুকুম। নামাজ মুমেনদের নিকট খুব সহজ জিনিস কিন্তু কাফেরদের নিকট বড় কঠিন। বাকারা ৪৫-৪৬ আয়াত।

১৩। বিপদে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য্যের সহিত (২ রাকাত) নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার হুকুম। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। আর মনে রাখতে হবে তিনি মুমেনকে ভয়-ভীতি, অভাব-অনটন, ফসল নষ্ট ও মৃত্যু দিয়ে পরীক্ষা করেন। - ২ বাকারা, ১৫৩-১৫৭ আয়াত।

www.pathagar.com

১৪। বাছুর পূজা ঃ হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতে গেলে ছামেরী নামক যাদুকর রমনীদের গহনা নিয়ে আগুনে গলিয়ে একটি সোনার বাছুর তৈরী করে তাতে শব্দ সংযোজন করে বনি ইসরাইলকে বলে, এই বাছুর তোমাদের দেবতা। তোমরা এটাকে প্রভু বলে পূজা কর। লোকেরা তার কথা মত বাছুর পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিল। আল্লাহ সেই ঘটনা তার হাবীবকে জানিয়ে দেন। - ১ পারা, বাকারা ৫১, ৫২ আয়াত।

১৫। মানওয়া-সালওয়া ঃ আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর জন্য ইহা নাযিল করেন। - ১ বাকারা ৫৭ আয়াত।

১৬। কাওমে মূসা আল্লাহকে না দেখে ঈমান আনতে চাইলো না। - ১, বাকারা ৫৫ আয়াত।

১৭। কাওমে মূসা মানওয়া-সালওয়া খাওয়া না পছন্দ করে পিঁয়াজ, রসুন, কাঁকড়ী, তরকারী, মসুরী ও গম খেতে বলে। - ১, বাকারা ৫৭, ৬১ আয়াত।

১৮। শনিবার ঃ আল্লাহর হুকুম অমান্য করে শনিবারে মৎস্য শিকার করায় আল্লাহর গজবে পড়ে ইহুদীরা বানর হয়ে মারা যায়। - পারা ১, বাকারা ৬৫ আয়াত।

১৯। গরু ঃ ইহুদীদের দুর্দান্ত ব্যক্তিরা এক রমণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে একজন মুমেন ব্যক্তির উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং শেষে প্রকৃত দোষীকে জানার জন্য হযরত মূসার নিকট আরজ জানায়। নবী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ একটি গরু যবেহ করতে আদেশ দেন। এতে ইহুদীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। গরু সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করল। কিন্তু শেষে এমন এক গরু যবেহ করতে বাধ্য হল যা দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়ে দিল। পরে গরু যবেহ করা হল এবং নির্দেশ মত গরুর জিহ্বা বা কলিজা দ্বারা মৃত রমণীর শরীরে আঘাত করায় মৃত রমণী জিন্দা হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দিয়ে মারা যায়। এটা আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন। - পারা ১, বাকারা ৬৭-৭৩ আয়াত।

২০। হাজার বছর আয়ু পেলেও আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া যাবে না। - পারা ১, বাকারা ৯৬ আয়াত।

২১। হারুত-মারুত দুই ফেরেস্তা। - পারা ১, বাকারা ১০২ আয়াত।

২২। মূসা নবীর উম্মতের মত কাফিররাও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে নানা প্রশ্ন করে হয়রান করে। - পারা ১, বাকারা ১০৮, ১০৯ আয়াত।

২৩। নামাজ, যাকাত ও দান খয়রাত করতে আল্লাহ পাক আদেশ দেন। - পারা ১, বাকারা ১১০ আয়াত।

২৪। ইহুদী ও নাছারা পরস্পর শত্রু। একে অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করে। - ১ পারা, বাকারা ১১৩ আয়াত।

২৫। কাবা ঘর ঃ হযরত ইবরাহিম ও ইছমাঈল কাবা ঘর মেরামত করেন। - পারা ১, বাকারা ১২৪-১২৯ আয়াত।

২৬। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেন, তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না। - পারা ১, বাকারা ১৩২ আয়াত।

২৭। আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত হওয়ার নির্দেশ। - পারা ১, বাকারা ১৩৮ আয়াত।

অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীকে নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশ।

www.pathagar.com

২-পারা

সূরা বাকারা

২৮। কেবলা ঃ মুসলমানরা যে ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে তাকে কেবলা বলে। মুসলমানরা পূর্বে মসজিদে আকছার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো। কিন্তু পরে কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করায় মুর্খ লোকেরা বলতে লাগল- তোমাদের কি হল, কেন কেবলা পরিবর্তন করলে? - পারা ২, বাকারা ১৪১-১৫০ আয়াত।

❐ রাসূলে খোদা (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে আকছাকে কেবলা করে নামাজ পড়ছিলেন। তখন ছিল আছরের সময়। নামাজ পড়ছেন এমন সময় কেবলা পরিবর্তনের ওহী নেমে এলে তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আর সাহাবীরাও সঙ্গে সঙ্গে কাবা ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইহা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা।

❐ কেবলা পরিবর্তন - বোখারী শরীফ ১ম খন্ড, ১১৬ পৃঃ

❐ সাহাবারা হুজুর (সাঃ)-এর হুবহু অনুসরণ করতেন। - মেশকাত ১ খন্ড, ১০২ পৃঃ

২৯। সবর/ধৈর্য ঃ ধৈর্য্যের সাথে নামাজ পড়ার হুকুম। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। - ২ পারা, বাকারা ১৫৩ আয়াত।

৩০। আল্লাহ্‌র পরীক্ষা ঃ আল্লাহ পাক মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। কখনও শস্য ও ফসল নষ্ট করে, কখনও বিপদ দিয়ে, কখনও বা জীবের হানী করে বা মৃত্যু দিয়ে। - ২, বাকারা ১৫৫ আয়াত।

৩১। বিপদে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ার হুকুম। - পারা ২, বাকার ১৫৬ আয়াত।

❐❐ বিপদের খবর শুনি পড় ভাই-ইন্না লিল্লাহ।
সুখের খবর শুনি বল ভাই আলহামদুলিল্লাহ। - হাছানাত

মসজিদে আকসার বিবরণ ঃ

হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর পর বহু যুগ কেটে যায়। বহু নবীর আবির্ভাব হয়। তাঁরা সকলেই সিরিয়ার মসজিদে আকসাকে কেন্দ্র করে তৌহিদ প্রচার করেন। মসজিদে আকসা হযরত আদম (আঃ)-এর তৈরী দুনিয়ার দ্বিতীয় মসজিদ। দুনিয়ার প্রথম ঘর বা মসজিদ মক্কার কাবাঘর। - ৪ পারা, ইমরান ৯৬ আয়াত

"ইন্না আওয়ালা বাইতীন উদিয়া লিন্নাছি লাল্লাযী বিবাককাতা--।"

ইহা হযরত আদম (আঃ)-এর তৈরী প্রথম মসজিদ। প্রথম হতেই এই মসজিদকে কেন্দ্র করে তৌহিদ প্রচার হতো। হযরত নূহ (আঃ)-এর প্লাবনে একটু মাটি চাপা পড়লে হযরত ইবরাহিম মেরামত করেন। হযরত ইবরাহিমের পর হতে সমস্ত নবী সিরিয়ার মসজিদকে কেন্দ্র করে তৌহিদ প্রচার করতে থাকেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাবা ঘর জঙ্গলাকীর্ণ হয় এবং মাটির নীচে চাপা পড়ে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদের জন্মের কয়েক বছর পূর্বে তাঁর দাদা আব্দুল মোতালেবের মনে জেগে উঠে কাবা ঘরের কথা।

www.pathagar.com

কাবা ঘর কোথায় পাওয়া যাবে, কোন স্থানেইবা আছে, এই চিন্তায় তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আব্দুল মোতালেবের ১০ পুত্র। তিনি এতই উতলা হয়ে উঠলেন যে শেষে ঘোষণা দেন- কাবা ঘর পাওয়া গেলে তার কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহকে আল্লাহর নামে কোরবানী দিবেন। ইহার পর কাবা ঘর পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় আব্দুল্লাহকে কোরবানী দেয়া নিয়ে। মানুষকে কিভাবে কোরবানী দেয়া হবে? বিজ্ঞ জ্ঞানীদের পরামর্শে স্থির হল যে, আব্দুল্লাহর নামের সঙ্গে দশ দশটা করে উটের কোরা ঢালা হউক। আব্দুল্লাহ নামের সঙ্গে যে সংখ্যাটি উঠবে সেই উটগুলিকে কোরবানী দিলেই হবে। দশ, বিশ, ত্রিশ ক্রমেই সংখ্যা বাড়তে থাকে। শেষে ১০০টা উটের সঙ্গে আব্দুল্লাহর নাম উঠল। ১০০টা উট কোরবানী হয়ে গেল এবং আব্দুল্লাহ নাযাত পেল। গৌরবময় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সেই আব্দুল্লাহর পুত্র। নবী (সাঃ)কে ইবনে যাবীহাইনে বলা হয়। কারণ তার পূর্ব পুরুষ হযরত ইসমাইলকে এবং তার পিতা হযরত আব্দুল্লাহকে কোরবানী দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কাবার জন্ম ঃ

❐ কাবাঘরের জন্ম পানি হতে। কেননা আল্লাহ পাক দুনিয়ার সব কিছু পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। পূর্বে পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। আল্লাহর আরশও পানির উপর ছিল। - ১২ পারা, হুদ ৭ আয়াত

আল্লাহ মাটি সৃষ্টির ইচ্ছা করে ঝড়কে প্রবল বেগে বইতে আদেশ করেন। ঝড়ের প্রবাহে ভীষণ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তরঙ্গে তরঙ্গে ভীষণ দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের ফলে ফেনারাশির সৃষ্টি হয়। মহা পরাক্রান্ত আল্লাহ মহাসাগরের সমস্ত ফেনারাশিকে একত্র করে যে জায়গায় স্থির করেন সেই স্থানের নাম দেন কাবা। সেই ফেনারাশি শক্ত হয়ে মাটির সৃষ্টি হয়েছে। কত যুগে যে সৃষ্টি হয়েছে তা আল্লাহ মহানই জানেন। উচু স্থানকে কাবা বলে। যেমন- ওজুর মধ্যে দু'পায়ের (গোড়ালিকে) উঁচু স্থান কাবায়েন বলে।

"ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কাবায়েন" - ৬ পারা, মায়েদা ৬ আয়াত।

❐ মেয়েদের বক্ষ উঁচুর জন্য আল্লাহ পাক বেহেস্তের সমবয়স্কা বক্ষ উঁচু হুরদের কথা কুরআন পাকে উল্লেখ করেছেন। - ৩০ পারা, নাবা ৩৩ আয়াত।

"ওয়া কাওয়ায়িবা আতরাবা"। কাবা শব্দের বহু বচন কাওয়ায়িবা।

❐ মহান আল্লাহ সব কিছু পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। - ১৭ পারা, আম্বিয়া ৩০ আয়াত।

❐ কাবাঘরের ফজিলত। - মেশকাত শরীফ ২ খন্ড, ২৮২-২৯০ পৃঃ

❐ কাবাঘর বা মসজিদ বেহেস্তের টুকরা। - মেশকাত শরীফ ২ খন্ড, ৩০০ পৃঃ

❐❐ **যমযম।**

যমযম কুদরতী কূপ দুনিয়া মাঝার।
পানি কভু কমেনা নির্দেশ আল্লাহর
পুন্যবান হাজীরা কাবা তোয়াফে গিয়া
যমযমের পানি পিয়ে করেন আল্লাহর শুকরিয়া। - হাছানাত

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে মেনে নেবার আদেশ। - ১ পারা, বাকারা ১৩৬ আয়াত।

আল্লাহ পাকের রং-এ রঞ্জিত হওয়ার নির্দেশ। - ১ পারা, বাকারা ১৩৮ আয়াত।

❐ আল্লার নবী বলেছেন, "তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর চরিত্র গ্রহণ কর। অর্থাৎ আল্লাহ দয়ালু তুমি ও জীবের প্রতি দয়া দেখাও। আল্লাহ গাফফার-ক্ষমাশীল, তুমিও আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি ক্ষমা কর। আল্লাহ রুজীদাতা, তুমিও আল্লাহর দেয়া রুজী হতে দ্বীন-দুঃখী, ফকির-মিসকিনকে আহার দান কর। এই রূপে আল্লাহর চরিত্রকে নিজের মধ্যে বাস্তবায়িত করে নিজের চরিত্রকে সুন্দর কর।

❐ উম্মতে উছতা ঃ আখেরী নবীর উম্মতকে উম্মতে উছতা বলা হয়েছে। কারণ এরা মধ্যপন্থার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এরা নবীর পক্ষে সাক্ষী দিবেন। অর্থাৎ অন্য লোকের প্রতিপক্ষে সাক্ষী দিবেন এবং নবী (সাঃ) তাঁর উম্মতের সপক্ষে সাক্ষী দিবেন হাশরের দিন। - ২ পারা, বাকারা ১৪০ আয়াত।

❐ বিপদে ধৈর্যের সাথে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার হুকুম। - ২ পারা, বাকারা ১৫৩ আয়াত।

বিপদে ধৈর্য ধরি নামাজে হলে মশগুল
বিদূরিয়া দয়াল প্রভূ দিবে তোরে কূল।

❐❐ বিপদে ইন্না লিল্লাহ পড়ার আদেশ। - ২ পারা, বাকারা ১৫৬ আয়াত।

পড় বন্ধু সুখবরে আলহামদুলিল্লাহ
দুঃখের খবরে পড় ইন্না লিল্লাহ।

৩২। সাফা মারওয়া পাহাড় ঃ এই দুই পাহাড় বিবি হাজেরার স্মৃতি মনে করে দেয়। - ২ পারা, বাকারা ১৫৮ আয়াত।

❐ বিবি হাজেরা পানির জন্য সাফা মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার দৌড়েছিলেন। বিশ্বের হাজী সাহেবরা হজ্জে গিয়ে ৭ বার দৌড়ে থাকেন।

৩৩। শয়তানের শত্রু ঃ শয়তানের অনুসরণ কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাহার অনুসরণ করলে সে তোমাদের ফাহেশা কাজে লিপ্ত করবে এবং তোমাদের হারাম খাওয়ায়ে দিবে। - ২ পারা, বাকারা ১৬৮ আয়াত।

❐ হারাম খেলে রক্ত-মাংস হারাম হয়ে যাবে। ইবাদত কবুল হবে না।

❐ শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় নেবার হুকুম। - ৩০ পারা, সুরা ফালাক ও নাছ।

❐ শয়তান মনে কুচিন্তা দিলে আউজুবিল্লাহিমিনাশ শায়তানির রাজিম পড়ার হুকুম। - ৯ পারা, আরাফ ২০০ আয়াত।

❐ ওজুর শুরুতে শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় নেয়ার হুকুম। - ১৮ পারা, মুমেনুন ৯৭, ৯৮ আয়াত।

❐ শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। অন্যথায় সে তার ধর্মে টেনে নিবে এবং সাইর দোযখে নিক্ষেপ করবে।-২২ পারা,ফাতের ৬ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ শয়তান ঐ ব্যক্তির জন্য নিযুক্ত যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকর হতে গাফেল হয় এবং শেষ পর্যন্ত শয়তান তার বন্ধু হয় এবং তাকে পরিচালনা করে। - ২৫ পারা, যুখরুফ ৩৬ আয়াত।

❐ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে গুণী (বন্ধু) মনে করে সে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। - ৫ পারা, নিসা ১১৯ আয়াত।

❐ শয়তান যার সংগী তার ভাগ্য ভীষণ খারাপ। - ৫ পারা নিছা ৩৮ আয়াত।

❐ বিভিন্ন আয়াত হতে প্রমাণ হল- যে ব্যক্তি শয়তানকে অর্থাৎ খান্নাছ ও নাছকে বন্ধু করে নিল তার পরিণাম দুঃখজনক।

শয়তান হল নেকড়ে বাঘ
সাবধান মানবকূল,
নচেৎ তোমায় টেনে নিবে
বলেছেন প্রিয় রাসুল। - মেশকাত-১ খন্ড ২৩৭ পৃঃ দ্রঃ

৩৪। মুত্তাকী ঃ যার মধ্যে ১৫টি গুণ আছে সেই মুত্তাকীঃ

(১) আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস করে, (২) পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে, (৩) ফেরেস্তাকে বিশ্বাস করে (৪) কেতাব, (৫) নবীগণকে বিশ্বাস করে, (৬) নিকট আত্মীয়, (৭) এতিম, (৮) মিছকিন, (৯) মুসাফির (১০) ছায়েল, (১১) দাসত্ব মোচনে দান করে, (১২) নামাজ কায়েম করে, (১৩) যাকাত প্রদান করে, (১৪) অঙ্গীকার পূরণ করে ও (১৫) অভাব-অনটনে, দুঃখ-কষ্টে, বিপদে এবং যুদ্ধের ভয়াবহতার সময় সবুর করে, ধৈর্য্য ধারণ করে সেই ব্যক্তি সত্যবাদী ও মুত্তাকী। - ২ পারা, বাকারা ১৭৭ আয়াত।

❐ হজরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন কন্টকময় রাস্তা অতিক্রম করার সময় শরীরকে যেভাবে কাঁটা হতে রক্ষা করে চলতে হয় ঠিক সেইভাবে পাপ হতে আত্মাকে রক্ষা করার নাম তাকওয়া।

❐ মুমেন মুত্তাকিরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজ গঠন ও জনকল্যাণ করতে সক্ষম।

❐ মুমেন মুত্তাকীদের আত্মা পাখি হয়ে বেহেস্ত বাগানে ফুলে ফুলে বিচরণ করে থাকে। - মেশকাত ৪ খন্ড, ৬৪ পৃঃ

৩৫। কেসাস ঃ খুনের বদলে খুন, স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস এইভাবে প্রতিশোধ নেবার হুকুম। - ২ পারা, বাকারা ১৭৮, ১৭৯ আয়াত।

৩৬। অছিয়ত ঃ অছিয়ত করে মারা গেলে তার অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর বাকী সম্পদ ওয়ারীসদের মধ্যে বন্টন হবে। অন্যথায় গোনাহগার হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। - ২ পারা, বাকারা ১৮০, ১৮১ আয়াত।

❐ অছিয়ত - ৪ পারা, নেছা ১২-১৪ আয়াত।

❐❐ অছিয়ত ভঙ্গকারী পামর শয়তান
বিবেকহীন জীব সে নিকৃষ্ট হায়ওয়ান

www.pathagar.com

৩৭। রোজাঃ আল্লাহ তালা রোজা ফরজ করেছেন, পূর্ব লোকদের উপরও ফরজ ছিল। সুতরাং যে বেক্তি রোজার মাস পর্যন্ত জীবিত থাকে সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। মাত্র গণা ২৯-৩০ দিন। তবে যে ব্যক্তি পীড়িত বা মোছাফের সে অন্য মাসে গণনা করে পুরণ করবে। প্রবীণ বৃদ্ধ যাদের বসে বসে খাওয়ানো হয় তারা রোজা রাখতে অক্ষম হলে তাদের জন্য ফিদিয়া দিতে হয়। ফিদিয়া একজন মিছকীনকে দু'বেলা খাওয়ানো, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি নিজে রোজা করে তবে সেটাই উত্তম। - ২ পারা, বাকারা, ১৮৩, ১৮৬ আয়াত।

❐ জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষয় করার জন্য রমজান মাস একটি উত্তম মাস। এই মাসেই শবে কদর। আল্লাহ মহানের পাক কালাম কুরআন মজিদ কদর রাতেই নাজিল হয়েছে। এ জন্য শবে কদরের এত ফজিলত। ঐ রাতে এবাদৎ করলে হাজার মাস এবাদৎ করা অপেক্ষা বেশী সোয়াব পাওয়া যায়। - ৩০ পারা, সুরা কদর দেখুন।

❐ হতাভাগা ব্যক্তি ছাড়া রমজানের রোজা কেউ বাদ দেয় না এবং কদরের ফজিলত হতে বঞ্চিত হয় না।

❐ রাসুলে করিম (সাঃ) বলেছেন, "আচ্ছিয়ামো জুন্নাতুন" অর্থাৎ রোজা হলো ঢাল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঢাল যেমন শত্রুর আঘাত হতে রক্ষা করে ঠিক তেমনি পরকালের প্রত্যেক স্থানে রোজা ঢাল হয়ে বিপদ হতে রক্ষা করবে। হাশরের কঠিন দিনে মাথার উপর ঢাল হয়ে সুর্যের অগ্নিময় তাপ হতে রক্ষা করবে।

❐ রমজানের আভিধানিক অর্থ দগ্ধিভূত করা। ভস্মীভূত করা। রমজানের রোজা যেভাবে শরীরকে শুকায়ে-পুড়ায়ে থাকে সেইভাবে সমস্ত পাপকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে।

❐ রোজার বর্ণনাঃ মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ২৬২-২৮৮ পৃঃ

❐ রোজা থেকে কিছু খেলে, স্ত্রী সহবাস করলে, হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত করলে এবং মুখ ভরে বমি করলে রোজা নষ্ট হয়। মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ২৮৯ পৃঃ

❐ রোজার জরুরী মছলা - মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড পরিশিষ্ট ৩৪১ পৃঃ

৩৮। রোজার রাতে স্ত্রী সহবাস ও সেহরী খাওয়ার সময়।-২ পারা, বাকারা১৮৭ আয়াত।

নিছাউকুম হারসুল্লাকুম ফাআতু হার্সাকুম
দিনে রাতে মিলন হও আল্লাহর হুকুম। - হাছানাত
(বিঃ দ্রঃ শুধু রোজার দিনে মিলন নিষেধ)

আল্লাহ বান্দার নিকটেঃ আল্লাহ বলেন, আমি বান্দার নিকটেই থাকি বান্দা যখনই আমাকে ডাকে তখনই তার ডাকের উত্তর দিয়ে থাকি। -২ পারা, বাকারা ১৮৬ আয়াত।

❐ আনতা তুজিবো মাই ইয়াদউকা ইয়া রাব্বী
ওয়া তুক্‌শেফো দোর্রা আবদেকা ইয়া হাবীবো
দায়ী বাতেনুন ওয়া লাদাইকা তেববুন
ফা মান্‌লী মেসলো তেব্বেকা ইয়া তাবীবো।
- দেওয়ানে আলী

www.pathagar.com

অর্থ ঃ

প্রভুরে আমি যখনই ডাকি
উত্তর পেয়ে থাকি
বিপদ দুরিয়া শান্তি দেয়
কভু দেয় না ফাঁকি।
অসুখ মোর বাতেনে আছে
প্রভু জানেন শুধু
প্রভুর ঔষধ মোর কাছে
মধুর চেয়ে মধু।

৩৯। মামলাঃ কোর্টে মামলা করে হাকিমকে অন্যায়ভাবে টাকা খাওয়াতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ২ পারা, বাকারা ১৮৮ আয়াত।

দুষ্ট ও শয়তান লোক মামলার দিকে যায়।
বিষয় সম্পদ হারায়ে শেষে ভিক্ষা করে খায় ।
- হাছানাত

৪০। চাঁদঃ চাঁদ মানবের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট। যা তারিখ ও সময় নির্দেশক। দ্বিতীয়ার চাঁদ পলে পলে বৃদ্ধি হয়ে পূর্ণিমা হয়। পূর্ণিমা হতে ১৫ দিন সময় লাগে। যাকে শুক্ল পক্ষ বলে। ১৫ দিন পর হতে চাদের ক্ষয় আরম্ভ হয়। ক্ষয় ও লয় হতে চাঁদের ১৫ দিন সময় লাগে। চাঁদের আঁধার দিনগুলোকে কৃষ্ণ পক্ষ এবং চাঁদের পূর্ণ ক্ষয়কে অমাবস্যা বলে। এইভাবে ১৫+১৫=৩০ দিনে মাস হয়। তারপর ১২ মাসে ১ বছর। বছর শেষে হজ্জের হিসাব করা হয়। - ২ পারা, বাকারা ১৮৯ আয়াত।

চাঁদ সৃজিছেন প্রভু মানব মঙ্গলে
দিনে দিনে বড় হয়ে তারিখ দেয় বলে।
- হাছানাত

৪১। দানঃ মুক্ত হস্তে দান করে। কিন্তু অপব্যয় করে ধ্বংস হওনা। - ২ পারা, বাকারা ১৯৫ আয়াত।

দানে হও আবু বকর প্রশান্ত হৃদয়
অপব্যয়ে পথে বসে করো না হায় হায়।
- হাছানাত

- দান দ্বারা আল্লাহর রাগ নিভে যায় যেমন পানিতে আগুন নিভে যায়।
- প্রবাহিত দান ৩টিঃ
  ১। সৎ কাজ যেমন মসজিদ, সরাইখানা, পানির কল,
  ২। এলেম শিক্ষা করা ও প্রচার করা।
  ৩। সৎ সন্তান যারা পিতা মাতার সেবায় নিয়োজিত। - মেশকাত শরীফ ২ খন্ড ৮, ৩৬ পৃঃ
- সর্বাপেক্ষা বড় দাতা আল্লাহ। তারপর তার রাসুল তারপর আলেম। - মেশকাত শরীফ ২ খন্ড ৩৯ পৃঃ দ্রঃ

www.pathagar.com

৪২। হজ্জঃ হজ্জ ও ওমরা পালনের জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন। - ২ পারা, বাকারা ১৯৬-২০৩ আয়াত।

❐ হজ্জের মধ্যে কোরবানীর জন্তু কোরবানীর স্থানে না পৌছা পর্যন্ত মাথা কামান নিষেধ। তবে মাথায় অসুখ হলে বা উকুনের কারণে মাথা কামালে সে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে বা খয়রাত করবে বা কোরবানী দিবে। যারা হজ্জ ও ওমরা একত্রে করতে চায়- তারা যা সহজ তা কোরবানী করবে। যদি কেহ কোরবানীর জন্তু না পায় তবে সে হজ্জের মধ্যেই তিনটি রোজা করবে। বাকী সাতটি রোজা বাড়ী ফিরে করবে।

❐ হজ্জের আরকান ও আহকাম ৩ রকমের। ফরজ, ওয়াজেব ও সন্নত। হজ্জের মধ্যে ফরজ ৭টি। (১) এহরাম বাঁধা (২) ওকুফ করা, (৩) তাওয়াফ করা, (৪) নিয়ত করা, (৫) তরতীব পালন করা, (৬) প্রত্যেক ফরজকে তার ঠিক সময়ে আদায় করা, (৭) মাকাম-অর্থাৎ প্রত্যেক ফরজকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় আদায় করা। আহকামে হজ্জ দেখুন।

৪৩। মুনাজাতঃ রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতাও ওয়া কেনা আজাবান নার। - ২ পারা,বাকারা ১০১-১০২ আয়াত।

৪৪। তার্কিকঃ তার্কিক লোকের অন্তর বক্র। তার তর্ক তোমাকে অবাক করে দিবে। - ২ পারা, বাকারা ২০৪-২০৫ আয়াত।

❐ ধর্ম বিরোধী তর্ককারী লোক নেকড়ে বাঘ তুল্য। এরা সর্বদা মানুষকে আক্রমণ করে ও ক্ষতি করে। - মেশকাত ১ খন্ড, ২০৬ পৃঃ

৪৫। মাতা নাছরুল্লাহঃ কাফেরদের অত্যাচার সইতে না পেরে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীরা বলেছিলেন কখন আল্লার সাহায্য আসবে। মাতা নাছরুল্লাহ। - ২ পারা, বাকারা ২১৪ আয়াত।

৪৬। দানঃ গরীব পিতা মাতাকে সর্বপ্রথম দান কর। তারপর নিকট আত্মীয়কে, তারপর ফকির মিছকীনকে দান কর। - ২ পারা, বাকারা, ২১৫ আয়াত।

৪৭। ধর্মযুদ্ধঃ তৌহিদ রক্ষার্থে ধর্মযুদ্ধ করা ফরজ। - ২ পারা, বাকারা ২১৬-২২০ আয়াত।

❐ বোখারী শরীফ জেহাদ প্রসংগ "কিতাবুল মাযাজি" দেখুন।

৪৮। মুশরেক নারীকে বিয়ে করা নিষেধ। - ২ পারা, বাকারা ২২১ আয়াত।

মুশরেক নারী পুড়াবে তনয়
হৃদয় করবে কালি
মুমেনা সেবায় রত রবে
জীবন দিবে ঢালি।

- হাছানাত

৪৯। হায়েজঃ মেয়ে মানুষের প্রতি মাসে হায়েজ হয়ে থাকে। হায়েজ তাদের শরীরের প্রাকৃতিক নিয়ম, যাকে ঋতুস্রাবও বলে। হায়েজের সময় স্ত্রী সঙ্গম করা হারাম। - ২ পারা, বাকারা ২২২ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ হায়েজের সময়সীমা ৩ দিন ১০ দিন, ১৫ দিন। কারো ৩ দিন রক্ত স্রাব হয়েই বন্ধ হয়। কারও ১০ দিন রক্ত ঝরে, কারও বা রক্ত বন্ধ হতে ১৫ দিন সময় লাগে। হায়েজ বন্ধ হলেই শুদ্ধ হয়। গোসল করে পবিত্র হতে হয়। এতে ইমামদের মত পার্থক্য দেখা যায়।

৫০। কছমঃ আল্লাহর নাম নিয়ে কছম খাওয়া ঠিক নয়। - ২ পারা, বাকারা ২২৪-২২৬ আয়াত।

❐ খারাপ কাজ করার জন্য কছম করলে তা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম ও কাফফারা দিবার হুকুম।

❐ কথায় কথায় কছম করাকে কছমে লোগু বলে। এর জন্য আল্লাহ গাফুরুর রাহিম। তবে বারবার কছম খাওয়া ভাল নয়।

❐ ইলা কছম। স্ত্রীকে কষ্ট দিবার জন্য ইলা কছম করা নিষেধ। ৩ মাস সময়ের মধ্যে সহবাস না করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়।

৫১। নারীরা শস্য ক্ষেত্র। সুতরাং ক্ষেতে চাষ কর। - ২ পারা, বাকারা ২২৩ আয়াত।

৫২। তালাক প্রসংগঃ স্ত্রী শরীয়তের বিধান মতে না চললে স্বামী তাকে তালাক দিতে পারে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সময় ৩ হায়েজ। - ২২৭-২৪১ আয়াত পর্যন্ত।

❐ খোল'আ তালাক। অর্থাৎ স্ত্রী নিজ ক্ষমতায় স্বামীকে যে তালাক দেয়। -২ পারা, বাকারা ২২৯ আয়াত।

❐ ৫ পারা, নেছা ৩৪-৩৫ আয়াত।

❐ ৫ পারা, নেছা ১২৭-১৩০ আয়াত।

❐ ২৮ পারা, তালাক সুরা দ্রঃ

৫৩। সালাতে উছতাঃ অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামাজ। সালাতে উছতাকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ আদেশ। - ২ পারা, বাকারা ২৩৮ আয়াত।

❐ উছতা নামাজ কোনটি-এ সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীস।

❐ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, উছতা নামাজ হল জোহরের নামাজ।

❐ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, উছতা নামাজ হল আছরের নামাজ।

❐ হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, উছতা নামাজ হল ফজরের নামাজ।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেন, আছরের সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় এ সময় ফেরেস্তাদের রদবদল হয়। মানুষ এ সময়ে কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা আছরের নামাজের কথা ভুলে গিয়ে নামাজ ফউৎ করে দেয়। এবং ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

❐ আল্লাহর নবী বলেছেন, যে ব্যক্তি আছরের নামাজ হারালো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ হারালো।

❐ ফজরঃ হুজুর (সাঃ) ফজরের নামাজকে আরও বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ফজরের নামাজে রাতের ফেরেস্তা ও দিনের ফেরেস্তা জামাতে শরীক হয়। এবং বান্দাদের জন্য দোয়া করতে থাকে।

www.pathagar.com

❐ আল্লাহর যে বান্দা বিবি ও বিছানার মহব্বত ত্যাগ করে আল্লাহর মহব্বতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ফজরের নামাজে জামাত ধরেন তার সৌভাগ্য নছিব।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়লো সে যেন সারা রাত আল্লার এবাদত করলো।

❐ ফজরের নির্মল সময়ে কুরআন মজিদের বড় বড় সুরা পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এ জন্য আল্লাহ পাক ফজরের নামাজ বেশী পছন্দ করেন। তিনি বলেন, ওয়া কুর আনাল ফাজরি, ইন্না কুর আনাল ফাজরি কানা মাশহুদা। অর্থাৎ ফজরের কুরআন তেলোয়াত আল্লাহর কাছে সাক্ষী স্বরূপ। - ১৫ পারা, এছরাইল ৭৮ আয়াত।

❐ হাদীস গুলির মাধ্যমে জানা গেল আছরের নামাজ এবং ফজরের নামাজ উছতা নামাজ। আল্লাহ পাক ৫ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করতে আদেশ দিয়েছেন বটে; কিন্তু উছতা নামাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।

জিছনে সালাতে উছতা কি হেফাজৎ করেগা
খোশ হোকে আল্লাহনে উছকো জান্নাত বখশে গা ।

- হাছানাত

❐ নামাজ এমনভাবে আদায় করার হুকুম যেন নামাজি আল্লাহকে দেখছে অথবা আল্লাহ নামাজীকে দেখছে। - মেশকাত হাদীসে জিবরীল। -১ খন্ড ও ১ পৃঃ

৫৪। কর্জে হাসানাঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধর্ম কাজে মুক্ত হস্তে দান করাকে কর্জে হাসানা বলে। আল্লাহ মহান এই দানকে বহু গুণে বর্দ্ধিত করে থাকেন। - ২ পারা, বাকারা ২৪৫ আয়াত।

❐ হাদীসে আছে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা হলেন আল্লাহ তারপর তার হাবীব তারপর আলেম। যে আলেম তার এলেমকে বিস্তার করে।

❐ দানকারী আল্লাহর নিকটে, বেহেস্তের নিকটে, মানুষের নিকটে কিন্তু জাহান্নামের আগুন হতে দূরে। আর বখিল আল্লাহ হতে দূরে, বেহেস্ত হতে দূরে, মানুষ হতে দূরে, কিন্তু আগুনের নিকটে। - মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ২১১ পৃঃ

৫৫। তালুতঃ হযরত শামুয়েল নবী ও তালুত বাদশার বর্ণনা। - ২ পারা, বাকারা ২৪৭-২৫৮ আয়াত।

www.pathagar.com

৩ পারা

সূরা-বাকারা

৫৬। আয়তুল কুর্সীঃ - ৩ পারা, বাকারা ২৫৫ আয়াত।

আয়াতে কুর্সীর ফজিলত অনেক। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ

১) প্রতি ফরজ নামাজের পর পড়ে বুকে ফুক দিলে মউতের আজাব, কবরের আজাব হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২) খাদ্য শষ্যের উপর ৩১৩ বার পড়ে ফু দিলে আল্লাহ বরকত দেন।

৩) মন্দ স্বভাব ব্যক্তি প্রত্যহ ১৭ বার করে পড়লে তার স্বভাব ভাল হয়।

৪) শয়নকালে পড়লে আল্লাহ পরিজনসহ তাহাকে রক্ষা করে।

৫) বাইরে যাত্রার পূর্বে পড়ে বাম পা আগে ফেলে বের হলে আল্লাহ সুফল দেন এবং বিপদ হতে রক্ষা করেন।

৬) প্রতিদিন ৫০ বার করে পড়লে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।

৭) প্রতি দিন আমল করলে জনগণ তার সম্মান রক্ষা করে।

৮) দোকানে লটকালে উন্নতি হয়।

৯) উহা পড়ে পানি খেলে পেটের পীড়া ভাল হয়।

১০) উহা ৭ বার পড়ে বাড়ীর ৬ দিকে ফুক দিয়ে একবার ঢোক গিলে নিলে বাড়ী নিরাপদে থাকে। ইহাকে হেছারে মুহাম্মাদী বলে। -৩ পারা,বাকারা-২

৫৭। ওলীঃ ওলী অর্থ অভিভাবক। যেমন ছেলের অভিভাবক পিতা। তেমনী মুমেন ব্যক্তির অভিভাবক আল্লাহ। তিনি তার বান্দাকে সমস্ত বিপদ হতে সতর্ক করেন। রক্ষা করেন ও জীবিকা দিয়ে প্রতিপালন করেন। অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। "আল্লাহ ওলীউল্লাজিনা আমানু"। - ৩ পারা , বাকারা ২৫৭ আয়াত।

৫৮। হযরত ইবরাহিমের সঙ্গে নমরূদ বাদশার তর্ক। মৃতকে জীবিত করা, সুর্যকে পশ্চিম হতে উদয়ের কথা বলায় কাফের নমরূদ হতভম্ব। "আলাম তারা এলাল্লাজী হাজ্জা ইবরাহিমা।" - ৩ পারা, বাকারা ২৫৮ আঃ

৫৯। জেরুজালেম ধ্বংসঃ নবী ইয়ার্মীর (আঃ)-এর যামানায় বখত নছর বাদশা জাঁকাল জেরুজালেমকে পুড়িয়ে ভূমিস্মাৎ করেছিল। নবী ধ্বংসস্তুপ দেখে হয়রান হন এবং ক্লান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষের নীচে বসে পড়েন। খাবার ও পানীয় গাছের ডালে বেঁধে রাখেন এবং গাধাটাও বেঁধে রাখেন এবং বলেন, কি করে আল্লাহ এই ধ্বংসস্তুপকে আবার জিন্দা করবেন। এতে আল্লাহ নবীর চোখে ঘুম দেন এবং ১শ' বছর তাঁকে ঘুমায়ে রাখেন। ইত্যবসরে বখত নছর বাদশা মারা যায় এবং একজন ধার্মীক বাদশা সিংহাসনে বসেন এবং শহর গড়তে শুরু করেন। ২৫ বছর শহর পুনরায় জাঁকাল হয়ে উঠল। তখন আল্লাহ নবীকে জিন্দা করে জিজ্ঞেসা করেন তুমি কত দিন ঘুমালে? নবী বলেন, একদিন বা আধাদিন। মহান আল্লাহ তাকে সঠিক খবর দিয়ে বলেন বরং তুমি এক শত বছর ঘুমায়েছো। আল্লাহর ক্ষমতা হতে সন্দিহান হয়েছিলে। এখন আল্লাহর ক্ষমতা দেখ। দেখ

www.pathagar.com

তোমার খাদ্য ও পানীয় নষ্ট হয় নাই, ঠিকই আছে। কিন্তু তোমার গাধার দিকে দেখ- উহার নাম নিশানা নাই। এবার লক্ষ্য কর তোমার চোখের সামনে গাধাকে সৃষ্টি করছি। আল্লাহ মহানের হুকুমে গাধার হাড্ডিগুলি কোথা হতে এসে ঠক ঠক করে জোড়া লেগে গেল। হাড়ে মাংস ও চামড়া লেগে গেল। গাধা জিন্দা হয়ে ঘাস খেতে লাগল। নবী আল্লার কুদরত স্বচক্ষে দেখে স্তম্বিত হয়ে সেজদায় পড়ে আল্লারহ শুকরিয়া আদায় করেন। "আও কাল্লাজী মাররা আলা কারইয়াতিন।" - ৩ পারা, বাকারা ২৫৯ আয়াত।

৬০। হযরত ইবরাহিম ও পাখীর ঘটনা। "ওয়া ইজ্ ক্বালা ইবরাহিম রাব্বি কাইফা তুহ্ ইয়িল মাউতা।" - ৩ পারা, বাকারা ২৬০ আয়াত।

৬১। ১টি দানা হতে ১০০টি দানার উদাহরণ। "মাসালুল্লাজিনা ইয়ান্‌ফিকুনা আমওয়ালুহুম।" - ৩ পারা, বাকারা ২৬১ আয়াত।

দান করিবে যত বেশী হাত নেড়ে নেড়ে
সম্পদ তোর ক্রমে ক্রমে যাবে বেড়ে বেড়ে।

- হাছানাত

❐ দান করলে আল্লাহর রাগ নিভে যায়। - মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ২১৩-২৪০ পৃঃ

৬২। প্রকাশ্য ও গোপন দান, উভয়ই উত্তম। - ৩ পারা, বাকারা ২৭১-২৭৩ আয়াত।

৬৩। ভাল কথা বলা ও ক্ষমা করা উত্তম দান। - ৩ পারা, বাকারা ২৬২ আয়াত।

৬৪। লোক দেখানো দানের উদাহরণ ঐ পাথরের মত যার উপর কিছু ধুলা বালি জমা হয়, আর বৃষ্টি এলে সব ধুয়ে মুছে যায়। কিছুই নেকী থাকে না। - ৩ পারা, বাকারা ২৬৪ আয়াত।

৬৫। যে ব্যক্তি আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য এবং নিজ আত্মার কল্যাণের জন্য দান করে তার উদাহরণ এমন একটি বাগানের মত যেখানে বৃষ্টির পানি পেয়ে অথবা শিশির পেয়ে দ্বিগুণ শস্য হয়। আল্লাহ মানুষের আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন। - ৩ পারা, বাকারা ২৬৫ আয়াত।

৬৬। আরো একটি উদাহরণঃ আল্লাহ পাক আমলের প্রতি লক্ষ্য করে আর এক ব্যক্তির উদাহরণ দিচ্ছেন যে ব্যক্তি বার্দ্ধক্যে পৌঁছেছে এবং তার ছোট ছোট সন্তান আছে, তার একটি বাগান আছে। শস্য ফলও খুব ভাল হয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে আগুন হাওয়া বয়ে যাওয়ায় সব নষ্ট হয়ে গেল। এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর্তব্য। - ৩ পারা, বাকারা ২৬৬ আয়াত।

৬৭। এমন গরীব আছে যারা চাইতে লজ্জা পায়, কেও কেও তাদেরকে ধনী মনে করে এমন গরীবের খোঁজ করে দান করা উত্তম। - ৩ পারা, বাকারা ২৭৩ আয়াত।

৬৮। সূদ খাওয়া হারাম, ব্যবসা করা হালাল। - ৩ পারা, বাকারা ২৭৫-২৭৯ আয়াত।

৬৯। মেয়াদী ঋণের বর্ণনা। - ৩ পারা, বাকারা ২৮২ আয়াত।

৭০। রেহেনে বেচা কিনা। - ৩ পারা, বাকারা ২৮৩ আয়াত।

www.pathagar.com

৭১। ২য় নূরঃ বাকারার শেষ ৩ আয়াত এবং কুরাআন মজিদের ২য় নূর। - ৩ পারা, বাকারা ২৮৪ -২৮৬ আয়াত।

৭২। আয়াতে মুহকামা ও মুতাশাবেহা। - ৩ পারা, এমরান ৭ আয়াত।

৭৩। দুনিয়ার সম্পদঃ মেয়ে সন্তান, সোনা চান্দি, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, ক্ষেত খামার এগুলি দুনিয়ার সম্পদ মানুষ এগুলির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিকট যে সম্পদ আছে তা দুনিয়ার সম্পদ হতে অনেক উত্তম। - ৩ পারা, এমরান ১৪ আয়াত।

৭৪। ইসলামঃ আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলাম। যে ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসরণ করে তার কোন এবাদৎই আল্লাহ কবুল করেন না। - ৩ এমরান ৮৫ আয়াত।

৭৫। রাজত্ব দান ও কেড়ে নেয়াঃ কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকিতু'তিল মুলকা মান্‌তাশাউ ওয়া তান্‌যিউল মুলকা মান্‌তাশাউ .....। - ৩ এমরান, ২৬-২৭ আয়াত।

৭৬। বন্ধুত্বঃ কাফেরের সঙ্গে মুমেনের বন্ধুত্ব হতে পারে না। - ৩ এমরান ২৮ আয়াত।

৭৭। নবীকে ভালবাসাঃ নবীকে ভালবাসলেই আল্লাহকে ভালবাসা হবে। "কুল ইন কুনতুম তুহেব্বুনাল্লাহা - ৩ এমরান ৩১-৩২ আয়াত।

নবীর কথা মানলেই হবে, আল্লাহর কথা মানা,
কোরান মাঝে কয়ে দিছেন, আল্লাহ্ রাব্বানা।

- হাছানাত

৭৮। মরিয়াম (এমরানের স্ত্রী) নজর মানলেন অর্থাৎ মান্নত করলেন, প্রভু! আমার পেটে যে সন্তান আছে তা মসজিদের সেবার জন্য উৎসর্গ করব। কিন্তু প্রসব করেন মেয়ে। নাম রাখেন মরিয়ম। পুত্র হল না। হল মেয়ে। কি করবেন আল্লাহ ভরসা করে মরিয়মকেই মসজিদে দান করেন। হযরত যাকারিয়া তার তত্ত্বাবধান করেন। - ৩ এমরান ৩৪-৩৭ আয়াত।

৭৯। হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বর্ণনা। - ৩ পারা, এমরান ৩৮-৪১ আয়াত।

৮০। ইহুদী নাছারাকে তৌহিদের দিকে আহবান। - ৩ পারা, এমরান ৬৪-৮৪ আয়াত।

www.pathagar.com

৪ পারা

সূরা এমরান-৩

৮১। প্রিয় বস্তু দানঃ "লান্তানালুল্ বেররা"। - ৪ পারা এমরান ৯২ আয়াত।

❐ উক্ত আয়াতটি নাজিল হওয়ায় হুজুর (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবা হজরত জাবের (রাঃ) তার সব চেয়ে প্রিয় বাগান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের দান সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। প্রতিদান অবশ্যই পাবে।

❐ দানকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন। - মেশকাত ৪ খন্ড ২৪০ পৃঃ

❐ দানকারীর একটি উজ্জল উদাহরণ। (ছোট হতে বড়র দিকে)

যেমনঃ

১। মাটি অপেক্ষা বড় পাহাড়। ২। পাহাড় অপেক্ষা বড় লৌহ। ৩। লৌহ অপেক্ষা বড় আগুন। ৪। আগুন অপেক্ষা বড় পানি। ৫। পানি অপেক্ষা বড় বাতাস। ৬। বাতাস অপেক্ষা বড় গোপনে দান। অর্থাৎ গোপনে দান সবচেয়ে বড়। - মেশকাত ৪ খন্ড ২৪২ পৃঃ দ্রঃ

৮২। প্রথম ঘর কাবা শরীফঃ - ৪ পারা, এমরান ৯৬-৯৭ আয়াত।

৮৩। আল্লাহ মহানের আদেশ মুসলমান না হয়ে মরো না। - ৪ এমরান ১০২ আয়াত।

৮৪। আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ। - ৪ এমরান ১০৩ আয়াত।

❐ আল্লার রজ্জু অর্থাৎ কোরান।

কোরানকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অর্থাৎ একতাবদ্ধ হওয়ার প্রতি আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন। এই আদেশ পালন করেই মুসলমানরা একতাবদ্ধ হয়েছিল এবং মাত্র ৩১৩ জনে কোরেশদের সুশিক্ষিত ১ হাজার সৈন্যকে বদর যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। একতার জন্যই গোটা আরবকে একদিন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

❐ বর্তমান যুগে বহু মুসলমান বাদশা আছে বটে কিন্তু তাদের মধ্যে একতার অভাব। একতা না থাকার জন্য তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যা লঘিষ্টদের কাছে লাঞ্ছিত অপমানিত ও পদদলিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক এদের মন মগজে একতাবদ্ধ হওয়ার চিন্তাদিন। "আল্লাহুম্মা আমীন।"

৮৫। কুনতুম খাইরা উম্মাতঃ আল্লাহ বলেন, হে মুসলমান! তোমরা হলে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের কাজ হবে মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করা ও বিরত রাখা। - ৪ পারা, এমরান ১১০ আয়াত।

৮৬। বন্ধু নয়ঃ আল্লাহ বলেন, বিধর্মীরা তোমাদের বন্ধু নয়। পরম শত্রু। - ৪ এমরান ১১৮-১১৯ আয়াত।

৮৭। ওহুদঃ মুসলমানদের সঙ্গে কোরেশদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ওহুদে। - ৪ এমরান ১২১-১২৭ আয়াত।

❐ এ যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হুজুর (সাঃ) স্বয়ং। তিনি ৫০ জন তীরন্দাজকে

www.pathagar.com

পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে মোতায়েন করেন এবং ঐ স্থান কখনই পরিত্যাগ না করার জন্য নির্দেশ দেন। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হলো। শত্রুরা সরে দাঁড়ালো। আর মুসলমানরা গনিমতের মাল নিবার জন্য তাড়াহুড়া করতে লাগল। সুড়ঙ্গ রক্ষী সৈন্যেরা লোভে পড়ে নীচে নেমে এল। এই সুযোগে শত্রু সেনাপতি মহাবীর খালেদ সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে বাকী সুড়ঙ্গ রক্ষীকে হত্যা করে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। আকস্মিক আক্রমণে মুসলমানরা দিশাহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শত্রুরা নবী (সাঃ)-এর মাথায় ভীষণ আঘাত করে যার ফলে হেলমেট মাথায় ঢুকে পড়ে এবং দান্দান শহীদ হয়। 'ইন্নালিল্লাহ.....'। তৎপর মুসলমানরা একতাবদ্ধ হয়ে শত্রুদেরকে তাড়ায়ে দেয়। সেনাপতির আদেশ অগ্রাহ্য ও অমান্য করলে ফল শোচনীয় হয়।

৮৮। সুদঃ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ। - ৪ পারা, এমরান ১৩০ আঃ (সুরা বাকারার ২৭৫-২৭৬ আয়াত)।

৮৯। দৌড়াওঃ আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহর ক্ষমা লইবার জন্য এবং জান্নাত পাইবার জন্য আল্লাহর দিকে দৌড়ে যাও। - ৪ পারা, এমরান ১৩৩ আয়াত।

❐ মুমেনদের চোখে শান্তি দিবার জন্য চোখের আড়ালে কি জিনিস রেখেছেন তা আল্লাহ পাকই জানেন। - ২১ পারা, সেজদা ১৭ আয়াত।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, জান্নাত এমন সুখময় স্থান যাহা মানুষ চোখে দেখে নাই, কানে শুনে নাই এবং অন্তরে কখনও কল্পনাও করে নাই।

পুণ্য কাজ করো দৌড়ি সময় নাই হাতে
আমল কর বেশী বেশী জান্নাত পাবে তাতে।

- হাছনাত

৯০। রাগে ক্ষমাঃ যারা সুখের সময় ও অভাব অনটন দুঃখের সময় দান খয়রাত করে এবং উত্তেজিত অবস্থায় রাগকে সংবরণ করে ক্ষমা করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। - ৪ পারা, এমরান ১৩৪ আয়াত।

❐ হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে আল্লাহর এক শত্রুকে পরাজিত করে তার বুকে খঞ্জর মারতে উদ্দত হলে শত্রু নির্ঘাত মৃত্যু জেনে হযরত আলী (রাঃ)র মুখে থুথু দেয়। তখন হযরত আলী শত্রুকে আঘাত না করে উঠে দাঁড়ান। শত্রু অবাক হয়ে বলে আমাকে না মেরে সরে দাঁড়ালেন কেন? উত্তরে হযরত আলী বলেন, তুমি প্রথমে আল্লাহর শত্রু ছিলে কিন্তু থুথু দেওয়ার পর আমার রাগ হয়। আমার রাগের কারণে তোমাকে হত্যা করলে আমি আল্লাহর কাছে দোষী হাতাম । তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম ও ক্ষমা করলাম। আর আল্লাহ ক্ষমাশীলকে ভালবাসেন।

৯১। ফাহেশাঃ যদি শয়তানের চক্রে পড়ে ফাহেশা কাজ হয়েই যায়- আর সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। - ৪ এমরান ১৩৫ আয়াত।

পাপী যদি তওবা করি পড়িস প্রভুর পায়
ক্ষমা তোরে দিবেন তিনি আর দিবেন ঠাঁই।

- হাছানাত

www.pathagar.com

৯২। বদর যুদ্ধে কোরেশদের উপর আঘাত হানলে তারা ওহুদ যুদ্ধে তার প্রতিশোধ নেয়। - ৪ এমরান ১৩৯-১৪০ আয়াত।

৯৩। মা কানা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুলুন। - ৪ এমরান ১৪৪ আয়াত।

আল্লাহ পাক বলেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন রাসুল। তার পূর্বে বহু রাসুল মারা গেছেন। যদি তিনি (ওহুদ যুদ্ধে আঘাত পেয়ে) মারা যান তবে কি তোমরা ধর্ম ছেড়ে দিয়ে পুনরায় কাফের হয়ে যাবে?

❐ ওহুদ যুদ্ধে আল্লাহর নবী গুরুতরভাবে আহত হন। কাফের দল রটায়ে দেয় যে, মুহাম্মদ মারা গেছে এতে মুসলমানরা ভগ্ন হৃদয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এমন সময় উক্ত আয়াত নাজিল হয়। আর তৎক্ষণাৎ সাহাবীরা একত্রিত হয় এবং শত্রুদের উপর ঝাঁপায়ে পড়ে পিছে তাড়ায়ে দেয়।

❐ বিদায় হজ্জের পর রাসুলে খোদা সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সফর মাসের শেষ বুধবার একটু সুস্থ হন এবং গোছল করেন। ঐদিন আখেরী চাহার শোম্বা নামে খ্যাত। তারপর অসুখ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং শেষে ইন্তেকাল ঘটে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন। চারিদিকে মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গেল। সাহাবারা ব্যথিত। কিন্তু হঃ ওমর (রাঃ) শোক সহ্য করতে না পেরে তলওয়ার হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি রসুলুল্লার মৃত্যুর কথা বলবে তার গর্দান উড়ায়ে দিব। ভয়ে সবাই চুপ। ইতিমধ্যেই হঃ আবু বকর (রাঃ) এসে হাজির। তিনি সোজা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে শিয়োরের নিকট বসে মুখের চাদর সরায়ে মুখমন্ডলে বারবার চুম্বন দিয়ে বলতে লাগলেন।

" ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনি মৃত্যুর পূর্বে যেমন সুন্দর ছিলেন মৃত্যুর পরেও ঠিক তেমনি সুন্দর আছেন। তারপর সোজা মসজিদে গিয়ে মিম্বরে উঠে তেলোওয়াৎ করলেন "মা কানা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুলুন...."

তারপর বলেন, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তারা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহর নবী মারা গেছেন, আর যারা নবীর ভক্ত তারা জেনে রাখ তিনি নিশ্চয় মারা গেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তিনি কতবার উক্ত আয়াত পড়েছেন কিন্তু হঃ আবু বকর যখন পড়লেন তখন মনে হলো যেন আয়াতটি এখনই নাজিল হলো। লোকেরা শান্ত হয়ে কাফন-দাফনের দিকে ঝুঁকে গেল।

৯৪। সেনাপতিঃ সেনাপতির আদেশ অবশ্য পালনীয়। ওহুদ যুদ্ধে আল্লাহর নবী ৫০ জন তীরন্দাজকে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে মোতায়েন করেন। এবং তাদের ঐ স্থান পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা সেনাপতির আদেশ অমান্য করে ঐ স্থান ত্যাগ করায় শত্রু সৈন্যরা ঐ পথে এসে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে। এবং বহু সৈন্য নিহত করে। - ৪ পারা এমরান ১৪৯-১৫৫ আয়াত।

৯৫। নবী (সাঃ)-এর হৃদয় কঠিন হলে কেহ তার নিকট ভিড়তো না। - ৪ এমরান ১৫৯ আয়াত।

৯৬। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ বিন ওবাই গনিমতের মাল সম্বন্ধে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে দোষারোপ করলে ওহী নাজিল দ্বারা আল্লাহ পাক জানান, অন্যায় বিচার করলে নবীকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।- ৪ এমরান ১৬১ আয়াত।

www.pathagar.com

৯৭। সেনাপতিকে অগ্রাহ্য করায় বিপদ ঘটে। - ৪ এমরান ১৬৫ আয়াত।

৯৮। ওহুদ যুদ্ধের শেষ দিকে আল্লাহর রহমত নেমে আসে। - ৪ এমরান ১৭২-১৭৩ আয়াত।

৯৯। আল্লাহ কাফেরদের দড়ি ঢিল দেন। - ৪ এমরান ১৭৮ আয়াত।

১০০। অবিশ্বাসীর দল বলে আল্লাহ গরীব। (আর তারা বিত্তশালী ওরা বিবেকহারা)। - ৪ এমরান ১৮১ আয়াত।

চক্ষু-কর্ন তোর কে বা দিল কেমনে তুই চলিস
বিবেক বুদ্ধি তোর কৈ গেল যাতাই কেন বলিস?
- হাছানাত।

১০১। তাহাজ্জদঃ হুজুর (সাঃ) গভীর রাতে উঠে নামাজে মশগুল হতেন। - ৪ এমরান ১৯০-২০০ আয়াত।

☆ আশেক মওলা কভী নাহি ছোছারুতে হেঁ ফরাশ পর
রাত মে রোতে হেঁ নাজদে মওলা বিছওয়ানা ছোড় কর।
কাহতে হে রাব্বানা তুই হো গাফুরুর রাহিম
ফাগ্‌ফের লানা জুলুবানা ইয়া সাত্তার ইয়া কারিম।

☆ আলেম ওলী দরবেশ আর পূণ্যশীলা যারা
ঘুমুতে নারে কভু কেহ শয্যা পরি তারা?
নবীকে হৃদয়ে রাখি আল্লাহকে রাখি মাথে
নামাজ পড়ে কেঁদে কেঁদে একিন দেলের সাথে।

সূরা নেছা-৪

১০২। নরনারীঃ আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদের নর-নারীকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। সাবধান! তিনি রেহেম সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করবেন। - ৪ পারা নেছা ১ আয়াত।

❐ হাদীস। অধিকাংশ নারী জাহান্নামী। - মেশকাত শরীফ ৩ খন্ড ৩০৫ পৃঃ

১০২। বহু বিবাহঃ যাকে পছন্দ হয় বিয়ে কর। দুই দুই, তিন তিন, চার চার। - ৪ পারা, নেছা ৩ আয়াত।

❐ অন্ধ যুগে বহু বিয়ের হিড়িক ছিল। কেহ ৪টা, কেহ ৮টা, কেহ ১৬টা, কেহ বা তারও বেশী বিয়ে করত। কিন্তু রাসুলুল্লার যুগে আল্লাহ ওহী দ্বারা ৪ টার বেশী বিয়ে করা হারাম করে দেন। ভরণ পোষণে সমতা রক্ষা করতে না পারলে মাত্র ১টি বিয়ে করার নির্দেশ। স্বাধীনা রমনীকে বিয়ে করতে অক্ষম হলে দাসীকে বিয়ে করার নির্দেশ।

১০৩। মীরাস ও ফারায়েজ ঃ ফারায়েজ সংক্রান্ত বর্ণনা। - ৪ পারা, নেছা ৭-১২ আয়াত।

১০৪। মৃত ব্যক্তির কাফন, অছিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা সম্পদ থাকে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন হবে। অছিয়ৎ ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তি আছে। - ২ পারা, বাকারা, ১৮০-১৮১ আয়াত।

www.pathagar.com

১০৫। অসতী নারীর বিধান। - ৪ পারা, নেছা ১৫-১৭ আয়াত।

১০৬। তওবা নাইঃ যারা সর্বদা পাপে লিপ্ত থাকে তাদের তওবা কবুল হয় না এবং মৃত্যুর সময় তওবা করলেও কবুল হবে না। -৪ পারা, নেছা ১৮ আয়াত।

১০৭। নারীকে যে মোহ্‌রানা দেওয়া হয় তা ফেরৎ না নিবার আদেশ। - ৪ পারা, নেছা ১৯-২২ আয়াত।

১০৮। পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীঃ জাহেলিয়াতের যুগে পিতার ২য় স্ত্রী অর্থাৎ সৎ মাকে মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে ছেলেরা ভাগ বাটরা করে নিত। এটা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় হারাম হয়ে যায়। - ৪ পারা, নেছা ২২ আয়াত।

১০৯। যে সমস্ত মহিলাকে বিয়ে করা হারাম তার তালিকা। - ৪ পারা, নেছা ২৩ আয়াত।

১। মাতা ২। কন্যা ৩। নিজ বোন ৪। ফুফু ৫। খালা ৬। নিজ ভায়ের মেয়ে ৭। নিজ বোনের মেয়ে ৮। দুধ মা ৯। দুধ বোন ১০। স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী ১১। ২য় স্ত্রীর হাতে মেয়ে, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করলে বিয়ে হারাম, সঙ্গম না করলে বিয়ে করা হারাম নয়। ১২। নিজ পুত্রবধূ ১৩। দুই বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করা। ১৪। দাদী, নানী।

৫ পারা

সূরা- নেছা-৪

১১০। সতীঃ ভাল রমনীকে বিয়ে করার নির্দেশ। -৫ পারা, নেছা ২৪ আয়াত।

❐ পূণ্য শীলা স্ত্রীর চাওনী স্বামীর জন্য উত্তম সাদকা। - মেশকাত ৪ খন্ড ১৫৯ -১৬০ পৃঃ

১১১। রাত চোরা নারীর চরিত্র খারাপ। সে চুরি করে প্রেম করে। তাকে বিয়ে না করে দাসীকে বিয়ে করা ভাল। - ৫ পারা, নেছা ২৫ আয়াত।

১১২। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা নিষেধ। - ৫ পারা, নেছা ২৯ আঃ

১১৩। পুরুষঃ "আররিজালো কাওয়ামুনা আলান্ নিছায়ি" পুরুষেরাই নারীদের পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত। দুই কারণে পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ক) এ শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ মহানই পুরুষকে দান করেছেন।

খ) পুরুষ তার নিজস্ব সম্পদ নারীর জন্য ব্যয় করে থাকে। - ৫ পারা নেছা ৩৪ আয়াত।

❐ পুরুষের কাজ ব্যাপক, নারীর কাজ সীমিত। পুরুষের জন্য বাইরের সমস্ত কাজ আর নারীর জন্য বাড়ীর ভিতরের কাজ। পুরুষেরা নবী রসুল ছিলেন আল্লাহ মহান নারীদের নবী রসুল করেন নাই।

❐ নারীদেরকে অন্তরমহলে থাকার আদেশ। - ২২ পারা, আহজাব ৩৩-৩৪ আয়াত।

❐ হাদীস শরীফে আছে নারীদের মস্তিষ্ক পুরুষের মস্তিষ্কের অর্দ্ধেক। - মেশকাত শরীফ ১ খন্ড ৬১-৬২ পৃঃ।

www.pathagar.com

❐ নারীর উপর নরের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলেই তাদের উপর অত্যাচার অবিচার করা নিষেধ। তবে ব্যাভিচার করলে স্বতন্ত্র আদেশ। - ৪ পারা, নেছা ১৫ আঃ।

❐ নর দারোগা নারীর উপর জানো আল্লাহর বিধান
নারীর সম্মান আছে যদিও ওজনে নাহি সমান।

উর্দ্দু ঃ আল্লাহ নে ফজল ও কুয়াৎ দি মর্দকো না কে আওরাৎকো
বানায়া মর্দকো নবী ও রসুল না কে আওরাৎকো।

১১৪। সমাজ গঠনে দশটি আদেশঃ সমাজ গঠনের জন্য আল্লাহ একটি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। "ওয়াবুদুল্লাহা ওলা তুশরিক বিহী শাইয়া"। - ৫ পারা, নেছা, ৩৬ আঃ

১। আল্লাহ তায়ালার এবাদৎ কর, শিরক করো না। ২। পিতা-মাতার সাথে দয়া ব্যবহার কর। ৩। নিকট আত্মীয়ের প্রতি ৪। এতিম ৫। মিছকিনের প্রতি, ৬। নিকট প্রতিবেশী ৭। দুরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি ৮। বন্ধু বান্ধবের প্রতি, ৯। মুসাফের এবং ১০। দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ।

১১৫। বখিলদের পরিণাম জাহান্নাম। - ৫ পারা, নেছা ৩৭ আয়াত।

❐ মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড, ২১১ পৃঃ

১১৬। শয়তান যার বন্ধু তার ভাগ্য খারাপ। - ৫ পারা, নেছা ৩৮ আয়াত।

১১৭। মাতাল অবস্থায় নামাজ হয় না। পানির অভাবে তাইমুম করে নামাজ।পড়ার আদেশ - ৫ পারা, নেছা ৪৩ আয়াত।

১১৮। জাহান্নামের মধ্যে জাহান্নামীদের শরীর পুনঃ পুনঃ গঠিত হবে। - ৫ পারা, নেছা ৫৬ আয়াত।

১১৯। আমানত ও ন্যায় বিচারের হুকুম। "এজা হাকামতুম বাইনান্নাছি আন তাহকুম বিল আদলি" মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘরের চাবী যার নিকট ছিল তার নিকট হতে নিয়ে মুসলমানদের হাতে দিলে পূর্ব ব্যক্তিকেই চাবী ফেরৎ দিবার জন্য ওহী নাজিল হয়। - ৫ নেছা ৫৮ আয়াত।

১২০। উত্তম বিচার। আল্লাহ মহানের আদেশ, রাসুল (সাঃ)-এর আদেশ এবং উলুল আমরের আদেশের অনুসরণ করার নির্দেশ কোরান ও হাদীস অনুসারে বিচার করাই উত্তম বিচার। - ৫ পারা, নেছা ৫৯ আয়াত।

১২১। নবী হাকীমঃ প্রত্যেক কাজে নবী (সাঃ)কে হাকীম বিচারক মানিয়া লওয়ার নির্দেশ। প্রত্যেক কাজে নবী (সাঃ)কে বিচারক না মানিলে এবং বিনা শর্ত তাঁর আদেশ পালন না করলে সে মুমেন নহে। "ফালা ওয়া রাব্বিকা লা-ইউমেনূনা হাত্তা ইওহাক্কেমূকা" - ৫ পারা, নেছা ৬৫ আয়াত।

❐ এক ব্যক্তি হুজুর (সাঃ)-এর বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হয়। নবীর (সাঃ) বিচারে সন্দিহান হওয়ায় হযরত ওমর (রাঃ) রেগে যান। এবং লোকটির গর্দান উড়ায়ে দেন।

১২২। ৪ জন প্রকৃত বন্ধুঃ আল্লাহ সবার উপর বন্ধু। তিনি মানুষের মধ্য হতে মানুষের উপকারের জন্য ৪ রকমের লোক বানায়েছেন।

www.pathagar.com

১। নবী ও রসুল গণ ২। সিদ্দীকীনগণ ৩। শহীদগণ ৪। ছালেহীনগণ এরা সর্বদা মানুষকে বেহেস্তের দিকে আহবান করেন। - ৫ পারা, নেছা ৬৯-৭০ আয়াত।

১২৩। মৃত্যুঃ কঠিন সিন্দুকের মধ্যে লুকায়ে থাকলেও মৃত্যু হতে রক্ষা নাই। -৫ নেছা ৭৫-৭৮ আয়াত।

১২৪। কোরানঃ কোরান মজিদ আল্লার বাণী, অন্য কাহারও বাণী হলে অনেক ভুল থাকতো। -৫ নেছা ৮২ আয়াত।

১২৫। সুপারিশঃ যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুপারিশ করবে সে উহার অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুপারিশ করবে সেও উহার অংশ পাবে। -৫ নেছা ৮৫ আয়াত।

১২৬। সালামঃ কেহ সালাম দিলে তার উত্তর সুন্দরভাবে দিবার হুকম। ৫ নেছা ৮৬ আয়াত।

❐ আচ্ছালামু আলাইকুম বললে উত্তরে বলতে হয় .....

"ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু"

১২৭। বিধর্মীদের আক্রমণের মোকাবিলার বর্ণনা। ৫ নেছা ৮৮-৯১ আয়াত।

১২৮। ভুলবশত মুমেনকে হত্যা করলে তার বিধান। - ৫ পারা নেছা ৯২ আয়াত।

১২৯। ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে তার জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। -৫ নেছা ৯৩ আয়াত।

❐ ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর নরকেতে ঠাঁই
অনলে পুড়িবে সদা কোরানে জানায়।

১৩০। সালামঃ সালামের উত্তর আরও সুন্দর করে দিতে হয় - ৫ পারা, নেছা ৮৬ আয়াত।

❐ কোন বাড়ীতেও সালাম না দিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ - ১৮ পারা, নূর ২৭ আয়াত।

❐ নিজ বাড়ীতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করার হুকুম- ১৮ পারা, নূর ৬১ আয়াত।

❐ হাদীস হুজুর (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দেন তাতে সালাম প্রচারের উপর জোর আদেশ দেন।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সেই উত্তম।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেন, মুসলমানেরা বিশ্ব জগতে যেখানেই থাকুক না কেন ৩টি জিনিস দ্বারা তাদের চিনা যাবে। যেমনঃ

১। নাম দ্বারা যেমন আব্দুল্লাহ, আব্দুল মতিন, ইবরাহিম ইত্যাদি।

২। সালাম দ্বারা

৩। নামায দ্বারা

❐ কবরস্থানে সালাম দেবার নির্দেশ।

❐ মসজিদে প্রবেশকালে সালাম দেবার নির্দেশ।

www.pathagar.com

❒ সালাম দিয়ে মুসাফা (হ্যান্ডশেক) করার সময় দোয়া পড়ার নির্দেশ।

❒ কবরস্থানে গেলে সালাম দিতে হয়। "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর।

১৩১। হিযরত ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হিযরত করলো অর্থাৎ দ্বীনই এলেম শিখতে গিয়ে মারা গেলে আল্লাহ পাক তার জন্য যামীন হন। (বেহেস্ত দেবার জন্য) - ৫ পারা নেছা-১০০ আয়াত।

১৩২। কছরঃ অর্থাৎ সফর বা ভ্রমনকালীন সময়েনামাযের বর্ণনা - ৫ নেছা ১০১ আয়াত।

১৩৩। খওফের নামায ঃ কাফেরদের ভয়ে ভীত থাকলে বা যুদ্ধকালে কিভাবে নামায পড়তে হবে তার বর্ণনা - ৫ নেছা ১০০-১০৩ আয়াত।

১৩৪। চুরি, তামাঃ তামা নামে এক ক্ষীণ মুসলমান কাতাদা নামক সাহাবীর জেরা (যুদ্ধের পোশাক) চুরি করে এক ইহুদির নিকট লুকিয়ে রাখে। মুসলমানেরা স্বজাতি তামার পক্ষ নিয়ে ইহুদীর উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করলে আয়াত নাযিল হয় - ৫ পারা, নেছা ১০৫ আয়াত।

পরে হুজুর (সাঃ) অনুসন্ধান করে জানেন যে, প্রকৃত দোষী তামা। তামার হাত কাটার আদেশ হলে তামা ভীত হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং সেখানে প্রাচীর চাপা পড়ে মারা যায়।

১৩৫। গোপন কথাঃ মানুষ মানুষের কাছে অনেক কথা গোপন করে এবং রাতের আঁধারে অনেক গোপনে কথা বলে। তারা মানুষকে ফাঁকি দেয় বটে কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন এবং তারা কি করে তা দেখেন। - ৫.পারা, নেছা, ১০৮ আয়াত।

❒ প্রেমের গোপন কথা যেবা কয় নিশীতে
মহাপ্রভু দেখেন তাহা বসে ঘাড়ের শিরাতে।
সাবধান হও পাপী তুমি পাপ কর না
পাপ করে যেনে শুনে নরকে যেওনা।

১৩৬। ভুলবশত পাপ করে ক্ষমা চাইলে দয়ার সাগর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় - ৫ পারা নেছা ১১০ আয়াত।

১৩৭। বোহতানঃ অর্থ মিথ্যা অপবাদ দেয়া। নিজে পাপ করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া কঠিন পাপ। - ৫ পারা, নেছা ১১১২ আয়াত।

১৩৮। সন্দেহঃ নবীর (সাঃ) উপর সন্দেহকারী জাহান্নামী 'ওমাই ইউশাকেকের রাসূলা.....।" - ৫ পারা, নেছা ১১৫ আয়াত।

১৩৯। শিরকঃ শিরক সব চেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। - ৫ নেছা ১১৬, ১১৭ আয়াত।

১৪০। শয়তানকে ওলীঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া শয়তানকে ওলী (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করে তার পরিণাম ধ্বংস - ৫ পারা, নেছা ১১৯ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ শয়তান বিভিন্ন উপায়ে মানুষের ক্ষতি করে থাকে। কখনও কুমন্ত্রণা দিয়ে, কখনও বৃথা আশ্বাস দিয়ে, কখনও পশুর কান কাটায়ে, কখনও বা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়ে। যেমন- নরকে নারী সাজায়ে এবং নারীকে নর সাজায়ে। শয়তানের মত অনেক মানুষও শয়তান আছে যারা মানুষের ক্ষতি করে থাকে। একটি ফার্সী কবিতায় বলা হয়েছে-

❐ কারে শয়তাঁ মিকনাদ নামাশ্ ওলী
গার্ চুনি ওলীয়াস্ত লানাৎ পর ওলী

অর্থাৎঃ যে ওলী বা পীর শয়তানী কাজে লিপ্ত তার উপর আল্লাহর লানৎ।

১৪১। এতিমঃ নারীকে বিয়ে করে সম্মান দেবার হুকুম। - ৫ নেছা ১২৭ আয়াত।

❐ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, পিতা মাতা মারা গেলেই সে এতিম নয়। বরং যার জ্ঞান নেই ও বংশ মর্যাদা নেই সেই এতিম।

❐ লাইছাল এতিমো মান ফাতা ওয়ালেদাহু
ইন্নামাল এতিমো মান ফাতাল আকলো ওন্ নছবী
-দেওয়ানে আলী

অর্থঃ পিতা মাতা মারা গেলে এতিম সে নয়
জ্ঞান হারা বংশহারা এতিম তারে কয়।

১৪২। স্ত্রী, স্বামীর অত্যাচারে যদি স্ত্রী ভীত হয়ে পড়ে তবে উভয় পক্ষের লোক ডেকে মীমাংসা করে দেয়া ভাল। আপোষ মীমাংসাতে আল্লাহ খুশী হন। - ৫ নেছা ১২৮ আয়াত।

❐ এবনে আবি সায়েবার স্বামী, স্ত্রীর উপর বিরূপ হলে সে তার স্বামীকে বিশেষ অনুরোধ করে বলে- তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করলেও আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। হাদীস- বোখারী ও মুসলিম।

১৪৩। তালাকঃ যদি একেবারেই মিল না হয় তবে বিচ্ছেদ অনিবার্য। আল্লাহ উভয়ের ব্যবস্থা করেন। - ৫ নেছা ১৩০ আয়াত।

❐ বিচ্ছেদ বড় কঠিন যন্ত্রণা। হযরত আলী (রাঃ) বিবি ফাতেমার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ।

❐ হাবীবী গাবা আন্ আইনী ওয়া আন্ জেছমী
ওয়া আন্ কালবি হাবিবী লা ইয়াগিবো।
- দেওয়ানে আলী

❐ সিনা খাহাম শার্হা শার্হা আজ ফেরাক
তা-বগোয়াম শাহা দার্দে এস্তেয়াক) মসনবী পৃঃ ৩৮।

অর্থঃ বন্ধু মোর চক্ষু ও দেহ হতে গেছে দূর
বসে আছে দৃঢ়ভাবে সে হৃদে মোর
বিচ্ছেদে আমার হৃদয় টুকরা হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

১৪৪। খারাপ লোকঃ খারাপ লোকের কাছে বসো না এবং তাদের আল্লাহ বিরোধী কথা শুনো না। - ৫ পারা, নেছা ১৪০ আয়াত।

- ❐ হাদীস "মান তাশাব্বাহা বে কাওমিন ফাহুয়া মিনহুম"
- ❐ সহবতে সালে তুরা সালেহ কুনান্দ
  সহবতে তালে তুরা তালে কুনান্দ
  - মাসনবী-২৬৬ পৃঃ দ্রঃ
- ❐ ভাল লোকের সঙ্গ নিলে হবে তুমি ভাল,
  মন্দ সঙ্গতে হাশরে চেহারা হবে কাল

১৪৫। মুনাফেকঃ মুনাফেক লোকেরা নামাযে উদাসীন, তারা লোক দেখান নামায পড়ে। তারা এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। এদের স্থান নরকের নিম্নস্তরে, রক্ত, পূঁজ তাদের খাদ্য - ৫ নেছা ১৪২-১৪৫ আয়াত।

৬-পারা

সূরা-নেছা-৪

১৪৬। অশালীন কথাঃ আল্লাহ পাক অশালীন কথা পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। -৬ পারা নেছা ১৪৮, ১৪৯ আয়াত।

- ❐ না হয়ে কটু ভাষী হও মিষ্ট ভাষী,
  তব সনে দেখা দিবে স্বর্গ নেমে আসি।

১৪৭। কাফের ও মুমেনদের বর্ণনা - ৬ পারা, নেছা ১৫০-১৫২ আয়াত।

১৪৮। হযরত মুসা ও তাঁর অবাধ্য কাওমের বর্ণনা - ৬ নেছা ১৫৩-১৫৬ আয়াত।

১৪৯। হযরত ঈসা নবীর শূল বিদ্ধের বর্ণনা - ৬ নেছা ১৫৭-১৫৮ আয়াত।

১৫০। ১৩ জন নবীর নাম - ৬ পারা নেছা ১৬৩, ১৬৪ আয়াত।

১৫১। কালালাঃ ফারায়েজের শেষ অংশ। কালালা এমন মৃত ব্যক্তি যার কোন সন্তান নেই। কালালার যদি মাত্র এক বোন থাকে তবে সে বোন অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। যদি দুই বোন থাকে তবে মৃতের সম্পত্তির... দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি ভাই-বোন থাকে তবে বোন ভায়ের অর্ধেক পাবে। -৬ পারা, নেছা ১৭৬ আয়াত।

সূরা মায়েদা-৫

১৫২। কোরবানী। কোরবানীর জন্তু নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানের নির্দেশ। - ৬ পারা, মায়েদা ১, ২ আয়াত।

- ❐ কোরবানী প্রসংগ হাদীস। মেশকাত ৩ খন্ড ২৮৫-৩০০ পৃঃ পর্যন্ত।

১৫৩। ১১টা জন্তু হারাম (১) মৃত জন্তু (২) জন্তুর রক্ত(৩) শুকরের মাংস (৪) দেবদেবী নামে বলি দেয়া জন্তুর মাংস (৫) গলা টিপে মারা জন্তুর মাংস (৬) লাঠি দিয়ে পিটে মারা জন্তু (৭) উপর হতে পড়ে মরা জন্তু (৮) শিং দিয়ে গুতিয়ে মারা জন্তুর মাংস

www.pathagar.com

(৯) হিংস্র জন্তুর খাওয়া প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম যেমন-ছাগল, তবে জিন্দা থাকলে বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলে খাওয়া হালাল। (১০) দেবতার নামে উৎসর্গকৃত জন্তুর মাংস (১১) ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যে জীব যবেহ করা হয় তার মাংস খাওয়া হারাম। - ৬ পারা, মায়েদা ৩ আয়াত।

১৫৪। রাত চোরা নারী ছাড়া সকল নারীকে বিয়ে করা হালাল। ৬ পারা, মায়েদা ৪, ৫ আয়াত।

১৫৫। ওযু, গোসল, তায়াম্মুম-এর বিধান - ৬ পারা, মায়েদা ৬ আয়াত।

ওযুর ফরয ৪টি- (১) মুখমন্ডল ধৌত করা, (২) উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, (৩) মাথা মুছেহ করা, (৪) দুই পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করা, এগুলো শুকনা থাকলে ওযুও হবে না, নামাযও হবে না।

☆ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, লা-সালাতা লিমান লা-ওজুয়া লাহু। যার অযু নাই তার নামাযও নাই।

☆ বেহেশতের চাবী নামায এবং নামাযের চাবী অযু - মেশকাত ২ খন্ড ৬২ পৃঃ

☆ অযুর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরিয়া যায়। - মেশকাত ২ খন্ড ৫৫ পৃঃ

☆ লিংগ ছুলে অযু নষ্ট হয়। - মেশকাত ২ খন্ড ৭৩ পৃঃ

☆ কামভাবে নারীকে ছুলে অযু নষ্ট হয়। মেশকাত ২ খন্ড ৭৮পৃঃ

☆ কিয়ামতের দিন অযুর কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীকে চিনা যাবে। - মেশকাত ২ খন্ড ৬৫ পৃঃ

গোছলঃ গোছলের ফরয ৩টি। (১) গড় গড়ায়ে কুলি করা, (২) নাকের ভিতর পানি দেয়া, (৩) সমস্ত শরীর ভালভাবে ধৌত করা।

☆ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) বলেছেন, স্ত্রী লিংগের ভিতর পুং লিংগের মাথার থাক পর্যন্ত ঢুকলেই গোছল ফরয হয়। - মেশকাত ২ খন্ড ১৩১-১৪৪ পৃঃ

☆ স্বপ্নে বীর্য বের হলে গোছল ফরয হয়।

☆ যে কোন প্রকারে বীর্য বের করলে গোছল ফরয হয়।

অযুর স্থান হতে নূর
চমক দিবে ভাই,
তাতেই হাশর দিনের নবী
ঠিক চিনিবে তোমায়।

তায়াম্মুমঃ তায়াম্মুমের ফরয ২টি। (১) মাটি দিয়ে মুখমন্ডল মুছেহ করা, (২) দুই হাত কব্জা বাকনুই পর্যন্ত মুছেহ করা। (ইমামদের মতভেদ অনুসারে)

☆ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, ৩ কারণে আমরা সকল নবীর উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠ-

১) আমাদের নামাযের কাতার ফিরিশতাদের কাতারের তুল্য।

২) পৃথিবীর সমস্ত মাটি আমাদের জন্য পবিত্র মসজিদ।

৩) পানির অভাবে সমস্ত মাটি তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র।

www.pathagar.com

শর্তঃ নামাযের পূর্বে ৬টি শর্ত না আদায় করলে নামায হয় না।

১) অন্তরে মুখে নিয়ত করা,

২) ওযু ও গোছল দ্বারা পবিত্র হওয়া,

৩) ছতর ঢাকাঃ পুরুষের নাভি হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ছতর, মেয়েদের হাত, পা ও মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর উত্তমরূপে ঢাকা ফরয।

৪) পবিত্র পোশাক পরিধান করা। মুত্তাকীদের ইসলামিক পোশাক পরিধানের নির্দেশ,

৫) কেবলামুখী হওয়া,

৬) নামাজের ওয়াক্ত হওয়া। এগুলোকে শর্তও বলে। শর্ত পালন না করলে নামায হয় না।

☆ নামাজের ভিতরে ৭টি ফরয। যাকে আরকান বলে।

(১) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া, (২) কেরায়াত পড়া, (৩) অন্য একটি সূরা পড়া, (৪) রুকু দেয়া, (৫) সেজদা করা, (৬) তারতীব রক্ষা করা। অর্থাৎ সেজদা করে পরে রুকু করা, এরূপ না হয়। (৭) আত্তাহিয়াতু বৈঠক, সালাম ফিরানো। এ সমস্ত ফরয আদায় না করলে নামাজ হয় না।

১৫৬। হুজুর (সাঃ) তথা সমগ্র মুসলমানকে সমূলে বিলুপ্ত করার চেষ্টা ও বনু নাজির গোত্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ - ৬ পারা, মায়েদা ১১ আয়াত।

১৫৭। বনি ইসরাইল ১২ দলে বিভক্ত। এদের নামাজ, রোযা করতে, দান খয়রাত করতে আদেশ দেয়া হয় এবং কুফরী করতে নিষেধ করা হয়। - ৬ পারা, মায়েদা ১২ আয়াত।

১৫৮। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র নন - ৬ পারা, মায়েদা ১৭ আয়াত।

১৫৯। হযরত মুসা (আঃ) ৪০ বছর তীহ্ ময়দানে -৬ পারা, মায়েদা ২০-২৬ আঃ পর্যন্ত।

১৬০। হযরত আদম পুত্র হাবিল কাবিল - ৬ পারা মায়েদা ২৭-৩৩ আয়াত।

☆ কিয়ামত পর্যন্ত যত লোককে হত্যা করা হবে সকলের পাপের অংশ কাবিল পেতে থাকবে।

১৬১। হত্যাঃ হত্যা করা মহাপাপ, হত্যাকারী তওবা করলে এবং জীবনে আর হত্যা না করার প্রতিজ্ঞা করলে আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় পাবে। - ৬ পারা মায়েদা ৩৪ আয়াত।

১৬২। অছিলাঃ আল্লাহকে ভয় করে তাকেই অছিলা ধরলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। - ৬ পারা, মায়েদা ৩৫ আয়াত।

১৬৩। আচ্ছারেকো ওচ্ছারেকাতো ফাকতাউ আইদিয়াহুমা। চোরা-চুন্নীর হাত কাটার আদেশ - ৬ মায়েদা ৩৮-৩৯ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ হুজুর (সাঃ) বলেন, যদি তার মেয়ে ফাতেমা (রাঃ) চুরি করতো তবে তার হাত কাটার হুকুম দিতাম। বোখারী শরীফ ও ৩ খন্ড ১৩৮০ নং হাদীস।

❐ মানুষ বর্তমান যুগে আল্লাহর আইন চালু হতে দিচ্ছে না। কারণ উপর হতে নীচ পর্যন্ত প্রায় সকল লোকই চুরির দোষে দোষী। আল্লাহর আইন চালু হলে সকলেরই হাত কাটার ভয় আছে।

১৬৪। কেছাছঃ চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক কেটে প্রতিশোধ নেবার আদেশ। তবে কেউ ক্ষমা করলে সেটা উত্তম। - ৬ মায়েদা ৪৫ আয়াত।

❐ কানে কান কেটে জারী কর আল্লাহর আইন, দাঁতে দাত ভাঙ্গ বীর আল্লাহ ভক্ত বেদুইন।

১৬৫। জাহেলিয়াতঃ আল্লাহ বলেন, এরা কেমন লোক যে জাহেলিয়াতের আচরণ গ্রহণ করছে? - ৬ মায়েদা ৫০ আয়াত।

❐ হাউ ফুল আর দে! দ্যাট আর টেকিং দি ক্যালচার অফ দি জাহেলিয়াত?

১৬৬। ওলীঃ আল্লাহ মহানই প্রকৃত ওলী, বন্ধু বা অভিভাবক। মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। তারপর মুমেনরা বন্ধু, যারা নামাজ পড়ে যাকাত দেয়। তারা সকলে হিজবুল্লাতে আছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় আছে। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় আছে তারাই সফলকাম হবে। - ৬ পারা, মায়েদা ৫৫-৫৬ আয়াত।

১৬৭। তাগুতঃ যারা তাগুত অর্থাৎ শয়তানের উপাসনা করেছিল তারা আল্লাহর গজবে পড়ে বানর, শুকর হয়েছিল। - ৬ পারা, মায়েদা ৬০ আয়াত।

❐ তাগুত অর্থ শয়তান।

শয়তান ২ প্রকার। (১) খান্নাছ অর্থাৎ ইবলিছ। সে অদৃশ্য থেকে সর্বদা মানুষের মনে কুমন্ত্রণা যোগায় ও ভ্রান্তির পথে পরিচালনা করে। (২) নাছ। অর্থাৎ মানুষ শয়তান। এই মানুষ শয়তান, প্রধান শয়তানের সঙ্গে যোগ দিয়ে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে এবং যতরকম গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে মানব সমাজের ক্ষতি করে ও মানবকে জাহান্নামী করে।

১৬৮। পৌছানঃ আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে আদেশ করেন, হে আমার রাসূল! আপনি আমার ওহীগুলিকে মানুষের নিকট পৌছায়ে দিন। আর এতে কাফেরগণ যদি আপনাকে আক্রমণ করে তবে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন। - ৬ মায়েদা ৭২-৭৫ আয়াত।

১৬৯। নাছারা জাতি তিন আল্লাহকে মানিয়া থাকে। (১) আল্লাহকে (২) হযরত ঈসাকে আল্লাহর বেটা বলে এবং (৩) হযরত মরিয়ামকে আল্লাহর স্ত্রী বলে উক্ত ৩ জনের উপাসনা করে থাকে। (নাউজুবিল্লাহ) অথচ আল্লাহ এক, লাশরীক। - ৬ মায়েদা ৭২-৭৫ আয়াত।

১৭০। শত্রুঃ মুসলমানদের চরম ও পরম শত্রু ইহুদী ও মুশরেক জাতি। আর যারা নাছারা নামে অভিহিত তারা মিত্র। "লাতাজিদান্না আশাদ্দান্নাছি।" - ৬ মায়েদা ৮২ আয়াত।

www.pathagar.com

৭ পারা

সূরা মায়েদা-৫

১৭১। আবিসিনিয়ার বাদশাঃ "ওয়া ইজা ছামেউ মা উনজিলা ইলার রাসূলে" তারা আইয়ো নুহুম তাফিদুমিনাদ্দাময়ি। - ৭ পারা, মায়েদা ৮৩ আয়াত।

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে তারা কেঁদেছিলেন।

❐ ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের উপর কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার প্রবল ছিল। তাই হুজুর (সাঃ) তাদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। হুজুর (সাঃ)-এর চাচা জাফর সাদেক তাইয়ার ও মুসলমানদের সঙ্গে হিজরত করেন। এদিকে কাফির নেতারা প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে আবিসিনিয়ার বাদশার নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে। বাদশা মুসলমানদের ডেকে জিজ্ঞেস করলে হযরত জাফর সাদেক পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে যে ভাষণ দেন তা শ্রবণ করে বাদশা কেঁদে ফেলেন এবং কুরাইশ নেতাদেরকে মিথ্যার অপরাধে তাড়ায়ে দেন। -(বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ১৩৬৫ নং হাদীসে দ্রঃ)।

১৭২। কছমঃ গুরুতরভাবে কছম করলে কাফফারা দিতে হয়।
কাফফারা ১০ জন মিছকিনকে খাওয়ায়ে দিতে হয়।
বা ১০ জন মিছকিনকে পোষাক দিতে হয়।
অথবা ১ জন গোলাম আজাদ করে দিতে হয়।

যদি এতেও সক্ষম না হয় তবে ৩টা রোযা করলেই হবে। - ৭ পারা, মায়েদা ৮৯ আয়াত।

১৭৩। মদ ও পাশাখেলাঃ মদ খাওয়া, পাশাখেলা, দেবতার নামে বলি দেয়া, ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য তীর নিক্ষেপ করা- হারাম। এগুলো মানুষকে জিকের ও নামাজ থেকে বিরত রাখে। "ইন্নামাল খামরো ওল মাইছিরো। - ৭ পারা, মায়েদা ৯০ আয়াত।

☆ মদ সমস্ত পাপের মূল। মেশকাত ২ খন্ড ২১৮ পৃঃ দ্রঃ

☆ মদ ইত্যাদি আল্লাহর জিকের থেকে বিরত রাখে। মেশকাত ১ খন্ড ১০৩ পৃঃ দ্রঃ

১৭৪। হজ্জঃ হজ্জে এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। - ৭ পারা, মায়েদা ৯৫-১০০ আয়াত।

১৭৫। গোপন বিষয় জিজ্ঞাসা করো না। উহা প্রকাশ হলে তোমার মুখ কাল হবে। - ৭ পারা, মায়েদা ১০১-১০২ আয়াত।

১৭৬। অছিয়ৎঃ বিদেশ ভ্রমণকালে মৃত্যুর সময় অছিয়ৎ করলে ২ জন আত্মীয় এবং ২ জন অন্য ব্যক্তির সাক্ষীর প্রয়োজন। অছিয়ৎ নষ্ট করা পাপ। - ৭ পারা, মায়েদা ১০৬-১০৮ আয়াত।

❐ অছিয়ৎ ভঙ্গকারী সে আল্লাহর দুশমন
নরক অনলে বিদগ্ধ হবে সারাক্ষণ।

১৭৭। ৪টি জন্তুঃ বাহিরা, ছায়েবা, ওছিলা, হাম এই ৪টি জন্তু সম্বন্ধে জাহেলিয়াতের যুগে কাফের পুরুষেরা নারীদের সঙ্গে প্রতারণা করত। - ৭ পারা মায়েদা

www.pathagar.com

১০৩ আয়াত।

☆ বাহিরা উটনীর কান চিরিয়া দেবতার নামে ছাড়িয়া দিত। কেহই তার দুধ খেত না। ছায়েরা ষাঢ় দেবতার নামে উৎসর্গ করতো, ওছিলা এমন উটনী যার পর পর ২টি মেয়ে বাচ্চা হতো। এটাকেও দেবীর নামে দিত। হাম উটনীর অনেক বাচ্চা হওয়ার পর তা দিয়ে কোন কাজ করে লওয়া হতো না।

১৭৮। মোজেজাঃ ঈসা (আঃ)-এর ৫টি মোজেজা এই আয়াতে উল্লেখ - ৭ পারা মায়েদা ১১০ আয়াত।

❐ দুগ্ধ পোষ্য শিশু দোলনা থেকেই কথা বলেন,

১৭৯। মান্না-সালওয়া - ৭ পারা, মায়েদা ১১২-১১৭ আঃ পর্যন্ত।

১৮০। হুজুর (সাঃ) বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) বারবার সূরা মায়েদার ১১৮ নং আয়াত পাঠ করতেন। - ৭ পারা, মায়েদা ১১৮ আয়াত।

☆ ইমামদের মতে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরার একটিমাত্র আয়াত পাঠ করলেও নামাজ হয়ে যাবে।

সূরা আনয়াম-৬

১৮১। তকদীর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের আয়ু নির্ধারণ করেছেন। - ৭ পারা, আনয়াম ১-২ আয়াত।

☆ তকদীর দুই প্রকার। (১) তাকদীরে মুবরাম। যথা- মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়েই হবে।এক মুহূর্তে আগেও নয়।এক মুহূর্ত পরেও নয়। (২) তাকদীরে মুয়াল্লাকে ভাল ও মন্দ কাজ দ্বারা পুন্য বর্ধিত করা হয় ও কমানো হয়।

১৮২। দুনিয়ার জীবনঃ দুনিয়ার জীবন খেলাধূলার সময় মাত্র। - ৭ পারা, আনয়াম ৩২ আয়াত।

১৮৩। জীবজন্তু এবং পাখী মানুষের মতই আল্লাহর বান্দা। - ৭ পারা, আনয়াম ৩৮ আয়াত।

১৮৪। নবী (সাঃ) আপনি বলুন, অদৃশ্যের চাবি আমার হাতে নেই, আল্লাহর হাতে আছে। আমি ফিরিশতাও নই, আল্লাহ যে অহী দেন আমি তাই বলি। - ৭ পারা আনয়াম ৫০ আয়াত।

১৮৫। অদৃশ্যের চাবিঃ সমস্ত চাবি আল্লাহর হাতে। জল ও স্থলে যা ঘটেছে তা তিনিই জানেন, গাছের পাতা পড়লেও জানেন। তিনি কাহহার। তিনি বিপদ ভঞ্জনও করে থাকেন। তবে তোমরা শেরেক কর না। - ৭ পারা, আনয়াম ৫৯-৬৫ আয়াত।

❐ আল্লাহর সৈন্য ঘিরে আছে পালাবি তুই কোথা, নড়া চড়া করলে তোর ভেঙ্গে দিবে মাথা।

১৮৬। হযরত ইবরাহিম ও নক্ষত্রের বর্ণনাঃ ৭ পারা, আনয়াম ৭৬-৭৮ আঃ

১৮৭। জায়নামাজের দোয়াঃ ইন্নি ওয়াজ জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারছ ছামাওয়াতি ওয়াল আর্দা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন। -৭ পারা, আনয়াম ৭৯ আয়াত।

www.pathagar.com

১৮৮। ১৮ জন নবীর নামঃ যথা- হযরত ইবরাহিম, হযরত এছহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত নুহ, হযরত ইয়াহইয়া, হযরত ঈসা, হযরত ইলিয়াছ, হযরত ইছমাইল, হযরত ইয়াছায়া, হযরত ইউনুছ, হযরত লুত আলাইহিমুচ্ছালাম, হযরত দাউদ, হযরত সোলাইমান, হযরত আইয়ুব, হযরত ইউসুফ, হযরত মুসা, হযরত হারুন, হযরত যাকারিয়া আলাইহিমুচ্ছালাম।

১৮৯। আজুরাঃ আল্লাহ নবী (সাঃ)কে বলেন, আপনি বলুন, জগতবাসীর জন্য যে উপদেশ দিচ্ছি তার জন্য আমি আজুরা চাচ্ছি না। - ৭ পারা, আনয়াম ৯০ আয়াত।

১৯০। জালেম। ফিরিশতারা জালেমের গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে জান বের করে নিবে এবং কঠিন শাস্তি দিবে। - ৭ পারা, আনয়াম ৯৩ আঃ

❐ জালেমের গলে ভরি হাত
ছিড়ে নিবে জান,
কবরে ফিরিশতা অন্ধ বধির
পিটাবে তারে সর্বক্ষণ।

১৯১। বীজঃ মহা কৌশলী আল্লাহ বীজ হতে চারা গাছ বের করেন এবং দিবা রাত্রি পরিবর্তন ঘটান। - ৭ পারা, আনয়াম ৯৫-৯৭ আয়াত।

১৯২। বাসস্থান ও বিশ্রাম স্থানঃ আল্লাহ মহান সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকলের বাসস্থান ও বিশ্রাম স্থান সম্পর্কে অবগত আছেন। - ৭ পারা, আনয়াম ৯৮ আয়াত।

❐ মহা প্রভু স্থির নয়নে দেখেন তাঁর জীবে
যেখানে নিল আশ্রয় তারে সেখানেই আহার দিবে।

১৯৩। আল্লাহ, আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। তার স্ত্রী পুত্র নেই। তিনি লাশারীক। তিনি সর্বশক্তিমান। - ৭ পারা, আনয়াম ১০১ আঃ

❐ Allah is the creator of the Universe: He created the sky, the earth and all things among them. He has no wife and son. He is almighty and all powerfull.

মহা প্রতাপী প্রভু সৃজিলেন জগৎ,
নভমন্ডল, ভূমন্ডল আর মানব মহৎ
নাই তাঁর দারাপুত্র, লাশারীক রহমান
এমন প্রতাপী তিনি আল্লাহ মহান।

- হাসানাত

১৯৪। বিধর্মীদের দেবদেবীকে গাল দিও না, নচেৎ তারা তোমাদের আল্লাহকে গাল দিবে। - ৭ পারা, আনয়াম ১০৮ আয়াত।

www.pathagar.com

৮ পারা

সূরা আনয়াম-৬

১৯৫। শত্রুঃ প্রত্যেক নবীর ২ রকম শত্রু ছিল- (১) ইবলিছ, (২) মানুষ - ৮ পারা, আনয়াম ১১২ আয়াত।

১৯৬। শিকারী কুকুরঃ শিকারী কুকুর ছাড়িবার পূর্বে বিছমিল্লাহ বলে ছাড়তে হয়। শিকারী জন্তু যদি মারা না গিয়ে জিন্দা থাকে তবে বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলে হালাল হয়ে যায় নচেৎ হারাম হয়। - ৮ পারা, আনয়াম ১১৮-১২১ আয়াত।

১৯৭। ষড়যন্ত্রঃ জন প্রধানদের ষড়যন্ত্র বা মক্কর - ৮ পারা, আনয়াম ১২৩, ১২৪ আয়াত।

১৯৮। দারুচ্ছালামঃ বেহেশতীদের অভিভাবক আল্লাহ - ৮ পারা, আনয়াম ১২৭ আয়াত।

১৯৯। ভাগবাটরাঃ কাফের দল, অন্যায়ভাবে কতগুলি পশুকে পুরুষের জন্য হালাল এবং কতকগুলি পশুকে স্ত্রী লোকদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। - ৮ পারা, আনয়াম ১৩৯ আয়াত।

২০০। বাগানের ফলের ওসর দিবার হুকুম - ৮ পারা, আনয়াম ১৪১ আয়াত।

২০১। জোড়াঃ জোড়া জোড়া পশু যেমন ভেড়া-ভেড়ী, ছাগ-ছাগী, এগুলোর মা অথবা উট-উটনী, ষাড়-গাভী এবং এদের মা, এসবের মধ্যে কোনটিকে তোমরা হারাম করছো বলো? আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন তা শুনো(১) মরা জন্তু হারাম, (২) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, (৩) সন্তানকে হত্যা করা, (৪) ব্যাভিচার করা, (৫) অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা, (৬) এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) ওজনে কম দেয়া, (৮) জেনা করা, (৯) অন্যায়ভাবে মিথ্যা গালি দেয়া, (১০) ওয়াদা ভঙ্গ করা - ৮ পারা, আনয়াম ১৫১-১৫৩ আয়াত।

২০৩। ধর্ম বিভক্তিঃ যারা ধর্মকে বিভক্ত করেছে কিয়ামতের দিন তাদের আল্লাহ কৈফিয়াৎ তলব করবেন। - ৮ পারা, আনয়াম ১৫৯ আয়াত।

২০৪। ১০টি নেকীঃ প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য ১০টি করে নেকি দেয়া হয়। - ৮ পারা, আনয়াম ১৬০ আয়াত।

২০৫। কোরবানীর দোয়াঃ - ৮ পারা, আনয়াম ১৬২-১৬৩ আয়াত।

❐ দোয়াঃ ইন্না সালাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মাহইয়া ইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন লাশারীকা লাহু ওয়া বিজালিকা উমেরতু ওয়া আনা আওয়ালুল-মুসলেমীন।"

❐ কোরবানীর বর্ণনা- মেশকাত শরীফ ৩ খন্ড ২৮৫-৩০০ পৃঃ দ্রঃ

সূরা আরাফ-৭

২০৬। হযরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধে বেহেশত হতে বহিষ্কার - ৮ পারা আলাপ ১১-২২ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ দুনিয়াতে পড়ি আদম হাওয়া বিপদ গনিল
কে কোথায় পড়ে রইল খবর না মিলিল।
সাড়ে তিনশো বছর জুগল কাঁদিয়া হায়রান।
আখেরে মিলন দিল আল্লাহ্ আরাফা ময়দান।

২০৭। লেবাছ অর্থাৎ পোশাক সকল মানুষের জন্য প্রয়োজন। এই পোশাক মহান আল্লাহর দান। - ৮ আলাপ ২৬ আয়াত।

২০৮। হযরত আদম হাওয়াকে তাদের গুণাহ মাফের জন্য আল্লাহ দোয়া শিখান। - ৮ পারা আরাফ ২৩ আয়াত।

❐ দোয়াঃ "রাব্বানা জালামনা আনফোছানা ওয়া ইন লামতাগ ফির লানা ওয়া তারহাম না লানাকুনান্না মিনাল খাছেরীন।"

❐ লেবাছঃ হযরত আদম হাওয়ার বেহেশতী পোশাক উড়ে যাওয়ায় তারা উলংগ হয়ে পড়েন এবং গাছের পাতা দিয়ে ইজ্জত ঢাকেন। ইজ্জতওলা আল্লাহ্ মানবজাতির ইজ্জত ঢাকার জন্য লেবাছ নাযিল করেন। এই পোশাক মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, মেথর, ডোম সবাই ব্যবহার করে। মানব জাতির মধ্যে নবীরা শ্রেষ্ঠ। আর যারা নবীদের অনুসরণ করে তারাও শ্রেষ্ঠ। তাদেরকে পরহেজগার মুত্তাকী বলা হয়। আর আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের জন্য লেবাছ তাকওয়া নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "লেবাছুত্তাকওয়া জালেকা খাইর" অর্থাৎ মুত্তাকীদের পোশাক পরহেজগারীর পোশাক। অর্থাৎ যে পোশাক পরলে সহজেই বুঝা যায় যে, লোকটা ঈমানদার মুত্তাকী। আর এই পোশাক অতি সহজ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা পাঞ্জাবী, একটি তহবন আর একটা টুপী। পাঞ্জাবী, তহবন, টুপী পরিহিত ব্যক্তি অবশ্যই সম্মানী। এ সম্মান আল্লাহ পাকের দান। তাই তারা সালাম পেয়ে থাকেন। সম্মান পেয়ে থাকেন। এরাই ইমাম ও ইমামতীর যোগ্য। হাজার হাজার লোকের ইমামতী করে থাকেন। পক্ষান্তরে বহু মূল্যবান হাওয়াই সার্ট পরে টুপী লাগায়ে ইমামতী করতে পারে না। কাজেই মনে রাখতে হবে যে, লেবাছ তাকওয়াই আল্লাহর মনোনীত লেবাছ বা পোশাক।

২০৯। কাবার মর্যাদাঃ উলংগ হয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ নিষেধ। - ৮ পারা, আরাফ ২৭-২৮ আয়াত।

❐ জাহেলিয়াত যুগে উলংগ হয়ে কাবা ঘর তওয়াফ করতো। নারী জাতি এ কাজে একদম বেহায়া, লজ্জাহীনা ছিল। হুজুর (সাঃ) উহা নিষিদ্ধ করেন।

❐ নামাজে সুন্দর পোশাক। নামাজে লেবাছ তাকওয়া যাহা আল্লাহর নিকট সুন্দর সেই পোশাক পরে নামাজ পড়তে বলেছেন। দুনিয়াদারী মানুষ আল্লাহর মনোনীত পোশাক ছেড়ে দিয়ে নিজের মন মত পোশাক পরে থাকে। তারা আল্লাহর পোশাককে হারাম করেছে। কিন্তু আল্লাহ আসলে যা হারাম করেছেন তা (১) জেনা করা, (২) গর্হিত কাজ করা, (৩) বিবাদ করা, (৪) আল্লাহর সঙ্গে শিরেক করা, (৫) আল্লাহ বিরোধী এমন কথা বলা যে সম্পর্কে তার জানা নেই। - ৮ পারা, আরাফ ৩১-৩৩ আয়াত।

২১০। জাহান্নামীদের বর্ণনা - ৮ পারা, আরাপ ৩৮-৪১ আয়াত।

২১১। বেহেশতীদের বর্ণনা - ৮ পারা, আরাফ, ৪২-৪৪ আয়াত।

www.pathagar.com

২১২। আরাফঃ বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানকে আরাফ বলে। এই আরাফে বহুলোক অবস্থান করবে। এদের পাপ পুন্যের মান হবে সমান। এরা বেহেশতীদের নুরানী চেহারা দেখে বেহেশতে যাবার আশা পোষণ করবে এবং দোযখীদের অবস্থা দেখে ভীত হয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লাহর করুণা নেমে এলে এরা সেজদায় পড়ে যাবে। তৎপর আল্লাহ এদেরকে বেহেশতের অনুমতি দিবেন। - ৮ পারা, আরাফ ৪৬-৪৯ আয়াত।

২১৩। দোযখীদের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বেহেশতীদের কাছে পানি চাবে। - ৮ আরাফ ৫০-৫১ আয়াত।

২১৪। আল্লাহর মহিমা এবং তিনি একমাত্র ক্ষমতার আধার। - ৮ আরাফ, ৫৪ আয়াত।

২১৫। আল্লাহকে ডাক, কেঁদে কেঁদে ডাক। তিনি ও তাঁর করুণা নিকটেই আছে। "উদউ রাব্বাকা তাদার্রোয়াত্তঁ ওয়া খুফইয়াতাঁও। - ৮ প্যারা, আরাফ ৫৫-৫৬ আয়াত।

২১৬। নূহ নবী তাঁর কওমকে উপদেশ দেন কিন্তু তারা উপদেশ অগ্রাহ্য করায় ডুবে মরে। - ৮ আরাফ ৫৯-৬৪ আয়াত।

২১৭। হযরত হুদ (আঃ) ও তার কাওকম আদ এর বর্ণনা - ৮ আরাফ ৬৫-৭২ আয়াত।

২১৮। হযরত সালেহ আঃ ও উটনী - ৮ আরাফ ৭৩-৭৯ আয়াত।

২১৯। হযরত লুত (আঃ) - ৮ আরাফ ৮০-৮১ আয়াত।

২২০। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) - ৮ আরাফ ৮৫-৯৫ আয়াত।

৯ পারা

সূরা আরাফ-৭

২২১। ঘুমন্ত অবস্থায় বা খেলাধুলা অবস্থায় আযাব আসবে। তারা টেরও পাবে না। - ৯ আরাফ ৯৭-৯৮ আয়াত।

২২২। হযরত মুসা (আঃ)কে ফেরাউন যাদুকর বলে - ৯ আরাফ ১০৩-১৪৩ আয়াত।

২২৩। নূর, কুরআন মজিদের অন্য নাম - ৯ আরাফ ১৫৭ আয়াত।

২২৪। হযরত দাউদ (আঃ)-এর গলার স্বর ছিল অতি মধুর। তার ওয়াজ শুনার জন্য সমুদ্রের মাছ তীরে ভিড় জমাতো। - ৯ আরাফ ১৬৩ আয়াত।

২২৫। আদমের পিঠ হতে সন্তান সৃষ্টি করে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন আমি বি তোমাদের রব নই? "আলাছতু বি রাব্বিকুম" অর্থাৎ আমি কি তোমাদের রব নই? সকলে একবাক্যে উত্তর দিয়েছিল হ্যাঁ- আপনি আমাদের রব। - ৯ পারা, আরাফ ১৭২-১৭৩ আয়াত।

❐ আদম সন্তান - মেশকাত ১ খন্ড ১৩১ পৃঃদ্রঃ

www.pathagar.com

❐ আদমের বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে নেয়া হয় - মেশকাত ১ খন্ড ১৪৫ পৃঃ দ্রঃ

২২৬। লোভী কুকুরঃ কুকুরকে তাড়া করলেও ঘেও ঘেও করে, তাড়া না করলেও ঘেও ঘেও করে - ৯ পারা আরাফ ১৭৬ আয়াত।

❐ লোভী কুকুরের জিভ নীচের দিকে লটকে থাকে। আর জিভ দিয়ে টসটস করে রস পড়তে থাকে। এরা সর্বদা ঘেও ঘেও করে থাকে। মানুষ সৃষ্টির সেরা হয়েও কর্মদোষে নিকৃষ্ট জীব কুকুর, শুকর অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়ে যায়। তখন তাদের রসনা দিয়ে রস পড়তে থাকে। আর তখন মানুষের অনিষ্ট করে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করে।

২২৭। জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি জীবঃ যদিও এদের চোখ আছে। কিন্তু চোখ দিয়ে ভাল জিনিস দেখে না। কান আছে, ভাল জিনিস শুনে না, বিবেক আছে কিন্তু ভালটা বিবেকে ধরে না। এরা চতুষ্পদ জন্তু তুল্য। বরং তার চেয়েও অধম। এরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। - ৯ আরাফ ১৭৯ আয়াত।

২২৮। পাগলাপনাঃ তারা কি চিন্তা করেনি যে তাদের নবীর মধ্যে উন্মাদনার লেশমাত্র নেই? তিনি আল্লাহর নবী, সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক মাত্র। - ৯ আরাফ ১৮৪ আয়াত।

২২৯। গর্ভে সন্তান এলে খুশীতে আল্লাহর কাছে সুসন্তানের জন্য মুনাজাত করে কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আল্লাহর কথা ভুলে যায় এবং আল্লাহর সঙ্গে শেরেক করতে থাকে। - ৯ আরাফ ১৮৯ আয়াত।

২৩০। দেবদেবীর হাত, পা, কান, চোখ আছে বটে কিন্তু তারা অন্ধ, বোবা, বধির, তারা কিছুই করতে সক্ষম নয় - ৯ পারা, আরাফ ২০৪ আয়াত।

২৩১। আউজুবিল্লাহঃ মনের মধ্যে শয়তানী ওছওছা হলে "আউজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম" পড়ার হুকুম। - ৯ পারা, আরাফ ২০৪ আয়াত।

২৩২। কুরআন তেলাওয়াতের সময় মনোযোগের সহিত শ্রবন করা এবং চুপ থাকার নির্দেশ। - ৯ আরাফ ২০৪ আয়াত।

❐ ইমাম আজম (রঃ)মতে ইমাম সাহেবের কেরায়াতের সময় মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। চুপ থাকতে হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, ইমামের কেরায়াতের সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে। সূরা ফাতিহা না পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না।

২৩৩। চুপি চুপি ডাক। তোমার রবকে চুপি চুপি ডাক প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে সদাসর্বদা ডাক। গাফেল হয়ে থেকো না, রবকে কখনই ভুলে থেকো না।" "ওয়াজকুর রাব্বাকা ফি নাফছিকা - ৯ পারা, আরাফ ২০৫ আয়াত।

❐ আল্লাহর জেকেরের প্রতি ইঙ্গিত। জিকর ও প্রকার

১) জিকরে জাহরী স্পষ্ট স্বরে। যেমন- জালছাতে জিকর করা হয়।

২) জিকরে খুফী। নীচ স্বরে আস্তে আস্তে জিকর করা।

৩) জিকরে কালবী। কলবের মধ্যে মনে মনে জিকর করা।

❐ আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কালবী (মনে মনে) জিকরের প্রতি নির্দেশ করেছেন।

www.pathagar.com

জিকর আল্লাহু আল্লাহু- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একমাত্র আল্লাহর জিকরই মনে (অন্তরে) শান্তি দিয়ে থাকে। "আলা বেজিকরিল্লাহে তাৎমায়েন্নুল কুলুব।" - ১৩ পারা, রাদ ২৮ আয়াত।

২৩৪। আনফাল "ইয়াছয়ালূ নাকা আনিল আনফালি।"

❐ আনফাল শব্দ বহুবচন, একবচনে নফল। - ৯ পারা, সূরা আনফাল ১ আয়াত।

নফল অর্থ অতিরিক্ত। গণিমতের মাল অতিরিক্ত সম্পদ। যুদ্ধক্ষেত্রে যে মাল পাওয়া যায় তাকে মালে গনিমতের মাল বলা হয়। এই মাল হস্তগত হলে সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে যেতো। এটা একটি অতিরিক্ত সম্পদ বা নফল। নফল জিনিসই খুব প্রিয়। ১৭ পারায় সূরা আম্বিয়ার ৭২ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব নবীকে নফল বলেছেন। হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর নাতী ইয়াকুব নবী হযরত ইবরাহিমের খুব প্রিয় ছিলেন। বিশ্বনবী আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাতী হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) আমাদের নবীর খুব প্রিয় ছিলেন। এই নফলদ্বয় তাদের নানাকে ঘোড়া বানায়ে পিঠে সোয়ার হতেন ও আনন্দ করতেন। সকল দাদা-দাদী, নানা-নানীর কাছেই নাতীরা খুব প্রিয়। নফল জিনিসই অত্যধিক প্রিয়। আল্লাহর নিকটও নফল প্রিয়। তাই তিনি তার প্রিয় নবীর জন্য মনোনীত করেন তাহাজ্জুদ নামাজ নফল হিসেবে। আল্লাহ বলেন, "ওয়া মিনাল লাইলে ফাতা হাজ্জাদ বিহী নাফেলাতাল লাকা" - ১৫ পারা, ইসরাইল ৭৯ আয়াত।

আল্লাহর রাসূল নফল তাহাজ্জুদের নামাজকে এতই ভালবাসতেন যে রাত গভীরে নামাজে দাঁড়ালে নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে আল্লাহ পাকের গুণগানে এমনভাবে মশগুল হতেন যে তার পদদ্বয় ফুলে যেতো অথচ তিনি বুঝতে পারতেন না। নফল নামাজকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে পড়তেন। তিনি জীবনে বহু রকম নফল নামাজ পড়েছেন। তাহাজ্জুদ নামাজ বরাবর পড়তেন। অন্যগুলো মাঝে মাঝে পড়তেন। যেমন- এশরাকের নামাজ, সালাতুজ জোহা, সালাতে হাজত, আওয়াবীনের নামাজ। সালাতুৎ তাসবীহ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত নফল রোযার প্রতিও তার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন- শাবান মাসে তিনি বেশী বেশী করে রোযা করতেন। পবিত্র রমযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ৬টি রোযাও নফল।

সূরা আনফাল-৮

২৩৫। প্রকৃত মুমেন ঐ ব্যক্তি যার অন্তর আল্লার আযাবের আয়াত গুলি শুনলে কেঁদে ওঠে আর আল্লার রহমতের আয়াত শুনলে আনন্দে ভরে ওঠে ও অন্তরে শান্তি পায়। " ইন্নামাল মুমেনুল এজা -৯পারা, আনফাল-২-৪ আয়াত।

২৩৬। কাবা ঘরের সম্মান কাফের কোরেশেরাও করত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাত্রা কালে কাবার গেলাফ ধরে আল্লার কাছে যুদ্ধ জয়ের প্রার্থনা করত । -৯পারা, আনফাল ১৯ আয়াত।

২৩৭। মুমেনের অন্তরে আল্লাহ যাতায়াত করেন-৯ পারা, আনফাল ২৪আয়াত।

"ওয়ালামু আন্নাল্লাহা ইয়াহুলো বাইনাল্ মারয়ে ওয়া কালবেহী?

২৩৮। খিয়ানত করনা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে - ৯পারা আনফাল ২৭ আয়াত।

www.pathagar.com

২৩৯। ফোরকানঃ মীমাংসার বস্তু কোরান। আল্লাহ বলেন, যদি কোরানকে অমান্য করে আল্লার সঙ্গে মকর করো নবীকে বিতাড়ন ও হত্যার মকর করো তবে জেনে রাখো আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় মকরকারী, ষড়যন্ত্র কারী। -৯পারা, আনফাল -৩০ আয়াত।

২৪০। শাস্তিঃ আল্লাহ পাক নবী (সাঃ)-কে বলেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি শত্রুকে শাস্তি দিতে পারি না এবং যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকেও শাস্তি দিতে পারি না।- ৯ পারা, আনফাল -৩৫ আয়াত।

২৪১। মুনাফেকরা মসজিদে এসে শিশ্ দেয় এবং তালি বাজায় - ৯ পারা, আনফাল -৪০ আয়াত।

২৪২। আল্লাহই উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী।

ফায়ালামু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম নেয়েমাল্ মাওলা ওয়া নেয়েমান্নাসীর"

১০ পারা

সূরা আনফাল-৮

২৪৩। বদর যুদ্ধ ঃ এজ আনতুম বিল্ওদওয়াতি দ্দুনইয়া ওয়া হুম বিল্ ওদ্ ওয়াতিল্ কুস্ওয়া ওয়ার রাকবো আছফালা মিন্ কুম..." - দশ পারা, আনফাল ৪২-৪৮ আয়াত।

☐ এই আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন -মুসলমানেরা ছিল বদর ময়দানের এই দিকে অর্থাৎ মদীনার নিকটে । আর শত্রুরা ছিল মাঠের ঐ ধারে অর্থাৎ মদীনা হতে একটু দূরে। আর কাফেলার দল ছিল নীচে অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে।

ঘটনা হল কোরেশেরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বিরাট বনিক কাফেলা ব্যবসার জন্য সিরিয়া পাঠায়েছিল। ফিরবার কালে আবু সুফিয়ান চিন্তা করেন মদীনার নিকট দিয়ে রাস্তা। মুসলমানেরা সব কেড়ে নিতে পারে। তাই সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য মক্কায় লোক পাঠায়। আবু জেহেল সংবাদ পেয়েই ১হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা দেয়। এদিকে আবু সুফিয়ান মদীনার পথে না গিয়ে সমুদ্রের ধার বয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়ে নিরাপদে মদীনার সীমা অতিক্রম করে। এদিকে জেহেল মদীনায় পৌঁছে জানতে পেলো যে আবু সুফিয়ান নিরাপদে মদীনার সীমা অতিক্রম করেছে তখন আবু জেহেল মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বদর ময়দানের সুবিধাজনক স্থানে তাঁবু গাড়ল। আবু জেহেল সৈন্য নিয়ে মক্কা হতে বের হওয়ার সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে নূর নবীকে জানায়ে দেওয়া হলো। তখন নূর নবী (সঃ) মাত্র ৩১৩ জন বীর মুজাহিদ সাহাবী নিয়ে বদর ময়দানের দিকে অগ্রসর হন। রাসুলে খোদার যুদ্ধ না করারই মনোভাব কিন্তু আল্লার ইচ্ছা যুদ্ধ বেধেই যাক।

২৪৪। বদর যুদ্ধে অত্যাচারী কাফেরদের একটু শিক্ষা দেওয়া যাক। তাই তন্দ্রার মধ্যে প্রিয় নবী (সঃ) কে কাফেরদের সৈন্য অল্প করে দেখালেন এবং কাফেরগণ ও মুসলমানের সংখ্যা দেখল অল্প তা ছাড়া শয়তান বনু কেনানার নেতা সোরাকার রূপ ধরে কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় কোরেশদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

বদর যুদ্ধ মুসলমানদের জীবনের প্রথম যুদ্ধ। খাবার নাই, অস্ত্র নাই আল্লার উপর পূর্ণ ভরসা করে তৌহীদকে রক্ষা করার জন্য তারা আত্ম উৎসর্গ করতে নেমে গেলেন- যুদ্ধে

www.pathagar.com

নারায়ে তাকবীর দ্বারা রণাঙ্গনকে বিকশিত করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের ঘাড়ের উপর এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সে অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে ভূমিসাৎ করে না।

❐ এদিকে আল্লার নবীর দৃশ্য দেখে কে? তিনি সেজদায় পড়ে কাঁদছেন। আবার শির উঠায়ে নারায়ে তকবীর দ্বারা মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করছেন। তাঁরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছেন-হয় তারা ডুবে যাবেন নতুবা সূর্যের মত দীপ্তমান হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

নূর নবী পুনরায় সেজদায় পড়ে আল্লাহকে ডেকে বলতে লাগলেন " ইয়া হাইও ,ইয়া কাইউমো বে রহমাতেকা আছতাগিছো"

অর্থাৎ হে চিরজিবী চিরস্থায়ী আল্লাহ আমি তোমার রহমত প্রার্থনা করছি। মস্তক উত্তোলন করে সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করে পুনঃ সেজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন। ইন্ তাহলিক হাজেহীল্ আসাবাত মিন আহলিল্ ইসলাম লা-ইয়াবোদুকা ফিল্ আর্দে আবাদান্ । অর্থাৎ তিনি সিজদায় পড়ে কাঁদেন আর বলেন, প্রভু! তুমি যা দিবার ওয়াদা করেছিলে তা আজ দাও। প্রভু হে! যদি তুমি ইসলামপন্থী এই সাহাবা সৈন্যকে হালাক কর তাহলে দুনিয়াতে আর কখনও কেও তোমার উপাসনা করবে না। সেজদা হতে উঠেন, সৈন্যদেরকে উৎসাহ যোগান আবার সেজদায় পড়েন কাঁদেন আল্লার সাহায্য চান। অবশেষে আল্লাহ পাকের করুণা নেমে আসে। মুসলমানেরা জয়ী হন। আল্ হামদু লিল্লাহ। এটাই হলো বাস্তহারা মুসলমানদের প্রথম বিজয় আর এটা আল্লার দ্বীন এবং কোরেশদের প্রথম পরাজয়।

মালে গনিমত। যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন সম্পদকে মালে গনিমত বলে। বদর যুদ্ধে মুসলমানেরা কাফেরদের যে ধন সম্পদ পেয়েছিল তা ছিল মুসলমানদের নিকট প্রথম মালে গনিমাত। এ সম্পদ পেয়ে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। এবং প্রত্যেকেই বেশী অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করে। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ ওহী দ্বারা গনিমতের মাল বন্টনের ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন " এ'লামু আন্নামা গানেমতুম মিন শাইইন্ ফা আন্না লিল্লাহে খোমুছোহু ওয়া লির রাসুলে ওয়া লে জিল্ কোর্বা ওল্ইয়াতিমা ওল্ মাছাকিনে ওব্ নেচ্ছাবিল।" অর্থাৎ গনিমতের মাল প্রথমে পাঁচ ভাগ করে এক পঞ্চমাংশ আল্লার জন্য অর্থাৎ মাহাজেরীনদের জন্য এবং বাকীগুলোকে পুনরায় পাঁচ ভাগ করে এক ভাগ রাসূলে জন্য, এক ভাগ নিকট আত্মীয়ের জন্য, এক ভাগ ইয়াতিমের জন্য, এক ভাগ মিছকিনের আর এক ভাগ মুছাফেরের জন্য নির্ধারণ করা হলো। আল্লার এ বন্টন ব্যবস্থা সকলে আনন্দের সাথে মেনে নিল। - ১০ পারা, আনফাল ৪১ আয়াত।

২৪৫। যুদ্ধ বন্দীদের প্রসংঙ্গ - ১০ পারা, আনফাল ৬৭-৭৩ আয়াত।

❐ আল্লার রাসুল সাহাবীদের পরামর্শক্রমে মুক্তি পণ দিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দিবার অনুমতি দেন। মক্কার কোরেশরা অর্থ দিয়ে নিজ নিজ আত্মীয়কে মুক্তি করে নিল। আব্দুল আস ছিল হুজুর (সঃ) এর কন্যা জয়নাব-এর স্বামী। হিজরতের পূর্বে বিয়ে হয়েছিল। আব্দুল আস ছিল কাফের। ইসলাম ধর্মের প্রবল শত্রু। হুজুর (সাঃ) তার মেয়ে জয়নাবকে হিজরত করতে বলেন কিন্তু জয়নাব তাঁর স্বামীর কাছেই থেকে যান। বদর যুদ্ধে আস কোরেশদের পক্ষে যুদ্ধ করে। এবং বন্দী হয়। জয়নাব তাঁর স্বামীর মুক্তি পণের জন্য নিজের গলার হার পাঠায়ে দেন। হারটি হুজুর (সাঃ) হাতে নিয়ে গভীরভাবে ভরাক্রান্ত

www.pathagar.com

হন। কারণ হারটি তাঁর সহধর্মিনী উম্মুল মুমেনীন বিবি খাদিজা (রাঃ) তাঁর মেয়ের বিবাহ উৎসবে উপহার দিয়েছিলেন। হারটি হাতে নেওয়া মাত্র খোদেজার স্মৃতি মনে পড়ে যায় এবং গভীরভাবে ব্যথিত হয়ে সাহাবাদের বলেন, যদি তোমরা পার, আব্দুল আসকে বিনামুক্তি পণে ছেড়ে দাও। এবং এই হারটি জয়নাবের কাছে ফেরৎ পাঠাও। সাহাবারা আনন্দ চিত্তে হুজুর (সাঃ) এর আদেশ পালন করেন। আস ওহুদ যুদ্ধেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। ওহুদ যুদ্ধেও সে বন্দী হয়। এবার মুক্তি না দিয়ে জয়নাবকে মদীনায় আনা হয়। জয়নাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। আসের সঙ্গে সাক্ষাৎও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জয়নাব ও আসের ভালবাসা ছিল গভীর ও অকৃত্রিম। তাই আস ইসলাম গ্রহণ করে এবং জয়নাবকে পুনরায় বিয়ে করে তাদের ভালবাসা অক্ষুণ্ন রাখে।

সূরা তওবা-৯

২৪৬। সুরা তওবা; এর শিরোনামে বিছমিল্লাহ লিখা হয় নাই। কারণ এই সুরায় কাফেরদের উপর আল্লার গজব নাজিল সম্পর্কিত বর্ণনা করা হয়েছে এ জন্য আল্লার রহমতের বিছমিল্লাহ লিখা হয় নাই। - ১০ পারা, তওবা ১-৩ আয়াত

২৪৭। হজ্জে আকবারে কাফেরদের বিরুদ্ধে ৪ টি বিশেষ ঘোষণা নাজিল হয় - ১০- তওবা আয়াত।

❐ নবম হিজরীতে হজ্জে আকবার হয়। হুজুর সাঃ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করে হজ্জে আকবার সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকরের যাত্রার পর ওহী নাজিল হয় । এই ওহীতে কাফেরদের বিরুদ্ধে ৪টি অদেশ ছিল। যথাঃ- ১। অদ্য হতে কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হল, ২। অদ্য হতে কাফের মুশরেকদের জন্য চিরতরে কাবা তোয়াফ বন্ধ হল। ৩। অদ্য হতে উলংগ হয়ে কাবা তোয়াফ নিষিদ্ধ হল। ৪। কাফেরদের সঙ্গে সন্ধির সময় সীমা রক্ষা করতে হবে। এই আদেশগুলি হজ্জে আকবারে জনসমুদ্রে ঘোষণা দিতে হবে। তাই হুজুর সাঃ হযরত আলী (রাঃ)কে তৎক্ষণাৎ ওহিসহ হযরত আবু বকরের নিকট পাঠান। হযরত আলী (রাঃ) দ্রুত গিয়ে হযরত আবু বকরের সহিত মিলিত হন ও ওহী দেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরফার ময়দানে নামাজান্তে উল্লেখিত ওহীর বক্তব্য জনগণকে জানয়ে দেন। কাফের মুশরেকদের অত্যাচারে মুসলমানরা একদিন গৃহহারা হয়েছিল আজ সেই মুসলমানদের হাতে কাফেরদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো।

❐ আল্লাহ তুমি জব্বার কাহহার একক বাদশা
তান্ জিউল মুলকা মিন্‌মান্‌তাশা
প্রজ্ঞাময় প্রভু তুমি হিকমত ওয়ালা অতি
স্তব্ধ করলে নমরূদ ফেরাউন ,জেহেলের গতি।

২৪৮। হত্যাঃ কাফেরদের হত্যার আদেশ দেওয়া হল। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে সেখনেই হত্যা করার আদেশ হল; তবে যদি তারা তওবা করে নামাজ পড়ে, যাকাত দেয় তবে তাদের জন্য রেহাই দেয়ার আদেশ। - ১০ পারা, তওবা ৫ আয়াত।

www.pathagar.com

২৪৯। আল্লাহ বলেন, যে কাফের দল তোমাদেরকে বাস্তহারা করেছিল এখন তোমাদের হাতে ওদেরকে লাঞ্ছিত অপমানিত ও পদদলিত করব -১০ তওবা ১৩-১৪ আয়াত।

❐ অত্যাচার করলি কেন? হে পামর দল
পালাবি কনে বল শয়তান বল?

২৫০। আল্লাহ বলেন, যারা জেহাদ করল তাদের জন্য তার অনুকম্পা, সন্তুষ্টি ও বেহেস্ত। - ১০ পারা, ২০-২১ আয়াত।

২৫১। যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, আত্মীয়গণ যে সমস্ত সকল অর্জন করেছ, যে সকল ব্যবসায় ক্ষতির ভয় করছে আর সেই সব পছন্দ মত বাসগৃহ যা আল্লাহ ও রাসুল অপেক্ষা এবং জেহাদ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে, আল্লার হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়েত করেন না। -১০ পারা, তওবা ২৪ আয়াত।

২৫২। হুনায়েন যুদ্ধ। আল্লাহ পাক বহু যুদ্ধে তাঁর হাবীবকে সাহায্য করেছেন বটে কিন্তু হুনায়েন যুদ্ধে বিশেষ করে সাহায্য করেন। - ১০ পারা, তওবা, ২৫, ২৬ আয়াত।

লাকাদ নাছারা কুমুল্লাহু ফি মাওয়াতিনা কাছিরাতীন ওয়া ইয়ওমা হুনাই-নিন।:"

মুসলমানদের সংখ্যা অধিক ছিল বটে কিন্তু শত্রুরা পর্বত গুহায় লুকায়ে থেকে হঠাৎ করে মুসলিমদেরকে তীর দ্বারা ভীষণভাবে আক্রমণ করে। তখন মুসলমান সৈনিকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। নবী (সাঃ) একাই ময়দানে দাঁড়ায়ে বীর কণ্ঠে বলেনঃ

❐ আনান্নাবী ও লা কাজেব
আনা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালেব)

অর্থঃ আমি আল্লার রাসুল মিথ্যা নয়
আব্দুল মুত্তালেব আমার দাদা হয়।

আল্লার নবীর উচ্চকণ্ঠ ধ্বনী শ্রবণ করা মাত্র সাহাবারা দৌড়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ায় এবং একযোগে শত্রুর উপর ঝাঁপায়ে পড়ে তাদের নির্মূল করে ফেলে। এ যুদ্ধে বহু গনিমতের মাল পাওয়া যায়। - বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ৩০৭ পৃঃদ্রঃ

২৫৩। মুশরেকেরা অপবিত্র। তাদের জন্য কাবা ঘর ও মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ - ১০ পারা, তওবা ২৮ আয়াত।

২৫৪। হযরত ওজায়ের (আঃ)ঃ ইহুদীরা বলে হযরত ওযায়ের আল্লার পুত্র এবং নাছারাগণ বলেন হযরত ঈসা আল্লার পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ)। তাদের কথা মিথ্যা, মহান আল্লাহ সব কিছু হতে পবিত্র। তার কোন শরীক নাই। - ১০ তওবা ৩০ আয়াত।

২৫৫। সোনা চান্দিঃ যারা যাকাত না দিয়ে সোনা চান্দি জমা করে রাখে তাদের সেই সোনা চান্দি জাহান্নামের আগুনে পুড়ায়ে তাদের শরীরে ছাপ দেওয়া হবে। - ১০ তওবা ৩৪-৩৫ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ সোনা চান্দি জমা করে যেবা দিলনা যাকাত
হাশরের বিচারে আল্লাহ তারে দিবেনা নাজাত।
আগুনে পুড়ায়ে পুড়ায়ে তারে ছাপ দেওয়া হবে
এমন ভীষণ কঠিন আজাব সে কেমনে সইবে।

২৫৬। আরবী মাসঃ আল্লাহ মহানের নিকট মাস ১২ টি - ১০ -তওবা ৩৬ আয়াত।

❐ মাসের নাম ১। মহরম ২। ছফর ৩। রবিউল আইয়াল ৪। রবিউচ্ছানী ৫। জুমদিউল আউয়াল ৬। জুমাদিউচ্ছানী ৭। রজব ৮। শাবান ৯। রমজান ১০। শাওয়াল ১১। জিল্‌কাদ ১২। জিল্‌হজ্জ।

২৫৭। সূর্য চন্দ্র দ্বারা বৎসরের হিসাব করা হয় - ১১ পারা, ইউনুছ ৫ আয়াত।

❐ ইংরাজী মাস ১। জানুয়ারী ২। ফেব্রুয়ারী ৩। মার্চ, ৪। এপ্রিল ৫। মে ৬। জুন ৭। জুলাই ৮। আগষ্ট ৯। সেপ্টেম্বর ১০। অক্টোবর ১১। নভেম্বর ১২। ডিসেম্বর।

২৫৮। ইন্নামান্নাছীও। এক মাসকে অন্য মাসের মধ্যে ঢুকিয়ে তারিখ বদলে দেওয়াকে নাছী বলে। এইভাবে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করো হতো। আল্লাহ বলেন, আন্নাছিও জিয়াদাতুন কুফরী, অতিরিক্ত কুফরী। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেছেন বার মাস স্থলে তেরো মাস গ্রহণ করে সমস্ত তারিখ বদলায়ে হারাম-হালালের কোন পার্থক্য রাখতো না। এই ভাবে ঈদের তারিখ বদলায়ে অন্য মাসে নিয়ে যেতো। আল্লাহ মহান বলেন, নাছিও টা অতিরিক্ত কুফরী। -১০ তওবা ৩৭ আয়াত।

২৫৯। তাবুক যুদ্ধ তাবুক যুদ্ধের আদেশ দিলে মুসলমানেরা একটু গড়িমশি করায় আল্লাহ বলেন, তোমাদের কি হয়েছে, কেন দেরী করছ? তবে কি তোমরা পৃথিবীর জীবনকেই আখেরাত অপেক্ষা পছন্দ করছ? মনে রেখো দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় নগন্য। আর যে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য কঠিন আজাব নির্ধারিত। - ১০ তওবা ৩৮ , ৩৯ আয়াত।

❐ বুখারী শরীফের বর্ণনায় তাবুক মদীনা হতে ৩০০ মাইল দুরে সিরিয়ার উপকণ্ঠে দামেস্কের নিকট অবস্থিত। এই যুদ্ধ হুজুর (সাঃ)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। বড় কঠিন যুদ্ধ তীব্র গরমের সময়, বালুকা রাশি অগ্নিপ্রায়। দুর্ভিক্ষ চলছে। খাদ্যের অভাব, খেজুর কাটার সময়, যানবাহন নাই এমন সময় যুদ্ধ । আল্লার নবী (সাঃ) সাহাবাদের নিকট যুদ্ধের জন্য দান চাইলে হযরত আবু বকর তাঁর সব কিছু দান করেন। হযরত ওমার (রাঃ) তার সম্পদের অর্ধেক দেন। হযরত ওসমান (রাঃ) ৩০০ শত উট ও উট বোঝায় মালামাল দান করেন। মহিলারা নিজ নিজ অলঙ্কার খুলে খুলে দান করেন। সকল সাহাবাই অকাতরে দান করেন। যানবাহন কম-তাই এক এক যানে পালাক্রমে ১৮ জন করে যাত্রী। কষ্টের শেষ নাই। গরীবেরা দান করতে না পেরে কেঁদে কেঁদে হয়রান।

❐ যুদ্ধের কারণ রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আল্লার নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন বটে কিন্তু মক্কার কোরেশেরা নবী মারা গেছে বলে রোম সম্রাটের নিকট মিথ্যা প্রচার করে এবং সেই সুযোগে মদীনা দখল করার জন্য উত্তেজিত করে। সুতরাং সম্রাট ১ লক্ষ সৈন্য সীমান্তে মোতায়েন করেন। আল্লার নবীও মুকাবেলা করার

www.pathagar.com

জন্য যথাসময়ে উপস্থিত হন। সম্রাট নবী (সাঃ)-এর স্বয়ং উপস্থিতির খবর অবগত হয়ে স্তম্বিত হন। কোরেশদের মিথ্যা ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে যুদ্ধ বন্ধ করেন তিনি জানতেন আল্লার নবীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সুফল পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যান। বিজয় মুসলমানদের হল। -বোখারী শরীফ ৩ খন্ড তাবুক যুদ্ধ দ্রঃ

❐ তাবুক যুদ্ধে যাত্রা কালে হুজুর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বাড়ীতে রেখে যান। তখন হযরত আলী দুঃখ করে বলেন, আমাকে মহিলাদের মত বাড়ীতে রেখে যাওয়া হচ্ছে । উত্তরে হুজুর (সাঃ) বলেন হযরত মুসা তুর পাহাড়ে যাত্রা কালে তাঁর ভাই হারুনকে বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলেন আর আমি তোমাকে রেখে যাচ্ছি- তবে তুমি নবী হতে পারবে না। - বোখারী শরীফ ৩ খন্ড তাবুক প্রসংগ দ্রঃ

২৬০। তাবুক হতে ফিরে এলে মুনাফেকরা মিথ্যা অজুহাত দেখায়ে যুদ্ধে না যাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা পায়। - ১১ পারা, তওবা ৯৪ -৯৬ আয়াত।

২৬১। ৩ ব্যক্তিঃ মিথ্যা আপত্তি দিয়ে মুনাফেকরা মুক্তি পেলো কিন্তু ৩জন সাহাবী মিথ্যা না বলার কারণে বিপদে পড়লো। যুদ্ধে না যাওয়া একটি গুরুতর অপরাধ। এই কারণে হুজুর (সাঃ) ৩ জনকে বয়কট করেন। তাদের নাম ১। প্রসিদ্ধ কবি কাব বিন মালেক। ২। হেলাল বিন উমাইয়া ৩। মুয়ার্রা বিন রাব্বি। কবি কাব বলেন, আমি সালাম কালাম করার জন্য মসজিদের দরজার কাছে বসতাম । নামাজ অন্তে সকলেই বের হয়ে যেতো কেহই একটি কথাও বলত না। এমনিভাবে দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে আমার ৪০ দিন কেটে গেল। ৪০ দিন পর আরো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হল। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল। স্ত্রীকে মাতৃলয়ে পাঠায়ে দেওয়া হল। কবি বলেন, আমি ঘরের কপাট বন্ধ করে রোদন করতে লাগলাম । এবং আল্লার কাছে কাঁদাকাটি করতে লাগলাম । ৫০ দিন পর আমাদের মুক্তির ওহী নেমে এলো। আল্লার নবী মহা খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছাল আমি তৎক্ষণাৎ হুজুর (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে ক্ষমা নিয়ে আল্লার শুকরিয়া আদায় করলাম। -১১ পারা, তওবা ১১৮-১২০ আয়াত।

❐ বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ৩২৩-৩৩৪ পৃঃ দেখুন

❐ মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ৩৪০ পৃঃ দেখুন।

২৬২। হিজরতঃ মুসলমানগণ সবাই মদীনায় হিজরত করেছে। শুধু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর ও হযরত আলী (রাঃ) আছেন। হযরত মুহাম্মদ একা। সুতরাং তাকে হত্যা করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ মনে করে কাফের নেতারা দারুন-নাদওয়ার বৈঠকে ৯ জন দুর্ধষ জোয়ানকে বাছাই করে নিয়ে নিশীত রাতে বাড়ী ঘেরাও করার ব্যবস্থা করে। দুর্বত্তেরা বাড়ী ঘেরাও করলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) তখনই হিজরতের ওহী নিয়ে নেমে আসেন। হুজুর (সাঃ) আমানতের মালগুলি হযরত আলীকে বুঝায়ে দিয়ে ঘরের বাইর হন। চারদিকে শত্রু বল্লম হস্তে দন্ডায়মান। হযরত জিব্রাইলের ইঙ্গিত মত এক মুঠা ধুলাবালি নিয়ে ছিটায়ে দেন। আল্লার হুকুমে বাতাস প্রবাহিত হয়ে বালি গুলি শত্রুদের চোখে ঢুকায়ে দেয়। শত্রুরা যন্ত্রণায় চোখ ডলতে থাকে। এই সুযোগে হুজুর (সাঃ) বের হয়ে সোজা হযরত আবুবকরের গৃহে যান। হযরত আবু বকর দরজার কাছেই দাঁড়ায়ে ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথী হন। ভোর হয়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ী সওর পাহাড়ের গর্তে ঢুকে পড়েন। আবু বকর (রাঃ)

www.pathagar.com

জামা ছিঁড়ে গর্তের ছিদ্রগুলি বন্ধ করেন। কিন্তু একটি ছিদ্র বন্ধ করার কিছুই না পেয়ে নিজ পা দ্বারা উহা বন্ধ করেন। গর্তে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আল্লার হুকুমে মাকড়সা এসে গর্তের মুখে জাল বুনায়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ ফেরেস্তা ঐ জালের উপর ধুলা ছিটায়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে দুইটি কবুতর এসে বাসা বাঁধে ও ডিম পাড়ে। এমন সময় তলওয়ার হাতে শত্রু গর্তের দিকে ছুটে আসে। হযরত আবু বকর (রাঃ) নির্ঘাত মৃত্যুর ভয়ে কেঁপে উঠেন। আল্লার নবী প্রশান্ত মনে বলেন, আবু বকর ভয় করনা আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। ইন্নাল্লাহা মায়ানা - ১০ পারা, তওবা, ৪০ আয়াত দেখুন।

আল্লার করুণা নেমে এলো নবীর (সঃ) উপর। শত্রুরা গর্তের মুখে মাকড়শার পুরান জাল ও কবুতরের ডিমের নিকট পরাজিত হল। ফেরেস্তারা তাদের তাড়ায়ে অন্য দিকে নিয়ে গেল।

গর্তের রহস্যঃ গর্তে ছিল এক বিষধর সাপ। সাপটি বের হয়ে আসার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে ২/৩ বার ঠুকো দেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) চিন্তা করেন সাপ বের হয়ে এসে নবীকে মেরে ফেললে তার জীবনের মূল্য নাই। তাই তিনি নবীর জীবন রক্ষার্থে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ছিদ্র মুখে পা দৃঢ় রূপে চেপে ধরেন। গর্তের সাপ বের হতে না পারায় পায়ে দংশন করে। এ সময় হুজুর (সাঃ) আবু বকরের জানুর উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন। দংশনের ফলে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর চেহারা বিবর্ন হয়ে যায়। কষ্ট ও যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় অজ্ঞাতসারে এক ফোটা অশ্রু হুজুর (সাঃ) এর চেহারা মুবারকে পতিত হয়। হুজুর সাঃ তাৎক্ষণাৎ আবু বকরের দিকে তাকায়ে জিজ্ঞাসা করেন আবু বকর কি হয়েছে তোমার? ক্ষীণ স্বরে আবু বকর উত্তর দেন সাপে কেটেছে। হুজুর (সাঃ) তখনই পবিত্র মুখ হতে থুথু নিয়ে বিছমিল্লাহ বলে দংশন স্থলে লাগায়ে দেয়া মাত্র বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

হুজুর (সাঃ) সাপকে ডেকে দংশনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সাপ উত্তর দেয় ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি হযরত ঈসা নবীর (আঃ) নিকট শুনেছি যে আখেরী নবী রসুলদের সর্দ্দার যিনি তিনি এই গর্তে আশ্রয় নিবেন। আমি সেই মহামান্য নবীর উম্মত হওয়ার জন্য সেই অবধি এই গর্তে বাস করছি। আমার সৌভাগ্য নছিব। আমি বের হয়ে এসে আপনার উম্মত হব। আমার আশায় বাধা দেওয়ায় আমি দংশন করেছি। ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ) আমাকে ক্ষমা করুন। এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন। আল্লার নবী খুশী হয়ে সাপকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

৩ দিন আল্লার নবী ও হযরত আবু বকর ঐ গর্তে অবস্থান করেন। হযরত আবু বকরের মেষ পালক গোপনে খাদ্য ও দুধ যোগাত। তারপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) লোহীত সাগরের কিনার বেয়ে গোপনে মদীনার দিকে যাত্রা দেন। শত্রুরা হাজার টাকার পুরস্কারের আশায় মুহাম্মদ (সঃ) কে মাথা কাটার জন্য খোঁজ করেছিল। হঠাৎ করে দেখা পেল সোরাকা নামে এক শত্রু। অশ্ব নিয়ে ছুটল কিন্তু নিকটে যেতেই হোছট লেগে ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল। সোরাকা চিন্তা করল এ কোন অশুভ লক্ষণ। তিনবার চেষ্টা করেও ফল একই দাঁড়াল। তখন সে বুঝতে পারল যে আল্লার নবীকে হত্যা করা অসম্ভব। তখন নবীর নিকট ক্ষমা নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

বরিদা ২য় শত্রুঃ বরিদা ৭০ জন অনুচর সহ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মস্তক ছিন্ন করার অনুসন্ধানে ছিল। হঠাৎ করে সাক্ষাৎ পাওয়ায় নবীর দিকে দৌড়ে যায়। আল্লার হাবীব মধুর সুরে কোরান তেলাওয়াৎ করতে থাকেন। নবীর মুখে কোরান তেলাওয়াৎ তার হৃদয় স্পর্শ করে। বরিদার মন বিগলিত হয়। আল্লার রাসুলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ৭০ জন অনুচর সহ মুসলমান হয় এবং নবীর উপর আর কোন বিপদ না ঘটে এই জন্য নবী (সাঃ) কে মদীনা পর্যন্ত পৌছায়ে দেয়।

মদিনায় প্রবেশঃ আল্লার নবী মদীনার উপকণ্ঠে পৌছলে চারিদিকে শহরত পড়ে যায়। চতুর্দিকে আনন্দের ঢল নেমে আসে। আল্লার নবী এসেছেন। আল্লার রাসুল মদীনায় এসেছেন। আল্লার নবীকে অভ্যর্থনা করার জন্য তাকে এক নজর দেখার জন্য মদীনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা শহরের বাইরে এসে পড়ে। সাথে সাথে মহিলারা আনন্দে মত্ত। রাস্তার পাশে বালক বলিকারা দপ্ বাজায় আর আরবী কবিতা পড়তে থাকে। "তালায়াল বাদরু আলাইনা/মিনসানি ইয়াতিল বিদায়ী/ওয়াবাত শুকরু আলাইনা/মা দা আ লিল্লাহি দায়ী"। নাহনু জাওয়ারু মিন বানী নাজ্জারী, ইয়া হাযাজা মুহাম্মাদান মিন জারী। যার অর্থ– (চাঁদ উঠেছে মোদের ভালে– ছানিয়া পর্বত পড়ি আল্লার দিকে ডাকিছে নবী –শুকুরিয়া আদায় করি। নাজ্জার বংশ মোদের ঠিকানা, মোরা নাজ্জার গোত্রবাসী- কি আনন্দ! আল্লার রাসুল মুহাম্মদ মোদের প্রতিবেশী। সেদিনের দৃশ্য কি মনোহর।

২৬৩। অপবিত্র দান কবুল হয় না - ১০ পারা, তওবা ৫৩-৫৪ আয়াত।

২৬৪। সাদকার মালের ৮জন হকদার - ১০ পারা,তওবা, ৬০ আয়াত।

১। ফকির, ২। মিছকিন ৩। আদায়কারী ৪। নওমুসলিম ৫। কৃতদাসকে মুক্ত করা। ৬। ঋণগ্রস্তকে ঋণ মুক্ত করা। ৭। ধর্ম যুদ্ধে দেওয়া ৮। মুছাফির

২৬৫। মুনাফেকের চরিত্র - ১০ পারা, তওবা ৬৭, ৬৮ আয়াত।

২৬৬। মুমিনের চরিত্র - ১০ পারা তওবা ৭১,৭২ আয়াত।

২৬৭। যুদ্ধের আদেশ - ১০ পারা, তওবা ৭৩-৭৮ আয়াত।

২৬৮। দানকারীকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি। - ১০ পারা, তওবা -৭৯ আয়াত।

২৬৯। ৭০ বারঃ মুনাফেকের জন্য ৭০ বার দোয়া করলেও দোয়া কবুল হবে না। - ১০ পারা, তওবা ৮০ আয়াত।

২৭০। হাসিঃ অল্প হাসতে এবং বেশী কাঁদার নির্দেশ- ১০ পারা, তওবা ৮২ আয়াত।

❐ হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) কবরের নিকট গেলে কেঁদে হয়রান হতেন। অথচ তারা বেঁচে থাকতেই বেহেস্তের সুসংবাদ পান।

www.pathagar.com

১১-পারা

সূরা তওবা-৯

২৭১। মুনাফিকের কবরে দোয়া করা নিষেধ - ১০ পারা, তওবা ৮৪ আয়াত।

২৭২। মুনাফিকরা তাবুক যুদ্ধে না গিয়ে মিথ্যা ওজর দেখায়েছিল । - ১১ পারা, তওবা ৯৪-৯৬ আয়াত।

২৭৩। বেদুইনরা বেশী গোঁয়ার - ১১ পারা, তওবা ৯৮ আয়াত।

২৭৪। দানঃ ঈমানদার বেদুইন আল্লার সান্নিদ্ধ লাভের জন্য এবং রসুলের শাফায়াৎ পাওয়ার জন্য মুক্ত হস্তে দান করে থাকে -১১ পারা, তওবা -৯৯ আয়াত।

২৭৫। প্রথম মুহাজের এবং প্রথম আনছারদের উপর আল্লাহ রাজী এবং তাদের জন্য চিরস্থায়ী বেহেস্ত -১১ পারা, তওবা, ১০০ আয়াত।

❐ প্রথম মুহাজেরীন ও আনছার সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। তবে যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছেন তারাই প্রথম মুহাজির-এরা বেহেস্তী।

❐ আনছার যারা মক্কায় গিয়ে নিশীথ রাতে আকাবা পাহাড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় দল ইসলাম গ্রহণ করেন, আল্লার নবী মদিনায় হিজরত করলে প্রাণ ও বিষয় সম্পদ দিয়ে নবীকে সাহায্য করেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হন তারাই প্রথম আনছার। এদের উপর বহু বিপদের ঝড় বয়েছিল । সব সহ্য করে নবীকে সাহায্য করেছিলেন। এরা বেহেস্তী।

২৭৬। মসজিদে জেরারঃ মসজিদে জেরারে নামাজ দুরস্ত হয় না। - ১১ পারা, তওবা ১০৭ , ১০৮ আয়াত।

❐ মদীনায় হেজরত করার সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কোবা নামক স্থানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। সেখানে নামাজ পড়ার জন্য একটি মসজিদ তৈয়ার করেন। সকলে সেখানে নামাজ পড়তো। আল্লার নবীও মদীনা হতে এসে মাঝে মাঝে কোবার মসজিদে নামাজ পড়তেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফেকরা ঐ মসজিদের অদূরে একটি নতুন মসজিদ তৈয়ার করে সেখানে তারা নামাজ পড়তে থাকে। এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। মুনাফেকরা তাবুক যুদ্ধে যোগ না দিয়ে কি করে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করা যায় সে কাজে লিপ্ত হয়। হুজুর (সাঃ) তাবুক হতে ফিরে এলে আল্লাহ ওহী দ্বারা নবীকে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানায়ে দেন এবং মসজিদে জেরারকে ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেন। তাই হুজুর (সাঃ) মসজিদে জেরারকে ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করেন।

❐ মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য যে মসজিদ তৈয়ার করা হয় তাহা মসজিদে জেরার। তাহা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম।

২৭৭। আল্লাহ মহান বেহেস্তের বদলে মুমেনদের জান মাল ক্রয় করেন। "ইন্নাল্লাহাশ্‌তারা মিনাল্ মুমেনীনা" - ১১ পারা, তওবা ১১১, ১১২ আয়াত।

❐ মদীনার ৭০ জন নর-নারী মক্কায় গিয়ে গোপনে আকাবা পর্বত শিখরে আল্লার নবীর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নবী (সাঃ)-এর হেফাজতের জন্য তাদের জান-মাল কোরবান করার শপথ করেন। এটাকে আকাবার দ্বিতীয় বায়েৎ বলা হয়।

www.pathagar.com

২৭৮। "তায়েদুন আবেদুন" অর্থাৎ তওবাকারী, আবেদ, প্রশংসাকারী রোজাদার, রুকুকারী সেজদাকারী ভাল কাজে আদেশকারী, মন্দ কাজে নিষেধকারী এবং সব কাজে আল্লার আদেশ ও নিষেধের সীমা রক্ষাকারীদের জন্য সুসংবাদ - ১১ পারা, তওবা ১১২ আয়াত।

২৭৯। দোয়া নিষেধঃ মুশরিক পিতার জন্য দোয়া করা নিষেধ- ১১ তওবা ১১৩ আয়াত।

২৮০। ইবরাহিম (আঃ) মুশরেক পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন । কারণ তিনি ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন। পরে ওহী দ্বারা নিষেধ করা হয়। ওয়াদা করার পর ওয়াদা ভঙ্গ করা কঠিন পাপ। - ১১ তওবা ১১৪ আয়াত।

- ওয়াদা ভঙ্গকারী সে আল্লার দুশমন,
  নরক মাঝারে সে পুড়বে সারাক্ষণ।

২৮১। ৩জন সাহাবীকে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য বয়কট করা হয়। - ১১ তওবা ১১৮ আয়াত।

২৮২। দান ছোট হউক বা বড় হউক আল্লাহ্ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। - ১১ তওবা ১২১ আয়াত।

- দানের উদাহরণ -টাক, কুষ্ঠ, অন্ধ থেকে মুক্তি। মেশকাত ৪ খন্ড ২১৮ পৃঃ
- দাতার জন্য ফেরেস্তারা দোয়া করেন। মেশকাত ৪ খন্ড ২০৭ পৃঃ
- দাতা আল্লার নিকটবর্তী স্থানে মর্যাদা। -মেশকাত ৪ খন্ড ২১১ পৃঃ
- দানে খোঁটাদাতা বেহেস্তে যাবে না -মেশকাত ৪ খন্ড ২১২ পৃঃ

২৮৩। আল্লাহ প্রতি বছর দুইবার পরীক্ষা করেন। -১১ পারা, তওবা ১২৬ আঃ

২৮৪। নবী (সাঃ) তোমাদের মধ্য হতেই এসেছেন। তিনি মুমেনদের জন্য খুব দয়াশীল। তোমরা যদি নবীকে না মানো তবে তার জন্য আল্লাই যথেষ্ট। তিনি আরশে আজীমের অধিকারী - ১১ পারা, তওবা ১২৮, ১২৯ আয়াত।

- আরশে আজীম। বিশাল আরশ্ ও সম্মানীত আরশ্।

আরশে আজীমকে বুঝতে হলে আগে পৃথিবী ও ৭ আসমানকে বুঝতে হবে। সকলের জানা কথা, গোল রেখাকে বৃত্ত বলে এবং বৃত্তের মাঝের বিন্দুকে কেন্দ্র বলে। কেন্দ্র হতে বৃত্তের রেখা বা পরিধি পর্যন্ত যে দিকই যত রেখা টানা থাক না কেন- সর্ব রেখা গুলির দূরত্ব সমান। এখন মনে করুন ১ম আসমান একটি বৃত্ত। আর পৃথিবী তার কেন্দ্র। এই পৃথিবী হতে আসমানের দিকে উপরে নীচে ডানে বামে যে দিকেই রেখা টানা যাউক না কেন সব গুলির দূরত্ব সমান হবে। পৃথিবী হতে ১ম আসমানের দূরত্ব কোন বৈজ্ঞানিকের বলার সাধ্য নাই। বিশ্বের সেরা মানুষ, সেরা বৈজ্ঞানিক যার শিক্ষক স্বয়ং সৃষ্টি কর্তা তিনি ব্যতীত কারো সাধ্য নাই। সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ এই পৃথিবী হতে ১ম আসমানের দূরত্ব কত? আল্লার নবী উত্তর দেন যদি একখন্ড পাথর উপর হতে সজোরে নীচে নিক্ষেপ করা হয় আর পাথর খানা যে গতিতে যেতে থাকবে সেই গতিতে যদি কোন মানুষ বিরামহীন অবস্থায় আসমানে উঠতে থাকে তবে তার ৫শত

www.pathagar.com

বৎসর সময় লাগবে। এটা ১ম আসমানের দূরত্ব। তৎপর ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, এবং ৭ম আসমান। ৭ম আসমান ৬টি আসমানকে বেষ্টন করে রয়েছে। এর দূরুত্ব অনেক বেশী হওয়া স্বাভাবিক। যদি সব গুলির দূরত্ব কমপক্ষে ৫শত বৎসর করে ধরা হয় তাহলে ৭ম আসমানে পৌঁছতে সাড়ে তিন হাজার বৎসর সময় লাগবে। ৭ম আসমান এত বৃহৎ যে ৬টি আসমানকে ঘেরাও করে রয়েছে। এর পরে হলো আল্লার কুর্সী। আল্লাহ মহান তার কূর্সী সম্বন্ধে বলেছেন ৩ পারা, বাকারা, ২৫৫ আয়াত দেখুন "ওযাছেয়া কূর্সীও হুছছামাওয়াতে ওল আর্দ" অর্থাৎ মহান আল্লার সিংহাসন এত বৃহৎ যাহা বৃহৎ সাত আসমান ও জমিনকে বেষ্টন করে রয়েছে।

আরশে আজীম। পৃথিবী হলো বৃত্তের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রস্থলে বাস করে জ্বিন, ইনসান যদি কোন বুদ্ধিহীন মানব ও জ্বিন আসমান পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে তার পালিয়ে যাবার কোনই ক্ষমতা নাই। মহা প্রতাপশালী আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন- সুরা রাহমানের ৩৩ আয়াতে "ইয়া মায়াশারাল জ্বিন্নে ওল্ ইন্ছে" অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানব জাত যদি পার আসমানকে অতিক্রম করে চলে যাও। কিন্তু মনে রেখো তোমাদের চেষ্টা বিফলে যাবে। কখনই সক্ষম হবে না।

❐ ইয়োর ট্রায়াল মাষ্টবি ফেলিওর এন্ড ইউ উইল নেভার বি এবল টু ক্রসদি আসমান।

❐ মনে রাখা কর্তব্য ৭টা আসমান কত বড়। তার চেয়ে অনেক বড় আল্লার কুর্সী। এই বিশাল কূর্সীতে আল্লাহ বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এই কূর্সীতে বসে হাশরের দিন বিচার করবেন। আর এই কুর্সীর উঁপর হবে বিশাল বিস্তৃত মর্যাদা সম্পন্ন আর্শে আজীম। হাশরের দিনে আর্শে আজীমের নীচে ঠাঁই পাবেন নবীরা, সিদ্দীকের দল, শহীদের দল আর যত নেক্কার ছালেহীনদের দল। নবী (সাঃ) আরও বলেছেন, সাত শ্রেণীর লোক হাশরের ভয়াবহ দিনে আরশে আজীমের নীচে স্থান পাবে। যথাঃ- ১। ন্যায় পরায়ন ধার্মিক বাদশা ২। যুবক যে আল্লার এবাদতের মধ্য দিয়া যৌবন কাটায়েছে। ৩। যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সংগে সংযুক্ত থাকে। একবার নামাজ পড়ে এসে আবার মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। ৪। যে ব্যক্তি নিশীথ রাতে বিছানার মায়া ত্যাগ করে উঠে নামাজে মশগুল হয়। আর আল্লার আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে অশ্রু ঝরায় কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চায়। ৫। আল্লাহকে খুশী করার জন্য ধার্মিক লোকের সঙ্গে দোস্তালী করা এবং দুই দোস্তের কেহ আল্লার বিরোধী কাজ করলে দোস্তালী ভেঙে ফেলা। ৬। গোপনে দান কারী। ৭। এমন যুবক যাকে সুন্দরী যুবতী কুকাজে আহবান করে। আর যে তার ডাকে সাড়া না দেয় । এরা আরশের নীচে ঠাঁই পাবে। - মেশকাত শরীফ ২ খন্ড ২৮৭ পৃষ্ঠাঃ

সূরা ইউনুস-১০

২৮৫। যাদুঃ কাফেরের দল কোরান মজিদকে যাদুমন্ত্র বলত। কারণ কোরানের বাণী তারা সহ্য করতে পারত না । - ১১ পারা, ইউনুছ, ১, ২, আয়াত।

২৮৬। শেষ দোয়াঃ বেহেস্তবাসীরা আল্লার শুকরিয়া আদায় করবে ও দোয়া পড়বে। ' দায়াওয়াহুম ফিহা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া তাহিয়াতুহুম ফিহা সালাম। ওয়া আখিরু দায়াহুম আনিল্ হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন" - ১১ -ইউনুছ-৯-১০ আয়াত।

www.pathagar.com

২৮৭। ওহী মিথ্যা মনে করাঃ যে ব্যক্তি আল্লার ওহীকে মিথ্যা জানে সে কঠিন আযাবে গ্রেফতার হবে - ১১ ইউনূছ ১৬,১৭ আয়াত।

২৮৮। বিপদে পড়লে ডাকিঃ জলপথে ভ্রমণ আরামদায়ক কিন্তু ঝড় তুফান উঠলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং সবাই ভয়ে আল্লাহকে ডাকতে আরম্ভ করে। - ১১ ইউনূছ ২২ আয়াত।

২৮৯। দুনিয়ার জীবন তরুলতা সাদৃশ - ১১ পারা, ইউনূছ ২৪ আয়াত।

যেমন লাউ, কুমড়ার গাছ, ফলধরার পরে মারা যায়।

২৯০। ধার্মিক লোককে আগুনে স্পর্শ করবে না। লাঞ্ছিত হবে না। তারা বেহেস্তে চিরবাস করবে- ১১ পারা, ইউনূছ ২৬ আয়াত।

২৯১। যারা আল্লাহ বিরোধী তাদের মুখমন্ডল কাল হবে এবং তাদের জন্য জাহান্নাম, - ১১ পারা, ইউনুছ ২৭ আয়াত।

২৯২। ধারণা করেঃ ধারনা অনুযায়ী কোন কাজ করা ঠিক নয় কেননা আল্লাহ তোমাদের কার্য সম্বন্ধে অবগত আছেন। -১১ পারা, ইউনুছ ৩৬ আয়াত।

২৯৩। মাত্র ১ ঘন্টাঃ হাশরের অবস্থা দেখে পাপীরা বলবে তারা দুনিয়ায় মাত্র -১ ঘন্টা ছিল। - ১১ পারা, ইউনূছ ৪৫ আয়াত।

২৯৪। কোরান মহৌষধঃ কোরান মজিদ মানুষের অন্তরের ব্যাধির জন্য মহৌষধ - ১১ পারা, ইউনুছ ৪৫ আয়াত।

২৯৫। আল্লার ওলীঃ আল্লার ওলীদের কোন ভয় নাই । আল্লার কথার কোন পরিবর্তন নাই।- ১১ পারা, ইউনুছ ৬২-৬৪ আয়াত।

- আল্লার কথা একদম সত্য নড়চড় নাই
  ধার্মিক ওলীরা বেহেস্তী, জেনে রাখ ভাই।

২৯৬। নূহ নবীর অবাধ্য কাওম ডুবে মরে। - ১১ পারা, ইউনুছ ৭১-৭৩ আয়াত।

২৯৭। বদ দোয়া। হযরত মুসা ফেরাউনের জন্য বদ দোয়া করেন - ১১ পারা, ইউনুছ -৮৮ আয়াত।

২৯৮। দরিয়ায় ফেরাউনের মৃত্যুঃ ফেরাউন দরিয়ায় ডুবে মরে কিন্তু তার শরীরকে আল্লাহ রক্ষা করেন। ফেরাউন মরার সময় ঈমান আনে কিন্তু তা কবুল হয় নাই। - ১১ পারা, ইউনুছ ৯০-৯২ আয়াত।

২৯৯। কাওমে ইউনুছের প্রতি ক্ষমাঃ কাওমে ইউনুছ এক যোগে মাঠে বেরিয়ে এসে আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন। - ১১ পারা, ইউনুছ ৯৮ আয়াত।

৩০০। আল্লার হক। রাসুলকে এবং মুমেন বান্দাকে রক্ষা করা আল্লার হক - ১১ পারা, ইউনুছ ১০৩ আয়াত।

৩০১। একমাত্র আল্লাহইঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যতই ডাকনা কেন, কেহই তোমার উপকার করতেও পারবেনা এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারবে না। মাঝখানে তুমি জলেম নামে পরিচিত হবে - ১১ পারা, ইউনুছ -১০৫, ১০৬ আয়াত।

www.pathagar.com

১২ পারা

সূরা হুদ-১১

৩০২। নবী (সাঃ) বলেন, যদি তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর তাহলে তিনি তোমাদের অঢেল সম্পদ দিবেন, ফজিলত দিবেন অন্যথায় ভয় আছে। -১১ পারা, হুদ-৩ আয়াত।

৩০৩।জমিনের উপর যত জীব আছে তাদের রুজী আল্লার নিকট। তিনি তাদের বাসস্থান ও বিশ্রাম স্থান বিশেষভাবে অবগত আছেন। -১২ পারা, হুদ-৬ আয়াত।

❐ প্রত্যেক জীবের বিশেষ করে মানুষের জীবনের পাঁচটি স্তর।

১) অদৃশ্য হতে নুৎফার স্তর।

২) নুৎফা হতে মাতৃগর্ভ স্তর।

৩) গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্তর।

৪) শিশু হতে বার্ধক্যের স্তর।

৫) পৃথিবী হতে পরলোকের স্তর।

প্রতি স্তরে একমাত্র আল্লাহ রুজী যোগায়ে থাকেন।

ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রষ্টার সৃষ্টি
ভূতলে যত জ্বিন
রুজী যোগান সবার যিনি
তিনি রাজ্জাকুন মাতিন।

৩০৪। জাঁকজমক। যারা শুধু দুনিয়ার জাঁকজমক, খেল তামাশা ও অট্টালিকা বহর চায় তাদের সমস্ত আমল নষ্ট এবং যা কিছু সৎ কাজ করে তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। -১২ পারা, হুদ-১৫,১৬ আয়াত।

❐ ইন্নামাদ দুনিয়া ফানাও
লাইছা লেদ্‌দুনিয়া সবুতো
ইন্না মাদ দুনিয়া বা বাইতিন
নাছাজাতহুল আনকাবুতো।

- দেওয়ানে আলী

অর্থাৎ দুনিয়া মাকড়শার জালের মত ক্ষণস্থায়ী।

৩০৫। নূহ নবীর জাহাজ।.....-১২ পারা,হুদ-১৭ আ: নবী পরিচ্ছেদ দ্র:

৩০৬। জাহাজে চড়ার দোয়া:-

"বিছমিল্লাহে মাজরিহা ও মুরছাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহিম"-১২ পারা,হুদ-৪১ আয়াত।

www.pathagar.com

☆ অবতরণের দোয়া:-"রাব্বে আন্‌জেলনী মুনজালাম মুবারাকান ওয়া আনতা-খাইরুল মুনজেলিন"-১৮পারা মুমেন-২৯ অঃ দেখুন।

৩০৭। হযরত নুহ, হযরত হুদ, হযরত সালেহ, হযরত ইবরাহীম ও হযরত শোয়ায়েব (আঃ) নবীদের বর্ণনা - ১২ পারা, হুদ ৪০-৯৫ আয়াত।

❐ এই আয়াত হঃ ইবরাহীমের (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী বিবি সারাকে এছহাক পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়। বিবি সারা ফেরেস্তাকে বলেন, আমি ও আমার স্বামী উভয়েই বৃদ্ধ। কি করে সন্তান হতে পারে? ফেরেস্তা বলেন, আল্লার নিকট সবই সম্ভব। - ১২ পারা, হুদ ৭১ আয়াত।

৩০৮। ৫ ওয়াক্ত নামাজ কোরান মজিদ হতে প্রমাণ।

১২ পারা, হুদ ১১৪ আয়াতে ফজর , আছর, মাগরীব, এর স্পষ্ট আদেশ

১৫ পারা, এছরা, ৭৮ আয়াতে ফজর, জোহর ,----- এর স্পষ্ট আদেশ

১৬ " তাহা, ১৩০ আয়াতে " " " " "

২১ " রোম ১৭,১৮ " " " " এশা " " "

❐ ছকের মাধ্যমে দেখা যেতে পারেঃ

	ফজর	জোহর	আছর	মাগরীব	এশা
১২ পারায়	"	×	"	"	×
১৫ পারায়	"	"	×	×	×
১৬ পারায়	"	×	"	×	×
২১ পারায়	"	"	×	"	"
	৪	২	২	২	১

৩০৯। হযরত ইউসুফ (আঃ)- ১২ পারা, সুরা ইউসুফ ১-১০৩ আঃ দেখুন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পুরাপুরি ঘটনা সুরা ইউসুফেই সীমাবদ্ধ।

www.pathagar.com

১৩ পারা

সূরা রাদ-১৩

৩১০। বিধর্মীরাই কোরান মজিদকে বিশ্বাস করে না। - ১৩ পারা, রাদ ১ আয়াত।

৩১১। খুঁটিহীন আসমানঃ আসমান বিনা খুঁটিতে উপরে অবস্থান করছে। সূর্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। আর পৃথিবী ফুলে, ফলে শোভিত। - ১৩ পারা, রাদ, ২,৩, আয়াত।

৩১২। একই রকম পানিঃ বাগানে বহু রকমের ফলের গাছ থাকে। কোন ফল মিষ্টি আবার কোনটা টক। কিন্তু সবগুলোই একই রকম পানি পান করে থাকে। এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। - ১৩ পারা, রাদ ৪ আয়াত।

৩১৩। মেয়েদের গর্ভে কি সন্তান আছে তা আল্লাহ্ জানেন। সন্তান মেয়েরা রাখে না ফেলে দেয় তাও আল্লাহ্ জানেন। - ১৩ পারা, রাদ ৮-১০ আয়াত।

৩১৪। মেঘ, বিদুৎ, ফেরেস্তা, সব কিছুই আল্লার তাছবীহ্ পড়ে। - ১৩ পারা, রাদ ১১-১৪ আয়াত।

৩১৫। কে প্রভুঃ আসমান জমিনের প্রভু কে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হলো আল্লাহ্। সব কিছুর প্রভু যদি একমাত্র আল্লাহ্- তবে কেন এমন জিনিসের উপাসনা কর? যে নিজেরও উপকার করতে পারে না এবং অন্যের ও উপকার করতে পারে না? তোমরা কি মনে কর যে অন্ধ ও চক্ষুস্মান সমান? আঁধার ও আলো সমান? এরা কি এমন কিছু সৃষ্টি করেছে যা আল্লার সৃষ্টির সাদৃশ্য ? কখনই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ একক ক্ষমতাশালী। - ১৩ পারা, রাদ ১৬ , ১৭ আয়াত।

৩১৬। নেক সন্তান। সবুরের সঙ্গে নামাজ আদায়কারী, প্রকাশ্যে ও গোপনে দানকারী লোক বেহেস্তী। তাদের নেককার সন্তান পিতা, মাতা পরিজন সবাই বেহেস্তী। ফেরেস্তারা চারদিক হতে তাদের সালাম দিতে থাকবে। - ১৩ পারা, রাদ ২২-২৪ আয়াত।

❐ Good and Pious sons will live in the Pasadise with their parents.

৩১৭। অন্তরে শান্তি। একমাত্র আল্লার জেকেরই অন্তরে শান্তি দিয়ে থাকে। - ১৩ পারা, রাদ ২৮ আয়াত।

❐ কালবকে শান্ত রাখলে দেহ ও শান্ত থাকবে। আল্লার নবী সাঃ বলেছেন।

" আলা! ইন্না ফিল জাছাদে মুজ্ গাতুন এজা সালোহাৎ সালোহাল্ জাছাদে কুল্লোহু ওয়া এজা ফাছাদা ফাছাদাল জাছাদো কুল্লোহু। আলা ওয়াহিয়াল কালব। "

অর্থাৎ মন ভাল থাকলে শরীর ভাল থাকে আর মন খারাপ হলে শরীর খারাপ হয়।

৩১৮। কোরানের শক্তিতে যদি পাহাড় ধ্বংস হয়, মাটি ধসে পড়ে, মৃত ব্যক্তি যদি কথা বলে তবে আশ্চার্যের কিছুই নেই। কারণ সব কিছুই আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে। - ১৩-রাদ ৩১ আয়াত।

৩১৯। নাফরমান কাফেরের জন্য অনুতাপ, আর কষ্টদায়ক শাস্তি। - ১৩ পারা, রাদ, ৩২-৪২ আয়াত।

www.pathagar.com

সূরা ইবরাহীম-১৪

৩২০। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যঃ মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার জন্য কুরআন নাজেল করা হয়। - ১৩ পারা, ইবরাহীম-১ আয়াত।

❐ The Quran is sent to bring people from darkness to light.

৩২১। সব ভাষায়ঃ প্রত্যেক জাতির ভাষায় নবী পাঠান হয়েছে। - ১৩ পারা, ইবরাহীম-৪ আয়াত।

৩২২। শুকরিয়া করলেঃ আল্লাহ যে নেয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করলে তিনি আরও দেন -১৩ পারা, ইবরাহীম ৭ আয়াত।

৩২৩। কাফেরের আমলঃ কাফেরদের আমল ছাই ভস্ম করা হবে এবং বাতাসে উড়ে যাবে। -১৩ পারা, ইবরাহীম-১৮ আয়াত।

৩২৪। শয়তানের কথাঃ শয়তান বলবে আমি তোমাদেরকে ডেকেছি তোমরা আমার কথা শুনলে কেন? আমাকে দোষ দিও না, দোষ তোমাদের। জালেমদের জন্য কঠিন ব্যবস্থা আছে। - ১৩ পারা ইরাহীম - ২২ আয়াত।

৩২৫। পাক কালেমাঃ কালেমা তাইয়েবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। কালেমা তাইয়েবাকে আসমান জামিন জোড়া একটি বিশাল বৃক্ষের সঙ্গে তুলানা করা হয়েছে। যার ফল জগতের প্রত্যেকে পলে পলে ভোগ করে থাকে। -১৩ পারা ইবরাহীম-২৪, ২৫ আয়াত।

❐ কালেমা তাইয়েবা বেহেস্তের চাবি। কিন্তু সমস্ত নেক আমল এর দাঁত- আর দাঁতওয়ালা চাবি ছাড়া তালা খোলা যায় না। - মেশকাত ১ খন্ড ৮০ পৃঃ।

১৪-পারা

❐ বুঝা গেল আমল ছাড়া শুধু কালেমা দ্বারা বেহেস্তের দরজা খুলবে না।

❐ আমরা যে কথা বলি তার হিসাব দিতে হবে।- মেশকাত ১খন্ড ৭১ পৃঃ

৩২৬। নাপাক কালেমাঃ খবিশ কথা খবিশ গাছের ন্যায়। - ১৩ পারা, ইরাহীম ২৬-২৭ আয়াত।

৩২৭। হযরত ইসমাঈলের বনবাস - ১৩ পারা, ইবরাহীম ৩৭-৩৮ আয়াত।

৩২৮। বার্ধক্যে ২টি সন্তানঃ ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) - ১৩ পারা, ইবরাহীম ৩৯-৪১ আয়াত।

❐ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় হযরত ইছমাঈলের জন্ম আগে। ইসহাকের জন্ম পরে। কেউ কেউ অহেতুক ইসহাকের জন্ম আগে হয়েছে বলে দাবী করেন।

৩২৯। উর্ধমুখী দৌড়ঃ হাশরের দিন লোক উর্ধমুখী হয়ে দৌড়াবে। নীচে দৃষ্টি থাকবে না। ভয়ে প্রাণ বের হবার উপক্রম হবে - ১৩ পারা, ইরাহীম-৪৩ আয়াত।

৩৩০। পৃথিবীর রংঃ হাশরের দিন পৃথিবীর রং হবে ধূসর। আল্লাহ কার নামে বিচারে বসবেন। আল্লাহদ্রোহীদের পোষাক হবে পেট্রোলযুক্ত মুহূর্তের মধ্যে যা দেহ ভস্মীভূত করে ফেলবে। -১৩ পারা, ইবরাহীম ৪৮-৫০ আয়াত।

www.pathagar.com

সূরা হিজর-১৫

৩৩১। কাফেরেরা সময় সময় মুসলমান হবার আকাংখা করে - ১৪ পারা, হিজর -২ আয়াত।

৩৩২। কোরআনের হেফজতকারী আল্লাহ। তিনি কুরআন নাজেল করেন এবং তিনিই উহার হেফাজকারী "ইন্না নাহনু নাজ্জালনাজ জিকরা ও ইন্না লাহু লাহাফেজুন"- ১৪ পারা, হিজর-৯ আয়াত।

৩৩৩। কুরআনের বাণী কাফেরদের অন্তরে এমনভাবে প্রবেশ করে যেমন সূঁচের সূতা। - ১৪ পারা, হিজর ১১,১২ আয়াত।

৩৩৪। বুরূজ। আকাশে সুদৃঢ় দুর্গ আছে যেখান হতে উর্দ্ধগামী শয়তানকে তীর মারা হয়। -১৪ পারা হিজর ১৬-১৮ আয়াত।

৩৩৫। হযরত আদম (আঃ) এবং ইবলিছ - ১৪ পারা, হিজর ২৬-৪৩আয়াত

৩৩৬। জাহান্নামের ৭টি স্তর (১) শয়তানের পায়রবীকারী মুসল্লীদের স্তর। (২) অত্যাচারীদের স্তর। (৩) ফাহেশা, অশ্লীলতাকারীদের স্তর। (৪) মিথ্যাবাদীদের স্তর (৫) মুশরেকদের স্তর। (৬) নাস্তিকদের স্তর। (৭) মুনাফেকদের স্তর সর্বনিম্ন স্তর। -১৪পারা, হিজর ৪৩-৪৪ আয়াত।

৩৩৭। মুত্তাকীদের জন্যই বেহেস্ত- ১৪ পারা, হিজর, ৪৫-৪৯ আয়াত।

৩৩৮। হযরত ইব্রাহীম ও লুত আঃ - ১৪ পারা, হিজর ৫১-৭৩ আয়াত।

৩৩৯। তাবুকের প্রাচীন নাম আয়েকা- ১৪ পারা, হিজর -৭৮-৭৯ আয়াত।

৩৪০। আসহাবে হিজর বিবরণ- ১৪ পারা, হিজর ৮০-৮৪ আয়াত।

৩৪১। সাবয়া মাছানীঃ সূরা ফাতেহার অপর নাম সাবয়ামাসানী। - ১৪ পারা, হিজর-৮৭ আয়াত।

৩৪২। ধনীদের সম্পদ দেখে অফছোছ দুঃখ কর না। -১৪ পারা, হিজর -৮৮ আয়াত।

৩৪৩। যারা কুরআন মজিদকে টুকরা টুকরা করেছে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। অথাৎ কুরআনের আইনকে টুকরা করেছে। -১৪ পারা হিজর, ৯১-৯৩ আয়াত।

সূরা নহল-১৬

৩৪৪। নবী (সাঃ)-কে আল্লাহ পাক জানায়ে দেন হিজরতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। সুতরাং আপনি তছবীহ পড়তে থাকুন -১৪ পারা নহল ১,২ আয়াত।

৩৪৫। যানবাহন আরোহণ এবং সৌন্দর্য বিকাশের জন্য আল্লাহ পাক ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ছাড়া যানবাহন আরও কতরকম সৃষ্টি করবেন তা আল্লাহ জানেন - ১৪ পারা, নহল ৮ আয়াত।

৩৪৬। শক্তির উৎসঃ আল্লাহই সমস্ত শক্তির উৎস। তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। -১৪ পারা নহল ১০-১৭ আয়াত।

৩৪৭। অগণিত নেয়ামতঃ আল্লার নেয়ামত কেহই গুণে শেষ করতে পারে না, -১৪

www.pathagar.com

পারা, নহল ১৮ আয়াত।

৩৪৮। মুত্তাকীঃ মুত্তাকরীরা বেহেস্তী। তাদের জীবন কবজ করার সময় ফেরেস্তারা সালাম দিয়ে থাকে - ১৪ পারা, নহল ৩০-৩২ আয়াত।

৩৪৯। আবছিনিয়া হিজরতঃ কাফেদের অত্যাচার অসহনীয় হওয়ায় হুজুর (সাঃ) মুসলমানদের আবছিনিয়া হিজরত করার আদেশ দেন। ১৪ পারা, নহল ৪১, ৪২ আয়াত

৩৫০। ছায়া। ছায়াও আল্লাহকে সেজদা করে। ১৪ পারা, নহল ৪৮ আয়াত।

৩৫১। মেয়ে সন্তান হলে অনেকের মুখ কাল হয় - ১৪ পারা, নহল ৫৮-৫৯ আয়াত।

৩৫২। দুধ। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপদেশ আছে। যেমন গাভী হতে দুধ পাওয়া। এই দুধ গবর ও রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। মহান আল্লাহ এই দুধকে রিফাইন করে সেরা খাদ্যে পরিণত করেন। - ১৪ পারা, নহল ৬৬ আয়াত।

❐ হুজুর (সাঃ) দুধ পান করে দোয়া পড়তেন "আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফিহে ওয়া জিদনা মিনহু।"

৩৫৩। মধু। আল্লাহ পাক মৌমাছিকে গাছে, ঝোপ জঙ্গলে অট্টালিকায় মৌচাক তৈরী করার নির্দ্দেশ দেন এবং সমস্ত ফল, ফুল হতে মধু আহরণ করে মৌচাকে জমা করার নির্দেশ দেন। কাজেই মৌমাছিরা ফুল হতে রেণু সংগ্রহ করে মৌচাক তৈরী করে ও মধু সংরক্ষণ করে। এই মধুই রোগ মুক্তির মহৌষধ?। - ১৪ পারা, নহল ৬৮,৬৯ আয়াত।

❐ Honey is the antidote of all diseases.

৩৫৪। দীর্ঘজীবন। অনেকে দীর্ঘ জীবন কামনা করে। কিন্তু আসলে দীর্ঘ জীবন সুখের জীবন নয়। বার্ধক্যের জিল্লতী, জ্ঞান বুদ্ধির হ্রাস, রোগ শোকে জরাজীর্ণের জীবন ভাল নয়। ১৪ পারা নহল ৭০ আয়াত।

❐ হুজুর (সাঃ) বার্ধক্য জীবন হতে আল্লার নিকট পানা চাইতেন।

দোয়া ঃ আল্লাহুমা ইন্নি আউজুবেকা মিনাজ জুবনে ওলবুখলে ওয়া আউজুবেকা মিন আরজালিন উমুরে ওয়া আউজুবেকা মিন ফেৎনাতেৎ দুনইয়া ওয়া আজাবিল কবরে।

❐ মউৎ জানিনা নিকটে না দূর
পানা চাও মিন আজমেল উমুর।

৩৫৫।যেন তারাই প্রভু!ঃ মানুষ রুজী, চাকুরী, ব্যবসা সন্তান ইত্যাদির জন্য বহু লোক আল্লাহকে ছেড়ে দরগায় গিয়ে মাথা ঠুকে পীরের কাছে, দরবেশ লোকের কাছে কাকুতি মিনতি করে যেন তারাই তাদের আল্লাহ। শিরক মহা পাপ - ১৪ পারা, নহল -৭১, ৭২, আয়াত।

❐ শেরেক ছে -বাঁচো ওরনা তুমকো জাহান্নামে ডালা জায়েগা
খবরদার না হোনেছে আমল তেরা বর্বাদ হো জায়ে গা।
- হাছানাত।

৩৫৬। বোঝা স্বরূপঃ দুজন চাকরের উপমা ১। এক চাকরের কিছু সম্পদ আছে। মালিকের কাজ করে খায় এবং কিছু দান খয়রাতও সে করতে পারে। ২। অন্য

www.pathagar.com

চাকর,যার কিছুই সম্পদ নাই মালিকের কাজও করতে অক্ষম, এমন চাকর মালিকের উপর একেবারেই বোঝা। আল্লার এবাদাৎও করে না, শুধু শুধু খায়। -১৪ পারা, নহল ৭৫, ৭৬ আয়াত।

৩৫৭। চামড়া ও পশমঃ পশুর চামড়া ও পশম মানুষের অনেক উপকারে লাগে - ১৪ পারা, নহল - ৮০,৮১ আয়াত।

৩৫৮। কুরআন মজিদে প্রত্যেক জিনিসের বর্ণনা দেয়া আছে। ওটা মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক রহমত ও সুসংবাদ প্রদানকারী -১৪ পারা, নহল ৮৯ আয়াত।

৩৫৯। বোকা রমনীঃ এমন বোকা রমনীর মত হয়ো না যে রমনী চরকায় সূতা কেটে পরে সূতাগুলোকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে - ১৪ পারা, নহল ৯২ আয়াত।

❐ Think before you leap - কাজের পূর্বে চিন্তা করা উচিত।

৩৬০। ক্ষণস্থায়ীঃ তোমাদের নিকট যা আছে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা চিরস্থায়ী।-১৪ পারা, নহল ৯৬ আয়াত।

❐ ধন রত্ন যত রাখ ফানা হয়ে যাবে,
চিরস্থায়ী সম্পদ কিন্তু আল্লার কাছে পাবে।

৩৬১। পবিত্র জীবনঃ হায়াতে তাইয়েবা মুমেন বান্দাকে আল্লাহ হায়াতে তাইয়েবা দান করেন। সুবহানাল্লাহ মুমেন বান্দার উপর আল্লাহ কত দয়াশীল - ১৪ পারা, নহল ৯৭ আয়াত।

❐ সৎ কাজে লিপ্ত থাকি।
জীবন কাটাতে পারি,
তওফিক দিও মোরে প্রভূ
দয়াল আল্লাহ বারী

উর্দু ঃ আমলে সালেহ পর তওফিক চাহতাহু ইয়া মাওলাল কারিম।
আজাবে মউৎ কবর হাশর ছে নাজাত দেইয়া রহমান রহিম।
- হাছানাত।

৩৬২। আউজোবিল্লাহঃ কুরআন পাঠ কালে "আউজো বিল্লাহে মিনাশ শায়তানেররাজীম পড়ার আদেশ -১৪ পারা, নহল, ৯৮ আয়াত।

৩৬৩। আরবী ও আজামীঃ আরব দেশের লোক ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত দেশের লোককে আজামী বলে। আজামীর আভিধানিক অর্থ বোবা। কারণ তারা শুদ্ধভাবে আরবীতে কথা বলতে পারে না। কুরআন মজিদের ভাষা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা। তাওরাত কেতাবের কিছু জ্ঞান ছিল এমন এক লোক রাসুলুল্লার দরবারে বসতো। তাই কাফেরেরা বলত ঐ লোকটা মুহাম্মদ (সাঃ) কে কুরআন শিক্ষা দেয়। আল্লাহ প্রতিবাদ করে বলেন, আজামী কি করে বিশুদ্ধ আরবী শিক্ষা দিতে পারে? - ১৪পারা, নহল ১০৩ আয়াত।

৩৬৪। কুরআনকে অবিশ্বাসকারী লোক জাহান্নামী - ১৪ পারা নহল ১০৪, ১০৫ আয়াত।

৩৬৫। রুজীর সচ্ছলতা দিলে বান্দা কুফরী করতে থাকে। তাই আল্লাহ মহান তাকে

www.pathagar.com

পরীক্ষামূলক পুনরায় অভাব অনটনে ফেলেন - ১৪ নহল ১১২, ১১৩ আয়াত।

৩৬৬। হালাল রুজীঃ যদি কেহ আল্লার এবাদত করতে ইচ্ছা করে তবে তাকে হালাল রুজী খাওয়ার নির্দেশ - ১৪ নহল ১১৪ আয়াত।

৩৬৭। বান্দা ভুল করে, অপরাধ করে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল করুণাময় - ১৪ নহল ১১৯ আয়াত।

৩৬৮। হায়াতে তাইয়েবাঃ যে ব্যক্তি আমলে সালেহা করে, সে পুরুষ হউক বা মহিলা যদি সে মুমেন হয় তাহলে তাকে আল্লাহ মহান হায়াতে তাইয়েবা দান করেন এবং উত্তম আজুরা দান করেন। অর্থাৎ পূর্ণ কাজ করলে আল্লাহ খুশী হয়ে তার জীবনকে শান্তিময় করেন। - ১৪ নহল ৯৭ আয়াত।

৩৬৯। হযরত ইবরাহিম (আঃ) শ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ অনুগত ছিলেন। তিনি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। - ১৪ নহল ১২০- ১২২ আয়াত।

৩৭০। ছুটির দিনঃ সাপ্তাহিক ছুটির দিন ইহুদী নাছারাদের জন্য শনিবার। কিন্তু তারা পরস্পর মত বিরোধ করে ইহুদীরা শনিবার এবং নাছারারা রবিবার ছুটির দিন গ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন, হাশরের দিন তাদের মতভেদের কৈফিয়ৎ তলব করা হবে ও বিচার করা হবে। - ১৪ পারা, নহল, ১২৪ আয়াত।

❐ হাদীস শরীফে আছে শুক্রবারকেই আল্লাহ পাক সাপ্তাহিক ছুটির দিন মনোনীত করেন। কিন্তু ইহুদী, নাছারা তাওব যটায়ে শুক্রবারকে বাদ দিয়ে শনিবার ও রবিবার গ্রহণ করে। হুজুর (সাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ মহানের মনোনীত শুক্রবারকে গ্রহণ করে প্রথমে রয়েছি, তৎপর ইহুদী তৎপর তৃতীয় স্থানে নাছারা। হুজুর (সাঃ) আরও বলেন, আমরা দুনিয়াতেও প্রথম পরকালেও প্রথম থাকব। আমরাই সকলের আগে বেহেস্তে যাব তৎপর ইহুদী, নাছারা- মেশকাত শরীফ ৩ খন্ড, ২২৯, ২৩০ পৃষ্ঠাঃ

৩৭১। ৩ নিয়মে মানুষকে আল্লার দিকে ডাকার নির্দেশ। ১। জ্ঞান বিজ্ঞানের যুক্তি দ্বারা, ২। সুন্দর সুন্দর উপদেশ দ্বারা, ৩। মিষ্টি ভাষায় তর্ক বিতর্কের দ্বারা।

❐ মিষ্টি ভাষী হলে সবাই দাঁড়াবে তার পাশে
মান সম্মান দিবে তোমায় নেতা করার আশে।

৩৭২। সবুর করা ভাল। সবুর আল্লার দান, বিপদে বিচলিত না হয়ে সবুর করার নির্দেশ। আল্লাহ মুত্তাকী ও সালেহীন লোকদের সঙ্গে থাকেন। - ১৪ নহল ১২৭, ১২৮ আয়াত।

৩৭৩। আল্লাহ যাদের সঙ্গেঃ আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের এবং মহসীন লোকদের সঙ্গে থাকেন। "ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাজীনাৎ তাকাও" - ১৪ পারা, নহল ১২৮ আয়াত।

যার মধ্যে নীচের গুণগুলি আছে তাকে মুত্তাকী বলে। প্রথমে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অন্তরের সহিত আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে, মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ বলতে হবে। আর তৎসহ আমলে ছালেহা করতে হবে। পরকালকে বিশ্বাস করতে হবে। রাসুল, কিতাবকে বিশ্বাস করতে হবে। গরীব নিকট আত্মীয়, এতিম, মিছকিন, মুছাফির, ছায়েলীন ভিক্ষুক ও দাসত্ব মোচনে দান করতে হবে,

www.pathagar.com

নামাজকে প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, অঙ্গীকার পালন করতে হবে, অভাব অনটনে, দুঃখ কষ্টে, যুদ্ধের ভয়াবহতায় ধৈর্য্য ধরতে হবে। ২ পারা, বাকারা, ১৭৭ আয়াত আর তাকে খুব বিনীয় হয়ে হাঁটতে হবে ও বিনয়ী হয়ে কথা বলতে হবে। খরচে মধ্যপন্থা নিতে হবে, আল্লাহর সাথে শরীক করা যাবে না। কাউকে হত্যা করা যাবে না। জেনা করা যাবে না। তওবা করতে হবে। গান বাজনা দেবদেবীর আসরের কাছে দিয়ে যেতে হবে না। এতিমের মাল হরণ করা যাবে না। ওজনে কম দেয়া যাবে না। শরীয়তের যে বিষয়ে জ্ঞান নাই তা নিয়ে তর্ক করা চলবে না। পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া চলবে না। - ১৫ পারা এছরা ২৩ আয়াত।

১৫ পারা

সূরা বনী ইসরাইল-১৭

৩৭৪। মেরাজঃ "সোবহানাল্লাজী আছরা বে আবদিহী লাইলাম....."

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তার প্রিয় বান্দা মোহাম্মদকে (সাঃ) এক নির্দিষ্ট রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকছা পর্যন্ত (সিরিয়া) পরিভ্রমণ করান।

❐ মেরাজ রাতে হুজুর (সাঃ) উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। তিনি অভ্যাস মত গভীর রাতে আল্লার এবাদতে মশগুল, এমন সময় আল্লার দূত হযরত জিব্রাইল এসে তাকে আল্লাহর ওহী দেন এবং কাবা ঘরে নিয়ে সিনা ছাক করেন এবং যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে নূরে এলাহী ভর্তি করে দেন। যার ফলে জেছমে মোবারক বাতাস অপেক্ষা হালকা হয়ে যায়। এরপর বোরাক সোয়ার করেন। বোরাক "বারকুন, মাসদা, হতে উৎপন্ন। বার্কুন অর্থ বিদ্যুৎ। - ১ পারা, বাকারা -২০ আয়াত দেখুন।

বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন বোরাকে আরোহণ করে মুহূর্তে মধ্যে মক্কা থেকে সিরিয়ার মসজিদে আকসায় পৌঁছেন। সেখানে আল্লাহর হুকুমে নবী রসুলেরা হুজুর (সাঃ)কে অভ্যর্থনা জানান। তারপর হুজুর (সাঃ) সমস্ত নবী রসুলকে নিয়ে দু রাকাত নামাজ পড়েন ও ইমামতী করেন। নবীদের সঙ্গে পরিচয়ের পর পুনরায় বোরাকে সোয়ার হয়ে সপ্ত আকাশে পরিভ্রমণ করে সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছেন। সিদরাতুল মুন্তাহা হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর উর্দ্ধ গমনের শেষ সীমা। এখানেই ফেরেস্তাদের মসজিদ বাইতুল মামুর অবস্থিত। এখান হতে এক চুল পরিমাণ উর্ধে উঠলে হযরত জিব্রীল (আঃ) নূরের তাজাল্লীতে পুড়ে ভষ্মীভূত হয়ে যাবেন।

❐ আগার মুহে বরাবর হদ গুজারাম
বাতাজাল্লীয়ে খোদা বাছুজাত পরাম

অর্থ চুল সম উর্দ্ধ সীমা করিলে লংঘন
পুড়ে যাবে দেহ মোর উড়ে যাবে জান।
- হাছানাত।

❐ হযরত জিব্রীল (আঃ) থেমে যাওয়ার পর হুজুর (সাঃ) একাই যাত্রা দেন। রাফরাফ নামে আল্লাহ প্রেরিত যানবাহনে আরোহণ করে আল্লার দিদারে যাত্রা করেন

www.pathagar.com

তারপর আল্লার সান্নিধ্যে পৌঁছে "আত্তহিয়াতো লিল্লাহে" পড়ে আল্লার শুকরিয়া আদায় করেন। মহান আল্লাহ খুশী হয়ে তার হাবীবকে সালাম দেন।

❐ সালাম দিলেন নবীরে আল্লাহ যা আত্তাহিয়াতে পড়ি।
নবী কদর উর্ধে তুলেন আল্লাহ সব নবীরে ছাড়ি।

সালাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ফেরেস্তারা কালেমা শাহাদাৎ পড়ে সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ এক ও মুহাম্মদ (সাঃ) তার রাসূল। তারপর আল্লাহ স্বয়ং ও ফেরেস্তারা মহান নবীর উপর দুরূদ পাঠ করেন যা আমরা আত্তাহীয়াতে নামাজে পড়ে থাকি। আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ।

❐ দয়াল নবী তার উম্মতের মেরাজের জন্য প্রার্থনা জানালে আল্লাহ মহান ৫০ ওয়াক্ত নামাজের স্থলে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন এবং বলেন, এই ৫ ওয়াক্ত আপনার উম্মতের জন্য মেরাজ। তারা নামাজের মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলবে। " আচ্ছালাতো মেরাজুল মুমেনীন - মেশকাত শরীফ ২ খণ্ড ২০৫ পৃঃ দেখুন।

❐ আল্লাহ মহান নবী (সাঃ)-কে শান্তি নিকেতন বেহেস্ত এবং ভয়াবহ জাহান্নাম দেখান। অনেক বাক্যালাপের পর নবী (সাঃ) বিদায় নিয়ে বাইতুল মামুরের ফিরে এলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাকে সপ্তম আসমান পরিভ্রমণ করান। ১ম আসমানে হযরত আদম (আঃ), ২য়ঃ আসমানে হযরত ঈসা (আঃ), তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ) ৪র্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আঃ) ৫ম আসমানে হযরত হারূণ (আঃ) ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আঃ) এবং ৭ম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে নবী (সাঃ) সাক্ষাৎ করেন ও বাক্যালাপ করেন। তারপর বোরাকে আরোহণ করেন মক্কার পথে যাত্রা দেন। পথে কিছু ঘটনা দৃশ্য হয়। রাওহা নামক স্থানে মক্কাভিমুখী বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে দেখা হয়। দেখেন তাদের ১টি উট নিরুদ্দেশ হওয়ায় তারা খোঁজা খুঁজি করছে। আর একটু এগিয়ে অন্য একটি কাফেলার দেখা পান। তাদের ১টি উট বোরাকের ভয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দেয় আর ১টি জঙ্গলে পালায়ে যায়। এই ব্যাপার নিয়ে তারা খুব হয়রান। তারপর মক্কার নিকট আর ১টি কাফেলার দেখা পান। এই কাফেলার সামনে ১টি মেটে রং এর উট ছিল্ এই সব দৃশ্য দেখে বাড়ী ফিরেন। হুজুর (সাঃ) ফজরের নামাজ পর সাহাবীদের নিকট মেরাজের ঘটনার বর্ণনা দেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) শুনামাত্র নবীর (সাঃ) মেরাজের ঘটনাকে বিশ্বাস করার জন্য তাকে সিদ্দীক বলা হয়। কাফের দল কাফেলার ঘটনা সত্য শুনা সত্ত্বেও ঈমান আনে নাই।

৩৭৫। সত্বরতাঃ মানুষ সত্বরতা প্রিয় - কুরআন ১৫ পারা, ইসরাইল ১১ আয়াত।

❐ বদ কাজের সত্বরতা প্রিয় হয়ো না তুমি কভী,
হাঁস ডিম সবই যাবে মনে রেখো লোভী।

৩৭৬। ভাগ্যঃ প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তার ঘাড়ে লকটান আছে। - ১৫ পারা, ইসরাইলঃ ১৩ আয়াত।

৩৭৭। সম্পদের জন্যঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদের জন্য তাড়াহুড়া করে তাকে তাই দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরিণাম জাহান্নাম -১৫ পারা ইসরাইল ১৮ আয়াত।

www.pathagar.com

৩৭৮। প্রসংশার যোগ্যঃ যে ব্যক্তি পরকাল চায় এবং চেষ্টা করে যদি সে মুমেন হয় তবে আল্লার নিকট তার প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য -১৫ পারা, ইসরাইল, ১৯ আয়াত।

৩৭৯। পিতামাতার প্রতিঃ আল্লাহ পাকের এবাদত করা সকলের উপর ফরজ এবং পিতামাতার প্রতি এহসান করা সকল পুত্রের উপর ফরজ - ১৫ পারা, ইসরাইল ২৩-২৫ আয়াত।

❐ বিশ্ব জগতে স্রষ্টা মহান আল্লাহ তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে শুধুমাত্র 'কুন' শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। সৃষ্টির পূর্ণ ক্ষমতা আল্লার হাতে। কিন্তু পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টির জন্য আল্লাহ পিতাকে এক বিন্দু ক্ষমতা দান করেন। যার ফলে পিতা মাতার সংমিশ্রণে সন্তানের বা মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হতে থাকে। তবে সন্তান হওয়া না হওয়া, মরা বাঁচা অন্ধ, নেংড়া হওয়া সব আল্লাহর নিজ ক্ষমতায় রেখেছেন। পিতা মাতার কারণেই সন্তানেরা জগতের মুখ দেখে থাকে। তাইতো পিতা মাতার মর্যাদা এত ঊর্ধে। আল্লাহ মহানের পরেই তিনি পিতা মাতার স্থান দিয়েছেন। সেজদা হলো আল্লাহ মহানের জন্য, আর মর্যাদা সম্মান হলো পিতা মাতার জন্য। আল্লাহ বলেছেন, "ওয়া কাজা রাব্বুকা আল্লা তায়াবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি এহছানা ---" ১৫ এছরা ২৩-২৫ আয়াতঃ আল্লার এই আদেশ সন্তানের প্রতি। আল্লাহকেই সেজদা করতে হবে এবং পিতামাতার জন্য যত রকমের দয়া থাকে তা করতে হবে। তারা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়াছেন। সন্তানের পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সন্তানের অসুখে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে, তাদের সেবা যত্ন করেছেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। দোয়া - "ওয়া কুর রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগিরা।"

❐ হাদীস "রিজার রাব্বি ফি রিজাল ওয়ালিদি ওয়া ছাখাতুহু ফি ছাখাতিল ওয়ালিদি।"

❐ অর্থাৎ ঃ পিতার সন্তুষ্টিতে নামে সন্তুষ্টি আল্লাহর
পিতার রাগে নামে রাগ মালিক মওলার

❐ হাদীসঃ অবাধ্য সন্তানের এবাদৎ কবুল হয় না।

৩৮০। অবাধ্য সন্তান পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এ রকম সন্তানের জন্যধ্বংস - ২৬ পারা, আহকাফ ১৭,১৮ আয়াত।

৩৮১। নেক সন্তান হাশরের দিন আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পিতা মাতার কাছে দৌড়ে যাবে। - ৩০ পারা এনশিকাফ ৭-৯ আয়াত।

৩৮২। হাঁসী খুশীতে এদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে -৩০ পারা আবাছা ৩৮,৩৯,

৩৮৩। অবাধ্য সন্তানেরা আমলনামা বাম হাতে পাবে - ৩০ এনশিকাক ১০-১২ আয়াত।

৩৮৪। দুঃখে অপমাননায় ও লজ্জায় এদের মুখমন্ড আলকাতবরর মত কাল হবে -৩০ পারা, আবাছা ৪০-৪২ আয়াত।

www.pathagar.com

৩৮৫। দানে মুক্ত হস্ত হও এবং অপব্যয় করে শয়তানের ভাই হইও না। -১৫ পারা ইছরাঃ ২৬,২৭ আয়াত।

৩৮৬। নেতাদের বাড়াবাড়ি ও অত্যাচারে জন্য জনপদ ধ্বংস হয়- ১৫ এছরা ১৬ আয়াত।

৩৮৭। দানে হাত একদম বন্ধ করো না এবং একেবারে খুলে দিও না। যাতে করে লাঞ্ছিত না হও। "ওলা তাজয়াল ইয়াদাকন মাগলুলতাই -১৫ ইছরাঃ ২৯ আয়াত।

❐ হাদীসঃ ইয়াদুল ওলইয়া খাইরুম মিন ইয়াদেচ্ছোফলা। -মেশকাত ৪ খন্ড ১৯৮ পৃঃ দ্রঃ।

৩৮৮ : যে কাজ নিষেধ ঃ -১৫ পারা, ইছরাইঃ ৩৩-৩৭ আয়াত।

১। খোর পোশের অভাবে সন্তান হত্যা করা মহা পাপ।

২। জেনা করা মহাপাপ। জেনা দ্বারা জারজ সন্তান হয়ে থাকে।

৩। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। এরূপভাবে হত্যা করলে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

৪। এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে বিনষ্ট করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা,ওজনে কম দেয়া নিষেধ।

৫। যে কাজের সম্বন্ধে এলেম নাই, জ্ঞান নাই, জানা নাই, সে কাজ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ।

৬। আল্লার জমিনে অহংকারের সাথে চলাফেরা করা নিষেধ। কারণ সে লাথি দিয়ে জমনিকে ধসায়ে দিতে বা পাহাড়ের মত উঁচাও হতে পারবে না বা উল্টায়েও দিতে পারবে না।

❐ হৃদয়হীন লোক হয় পশুর সমান
খায় আর লাদে সে সারা দিনমান

৩৮৯। তোমরা এ কি কথা বলছ যে আল্লাহ তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন আর তাঁর নিজের জন্য কন্যা অর্থাৎ ফেরেস্তা রেখেছেন? তোমরা আশ্চর্য কথা বলছ - ১৫ ইছরাঃ ৪০ আয়াত।

৩৯০। যদি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য আল্লাহ থাকতো তাহলে তারা মহা পবিত্র আল্লার আরশ পর্যন্ত পৌঁছবার চেষ্টা করত। কিন্তু আল্লাহ মহান সব কিছু হতে অতি পবিত্র। - ১৫ পারা, ইছরাইল ৪৩ আয়াত।

৩৯১। সবাই তছবীহ পড়ে।

"তুছাব্বেহু লাহুচ্ছামাওয়াতুছ ছাবউ ওল আর্দ ওয়া মান ফিহিন্না।" অর্থাৎ আছমান ও জমিনে যা আছে সবাই তাছবীহ পড়ে। - ১৫ পারা, ইছরাঃ ৪৪ আয়াত।

❐ আকাশ পৃথিবী, তারকা গ্রহ
পড়িছে তছবীহ ক্ষণেক্ষণে
অকৃতজ্ঞ ছাড়া সুধী ওলী
জপিছে প্রভুরে মনে মনে।

www.pathagar.com

হুত হাঙ্গর জলজ পাণী
উড়ন্ত যত চিড়িয়া
সিংহ, ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, হস্তী
গন্ডার জিরাফ স্পঞ্জিয়া।
সবাই জপিছে প্রভূর নাম
সবাই বলিছে আল্লাহু
অহরহ তারা জপিছে প্রভূরে
লাইলাহা ইল্লাহু। - হাছানাত।

৩৯২। মউৎঃ আল্লাহ বলেন পাহাড় পর্বতের মত উচু ও শক্ত হও না কেন। লৌহের মত মজবুত হও না কেন? তোমাকে মরতেই হবে। -১৫ ইছরা ৫০, ৫১ আয়াত।

৩৯৩। পীরঃ আল্লাহ ছাড়া পীর-ওলীকে অছিলা ধরলেও আল্লার আজাব হতে রক্ষা পাবে না। কারণ তারা নিজেরাই আল্লার আজাবের ভয়ে নাফছী নাফছী করবে।-১৫-ইছরা ৫৬,৫৭, আয়াত।

৩৯৪। আগুনের মধ্যে গাছঃ হুজুর (সাঃ) মেরাজ হতে এসে সাহাবীদের বলেন, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে যাকুম নামে একটি গাছ দেখলাম যা জাহান্নামীদের খোরাক। এ গাছের ফল খেলে গলায় এমনভাবে আটকে যাবে যা বেরও হবে না, ভিতরেও যাবে না। কাফেরগণ একথা শুনে অট্টহাসি দেয়। তারা বলে আগুনের মধ্যে গাছ হতে পারে? -১৫ ইছরাঃ, ৬০ আয়াত।

৩৯৫। গান বাজানাঃ শয়তান তার গান বাজনা দিয়ে, অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে অথবা তার যথাসাধ্য শক্তি ও চক্রান্ত দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করুক না কেন, যারা আল্লাহ ভক্ত ধার্মিক তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। -১৫ ইছরা ৬৪,৬৫ আয়াত।

৩৯৬। মানুষের সম্মানঃ "লাকাদ কার্রামনা বানী আদামা" অর্থাৎ আল্লাহ পাক বনি আদমকে জলে স্থলে অনেক সম্মান দিয়েছেন - ১৫ পারা, ইছরাঃ ৭০ আয়াত।

৩৯৭। নেতাসহ বিচারঃ হাশরের দিন নেতা ও শিষ্য উভয়ের নিকট হতে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে এবং চুলচেরা বিচার করা হবে। বাদশা, পীর হতে নীচে মদখোর শিষ্যও বাদ নাই। -১৫ ইছরাঃ ৭১-৭২ আয়াত।

৩৯৮। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশক আয়াত। বিশেষ করে ফজরের নামাজে কুরআন তেলাওয়াৎ সাক্ষী স্বরূপ। "ওয়া আক্বীমুচ্ছালাতা লিদুলুকি....."-১৫ ইছরাঃ ৭৮ আয়াত।

৩৯৯। তাহাজ্জুদ। নিশীথে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার আদেশ, ২৯ মুজাম্মেল ১-২৩ আয়াত।

৪০০। রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার আদেশ,২৯ মুজাম্মেল ১-২৩

৪০১।সূরা মদাচ্ছেরেও তাহাজ্জুদের আদেশ, মুদাচ্ছের ১-৫৬ আয়াত।

❐ মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড ৭১ পৃঃদ্রঃ।

www.pathagar.com

❐ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামাজের গুরুত্ব দিচ্ছেন অনেক। তিনি বলেছেন, যারা রাত নিশীথে বিছানার মায়া ত্যাগ করে উঠে আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য নামাজে দাঁড়ায় আল্লার আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং রোজ হাশরে আরশের নীচে স্থান দিবেন।

❐ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রাতে উঠে পড়তেন "ইন্না ফি খালকিচ্ছামাওয়াতে ওল আরধ। ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওন্নাহারি লা আয়াতুন" সূরা আলে এমরানের শেষ আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। -৪ ইমরান ১৯০-২০০ আয়াত।

আরও অনেক দোয়া পড়তেন পরে সাবয়া মুয়াশ্বেরা পাঠ করে নামাজে দাঁড়াতেন - মেশকাত শরীফ ৩ খন্ড ১৫০ পৃঃ দেখুন।

❐ এখানে ৭টি তছবীহ উল্লেখ করা হল। যাহা দশ দশ বার করে পড়তে হবে।

১। আল্লাহু আকবার ১০ বার পড়তে হবে।

২। আলহামদো লিল্লাহ ১০ বার পড়তে হবে।

৩। সোবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদেহী ১০ বার পড়তে হবে।

৪। সুবহানাল মালেকের কুদ্দুছ ১০ বার পড়তে হবে।

৫। আছতাগফেরুল্লাহ রাব্বি মিনকুল্লে জামবেও ওয়া আতুব এলাইহী ১০ বার

৬। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার পড়তে হবে।

৭। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবেকা মিন জীকেদ্দুন ইয়া ওয়া জিকে ইয়াওমাল কিয়ামাত ১০ বার।

৪০২। তাহাজ্জুদঃ নবী (সাঃ) আদিষ্ট হলেন " কুমেল্লাইলা ইল্লা কলিলা," অর্থাৎ হে নবী আপনি রাতে উঠে পড়ুন এবং প্রভুর এবাদতে মশগুল হন। সুতরাং শয্যাত্যাগ করে ওজু করলেন এবং নামাজে দাঁড়ায়ে সানা পড়ে বলেন, "ইন্না সালাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাববিল আলামীন, লা শারীকা লাহু ওয়া বেজালিকা উমের্তু ওয়া আনা আউয়ালুল মুছলেমীন।

❐ তারপর বলেন, "আল্লাহুম্মা আনতা মালিকুচ্ছা সামাওয়াতে ওয়াল আর্দে আনতা রাব্বী ওয়া আনা আবদুকা, জালামতু নাফছী ওয়া আতারাফেতু বেজাম্বী, ফাগফিরলী জুনুবী জামিয়া, ওয়া ইন্নাহু লাইয়াগফেরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা, ওয়াহদেনী লি আহছালিন আখলাকে ওয়ালা ইয়াহদে লে আহছানেহা ইল্লা আনতা, ওয়াছরেফ আন্নী ছাইয়েহা ওলা ইয়াছরেফ আন্নী ছাইয়েহা ইল্লা আনতা, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ওল খাইরু কুল্লোহু ফি ইয়াদায়কা লাশ শার্রো এলায়কা, আনা বেকা ওয়া ইলায়কা, তাবারাকতা ওয়া তায়ালাইতা আছতাগফেরুকা ওয়া আতুবো ইলাইকা।

তারপর আলহামদো সুরা পড়ে অন্য সুরা পড়েন। তিনি এমন তন্ময় হয়ে সুরা পড়েন যার ফলে দীর্ঘ সময় কেটে যেতো। আর দীর্ঘ সময় দাঁড়ায়ে থাকার কারণে,তার পা ফুলে যেতো অথচ তিনি টের পেতেন না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ পাকের বহু রকম গুণগান করতেন। এখানে তাঁর একটি তুলে ধরা হলোঃ তিনি বলতেন, "আল্লাহুম্মা

www.pathagar.com

লাকাল্‌হামদো আন্‌তা কাইয়োমুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আর্দ, ওয়ালাকাল হামদ (আনতা নুরুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আর্দ ওয়া লাকাল হামদ আন্তা মালেকুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আর্দ, ওয়া লাকাল হামদু আন্তাল হাক্কো (হাক্কো) ওয়া ওয়াদাকাল হাক্কো, ওয়ালেকাওকা হাক্কুল্‌, ওয়া কাওলোকা হাক্কুন, ওল্‌ জান্নাতো হাক্কুন, ওন্নারো হাক্কুন, ওন্নাবীউন হাক্কুন ওয়া মুহাম্মাদু হাক্কুন ওয়াছ ছায়াতু হাক্কুন আল্লাহুম্মা লাকা আছলামতু, ওয়া বেকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বেকা খাছামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু, ফাগফেরলী মা কাদ্দামতু ওমা আখ্‌খারাতু, ওমা আছরারতু, ওমা আলান্‌তু, ওমা আন্তা আলামো বেহি মিন্নী। আন্তাল্‌ মুকাদ্দামো ওয়া ময়াখখারো লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া লা-ইলাহা গাইরোকা।" -মেশকাত শরীফ ৩ খন্ড ১৪৭ পৃঃ দেখুন।

❒ বড় বড় দোয়াগুলি মুখস্থ করা আলেমদের জন্য খুব সহজ।

❒ উক্ত দোয়ার তথ্য ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করলে চোখ দিয়ে অশ্রু না ঝরে পারে না।

❒ (নবী মুস্তফা দুনিয়ার যেন পূর্ণিমার চাঁদ,
আলেমেরা চারি ধারে তার ভক্ত সভাসদ।
আল্লার করুণায় ওলামা সব মুক্তা মানিক,
জিন্দা দেল কিয়া তাদের প্রভু লা শারীক। -হাছানাত্ব

৪০৩। কাবাঘরের মুর্তি মক্কা বিজয়ের দিন আল্লার রসূল (সাঃ) কাবাঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন এমন সময় ওহী নাজেল হল, জায়াল হাক্কো .. অর্থ সত্য এসেছে আর মিথ্যা ধ্বংস হয়েছে -১৫ পারা, এছরা ৮১ আয়াত।

পরে রাসুলে খোদা (সাঃ) একটা ছড়ি হাতে নিয়ে কাবা ঘরের মুর্তির মস্তক স্পর্শ করতে থাকেন এবং উক্ত আয়াত পড়তে থাকেন। এর ফলে মুর্তিগুলি সব মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যায় - বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ১৩৭৫,১৩৭৬নং হাদীস

৪০৪। কুরআন মহৌষধঃ মহান আল্লার পবিত্র বাণী কুরআন যা সমস্ত রোগের মহৌষধ। আল্লাহ বলেন 'ফিহে শিফাউন লিন্নাছ' ইহা প্রতিদিন পাঠ করলে শরীর ও মন ভাল থাকে এবং অশেষ সোয়াব পাওয়া যায় -১৫ ইছরাঃ ৮২ আয়াত।

❒ কুরআন মজিদের কয়েকটি ফজিলত উল্লেখ করা হল।

ক) কুরআন পাঠকারী প্রতি হরফে ১০টি করে নেকী পায়। -তিরমিজি শরীফ

খ)যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় সেই উত্তম। (বোখারী শরীফ)।

গ) যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং তার উপর আমল করে হাশরের দিন তার পিতার মাথায় এমন সোনার মুকুট পরান হবে যার উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতা হতে উত্তম। (আবু দাউদ)।

ঘ) কুরআন শরীফ মুখস্থ পড়লে ১ হাজার সোয়াব আর দেখে পড়লে ২ হাজার সোয়াব পাওয়া যায়। (বাইহাকী)।

www.pathagar.com

ঙ) কুরআন পাঠকারীর জন্য হাশরের দিন কুরআন মজিদ সুপারিশ করবে আর আল্লাহ পাক তা মঞ্জুর করবেন।

❐ কুরআন মজিদ তেলাওয়াত শেষে দোয়াঃ

ক) আল্লাহুম্মা নাববির কুলুবানা বিল কুরআনেল আজীম ওয়া যাইয়িনি আখলাকানা বিল কুরআনিল আজীম ওয়াদ খালনাল্ জান্নাতা বিল কুরআনিল আজীম" অর্থাৎ হে আল্লাহ! কুরআন শরীফের কারণে আমার অন্তর ও চরিত্রকে আলোকিত করে আমাদেরকে বেহেস্ত দান কর।

খ) আল্লাহুম্মাজ্ আলিল কুরআনা লানা ইমামাও ওয়া নুরাও ওয়া হুদাও ওয়া রহমাতাও ওয়া শাফিয়াম মুশাফফায়া" অর্থাৎঃ প্রভু কুরআনকে আমাদের পথ চলার বাতি, পথ প্রদর্শক ও সুপারিশকারী মঞ্জুর কর।

গ) আল্লাহুম্মাজ আলিল কুরআনা লানা ফিদ্দুনইয়া কারীনাও ওয়া ফিল কবরে মুনেছাও ওয়া আলাচ্ছিরাতে নুরাও ওয়া ফিল জান্নাতি রাফিকা অর্থাৎঃ প্রভূ কুরআন মজিদকে দুনিয়াতে আমার সঙ্গী কবরে আমার সাহায্যকারী, পুলসেরাতের আঁধারে আলো এবং বেহেস্তে আমার হৃদয়ের বন্ধু বানিয়ে দিও।

❐ কুরআনকে কর ধরার সাথী
কবরে কর নকীব,
জান্নাতে কর ইয়া মওলা
দেল লাগা হাবীব।

৪০৫। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পন্থায় কাজ করে। কোন পন্থা ঠিক বা কে ঠিক পন্থায় চলছে তা আল্লাহ জানেন -১৫ পারা,ইছরাঃ ৮৪ আয়াত।

৪০৬। রূহঃ রূহ এমন একটা আশ্চর্য জিনিস যা না থাকলে জীব মরা হয়ে যায়। এই বিরাট ক্ষমতাশালী রূহ মহা প্রতাপশালী আল্লাহর আদেশ মাত্র। এর তথ্য শুধু আল্লাহ পাক জানেন। - ১৫ পারা, ইছরাঃ ৮৫ আয়াত।

❐ রূহ পাখি দেহ থাকি-উড়াও যবে দ্যায়
সঙ্গীরা শুধু বসে বসে করে হায় হায়।

❐ দেহ ছেড়ে গেলে রূহ
দেহ মরা হয়
মরা দেহ কেহ রাখেনা
ঘরে থাকলেই ভয়।

৪০৭। চ্যলেঞ্জঃ আল্লাহ পাক কোরানের সুরার মতো সুরা তৈয়ার করে আনার জন্য চ্যালেঞ্জ দেন -১৫ ইছরাঃ ৮৮ আয়াত।

৪০৮। ৭টি দাবী পূরণ করলে কাফেররা ঈমান আনবে বলে নবী (সাঃ)-কে জানায়, আসলে তারা মিথ্যাবাদী। -১৫ ইছরাঃ ৯০-৯৬ আয়াত।

১। এক্ষুণি মাটি হতে ঝরনা বের করতে হবে।

www.pathagar.com

২। এক্ষুণি একটা বাগান হতে হবে যাতে খেজুর-আঙ্গুরের গাছ থাকে এবং তাতে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকে।

৩। এক্ষুণি আসমান ভেঙ্গে পড়ে আমাদেরকে ধ্বংস করুক।

৪। এক্ষুণি আল্লাহ ও ফেরেস্তাকে আমাদের সামনে হাজির করতে হবে।

৫। এক্ষুণি তোমার জন্য একটি জাঁকাল বাড়ী তৈয়ার হোক।

৬। এক্ষুণি তুমি আসমানে উড়ে যাও।

৭। অথবা এক্ষুণি আমাদের নিকট কোরান নাজেল হোক।

উত্তরে নবী (সাঃ) বলেন, আমি তো মানুষ ও রসুল ছাড়া কিছু নই।

৪০৯। হযরত মুসা (আঃ) ও ৯ টি মৌজেজা - ১৫ ইছরাঃ ১০১, ১০২ আয়াত।

৪১০। নামাজে কেরায়াত মধ্যম স্বরে পড়ার নিয়ম- ১৫-ইছরাঃ ১১০ আয়াত।

১৬ পারা

সূরা কাহাফ-১৮

৪১১। অসহাবে কাহাফঃ ৭ জন ধার্মিক যুবক অত্যাচারী রাজার অত্যাচারে বাস্তবাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে পাহাড়ের গর্তে লুকায়ে থাকে। তাহাদেরকে আল্লাহ পাক আসহাবে কাহাফ বলেছেন। মানুষের হিসাব মতে তারা সেই গর্তে তিনশো বৎসর ঘুমায়ে ছিল । কিন্তু প্রকৃত হিসাব আল্লাহ পাক জানেন।- ১৫ পারা, কাহাফ ৯-১৮ আয়াত।

৪১২। আসহাবে কাহাফের মুনাজাত "রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাঁ ওয়া হাইয়ে লানা মিন্ আমরিনা রাশাদা"- ১৫ কাহাফ ১০ আয়াত।

৪১৩। তাহাদের সংখ্যার মধ্যে মতভেদ আছে। তবে ৭ জনের বেশী নয়। -১৫ কাহাফ ২৩-২৬ আয়াত।

৪১৪। বেহেস্তীদের বর্ণনা - ১৫ কাহাফ ৩০-৩১ আয়াত।

৪১৫। জাহান্নামীদের বর্ণনা - ১৫ কাহাফ ৩৫, ৩৬ আয়াত।

৪১৬। কোরান মজিদে মানুষের জীবনে যা প্রয়োজন তার বর্ণনা দেওয়া আছে। - ১৫ কাহাফ ৫৪ আয়াত।

৪১৭। খিজিরের খোঁজেঃ ফাতাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ)-এর খোঁজে যাত্রা দেন - ১৫ পারা, কাহাফ ৬০-৮২ আয়াত।

৪১৮। জুলকারনাইন বাদশার বর্ণনা - ১৬ কাহাফ ৮৩-৯৮ আয়াত।

জুলকারনাইন অর্থাৎ দুই শিংওয়ালা। অর্থাৎ তার রাজত্ব পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে কৃষ্ণ সাগর হতে পূর্বে সূর্য উদয়ের দেশ অর্থাৎ জাপান পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তার করতলগত ছিল। তিনি সেকেন্দার বাদশাহ নামে পরিচিত। তিনি পূর্বদিকের ভ্রমণে এমন স্থানে পৌঁছেন যেখানে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে ইয়াজুজ ও মাজুজ নামে দুর্ধর্ষ জাতি এসে লোকদের উপর বড় অত্যাচার ও জুলুম করত এবং ক্ষতি করত। সেকেন্দার

www.pathagar.com

বাদশাহ সীসা গালায়ে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দেন। যার ফলে ইয়াজুজ মাজুজের অনিষ্ট হতে লোকেরা রক্ষা পায়। বর্ণিত আছে ইয়াজুজ মাজুজ পথ খোলার জন্য প্রতিদিন চাটিয়া ঘষিয়া সীসাকে পাতলা করে আর বলে, আগামীকাল শেষ করব। কিন্তু ভোরে এসে দেখে যে সীসা পূর্ববৎ পুরু হয়ে গেছে। এইভাবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকবে। কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্ব মুহূর্ত যখন তারা বলবে ইনশাআল্লাহ আগামীকাল শেষ করব। তখন তাদের চেষ্টা সফল হবে। প্রাচীর ভেঙ্গে বের হয়ে যা পাবে তা খেয়ে শেষ করবে। এমনকি গাছের পাতা ও পানিও শেষ করে ফেলবে।

৪১৯। "আফা হাছেবাল্লাজীনা কাফারু" আল্লাহ বলেন, কাফেরেরা কি মনে করেছে যে তারা আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাকে প্রভু বলে মেনে নিলেই আমি ছেড়ে দিব। নিশ্চয় আমি তাদের জন্য জাহান্নাম তৈয়ার করে রেখেছি। - ১৬ পারা, কাহাফ ১০২, ১০৩ আয়াত।

৪২০। মুমেনদের জন্য নিশ্চয় জান্নাতুল ফেরদৌস- ১৬- কাহাফ ১০৭, ১০৮ আয়াত।

❐ ১৮ পারায় সুরা মুমেনুন এর ১-১১ আয়াতে যে আমলের কথা বলা হয়েছে তা পালন করলে নিশ্চয় করে সে জান্নাতে ফেরদৌসে যাবে। সেখানে ৭টি আমলের কথা বলা হয়েছে। ১। যারা নামাযে খুব বিনয়ী। এমনকি আল্লাহর আজাবের ভয়ে কেঁদে ফেলে। ২। যারা সমস্ত গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকে। ৩। যারা ঠিক মত যাকাত আদায় করে অর্থাৎ সর্ব বিষয়ের যাকাত বা পবিত্রতা অর্জনে তৎপর থাকে। বাহ্যিক পবিত্রতা হোক বা অভ্যন্তরীণ । ৪। যারা ছিদ্র পথকে হেফাজতে রাখে। "ফরুজ" এর অর্থ মূখ ও লিংগ। হুজুর (সাঃ) বলেন মুখ দুইটি। একটি যে মুখ দিয়ে খাওয়া হয় ও কথা বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি যে মুখ দিয়ে পেশাব করা হয়। এই দুই মুখকে যে সংরক্ষণ করবে সে বেহেস্তী। খাওয়ার মুখ দিয়ে হালাল খাবে। হালাল কথা বলবে, হারাম খাবে না; হারাম কথা বলবে না । আর লিংগ দিয়ে কোন রকম হারাম কাজ করা নিষিদ্ধ। ৫। যারা আমানত রক্ষা করে। ৬। যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে না। ৭। যারা ৫ ওয়াক্ত নামাজের ঠিক মত হেফাজত করে অর্থাৎ নামাজের সময় হলেই নামাজ পড়ে লয় এই সমস্ত লোক নবীদের সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদৌসে বাস করবে।

৪২১। কালিঃ সমুদ্র মহা সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়ে যায়। আর বৃক্ষ লতা যদি কলম হয়ে যায়। আর জ্বিন ইনছান ও ফেরেস্তা সকলে মহান আল্লাহর গুণগান লেখতে শুরু করে তবে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর এক বিন্দু প্রশংসা লেখে শেষ করতে পারবে না। - ১৬ পারা, কাহাফ ১০৯, ১১০ আয়াত।

৪২২। হযরত যাকারিয়ার বর্ণনা - ১৬ মরিয়াম ১-১৫ আয়াত।

৪২৩। হযরত মরিয়ামের মায়ের মানত ও মরিয়ামের সন্তান প্রসব। - ১৬ মরিয়াম ১৬-৩২ আঃ।

৪২৪। হযরত ইবরাহিম হযরত মুসা, হযরত ইছমাইল ও হযরত ইদ্রিস (আঃ)- ১৬ মরিয়াম ৪১-৯৭ আঃ নবী পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

www.pathagar.com

৪২৫। কোরান নাজিলের কারণ, যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় - ১৬ তাহা ১-৩ আয়াত।

৪২৬। উপরে আরশ হতে আরম্ভ করে নিম্নে তাহতাচ্ছারা পর্যন্ত যা কিছু আছে সবগুলোর মালিক মহান আল্লাহ্। তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব অবগত আছেন। - ১৬-তাহা ৪-৭ আয়াত।

৪২৭। তোতলার দোয়া " রাব্বেশ্‌রাহলী" - ১৬-তাহা ২৫ আয়াত।

৪২৮। কবরে মাটি দেওয়ার দোয়া -১৬ তাহা ৫৫ আয়াত।

" মিনহা খালাক্‌নাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান্ উখ্‌রা"

❐ খুলিকতা মিন্ তুরাবীন ওয়া আন্‌কারিবীন
তুগাইয়াবু তাহতা আতবাকেত্‌তুরাবী। (দেওয়ানে আলী)

অর্থঃ মাটি হতে সৃষ্টি তোর যাবি মাটিতে মিশে
মাটি হতেই তুলবে তোরে পাবি নাকো দিশে।

❐ কবরই মানুষের আসল বাড়ী। একথা মনে রেখে জানাযায় ও দাফনে শরীক হওয়া উচিত।

মুঠি মুঠি মাটি দাও দোয়া পড় সবে
কবরই সবার আসল বাড়ী মনে রাখতে হবে।

৪২৯। ফিস্‌ফিস্ করে কথাঃ হাশরের দিন ফেরেস্তার বিকট চীৎকার শুনে ভয়ে ভীত হয়ে লোকেরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলবে এবং ফেরেস্তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকবে। যেমন বংশী বাদকের পিছনে ছেলেরা দৌড়ে ছিল। "ইয়াওমা এজিন ইয়াত্তাবেউনা। - ১৬ পারা, তাহা ১০৮ আয়াত।

৪৩০। এলেমের জন্য দোয়া ঃ 'রাব্বি জিদনী ইলমা" - ১৬ পারা, তাহা ১১৪ আয়াত।

৪৩১। অন্ধ হয়ে উঠবে ঃ আল্লাহ মহান চোখ দিয়েছেন তাঁর কালাম কোরান মজিদ পড়ার জন্য । যে ব্যক্তি কোরানকে দেখল না, পড়ল না, হাশরে আল্লাহ পাক তাকে অন্ধ করে তুলবেন। "ওয়া মান আ'রাদা আন্ জিকরী--" - ১৬ পারা, তাহা ১২৪-১২৭ আয়াত।

৪৩২। ধনীর দিকে তাকায়ে আফছোছ করো না। কারণ বিরাট পরীক্ষার জন্য তাদেরকে সম্পদ দেয়া হয়েছে। - ১৬ পারা, তাহা ১৩১ আঃ।

www.pathagar.com

১৭-পারা

সূরা আম্বিয়া-২১

৪৩৩। কিয়ামত নিকটবর্ত্তী। তবুও মানুষ গাফেল হয়ে আছে। -১৭ পারা, আম্বিয়া ১ আঃ।

❐ কিয়ামত অতি নিকটে বলেন,
আল্লাহ কাদের গনী
তবুও তোমরা গাফেল কেন
বল দেখি শুনি?

৪৩৪। আল্লাহ যদি অনেক থাকত তবে নিশ্চয় আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যেতো। "লাও কানা ফিহিমা আলেহাতান লাফাছাদাতা"- আম্বিয়া ২২ আয়াত।

৪৩৫। পানি ঃ আল্লাহ মহান পানি দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন- আম্বিয়া ৩০ আয়াত।

৪৩৬। তাড়াহুড়া করে লাভ নেই। নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই ঘটবে। - আম্বিয়া ৩৯ আয়াত।

৪৩৭। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন ও ভূমিকম্পন দ্বারা আল্লাহ মহান পৃথিবীকে সংকীর্ণ করেন। -আম্বিয়া ৪৪ আয়াত।

৪৩৮। মূর্তি ধ্বংস ঃ হযরত ইবরাহিম (আঃ) নমরুদের মূর্তি ধ্বংস করেন। - আম্বিয়া ৫১-৭০ আঃ।

❐ চক্ষু দাতারে ভুলে যেবা
কোরান না পড়িল
অন্ধ করে তুলবে হাশরে
প্রভু যে কহিল। -হাসানাত।

৪৩৯। নফল ঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন নফল নবী। হযরত ইবরাহিমের পুত্র হযরত ইসহাক এবং ইসহাক নবীর পুত্র ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাকে নফল বলেছেন। - আম্বিয়া ৭২ আয়াত।

❐ নাতী, পোতারা বেশী আদরের হয়ে থাকে। এরা দাদা-নানার কাঁধে উঠে, পিঠে উঠে, নাক ধরে, দাড়ি ধরে টানে। এতে তারা খুব খুশী হন ও আদর করেন। যেমন আমাদের নবীর (সাঃ) দুই নাতী ছিল খুব আদুরে। ইমাম হাসান, হোসাইন (রাঃ) তাদের নানাকে ঘোড়া বানায়ে পিঠে উঠে লাফালাফি করতেন ও আনন্দ করতেন। হুজুর (সাঃ) নাতীদের খুব আদর করতেন। নাতী-পুতিকে আল্লাহ তায়ালা নফল বলেছেন। নফল জিনিসই বেশী আদরের। এবাদতের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাজকে আল্লাহ খুব ভালবাসেন। তাই তো আল্লাহ বলেছেন- "ওয়া মিনাল্লাইলে ফাতাহাজ্জদ বিহী নাফেলাতান....." -১৫ পারা, ইছরা, ৭৯ আয়াত।

রাতে নফল নামাজ পড়, তাহাজ্জদ নামাজ পড়। ইহা বড় আদরের নামাজ ও বরকত ওয়ালা নামায। গুনাহ ক্ষয়ের নামায। যারা নফল তাহাজ্জুদ হতে উদাসীন তারা নিতান্ত হতভাগা।

www.pathagar.com

৪৪০। হযরত লুত, হযরত নুহ, হযরত দাউদ, হযরত সোলাইমান, হযরত আয়ুব, হযরত ইউনুছ, হযরত যাকারীয়া, হযরত ঈসাসহ অনেক নবীর বর্ণনা। -আম্বিয়া ৭৪-৯১ আয়াত।

৪৪১। কাগজের মত ঃ কিয়ামতের দিন আসমানকে কাগজের মত গুটায়ে লওয়া হবে। -আম্বিয়া ১০৪ আয়াত।

৪৪২। রহমত ঃ আল্লাহর নবী বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ। -আম্বিয়া ১০৭ আয়াত। "হুয়া রাহমাতুল লিল আলামীন।"

৪৪৩।আর রাহমান হুয়াল্ মুছতায়ান।" সদাসর্বদা আল্লাহ পাক সাহায্যকারী -আম্বিয়া ১১২ আয়াত।

সূরা হজ্জ

৪৪৪। গর্ভপাত ঃ কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে গর্ভবতীর গর্ভ পড়ে যাবে, আর আল্লাহর আজাব দেখে লোকেরা পাগলের মত হয়ে পড়বে। - হজ্জ ১-২ আয়াত।

৪৪৫। পুনরুত্থানঃ পুনরুত্থান তোমাদের বিশ্বাস না হবার কারণ কি? তোমরা তো প্রথমে কিছুই ছিলে না। মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি। একবিন্দু নুৎফা মাতৃগর্ভে রাখার পর তোমরা অস্তিত্বে এলে। তৎপর ভূমিষ্ট হলে। তারপর বড় হয়ে যুবক ও বৃদ্ধ হলে। এমন বৃদ্ধ যেন কিছুই বুঝ না। এর পরেও তোমাদের হুশ হয় না। সত্যই একদিন মরতে হবে এবং দুনিয়াতে কি করলে তার হিসাব দিবার জন্য কবর হতে উঠ্তেই হবে। এই উঠাকে পুনরুত্থান বলে। -হজ্জ ৫-৭ আয়াত।

৪৪৬। কোন্ কোন্ লোক আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করে? তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে লাঞ্ছনা করবেন এবং পরকালে কঠিন আজাবে নিক্ষেপ করবেন। - হজ্জ ৮, ৯ আয়াত।

৪৪৭। দুমনা ঃ কতক লোক এমনভাবে আল্লাহর এবাদৎ করে যদি সে কল্যাণ পায় তবে খুশী হয় আর যদি কোন বিপদ চাপে তখন এবাদৎ ছেড়ে দেয়। এতে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি হয় -হজ্জ ১১-১৩ আয়াত।

৪৪৮। দুইজন তর্ককারীঃ একজন মুমেন অন্যজন কাফের । যে আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করে। সুতরাং সে কাফের। তাহাকে আগুনের পোশাক পরান হবে। এবং তার মাথায় ভীষণ গরম ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। যার ফলে তার চামড়া নাড়ী ভুড়ি খসে পড়বে। তাকে হাতুড়ী দিয়ে পিটান হবে। জাহান্নামের আজাব সইতে না পেরে ছুটে বের হবার চেষ্টা করবে। তখন তার মাথায় পাথর মেরে ফিরায়ে দেওয়া হবে। বলা হবে স্বাদ চাখো, স্বাদ চাখো। - হজ্জ ১৯-২২ আয়াত।

৪৪৯। মুমেন ঃ যারা আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান এনে আমলে সালেহা করল আল্লাহ তাদেরক এমন বেহেস্ত দিবেন যার ভিতর নদীসমূহ প্রবাহিত থাকবে এবং তাদেরক মনি মুক্তা খচিত বেহেস্তের রেশমী লেবাছ পরায়ে দেওয়া হবে। -হজ্জ ২৩-২৪ আয়াত।

৪৫০। হযরত ইবরাহিম (আঃ) কে হাজী ও নামাজীদের জন্য কাবাঘর পরিষ্কার করতে এবং লোকদেরকে হজ্জের জন্য ডাকতে আদেশ দেন। আল্লাহর নামের সাথে উটের নেহার সম্বন্ধে আদেশ - হজ্জ ২৬-৩৭ আয়াত।

www.pathagar.com

৪৫১। যুদ্ধ ঃ এই আয়াতে যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। -হজ্জ ৩৯-৪০আঃ

৪৫২। যুদ্ধে আদেশ দেওয়া হয় কাফেরদের অত্যাচার বন্ধের জন্য - বাকারা, ১৯০-১৯৪ আয়াত।

৪৫৩। মূর্তি ও মাছি ঃ মূর্তির কোন শক্তি নাই। কারও উপকার বা ক্ষতি করার বা মাছি তার খাবার নিয়ে পালালেও তা ফিরায়ে নিতে পারে না। যারা মূর্তি পূজা করে তারা এবং মূর্তি উভয়ে দুর্বল । - হজ্জ ৭৩ আঃ

৪৫৪। মানুষের চোখ আছে ঠিক কিন্তু অনেক মানুষের অন্তর চোখ নাই। তারা ভালমন্দ বুঝে না। - হজ্জ ৬১-৬৬ আয়াত।

৪৫৫। আল্লাহ মহানের একক ক্ষমতা - হজ্জ ৬১-৬৬ আয়াত।

৪৫৬। উত্তম মওলা ঃ করুণাময় আল্লাহর মত উত্তম মওলা এবং উত্তম সাহয্যকারী আর কেও নেই। - হজ্জ ৪৬ আয়াত।

❐ আল্লাহর মত বন্ধু নাই তিনি গাফুরুর রাহিম
উত্তম মওলা উত্তম নাছির তিনি দয়ালু হাকিম।

১৮ পারা

সূরা মুমেনুন-২৩

৪৫৮। জান্নাতুল ফেরদৌস । ৭ টি আমল পূর্ণভাবে করতে পারলে আল্লাহ মহান জান্নাতুল ফেরদৌস দিবেন। - মুমেনুন ১-১১ আয়াত।

❐ জো মুমেন উমিদ রাখতে হেঁ জান্নাতুল ফেরদৌস কী
আন্‌জাম দেনা হেঁ উন্ হুনারমান্দকো সাত চিজ ....কী
নামাজ মে আঁছু বাহদেনা হেঁ খাওফে এলাহী .....ছে।
যাকাত দেনা হায় আওর দূর রাখনা আপকো লাগবে আমলছে।
ফোরুজ কী হেফাজত কার্না ফরজ হায়ে বেশনো আই মুমেনো
আদা কার্না আমানত কো আওর ওয়াদা কো একিন জানো।
পাঞ্জেগানা কী হামী হোগে আকেল্‌মান্দ নে আওর মুত্তাকী পরহেজগার নে।
খুশীছে দেগা উছকো জান্নাতুল ফেরদৌস রহমান রাহিম আল্লা নে ॥

৪৫৯। বেহেস্ত ৮টি।

১। সর্বশেষ্ঠ বেহেস্ত জান্নাতুল ফেরদৌস- ১৮ পারা, মুমেনুন ১১ আয়াত।

২। দারুছ ছালাম - ৮ পারা আনয়াম ১২৭ আয়াত।

৩। জান্নাতুল আদন - ২২ পারা ফাতের ৩৩ আয়াত।

৪। জান্নাতুল খুলদ - ১৮ পারা, ফোরকান ১৫ আয়াত।

৫। জান্নাতুন নাঈম - ২৯ পারা, মুয়ারেজ ৩৮ আয়াত।

৬। জান্নাতুল মাওয়া - ২১ সেজদা ১৯ আয়াত।

www.pathagar.com

৭। দারুল কারার - ২৪ পারা, গাফের ৩৯ আয়াত।

৮। দারুল মাকাম - ২২ পারা, ফাতের ৩৫ আয়াত।

আল্‌হামদু লিল্লাহ

৪৬০। শিশুর দেহ ঃ মহা কৌশলী আল্লাহ কি কৌশলেই শিশুর দেহ সৃষ্টি করেন তা মানব বুদ্ধির বাইরে। একবিন্দু পানি দ্বারা দেহের সৃষ্টি । এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। - মুমেনুন ১২-১৪ আয়াত।

❐ রাসুলে খোদা (সাঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নুৎফা মাতৃগর্ভে স্থান পেলে সেই নুৎফা ক্রমে ক্রমে ৪০ দিনে পরিবর্তিত হয়ে রক্তপিন্ড হয়। তারপর সেই রক্তপিন্ড পলে পলে ৪০ দিনে পরিবর্তিত হয়ে মাংসপিন্ড হয়। তারপর সেই মাংস পিন্ডে হাড়, মাংস ও চামড়া লাগায়ে একটি পূর্ণ মানুষের রূপ দেয়া হয়। অল্লাহ বড় শ্রেষ্ঠ কৌশলী সৃষ্টিকর্তা। হুজুর (সাঃ) বলেন, রক্তপিণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত হলে তাতে চোখ মুখ, হাত পা ও লিংগের রেখা টানা হয় ও শিশুর পেশানীতে হায়াৎ, মউৎ ও রুজী লিখে দেয়া হয়। এর ব্যতিক্রম হয় না। - মেশকাত শরীফ ১ খণ্ড ১২১ পৃঃ দ্রঃঃ

৪৬১। পানি সংরক্ষণ ঃ আল্লাহ মহানের আর একটি কৌশল তিনি আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা মাটিতে সংরক্ষণ করেন এবং বাগান উৎপত্তি করেন -মুমেনুন ১৮,১৯ আয়াত।

❐ আল্লাহর কৌশল বড় বিস্ময়কর কত উঁচু উঁচু পুকুরে পানি ভর্তি থাকে আবার অনেক নীচু স্থানে পানি থাকে না।

৪৬২। তুর সিনাই পর্বত ঃ আল্লাহ পাক সিনাই পর্বতে যাইতুন গাছ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সেই গাছের তেল ঔষুধ ও বিবিধ কাজে ব্যবহার করে থাকে - মুমেনুন ২০ আয়াত।

৪৬৩। হযরত নুহ (আঃ)-এ জাহাজে আরোহণ ও অবতরণ -মুমেনুন ২২-২৯ আয়াত।

৪৬৪। হযরত মুসা ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা -মুমেনুন ৪৫- ৫০ আয়াত।

৪৬৫। তুষ্ট ঃ যার নিকট যা জ্ঞান আছে তাতেই সে সন্তুষ্ট - ১৮ মুমেনুন ৫৩ আয়াত।

৪৬৬। দুর্ভিক্ষ ঃ নবী (সাঃ)-এর জন্মের পূর্বে কয়েক বৎছর দুর্ভিক্ষ ছিল। -পারা, মুমেনুন ৭৫-৭৭ আয়াত।

৪৬৭। কান, চোখ, বিবেক, দিয়েছেন আল্লাহ । অথচ অনেকে তার শুকরিয়া আদায় করে না, - মুমেনুন ৭৮ আয়াত।

❐ গোশ ছে ছুনো আওর আঁখ ছে কোরান পড়হা কারো।
আকেল্‌মান্দ হোকে আল্লাহ্ পাক কী শুকরিয়া আদা কারো
শ্রবণে লাগাও কান দর্শনে আঁখি
বিবেক হারায়ে আল্লাকে দিয়ো নাকো ফাঁকি।

৪৬৮। ওজুঃ ওজু আরম্ভের সময় পড়তে হয়- "রাব্বে আউজো বেকা মিন হামাজাতেশ্ শায়াতীন..." -মুমেনুন ৯৭-৯৮ আয়াত।

www.pathagar.com

৪৬৯। বরযখ ঃ কবর হতে হাশরের দিন পর্যন্ত সময়কে বরযখ বলে - মুমেনুন। ১০০ আয়াত।

❐ তাউঙ্গার হো ইয়া গরীব ছব্‌কো জানা হায়ে কবর মে
হেছাব দেনেকে লিয়ে ছব্‌কো উঠ্‌না হায়ে হাশর মে।
কবর আজাব ভীষণ কঠিন দোযখ কঠিন আরো।
মহান আল্লাহর দয়া ছাড়া মুক্তি নাহি কারো।

৪৭০। মুনাজাত ঃ আল্লাহ তার হাবীবকে মুনাজাত শিখায়ে দেন। "কুর রাব্বিগ ফির ওর হাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহেমীন।" -মুমেনুন ১১৮ আয়াত।

❐ খোদাইয়া বখ্‌শ্‌দে হামে গুনাহ্‌গার কো
গাফফার ছাত্তার হায় তু মাফ্‌ জার মুছরেম কো
তু মেরে লিয়ে কাফী হায় আওর তুহী নেয়েমাল ওকীল
উমেদ হায় কে না হোঁঙ্গে হাম্‌ তেরে হাত মে জলিল।

সূরা নূর-২৪

নূর ঃ আল্লাহ মহান বলেন যে, তিনি সূরা নূর অবতীর্ণ করে এর আইনগুলোকে পালনের জন্য বান্দার উপরে ফরজ করেছেন। আর যদি বান্দা উপদেশ গ্রহণ করে তবে তার জন্য কল্যাণকর হবে। -নূর ১ আয়াত।

৪৭১। যিনা বা ব্যাভিচারঃ করা বড় পাপ এবং কঠিন শাস্তি- নূর ২-৩ আয়াত।

মেয়েদের দ্বারাই যিনার সূচনা হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক আগে নারীর কথা বলেছেন। আল্লাহ পাক যিনাকরিনী ও যিনাকার (অবিবাহিত) প্রত্যেককে এক শত দোররাহ মারার হুকুম দিছেন। এতে কোন দয়া মহব্বত করা চলবে না। আর উভয়ে বিবাহিতা হলে শরীরের মাজা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া ছঙ্গেছার করার হুকুম । দাসী যিনাকারীনী হলে স্বাধীনার অর্ধেক শাস্তি। যিনাকার যিনাকারিনীকে বিয়ে করবে। এটাই শরীয়তের বিধান।

৪৭২। সতী নারীঃ সতী নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিলে অর্থাৎ যদি অপবাদকারী তার দাবীর পক্ষে ৪ জন সাক্ষী দিতে না পারে তাহলে তাকে (অপবাদ প্রদানকারীকে) ৮০ আশি দোররা মারতে হবে। -নূর ৪-৫ আয়াত।

৪৭৩। যদি স্ত্রী অসতী হয় এবং স্বামী ছাড়া স্ত্রীর ব্যাভিচারের কথা আর কেও না জানে তবে উভয়ে (কোরান ছুঁয়ে) কছম করবে। ৪ বার সে বলবে আমার কথায় আমি সত্যবাদী । ৫ম বারে বলবে। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার উপর যেন আল্লাহর লানৎ হয়। স্ত্রীও অনুরূপভাবে ৪ বার বলবে স্বামী মিথ্যাবাদী। ৫ম বারে বলবে স্বামী যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর যেন আল্লাহর গজব পড়ে - নূর ৬-৯ আয়াত।

৪৭৪। হযরত আয়েশার সতীত্বঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-কে তহমত-অলীক অপবাদ দিলে মুসলমানরা কোন প্রতিবাদ করে নাই? কেন তারা বলে নাই এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা? একেবারেই মিথ্যা? আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করে তাদেক

www.pathagar.com

শাসায়ে দেন এবং হযরত আয়শা (রাঃ) সে সতী নারী তার ঘোষণা দেন। ১৮ পারা, ১১-১৮ আয়াত।

❐ ঘটনা হল হুজুর (সাঃ) নিজ সেবার জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যান। যুদ্ধ অবসানে ফিরৎ কালে পায়খানা প্রয়োজনবোধে হাওদা হতে নেমে যান। পায়খানা হতে ফিরে এসে দেখেন তার গলাতে হার নাই। তাই তিনি হাওদা হতে নেমে পায়খানার স্থানে হার খুঁজতে যান এ কথা হুজুর (সাঃ) জানতেন না। তিনি মনে করেন হাওদাতে বিবি আয়েশা আছেন। তাই সাহাবাদের নিয়ে মদীনা মুখে যাত্রা দেন। এদিকে হযরত আয়েশা (রাঃ) হার নিয়ে এসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে পড়েন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিয়ম ছিল যুদ্ধ মাঠে কিছু রয়ে গেলে তা নিবার জন্য একজন সাহাবীর উপর ভার থাকতো। এ যুদ্ধে সাফওয়ান নামক বিশ্বস্ত পরহেজগার সাহাবীর উপর ভার ছিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে দেখে অবাক হন এবং সসম্মানে নিজ উটে করে মদীনায় হুজুর (সাঃ)-এর নিকট পৌছায়ে দেন। কিন্তু মুনাফকেরা এটা নিয়ে কানা ঘোশা আরম্ভ করে। তখন মুসলমানদের বলা উচিত ছিল "হাজা এফকুন মুবীন হাজা বুহতানুন আজীম। প্রতিবাদ না করায় আল্লাহ ওহী দ্বারা তিরস্কার করেন। বিষয়টা ব্যাপক আকার ধারণ করলে হুজুর (সাঃ) মনে দুঃখ পান এবং বিবি আয়েশা (রাঃ)-কে পিত্রালয়ে পাঠায়ে দেন। সেখানে পিতা আবুবকর ও অন্যান্যেরা হযরত আয়েশার সঙ্গে কথা বন্ধ করেন। হযরত আয়েশা লজ্জায় মৃত প্রায় হয়ে পড়েন। এরূপ দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে ৪০ দিন অতিবাহিত হলে ওহী নেমে আসে। আল্লাহ মহান ঘোষণা দেন, হযরত আয়েশা নির্দোষ। তখন শান্তি ফিরে আসে। তারা সবাই আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন।

৪৭৫। শয়তান মানুষকে পাপে লিপ্ত করে আর আল্লাহ দয়া করে মানুষকে পবিত্র করেন - নূর ২১ আয়াত।

৪৭৬। আত্মীয়ের বৃত্তি বন্ধঃ হযরত আয়েশার ব্যাপার নিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) তার যে আত্মীয়কে বৃত্তি দিতেন তা বন্ধ করলে আল্লাহ না পছন্দ করেন এবং ওহী দ্বারা জানান । - ১৮ -নূর ২২ আয়াত।

৪৭৭। খবিশ রমনীঃ আল্লাহ মহান বলেন, খবিশ ব্যক্তির জন্য খবিশ রমনী । পবিত্রের জন্য পবিত্র। আপনি পবিত্র আপনার স্ত্রীও পবিত্র । অপবাদ প্রদানকারীর জন্য কঠিন শাস্তি আছে। - নূর ২৬ আয়াত।

৪৭৮। সালাম না দিয়ে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা অথবা অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করার হুকুম নাই। - নুর ২৭-২৯ আয়াত।

৪৭৯। পর্দা ঃ মুমেনদের চোখ ও লিংগের উপর পর্দার আদেশ। "কুল লেল মুমেনীনা ইয়াগ্‌জোছনা মিন্ আবছারে হিম্। - নূর ৩০ আয়াত।

৪৮০। মুমেন মহিলার উপর পর্দার আদেশ। তাদের চক্ষু বক্ষদেশ এবং লিংগকে বিশেষভাবে সংরক্ষণের আদেশ। তাদের পেশাবের স্থান স্বামী ছাড়া অন্যকে দেখান হারাম। যৌবনকে ভালভাবে ঢেকে রাখার হুকুম। তবে মেয়েদের পিতা, স্বামীর পিতা, তাদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, তাদের ভাই, ভায়ের পুত্র, বোনের পুত্র স্বধর্মীয় মহিলা, (কাফের মহিলারা বেগানা পুরুষতুল্য) ক্রীতদাসীগণ, এমন পুরুষ যাদের কামভাব নাই,

www.pathagar.com

ঐ সমস্ত বালক যাদের যৌন জ্ঞান খুলে নাই। উপরে বর্ণিত লোকদের নিকট চলাফিরা করার জন্য মেয়েদের পর্দা একটু শীথিল করা হয়েছে। হে মেয়েরা তোমরা তওবা করলে মুক্তি পেতে পারো -নূর ৩১ আয়াত।

❐ চোখ. মুখ, বক্ষ, লিংগ আল্লাহ্ সৃজিছেন তামাম।
স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য ইহা করিছেন হারাম।

৪৮১। বিয়েঃ স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিয়ে করতে অক্ষম হলে গরীব, এতিম মহিলাকে বিয়ে করার নির্দেশ। - নূর ৩২ আয়াত।

৪৮২। বিয়েঃ এতিম সম্ভ্রান্ত মহিলাকেও বিয়ে করতে সক্ষম না হলে দাসীকে বিয়ে করার হুকুম। কিন্তু সাবধান দাসী দ্বারা বেশ্যা বৃত্তি করা নিষিদ্ধ ও হারাম। -নূর ৩৩ আয়াত।

৪৮৩। নূর। আল্লাহ পাক নিজে নূর এবং আসমান জমিনের জন্যেও তিনি নূর। তার নিকট হতেই সৃষ্টি জগৎ আলো পেয়ে থাকে। একটি কাঁচের প্রদীপের সঙ্গে তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। " আল্লাহু নুরুচ্ছামাওয়াতে ওল্আর্দ।"-নূর ৩৫ আয়াত।

৪৮৪। ব্যবসা-বণিজ্যঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তাকে ব্যবসা বাণিজ্য বেচাকিনা আল্লাহর নামাজ ও জেকের আজকার হতে বিরত রাখতে পারেনা। - নূর ৩৭,৩৮ আয়াত।

৪৮৫। তছবীহঃ সকলেই তছবীহ পড়ে। এমনকি পাখিরাও পড়ে। প্রত্যেকে তাদের সালাত ও তছবীহ জানে কিন্তু মানুষ তা বুঝে না। - নূর ৪১ আয়াত।

৪৮৬। পানিঃ প্রকৌশলী আল্লাহ্ প্রতিটি জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে কেহ বুকে হাটে, কেহ দু'পায়ে কেহবা চার পায়ে চলাফেরা করে। - নূর ৪৫ আয়াত।

❐ বুকে বুকে চলে সাপ -মানুষ চলে দুপায়ে
সিংহ হস্তী ছাগ চলে- আল্লাহর দেয়া চারি পায়ে।

৪৮৭। পিতামাতার নিকট ৩ সময়ে ছেলেমেয়েদের যাওয়া নিষেধ

১। শেষ রাতে যখন তারা শুয়ে থাকেন।

২। দ্বি প্রহরের সময় যখন তারা শুয়ে থাকেন

৩। এশার নামাজের পর যখন তারা শুয়ে পড়েন। নূর ৫৮-৫৯ আয়াত।

৪৮৮। পর্দাঃ বৃদ্ধা মহিলার জন্যও পর্দার আদেশ । তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য আদেশ কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তবে সমস্ত শরীর আবৃত রাখাই উত্তম। -নূর ৬০ আয়াত।

৪৮৯। সালামঃ নিজ বাড়ীতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করার আদেশ -১৮-নূর-৬১ আয়াত।

❐ ৫টি সুন্নাৎ অবশ্য পালনীয় হাদীস। ১। সালাম দেওয়া ২। রোগীর সেবা করা ৩। জানাযায় শরীক হওয়া ৪। দাওয়াৎ কবুল করা, ৫। হাঁচির উত্তর দেয়া।

৪৯০। নবী (সাঃ)-এর দোয়া আর তোমাদের দোয়া সমান নয়। - নূর ৬৩ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ আল্লাহর হাবীব নবীর দোয়া
আল্লাহ করেন কবুল
সাধারণের দোয়া আলবৎ নহে
তাঁর দোয়ার সমতুল।

সূরা ফোরকান-২৫

৪৯১। কোরানের অপর নাম ফোরকান, যাহা হক ও বাতিলের মধ্যে পৃথক করে দেখায় । আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। তার কোন সন্তান নাই। তিনি লাশারিক আল্লাহ। তিনি সকল জিনিসের পৃথক পৃথকভাবে তকদীর নির্ধারণ করেছেন। -ফোরাকান ১-২ আয়াত।

৪৯২। কাফেরগণ এমন দেবতার উপাসনা করে যারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা নিজের উপকার বা ক্ষতি করতেও পারেন না। না পারে কারো জীবন দিতে না কাউকে মেরে ফেলতে। -ফোরকান ৩ আয়াত।

৪৯৩। কাফেরদের উক্তি কোরান পূর্ব লোকদের কাহিনীমাত্র। -ফোরকান ৪-৫ আয়াত।

৪৯৪। আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ তায়ালা সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে অবগত আছেন। তওবা করে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। - ফোরকান ৬ আয়াত।

৪৯৫। কাফেরদের উক্তি। মুহাম্মদ (সাঃ) তো আমাদের মত মানুষ। খায় দায় আর শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্গে যদি ফেরেস্তা থাকতো অথবা বিরাট অর্থশালী হতো অথবা সুন্দর সুন্দর বাগবাগিচা থাকতো তাহলেও সম্ভব হতো- আসলে এ লোকটা যাদুগীর। এর কথা কেও শুনবে না। - ১৮ ফোরকান ৭-৮ আয়াত।

১৯ পারা

সূরা ফোরকান-২৫

৪৯৭। মৃত্যুকে আহবান । জাহান্নামীরা আযাব সইতে না পেরে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে । আল্লাহ বলেন, একবার নয় হাজার হাজার বার মৃত্যুকে ডাকলেও কোন ফল হবে না । -ফোরকান ১৩-১৪ আয়াত।

৪৯৮। জাহান্নাম পাপীদেরকে পেয়ে ভীষণ গর্জন করতে থাকবে। -মুল্‌ক ৭-৮ আয়াত।

৪৯৯। আল্লাহ পাক বলেন, কাফেরগণ স্বচক্ষে আল্লাহকে ও ফেরেস্তাকে দেখলেও ঈমান আনবে না। - ফোরকান ২১ আয়াত।

৫০০। কাফেরদের শাস্তির বর্ণনা -ফোরকান ২২-৩০ আয়াত।

৫০১। ছায়াঃ আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে ছায়া একটি। ছায়াকে সূর্যের দ্বারা ছোট বড় করেন। ঘড়ি আবিষ্কারের পূর্বে ছায়া দেখে সময় নির্ণয় করা হতো, দিনের নামায ছায়া দেখেই পড়া হতো - ফোরকান ৪৬ আঃ

www.pathagar.com

৫০২। আল্লাহ মহান রাতকে লেবাছ, ঘুমকে আরামদায়ক এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। - ফোরকান ৪৭-৫০ আয়াত।

৫০৩। তহুরা। মহা কৌশলী আল্লাহ বৃষ্টির পূর্বে বাতাসের দ্বারা সংবাদ দেন। এবং আসমান হতে মায়ে তহুরা বর্ষণ করে মাটিকে জীবিত করেন এবং জীব জন্তুকে ও মানুষকে তহুরা পানি পান করায়ে থাকেন। - ফোরকান ৪৮-৪৯ আয়াত।

❐ বেহেস্তে হুর পরীরা শারাবান তহুরা পান করাবেন।

৫০৪। বরুজ। মহা প্রতাপী আল্লাহ আসমানে বুরুজ সৃষ্টি করেছেন। -ফোরকান ৬১-৬২ আয়াত।

❐ বরুজ অর্থ বড় বড় নক্ষত্র। সে গুলো স্থিরভাবে আলো দেয়। বিজ্ঞানীরা জোর প্রচেষ্টায় আছে। আল্লাহ পাক ২৯ পারায় সূরা মুলসূকের ৫ আয়াতে বলেছেন। "ওয়া লাকাদ জাইয়ান্নাছ্ ছামায়াদ্দুন্‌য়া বি মালাবিহা ওয়া জায়ালানাহা রোজুমান লিশ্ শায়াতীন "অর্থাৎ দুনিয়ার আসমানকে আল্লাহ মহান বড়-ছোট প্রদীপকুঞ্জ দ্বারা সজ্জিত করেছেন। এবং সেগুলোকে উর্ধগামী শয়তানের জন্য বল্লম করে রেখেছেন। শয়তান আসমানের দিকে উঠতে থাকলে তাকে নক্ষত্রের বল্লম বা তীর মারা হয়।

❐ বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আকাশে ছায়া পথের সন্ধান করেছে। তারা বলেছে, ছায়া পথকে কোটি কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বারা সাজান হয়েছে। তারা একথাও বলেছেন যে, ছায়াপথের এক একটি নক্ষত্র এত বড় যে ঐ নক্ষত্রের নীচে ৩ শো কোটি সূর্যের স্থান হবে। যে সূর্য এই পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়। চিন্তা করার বিষয় দুনিয়ার আসমানে যে কত কি রহস্য আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না।

৫০৫। ৮ টি গুণ। যে ব্যক্তির মধ্যে ৮ টি গুণ আছে সে মুমেন। ১। চলার পথে বিনয়ের সাথে চলে এবং জাহেলের সঙ্গে তর্ক না করে সালাম দিয়ে বিদায় হবে। ২। প্রভুর জন্য নামাজ পড়ে সেজদা করে করে সে রাত কাটায়। ৩। সে আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে বলে প্রভু জাহান্নামের আজাব খুব কঠিন। ঐ আজাব হতে প্রভু আমাকে রক্ষা কর। আগুনকে দূরে রাখ। ৪। সে দান করতে গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। অর্থাৎ কার্পণ্যও করে না এবং অপব্যয় করে ধ্বংসও হয় না। ৫। সে এক আল্লাহর এবাদত করে, শেরেক করে না। অন্যকে হত্যা করেনা এবং যিনাও করে না। ৬। সে মিথ্যা বলে না এবং বেহুদা কাজ কর্মের নিকট দিয়া ভদ্রভাবে এড়ায়ে যায়। ৭। যখন আল্লাহর নিদর্শনের আয়াতগুলো পড়া হয় তখন সে বুঝ নিবার চেষ্টা করে অন্ধ বধির হয়ে থাকে না। ৮। সে বলে প্রভু আমার স্ত্রী পরিজনের মধ্য হতে সুসন্তান দান কর যাতে আমার চক্ষু সুশীতল হয় এবং আমাকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও। এরকম ব্যক্তিকে আল্লাহ বেহেস্ত দিবেন। -ফুরকান ৬১-৭৬ আয়াত।

সূরা শোয়ারা-২৬

৫০৬। হযরত মুসাকে ইসরাইলসহ রাতে রাতে সরে পড়ার আদেশ - শোয়ারা ১০-৬২ আয়াত।

৫০৭। হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর পীড়িত অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা। -শোয়ারা ৭০-৮২ আয়াত।

www.pathagar.com

৫০৮। হযরত নুহ (আঃ)-এর বর্ণনা। -শোয়ারা ১০৫-১১০ আয়াত।

৫০৯। অট্টালিকা। অট্টালিকা কেন? চিরদিন কি থাকার আশা? -শোয়ারা ১২৮-১২৯ আয়াত।

❐ কিবা সাধ হল ভবে অট্টালিকা পরি
বানালে দালান তুমি আকাশচুম্বী করি
রবে বুঝি হেথা? মৃত্যুরে করি জয়
হৃদয় মাঝে হল না কভু ভীতি ভয়।
আত্মা উড়ে গেলে কবরে হবে ঠাঁই
মালিকানা কোথায় যাবে চিন্তা করা চাই।

৫১০। হযরত সালেহ, হযরত লুত, হযরত শোয়ায়েব আয়াতঃ - শোয়ারা -৪১-১৮৯ আয়াত।

৫১১। কোরান হযরত জিবরাইল মারফৎ এসেছে। এটা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায়, যদি আজমী ভাষায় নাজেল হতো। তাহলেও তারা ঈমান আনত না -শোয়ারা ১৯৩-২০২ আয়াত।

৫১২। নিকট আত্মীয়কে আল্লাহর দিকে ডাকুন। তারা যদি মুখ ফিরায় তাহলে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবে না। - শোয়ারা-২১৪ -২১৬ আয়াত।

৫১৩। আল্লাহর উপর তাওক্কোল করুন। কারণ তিনি আপনাকে নামাজে দাঁড়ালেও দেখেন এবং সকলের সঙ্গে সিজদা করলেও দেখেন। - শোয়ারা ২১৭-২২০ আয়াত।

৫১৪। শয়তান। শয়তানের কথা আপনি জেনে রাখুন, সে পাপী মিথ্যাবাদী সকলের নিকট যায় এবং তাদের কানে মিথ্যা শোনায়। ফলে তারা মিথ্যা কথা বলে এবং কবিরাও সাধারণতঃ মিথ্যার অনুসরণ করে। - শোয়ারা -২২১-২২৬ আয়াত।

সূরা নামল-২৭

৫১৫। কোরান মজিদ মুমেনদের জন্য পথ প্রদর্শক - ১৯ নামল -১-৫ আঃ

৫১৬। হযরত মুসার লাঠি ও ৯টি মোজেজা - ১৯ নামল ৭-১২ আঃ

৫১৭। হযরত সোলাইমান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। পিপড়ার দেশে যান। হুদ হুদ, বিলকিছ, এসমে আজম ইত্যাদি বর্ণনা। - নামল ১৫-৪৪আয়াত।

৫১৮। সামুদ জাতি ও হযরত লুত সম্প্রদায়। - নামল ৪৫-৫৪ আয়াত।

সূরা নামল-২৭

৫১৯। ৫টি প্রশ্ন। মহা প্রতাপশালী আল্লাহ ৫টি প্রশ্ন করেন এবং তিনি নিজে উত্তর দেন। কারণ বিশ্বজগতে তার প্রশ্নের উত্তর দিবার মত কেহ শক্তি রাখে না। -নামল ৬০-৬৫ আয়াত।

প্রশ্নঃ

১। আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে। এবং পানি বর্ষণ করে কে বাগানের সৃষ্টি করেন।

www.pathagar.com

২। পৃথিবীর স্থিতিশীলতা এবং তাতে নদী ও পাহাড়ের সৃষ্টি কর্তা কে?

৩। কঠিন অসুখে কে মুক্তি দেয়। পৃথিবীর রাজা বাদশা কে তৈয়ার করে?

৪। স্থল পথে, জল পথে বিপদে পড়লে কে কূল-কিনারা দেয়। রহমতের বৃষ্টির সংবাদে বাতাস প্রবাহ করে কে?

৫। সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা কে? স্রষ্টা কি ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুকে পুনরায় অস্তিত্বে আনার ক্ষমতা রাখে না?

❐ সবগুলোর উত্তরে আছে মহা প্রতাপশালী আল্লাহ। তিনি সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

৫২০। দাব্বাতুল আরদাঃ কিয়ামতের সময় দাব্বাতুল আরদু নামে একটি প্রাণী বের হবে। -নামল ৮২ আয়াত।

হযরত এবনে ওমর এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন হুজুর (সাঃ) বলেন যখন ভাল কাজের আদেশকারী ও মন্দ কাজের নিষেধকারী থাকবে না এবং সূর্য পশ্চিমে দিকে উদিত হবে তখন দাব্বাতুল আরদ বের হবে।

সূরা কাছাছ-২৮

৫২১। হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউন, মুসার জননীর প্রসব, শিশু মূসার লালন পালন, কাকতীকে হত্যা, মাদয়েনে গমন, তূর পর্বতে আল্লাহর সঙ্গে কথা ইত্যাদি বিষয়। - কাছাছ ২-৪৮ আয়াত।

৫২২। আবু তালেব। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয় চাচা আবু তালেবকে হেদায়েৎ করার জন্য হুজুর (সাঃ) বহু চেষ্টা করেন কিন্তু অকৃতকার্য হন। আবু তালেবের মৃত্যু শয্যায় বসে চাচাকে অনুরোধ করেন। একটিবার বলুন " লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" কিন্তু আবু তালেব বলেন নাই আসলে হেদায়েতের মালিক তো আল্লাহ। -কাছাছ ৫৬ আয়াত।

৫২৩। রাতদিনঃ রাত বা দিন যদি কিয়ামত পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয় তবে, আল্লাহ ছাড়া এমন কে আছে যে একে ফিরায়ে আনে। - কাছাছ ৭১-৭২ আয়াত।

৫২৪। হযরত মুসা (আঃ) ও কারুন। - কাছাছ ৭৬-৮২ আয়াত।

www.pathagar.com

২০ পারা

সূরা আনকাবুত-২৯

৫২৫। পরীক্ষা না করে কাহাকেও বেহেস্ত দেয়া হবে না। "আ-হাসেবান্নাছ আন ইয়াৎ রুকু" - আনকাবুত ২-৪ আঃ

৫২৬। আল্লার সাক্ষাৎঃ যারা আমলে সালেহ দ্বারা আল্লাহর সাক্ষাতের আশা পোষণ করেন আল্লাহ পাক তাদের সাক্ষাৎ দিবেন। তবে আজল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। -আনকাবুত ৫ আঃ

৫২৭। পিতা মাতার প্রতি এহসান করার আদেশ। তাদের সৎ উপদেশ অবশ্যই পালনীয় -আনকাবুত ৮ আঃ

৫২৮। পাপের বোঝাঃ নিজের পাপের বোঝা বহন অবশ্যই করবে। তৎসঙ্গে অন্যের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। অর্থাৎ নেতারা নিজের পাপের বোঝার সঙ্গে তাদের শিষ্যদের পাপের বোঝাও বহন করবে। - আনকাবুত-১৩ আঃ

৫২৯। হযরতনূহ (আঃ)-এর বয়স, হযরত ইবরাহিম ও লূত -আনকাবুত ১৪-৩৫ আঃ

৫৩০। মাকড়শাঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলো সে নিশ্চয় মাকড়শার জালের আশ্রয় নিলো। তার মনে রাখা উচিত যে মাকড়শার জাল সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও তুচ্ছ। -আনকাবুত -৪১ আঃ

ইন্নামাদ দুনইয়া ফানাও লাইছা লেদুনইয়া সবুতো,
ইন্নামাদ দুনইয়া কা বাইতীন নাছাজাত হুল আনকাবুতো।
- দেওয়ান আলী।

উর্দু ঃ দালান কোঠা ইয়ে নাহি ছেওয়া আনকাবুতকি ঘর,
উড়কে লেগা সবকো বাদে সরসর।

সূরা আনকাবুত-২৯

৫৩১। নামাজঃ মানুষকে সমস্ত গর্হিত কাজ হতে দূরে রাখে। "আকিমিচ্ছালাতা ইন্নাচ্ছালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার" -আনকাবুত ৪৫ আঃ

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, "সাল্লু কামা রায়াইতুমুনী উসাল্লী" অর্থাৎ আমি যেভাবে নামাজ পড়ি তোমরা সেইভাবে নামাজ পড়। অর্থাৎ আল্লাহর নবীর অনুসরণে ও অনুকরণে নামাজ পড়লে সে কখনই খারাপ কাজ করতে পারে না।

❐ হাদীসে জিবরীলে বলেছেন, "তায়াবোদুল্লাহা কা আন্নাকা তারাহু ফাইন লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাকা" অর্থাৎ এমনভাবে নামাজ পড় যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে মনে কর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ও তোমার নামাজকে দেখছেন এবং মানুষ যদি মনকে হাজির-নাজির রেখে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামাজ আদায় করে তবে সে আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে এবং কখনই খারাপী করবে না।

www.pathagar.com

নামাজে যারা উদাসীন, নামাজের মধ্যে অন্তর দৌড়ে বেড়ায়, লোক দেখানো নামাজ পড়ে তাদের জন্য ওয়েল দোযখ। সূরা মাউনে আল্লাহ বলেছেন, ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন...। সুতরাং নামাজে মনের একাগ্রতা না থাকলে সে নামাজ হয় না।

❐ ৩ ব্যক্তির নামাজ হয় না। যেমনঃ ১। পলাতক দাস, ২। অবাধ্য স্ত্রী ও ৩। শ্রদ্ধাহীন ইমাম। - মেশকাত ৩ খন্ড ৯১ পৃঃ দ্রঃ

❐ নামাজের রুকন ঠিকমত আদায় যে করে না তাকে নামাজে চোর বলা হয়েছে। এ ব্যক্তিরও নামাজ হয় না। - মেশকাত ৩ খন্ড ১৬১ পৃঃ দ্রঃ

৫৩২। মৃত্যুর স্বাদঃ প্রত্যেককে চাখতে হবে। -আনকাবুত ৫৭ আঃ

❐ কাহারও রক্ষা নেই। যদি সে কোথাও পালিয়ে যায় কিংবা লোহার বাক্সে লুকিয়ে থাকে তবুও রেহাই পাবে না।

৫৩৩। খোদার পথেঃ যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের পথ দেখান। - আনকাবুত ৬৯ আঃ

❐ আগার তু জুয়ী রাব্বিল আলা কো,
দেখায়েগা তুঝে উসনে রাহে রাস্ত কো।

অর্থঃ আল্লাহকে খুঁজলে তিনি দেখান তার পথ,
বাসেন ভাল যারা মহসীন মহৎ)

❐ ধর্মের ছোট বড় সব কাজই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ

১। ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা ২। সামাজিক সুব্যবস্থা করা ৩। অত্যাচার দমন করা.৪। উপাসনাগার তৈরী করা ৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ৬। ধর্মগ্রন্থ ও উপদেশমূলক বই লেখা ৭। ওয়াজ মাহফিল দ্বারা তৌহিদের প্রচার করা।

২১ পারা

সূরা রোম-৩০

৫৩৪। গোলেবাতির রোম - ২১ পারা, রোম ২-৫ আঃ

রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রোম পরাজিত হলে মুসলমানেরা দুঃখিত হন। কারণ রোমের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি ছিল। কয়েক বছর পর বদরে কোরেশদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানেরা জয়ী হন। সেই বছরেই রোম পারস্য পুনরায় যুদ্ধ হয়। এবার রোম জয়ী হয়। ফলে রোম ও মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ স্রোত বয়ে যায়। -রোম ১৭ ১৮ আঃ

৫৩৫। মানুষের স্বর ঃ শুনেই বুঝা ও চিনা যায় যে সে কোন লোক। - রোম ২২ আঃ

❐ প্রকৌশলী আল্লাহ কি আশ্চর্য কৌশলে মানুষের স্বর সৃষ্টি করেছেন যে, তার কথার শব্দ শুনেই তাকে সহজেই চিনা যায়।

❐ বিশ্ব স্রষ্টা শিল্প সেরা/ জড়, জীব রচনায়
জ্ঞানী গুণী মস্তক লুটায়/ প্রভু পদতলে সেজদায়।

www.pathagar.com

৫৩৬। প্রত্যেক সন্তান ফেৎরাতের উপর অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের উপর জন্ম গ্রহণ করে। - রোম ৩০ আঃ

❐ আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক সন্তান ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাদের পিতা মাতা সন্তানকে ইহুদী নাসারা বানায়।

৫৩৭। দান মুক্তির জন্য হলে অবশ্যই মুক্তি পাবে। - রোম ৩৮ আঃ

৫৩৮। দানকে আল্লাহ দ্বিগুণ করেন। - রোম ৩৯ আঃ

৫৩৯। আল্লাহর সাহায্য ঃ মুমেন বান্দাকে আল্লাহ সাহায্য করেন। - রোম ৪৭ আঃ

৫৪০। ৪টি স্তরঃ মানুষের জীবনের ৪টি স্তর। - রোম ৫৪ আঃ

১। প্রথম স্তরে শিশু বড় অসহায়/উঠতে পারে না সে মাটিতে গড়ায়।
২। দ্বিতীয় স্তরে বড় শক্তি ধরে/বীর হুংকারে কত জন মরে।
৩। পঞ্চাশে দিন দিন শরীর হয় ক্ষীণ /শক্তি হারায়ে অবস্থা হয় হীন।
৪। ষাটের উর্ধে জীবন যায় যায়/ অসুখে পড়ে করে হায় হায়।

-হাসানাত

সূরা লোকমান-৩১

৫৪১। গান বাজনার পরিণামঃ যারা গান বাজনা কিনে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের জন্য জাহান্নাম। - লোকমান ৬-৭ আঃ

৫৪২। পিতার উপদেশঃ লোকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে শেরেক না করার জন্য উপদেশ দেন। - ২১ লোকমান ১৩, ১৪ আঃ

৫৪৩। পিতামাতা প্রতিঃ পিতামাতার মঙ্গল কামনা করতে, তাদের অবাধ্য না হতে এবং তাদের সাহায্য করতে উপদেশ দেন। -লোকমান ১৫ আঃ

৫৪৪। তিনি মানুষ হতে ঘৃণাভরে মুখ ফিরাতে, মাটির উপর অহংকার করে না হাঁটতে এবং গাধার মত চীৎকার না করতে উপদেশ দেন। - লোকমান ১৭, ১৯ আঃ

৫৪৫। পিতা-পুত্র মূল্যহীন ঃ কিয়ামতের দিন পিতা পুত্র কোনো কাজে আসবে না, কেউ কাকে সাহায্য করতে পারবে না। সুতরাং সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে। - লোকমান ৩৩ আঃ

৫৪৬। ৫টি জিনিস আল্লাহ জানেন।

১। কোন দিনে কিয়ামত হবে ২। মেঘ হতে কখন বৃষ্টি হবে ৩। মাতৃগর্ভে কি সন্তান আছে ৪। আগামীকাল রুজী হবে কি না ৫। কখন কোথায় মৃত্যু হবে। - লোকমান ৩৪ আঃ।

সূরা সিজদা-৩২

৫৪৭। কুরআন কার ঃ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে ইহা নাযিল হয়েছে। এতে হক ও বাতিলের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করে এর সমস্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। -সিজদা ১, ৭ আঃ

৫৪৮। পঁচা পানি দ্বারা ঃ মানুষের বংশধারা পঁচা পানি দ্বারা সৃষ্টি। -সিজদা ৭ আঃ।

www.pathagar.com

৫৪৯। তাহাজ্জুদ নামাজঃ আল্লাহ বলেন, যারা রাতে বিছানা পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যায় এবং ভয় -ভীতি ও আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকে এবং সকালে কিছু দান খয়রাত করে তাদের জন্য এমন পুরস্কার আছে যার কথা কানে শুনেনি। চোখে দেখেনি এবং অন্তরে কোন দিন চিন্তাও করেনি। - সিজদা ১৬-১৭ আঃ (মিশকাত ১ খন্ড ১৫৩ পৃঃ)

❐ নামাজের পূর্বে দোয়া - মেশকাত ৩ খন্ড ১৩২-১৫০ পৃঃ - মেশকাত ১ খন্ড ৭১ পৃঃ বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ১৪২৭ নং হাদীস।

৫৫০। কবরের আযাব অবশ্যই হবে। - সিজদা ২১ আঃ

❐ হুজুর (সাঃ) কবরের আযাব, দাজ্জাল, হায়াৎ, মউৎ, পাপ এবং ঋণ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন।

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আযাবিল কবরি, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিৎনাতিল মাছিহিদ দাজ্জাল ওয়া আউজুবিকা মিন ফিৎনাতিল মাহইওয়াল মামাতি ওয়া আউজু বিকা মিনাল মাসিমি ওয়াল মাগরিমি।

❐ কবরের আজাব ভীষণ কঠিন/সহ্য নাহি হবে,
অন্ধ বধির ফিরিশতা আল্লাহর/শাস্তি বহুৎ দিবে।

৫৫১। মুখ ফিরায়ে লনঃ মহা বিচারের দিন কাফিরদের ঈমান আনা কোন ফল দিবে না। সুতরাং আপনি তাদের কথা হতে মুখ ফিরিয়ে নিন। - সিজদা ৩০ আঃ

❐ ৫ম হিজরীতে মদীনা হতে বনু কোয়ইজার বহিষ্কার- বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ১৪৯-১৫২ আঃ

৫৫২। আল্লাহ তাঁর নবীকে কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। - আহযাব ১-৩ আয়াত।

মুনাফেক সম্বন্ধে বোখারী শরীফ রয়েছে, ইহুদীদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হবে। সে সময় তারা পালাতে চেষ্টা করেও পারবে না। গাছের ভিতর লুকালেও গাছ বলে দিবে-ইহুদী এখানে লুকিয়ে আছে। -৩য় খন্ড ১১৯৪, ১৯৯৫ এবং ১৩১৩ নং হাদীস দেখুন।

সূরা আহযাব-৩৩

৫৫৩। জেহার ঃ নিজ স্ত্রীকে মা, খালা, বোন, মোহরেম মেয়েদের অংগের সহিত তুলনা করাকে জেহার বলে। এরূপ তুলনা করা ঠিক নয়। যদি কেহ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করে তাহলে স্ত্রী কখনও মা হয় না। যদি কেহ স্ত্রীর মুখমন্ডল, বক্ষ ও গুপ্ত স্থানকে মায়ের উক্ত স্থানের তুলনা করে তবে ইসলামী আইনে অপরাধী সে । তাকে এজন্য কাফফারা দিতে হবে। যদি কেহ অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্রবৎ আদর করে তাহলেও সে নিজের পুত্র নয়। সে মুখের ডাকে পুত্র মাত্র। আসলে পুত্র নয়। যেমন হুজুর (সাঃ) যায়েদ (রাঃ)কে পুত্র বলে ডাকতেন। -আহজাব ৪ আঃ

৫৫৪। পালিত পুত্র ঔরসজাত পুত্র নয়। এরকম পুত্রকে তার পিতার নাম ধরে ডাকাই উত্তম যদি পিতার নাম জানা না থাকে তবে সে ধর্মীয় ভাই। - আহজাব ৫ আঃ।

৫৫৫। নিজ জীবন অপেক্ষা নবীর জীবন উত্তম। - আহজাব ৬ আঃ।

www.pathagar.com

❐ তাইতো সাহাবায়ে কেরামগণ বদর যুদ্ধে, ওহুদ, হুনায়েন যুদ্ধে সাওর পর্বত গর্তে, প্রতি স্থানে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে, উৎসর্গ করে আল্লাহর হাবীবের জীবন, নবী মুস্তাফার জীবন রক্ষা করেছেন।

❐ নিজ জীবন দান করি বাঁচান নবীর জীবন-
এ কারণে খুশী হয়ে আল্লাহ তাদেরকে সাকিনা যোগান।

৫৫৬। অঙ্গিকারঃ আল্লাহ মহান সমস্ত নবীদের নিকট হতে এবং আপনা হতে ও অঙ্গিকার নিয়েছেন এবং নূহ, ইবরাহিম, মুসা ও মরিয়ামের পুত্র ঈসা হতেও- যেন তিনি তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখেন। আহজাব ৭, ৮ আঃ

৫৫৭। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে আল্লাহ মহান তার করুণা ঢেলেছেন। সে যুদ্ধে সাহাবাদের চোখ মৃত্যুর ভয়ে সানাবড়া হয়েছিল এবং তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। তারপর আল্লাহর সাকিনা নেমে আসায় তারা রক্ষা পান। - আহজাব ৯-১১ আঃ

❐ খন্দক যুদ্ধ ছিল অতি ভয়ঙ্কর। এ যুদ্ধে মক্কার কাফেরগোষ্ঠী, আরবের দুর্দান্ত বেদুঈনগোষ্ঠী এবং মদীনার মুনাফেক দল সকলে একযোগে মদীনা আক্রমণ করে দুনিয়া থেকে মুসলমানকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে।

❐ হুজুর (সাঃ)কে ওহী দ্বারা আল্লাহ পাক কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। মদীনার তিন দিক পাহাড় পর্বত ও লোক বসতিতে ঘেরা। দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা ছিল। তাই হুজুর (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে মাত্র ৬ দিনে একটা পরিখা খনন করেন। এতে ১০০০ হাজার সাহাবা অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহর নবী নিজে মাথায় করে মাটি বহন করেন। কি কঠিন পরিশ্রম, খাদ্যের অভাব। প্রায় অনাহারে দিন যাচ্ছিল, পেটে পাথর বেঁধে মাটি কাটছিল। এত কঠিন দৃশ্য। সাহাবী জাবের (রাঃ) হুজুর (সাঃ)-এর কষ্ট দেখে সহ্য করতে না পেরে তাঁকে চুপি চুপি দাওয়াত করেন। কিন্তু হুজুর (সাঃ) এক হাজার সাহাবীসহ দাওয়াত খেতে উপস্থিত হন। হযরত জাবের (রাঃ) একটু চিন্তিত হন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাকে সাহস দিয়ে আবৃত অবস্থায় সমস্ত খাদ্য উপস্থিত করতে বলেন। হযরত জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপদেশ মত কাজ করেন। খাদ্য আনা হলে হুজুর (সাঃ) আবৃত খঞ্চা হতে একটা রুটি ও এক টুকরো গোশত নিয়ে সাহাবীদের দিতে থাকেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এক হাজার সাহাবা তৃপ্তি সহকারে খেয়েও কিছু বেঁচে যায়। হুজুর (সাঃ)-এর ইহা এটা উজ্জ্বল মোজেজা।

❐ এদিকে শত্রুরা পরিখা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে। পরিখা পার হয়ে যুদ্ধ করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিছু খন্ড যুদ্ধ হয়। এদিকে মুনাফেকরা তাদের বস্তির ভিতর দিয়ে শত্রুদের মদীনায় প্রবেশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমনি ক্ষণে রাতে ঝড়-বৃষ্টির ভীষণ তান্ডবলীলা ঘটে। যার ফলে শত্রুদের তাঁবু ফেটে ছিঁড়ে কোথায় উড়ে যায়। সমস্ত রসদ ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। আঁধার রাত শীতের সময় বৃষ্টিতে ভিজে ভীষণ করুণ অবস্থা। কাজেই সব জিনিস ফেলে রাতে রাতে জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়। -বোখারী শরীফ ৩ খন্ড জিহাদ প্রসংগ।

❐ হযরত জাবের (রাঃ)-এর দ্বিতীয় ঘটনা। তিনি ধন্যাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। হুজুর (সাঃ)কে খুব ভালবাসতেন। একদিন হুজুর (সাঃ)কে দাওয়াত দিয়ে বাড়ী এসে একটা

www.pathagar.com

দুম্বা যবেহ করেন। যবেহের সময় তার ছোট বাচ্চা উপস্থিত ছিল। জাবের (রাঃ) বাইরে গেলে বড়টা ছোট ভাইকে বলে, তুই শো আমি তোকে যবেহ করি। এই ভাবে বড়টা ছোটটাকে যবেহ করে। মা জানতে পেয়ে বাইরে আসতেই বড়টা ভয়ে ঘরের ছাদে উঠে। মাকে ছাদে দেখে ভয়ে পালাতে গিয়ে ছাদ হতে পড়ে মারা যায়। বাড়ীতে আল্লাহর নবী আসবেন। তার অসম্মান হলে গুনাহগার হতে হবে। এই ভয়ে ভীত হয়ে মা ছেলেদ্বয়কে ঘরে ঢেকে রেখে রান্নার কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন। এদিকে হযরত জাবের (রাঃ) হুজুর (সাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত। হযরত জাবের (রাঃ) খানা নিয়ে হাজির হলে হুজুর (সাঃ) তার ছেলেকে হাজির করতে বলেন। কারণ আল্লাহ ওহী দ্বারা তার হাবীবকে পূর্বেই ঘটনা জানিয়েছেন। হযরত জাবের (রাঃ) ছেলে খেলতে গেছে বলে কাটায়ে দেন। কিন্তু হুজুর (সাঃ) ছেলেদ্বয়কে ছাড়া আহার করবেন না বলে জানালেন। জাবের (রাঃ) বিবিকে বলেন, বিবিও সমস্ত ঘটনা স্বামীকে বলেন। ছেলে ছাড়া খাবেন না। তাই নিরূপায় হয়ে নবী (সাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেন। হুজুর (সাঃ) ছেলেদ্বয়ের কাছে গিয়ে বলেন,কুম বে এজনিল্লাহ। সঙ্গে সঙ্গে দুই ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে নবী (সাঃ)কে সালাম করেন। হুজুর (সাঃ) তাদের সঙ্গে নিয়ে আহার করেন। খাওয়া শেষে আল্লাহর নবী (সাঃ) দুম্বার হাড়গুলোকে একত্র করতে বলেন। হযরত জাবের (রাঃ) হুজুরের (সাঃ)-এর নির্দেশ মত হাড়গুলো একত্র করলে হাড়গুলোকে লক্ষ্য করে হুজুর (সাঃ) বলেন, "কুম বেইজনিল্লাহ" আর সঙ্গে সঙ্গে দুম্বা জীবিত হয়ে উঠে। এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্যতম মোজেজা। ফল কথা- আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সারা জীবনই মোজেজায় পূর্ণ।

৫৫৮। মুনাফেকদের দুর্ব্যবহার - আহজাব ১২-১৫ আঃ

৫৫৯। মৃত্যুর ভয়ে যুদ্ধ না করা। -আহজাব ১৬-১৭ আঃ

৫৬০। খন্দক যুদ্ধ ঃ পলায়নরত কুরাইশ শত্রুরা পথিমধ্য হতে ফিরে এসে পুনরায় মদিনা আক্রমণ করতে পারে এই ভেবে হুজুর (সাঃ) শত্রুদের পিছনে লোক পাঠান। - আহজাব ২০ আঃ।

৫৬১। উছওয়াতুন হাসানা ঃ আল্লাহ বলেন, তোমাদের নবী তোমাদের জন্য উছওয়াতুন হাসানা। অর্থাৎ উত্তম আদর্শ। - আহজাব ২১ আঃ

❐ নবী (সাঃ)-এর আদর্শ ঐ ব্যক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে যার ভিতরে ৩টি গুণ আছে। ১। যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেতে চায়। ২। পরকালের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এবং ৩। বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে। এরূপ ব্যক্তি নবী (সাঃ)কে হুবহু অনুসরণ করে থাকে। যুদ্ধের আদেশে হোক বা এবাদাতে বা নবী (সাঃ)-এর যে কান কাওল ফেলে। যদি আল্লাহ পাককে সর্বদা স্মরণে না রাখে তাহলে সে কখনও নবী (সাঃ)-এর পুরাপুরি অনুসরণ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবকে সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর চরিত্রকে কুরআনভিত্তিক করেছেন। সুতরাং নবী (সাঃ)-এর হুকুম মানলে কুরআন মজিদের হুকুম মানা হয় এবং কুরআন মজিদের আদেশ পালন করলেই আল্লাহ মহানের আদেশ পালন করা হয়। হুজুর (সাঃ)-এর আদর্শ শুধু নামাজ-রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মিথ্যা না বলা, হত্যা না করা, যিনা না করা, সন্তানকে হত্যা না করা, এতিমের মাল আত্মসাৎ না করা, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ না করা, ওজনে কম

www.pathagar.com

না দেয়া, মিথ্যা দোষারোপ না করা, যে বিষয়ে জ্ঞান বা এলেম নেই সে বিষয়ে তর্ক না করা, হারাম জিনিস না খাওয়া, মদ না খাওয়া, দাবা পাশা না খেলা, গান বাজনা না করা, পবিত্র জিনিস খাওয়া, ডান হাতে খাওয়া, প্রতি কাজে বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ করা, দাঁড়ায়ে পেশাব-পায়খানা না করা, পানিতে, রাস্তায়, গোছলখানায় পেশাব পায়খানা না করা, কেবলামুখী হয়ে পেশাব না করা, পেশাব পায়খানার সময় দোয়া পড়া, মসজিদে প্রবেশকালে দোয়া পড়া ও ডান পা ভিতরে রাখা, বাহির হওয়া সময় প্রথমে বাম পা বাইরে রাখা। অন্যকে প্রথমে সালাম দেয়া, বাড়ীতে প্রবেশকালে সালাম দেয়া, সর্বদা লোকদেরকে সৎ উপদেশ দেয়া, কাকেও গালি না দেয়া, পরনিন্দা (গিবৎ) না করা, হাঁটার সময় বিনয়ের সঙ্গে হাঁটা, উচ্চস্বরে না হাসা, স্ত্রীদিগকে অকারণে নির্যাতন না করা, চাকর-চাকরাণীদের উপর কর্কশ ব্যবহার না করা, পেটপূর্ণ করে না খাওয়া, পেটকে ৩ ভাগ করে এক ভাগে খাদ্য, এক ভাগে পানি, তৃতীয় ভাগ খালি রাখা। পানি তিন ঢোকে পান করা, পানির অপব্যবহার এমনকি ওযুতেও না করা, হাই উঠলে বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ বন্ধ করা, পেশাবে কুলুপ বা পানি ব্যবহার করা, দাড়ি না কাটা, মোচ কেটে ফেলা, বগলের চুল, জিরেনাফ (নাভীর নীচের) এর চুল কেটে ফেলা, শার্ট না পরে পাঞ্জাবী পরিধান করা, আগে ডান পায়ে জুতা পরা ইত্যাদি ছোট বড় সবগুলোই নবীর আদর্শ। ছোট কাজগুলোকে তুচ্ছ মনে করলে নবী (সাঃ)কে তুচ্ছ মনে করা হবে এবং অবমাননা করা হবে। আর নবী (সাঃ)কে অবমাননা করলে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। কুরআন - ওয়া মাই ইওশাকেকের রাসূলা মমবাদে মাতাবাইয়েনা - নেছা ১১৫ আঃ।

৫৬১। খন্দক যুদ্ধে বনুকোরায়জা সন্ধি ভঙ্গ করে কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেয়ার কারণে আল্লাহর আদেশক্রমে যুদ্ধের পরপরই তাদের বস্তি অবরোধ করা হয় - আহজাব ২৬-২৭ আঃ।

৫৬৩। খয়বর যুদ্ধে প্রচুর গণিমতের মাল দেখে উম্মুল মুমেনীনদের মধ্যে সম্পদ লিপ্সা দেখা দিলে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে তাদেরকে তালাক দেবার ভয় দেখান। পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক সম্পদ উত্তম - আহজাব ২৮-৩০ আঃ।

২২ পারা

সূরা আহজাব-৩৩

৫৬৪। মহিলাদের বলা হয়, তারা যদি কেনায়াত (অল্পতে তুষ্টি) অবলম্বন করে এবং আমালে সালেহা করে তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। - আহজাব ৩১ আঃ

❐ কুন গানিয়াল কালবে ওয়াকনে বিলকালিলী
মেৎ ওলাতাতলুব মায়িশান মিন লায়ীনী। -দেওয়ানে আলী।

অর্থঃ যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক। মরে যাও তবুও খবিসের নিকট খাদ্য চেওনা।

❐ বাইতুন ওয়া ছাওবুন ওয়া কুতো ইয়াওমীন
ইয়াক্কি লিমান ফি গাদীন ইয়ামুতো) -দেওয়ানে আলী।

অর্থঃ একটি ঘর, একটি কাপড়, এক মুঠা খাদ্য ঐ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট যে ব্যক্তি আগামীকাল মারা যাবে।

www.pathagar.com

❐ দালান, মটর, টিভি আর কত চাইবে মন।
মৃত্যু হলে পড়ে রবে যত আছে ধন।

৫৬৫। পর্দাঃ নবীর স্ত্রী সাধারণ লোকের স্ত্রীর মত নয়। মানে মর্যাদায় তারা সবার উর্ধে। কথা ছোট করার নির্দেশ। নচেৎ খারাপ লোকের অন্তরে কু ইচ্ছার উদ্রেক হবে। বাড়ীর ভিতর থাকার নির্দেশ, বেহায়া মেয়েদের মত বেপর্দা হয়ে বাইরে ঘুরা ফিরা করা নিষেধ (নামাজ পড়া, যাকাত দেয়া এবং আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মেনে চলার নির্দেশ। - আহজাব ৩২-৩৪ আঃ।

❐ কথা খুব ছোট করে বলা, বাড়ীর ভিতরে থাকা এবং বোরখা পরে বাইরে যাবার নির্দেশ।

❐ গলার স্বর নীচু কর- ইজ্জত রাখ ঘরে
হুকুম মেনে চললে আল্লাহ জান্নাত দিবে তোরে।

৫৬৬। ১০ রকমঃ আল্লাহ পাকের ভক্ত ১০ রকমের নর-নারীর কথা এই আয়াতে উল্লেখ আছে। এরা সকলে বেহেশতী।

১। আল্লাহ ভক্ত মুসলমান নর-নারী। ২। মুমেন ঈমানদার নর-নারী, ৩। অল্পতেই সন্তুষ্ট আল্লাহভক্ত নর-নারী, ৪। সত্যবাদী মুমেন নর-নারী, ৫। ধর্যশীল মুমেন নর-নারী, ৬। আল্লাহর ভয়ে ভীত ও বিনীত নর-নারী, ৭। দানশীল নর-নারী, ৮। রোযাদার নর-নারী, ৯। গুপ্ত (লজ্জা) স্থান সংরক্ষণকারী নর-নারী, ১০। আল্লাহর জেকরে মশগুল নর-নারী। উক্ত নর-নারীর জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও বড় পুরস্কার রয়েছে। - আহযাব ৩৫ আঃ

৫৬৭। মীমাংসাঃ যে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মীমাংসাই চূড়ান্ত মীমাংসা। তার উপর আর কোন মীমাংসা নেই। - ২২ আহযাব ৩৬ আঃ

❐ আল্লাহর নবীর ফায়সালা পছন্দ না হওয়ায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নালিশ করায় হযরত ওমর (রাঃ) সেই লোকের গর্দান উড়ায়ে দেন।

❐ রাসূলের উপর সন্দেহকারী জাহান্নামী। - ৫ নেছা ১১৫ আঃ।

৫৬৮। যায়েদঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পোষ্য পুত্র যায়েদের পরিত্যক্ত স্ত্রী জয়নাবের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিয়ে হয়। এই কারণে যে, মুখে ডাকা পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম না। - আহযাব ৩৭-৩৯ আঃ।

৫৬৯। জন্মদাতাঃ আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) কারো জন্মাদাতা পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রসূল। - আহযাব ৪০ আঃ

৫৭০। ৩ প্রকার জেকেরঃ আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর। - আহযাব ৪১-৪৩ আঃ।

❐ আল্লাহকে সর্বদা মনে মনে ডাকার নির্দেশ, অমনোযোগী হয়ে ভুলে থাকা নিষেধ - আরাফ ২০৫ আঃ।

❐ জেকের ফরযে আইন, যেমন নামাজ দিনে রাতে ৫ বার। কিন্তু জেকের ৩ প্রকার।

১। জেকরে জবানী -একটু উচু স্বরে ২। জেকরে খফী -নীচু স্বরে ৩। জেকরে

www.pathagar.com

কালবী-অন্তরে অন্তরে। এ জেকের কেউ শুনতে পায় না। এই জেকেরের কথায় আল্লাহ পাক বলেছেন, তাঁকে কখনও ভুলে থেকো না। সদাসর্বদা মনে মনে তাঁর জেকেরে মশগুল থাক। মনে মনে জেকেরের পদ্ধতি (আল্লাহু আল্লাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-

❒ একমাত্র আল্লাহর জেকের অন্তরে শান্তি দিতে পারে। - ১৩ পারা, রাদ ২৮ আঃ

৫৭১। উজ্জ্বল প্রদীপঃ আল্লাহর নবী ছিলেন একটি দীপ্তমান প্রদীপ - আহযাব ৪৫-৪৭ আঃ।

❒ মুহাম্মদ রাসূল হাদী ছিরাজুম মনির/কুরআন নাযিল হয় তাঁরই খাতির/নূরে এলাহী ছড়ায় জমিন আসমান/ কালেমা তৌহিদ হয় ইহার প্রমাণ।

মুহাম্মদী নূর হয় পরশ পাথর/এ পরশে হয় নূরানী অন্তর।
সূর্যের আলোতে হয় অন্ধকার দূর/অন্তরে আলো দেয় মুহাম্মদী নূর।

৫৭২। বিয়েঃ আল্লাহ নবী (সাঃ)-এর জন্য তার চাচার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে, মামার মেয়ে, খালার মেয়ে ইত্যাদিকে বিয়ে করা হালাল করেছেন। আহযাব ৪৯-৫০ আঃ।

❒ ৪র্থ হিজরী পর্যন্ত হুজুর (সাঃ)-এর ৪ জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। তাদের নাম ঃ ১। হযরত সাওদা (রাঃ) ২। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ৩। হযরত উমার (রাঃ) এর বিধবা মেয়ে হজরত হাফছা (রাঃ) ৪। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)।

তৎপর ৫ম হিজরীতে যায়েদ পরিত্যক্ত হযরত জয়নাব কে আল্লার নির্দেশ মত বিয়ে করায়ে স্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫।

৫৭৩। হযরত জয়নাব (রাঃ) কে বিয়ে করার পর আর স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করা নবী (সাঃ) এর উপর নিষেধ হয়। তবে প্রয়োজন বোধে দাসীকে বিয়ে করার হুকুম বলবৎ থাকে- আহযাব ৫১, ৫২ আঃ।

৫৭৪। পর্দার কড়া আদেশঃ আল্লাহ বলেন, তোমরা নবীর বাড়ীতে দাওয়াত খেতে পার তবে খাওয়ার পর বসে বসে গল্প করতে পারবে না। কারণ এতে নবীর কষ্ট হয়। আর নবীর স্ত্রীর সঙ্গে যদি কথা বলার প্রয়োজন হয়। তবে পর্দ্দার আড়াল হতে জিজ্ঞাসাবাদ করবে আর নবী (সাঃ) এর বাড়ীতে তাঁর বিনা হুকুমে প্রবেশ করবে না-২২ আহযাব ৫৩-৫৫।

৫৭৫। দরুদঃ মহান আল্লাহ এবং তার ফেরেস্তা সকলে নবী (সাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করে থাকেন এবং তার মুমেন বান্দাকেও দরুদ পড়তে আদেশ করেছেন। "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইয়ুসাল্লুনা " -আহযাব ৫৬ আঃ।

❒ মেশকাত শরীফ ২ খন্ড ৪০৮-৪১৮।

❒ বড় বড় দরুদ অনেক আছে তবে হামেশা পড়ার জন্য মনে মনে সর্বক্ষণ পড়ার জন্য ইহাই যথেষ্ঠ। "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ ওয়া বারেক ও সাল্লেম।"

৫৭৬। নবীকে কষ্ট দিলেঃ নবী (সাঃ)-কে যে কোন প্রকারে কষ্ট দিলে তার উপর আল্লার লানৎ "ইন্নাল্লাজীনা ইউজুনাল্লাহা ওয়া রাসুলাহু ....." -আহযাব ৫৭ আঃ।

৫৭৭। মুমেন ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া পাপ -আহজাব ৫৮ আঃ।

www.pathagar.com

৫৭৮। মুখমন্ডলের পর্দ্দা ঃ মহিলাদের মুখমন্ডল আবৃত রাখার নির্দেশ - আহজাব ৫৯ আঃ।

"ইয়া আইয়োহান্নাবীও কুলিল আজওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নেছায়েল মুমেনীনা ইওদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবে হিন্না, জালেকা আদনা আন ইয়্যুরাফনা ফালা ইউজাইনা" । অর্থাৎ হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে আপনার মেয়েদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন তারা যেন মাথার উপর দিয়ে চাঁদর ঝুলায়ে দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে ফেলে। এই ভাবে মুখমন্ডল আবৃত করলে শত্রুরা চিনতেও পারবে না। আর এ পর্দা করার জন্যই আল্লার নির্দেশ।

মুখমন্ডল আবৃত করার বিরুদ্ধে যারা বলে তারা ব্যাখ্যা দিছেন শুধু যৌবনের উপর অর্থাৎ বক্ষের উপর চাঁদর দিয়ে আবৃত করলেই তাদের লোক সহজেই চিনতে পারবে। আর কষ্ট দিবে না। কিন্তু সহজে চিনে ফেললে বক্র অন্তরের লোকেরা সহজেই কষ্ট দিতে পারবে। এ কথা তারা বুঝে না ১৮ পারা, সুরা নুরের ৩১ আয়াতে যৌবন আবৃত করার কথা বলা আছে। পরে আহজাবের ৫৯ আয়াতে মুখমন্ডল আবৃত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫৭৯। মুনাফেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ-আহজাব ৬০-৬১ আয়াত।

৫৮০। নবীকে কষ্ট দেয়া ঃ হযরত মুসা নবীর উম্মতের ন্যায় তোমাদের নবী (সাঃ) কে কষ্ট দিও না -আহজাব ৬৯ আঃ।

৫৮১। কোরআন পাককে আল্লাহ তায়ালা পাহাড় পর্বতের উপর নাজিল করতে চাইলে তারা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে কিন্তু নির্বুদ্ধিতার জন্য মানুষ তা গ্রহণ করে ঠিক মত আল্লার আদেশ পালন না করায় অত্যাচারী রূপে পরিণত হচ্ছে। -আহজাব ৭২ আঃ।

৫৮২। যারা তওবা করে এবং আমালে সালেহা করে তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল করুনাময়।- আহজাব ৭৩ আঃ

সূরা সাবা-৩৪

৫৮৩। অশেষ প্রশংসা ঃ মহান আল্লার প্রশংসা আসমান ও জমিনের সর্বত্র চলছে এবং পরকালে চলবে।-সাবা-১।

৫৮৪। তিনি জানেন জমিনের মধ্যে কি প্রবেশ করে এবং জমিন হতে কি বের হয়। আসমান হতে কি নীচে নামে এবং আসমানেই বা কি উঠে। তিনি দয়ালু ক্ষমাশীল-সাবা ২ আঃ।

৫৮৫। কঠিন শাস্তি ঃ যারা আমার আয়াত নিয়ে খারাবী করে এবং নবী (সাঃ) কে পরাভূত করার চেষ্টা করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে -সাবা ৫ আঃ

৫৮৬। হযরত সোলাইমান ও দাউদ আঃ এর বর্ণনা - সাবা ১০-১৪ আঃ

৫৮৭। সমগ্র মানব জাতির জন্য হুজুর সাঃ যথেষ্ট (লিন্নাছ)। - সাবা ২৮ আঃ (কাফফাতান)।

৫৮৮। নৈকট্যঃ ধন সম্পদ দ্বারা এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা

www.pathagar.com

যায় না। বরং ঈমান ও আমলের দ্বারাই সম্ভব । " ওমা আমওয়ালুকুম ওলা আওলাদুকুম তুকাবুর কেকুম এন্দানা জুলফা ইল্লামান আমানা..... ।"

৫৮৯। দানকারীকে আল্লাহ্ আরো দান করে থাকেন। -সাবা ৩৯ আঃ।

সূরা ফাতের-৩৫

৫৯০। ২×২ - ফেরেস্তাঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি ফেরেস্তাদেরকে ২×২, ৩×৩, ৪×৪, পাখা বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। -ফাতের ১ আঃ।

৫৯১। শয়তান তোমাদের শত্রু তাকে শত্রু মনে করে চলো। সে তার ধর্মের দিকে ডাকে। যে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দেয় তাকে আল্লাহ সাইর নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। -ফাতের ৬ আঃ।

৫৯২। আল্লাহ মহান বলেন, হে মানুষ! তোমরা সবাই আল্লার নিকট দরিদ্র ফকির আর এক মাত্র তিনিই প্রশংসিত ধনী।- ফাতের ১৪ আঃ।

❐ আদমী সবকে সব নজদে মাবুদ মহতাজ ও ফকির হায়,
ওয়া লেক মওলা- আলাল মওলা গনীউল আগনিয়া হায়।

৫৯৩। পাপের বোঝাঃ একের পাপ অন্যে বহন করবে না।-ফাতের ১৮ আঃ।

৫৯৪। অন্ধ, চোখওয়ালা, আঁধার, আলো সমান নয়। শীতল ছায়া এবং উত্তপ্ত গরম, জীবিত ও মৃত সমান নয়।- ফাতের ১৯-২২ আঃ।

৫৯৫। "ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন এবাদেহীল ওলামাও" প্রকৃতপক্ষে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে। - ফাতের ২৮ আঃ।

❐ আলেমের বর্ণনা - মেশকাত-২ খন্ড ৩-৬ পৃঃ।
❐ আলেমের মৃত্যুতে এলেমের মৃত্যু- মেশকাত ২ খন্ড ১১ পৃঃ।
❐ হক্কানী আলেমকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।- মেশকাত-২ খন্ড ১৬ পৃঃ।
❐ ১ জন আলেম ১ হাজার আবেদ অপেক্ষা উত্তম- মেশকাত-২খন্ড ১৯ পৃঃ।

৫৯৬। ৩ প্রকার আলেমঃ কোটি কোটি লোকের মধ্য হতে বাছাই করে কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ আলেম বানায়েছেন। এই আলেম ৩ প্রকার যথাঃ-

১। ঐ আলেম যে কোরান হাদীস শিখেও সে একজন আলেম। অন্যকে বুঝায় কিন্তু নিজে আমল করে না।

২। শিক্ষিত আলেম নিজে খুব বুঝে ও আমলে সালেহায় মশগুল থাকে। কিন্তু অন্যকে ভালভাবে বুঝাতে পারে না। এ রকম আলেমের নিকট বসার নির্দেশ।

৩। হাক্কানী আলেম। আল্লার ইচ্ছায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী। আল্লার অতি বাধ্য ভক্ত আলেম কোরান হাদীস দ্বারা অন্যকে সুন্দরভাবে বুঝাতে সক্ষম। এ শ্রেণীর আলেম ফেরেস্তা অপেক্ষা উত্তম।

❐ এই শ্রেণীর আলেমই ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া-২২ ফাতের ৩২-৩৪ আঃ মেশকাত ২ খন্ড ৩ পৃঃ-২৩ পৃঃ।

❐ এজা কুনতা যা এলমিন ওলামতাকো আকেলান,
ফা আনতা কাজি নায়ালিন ওয়া লাইছা লাহু রেজলুন।
- দেওয়ানে আলী।

www.pathagar.com

অর্থাৎ বিদ্যা আছে কিন্তু জ্ঞান নাই এমন আলেমের উদাহরণ যার জুতা আছে কিন্তু পা নাই।

৫৯৭। আলেমের জন্য বেহেস্ত। বেহেস্ত গিয়ে আল্লার শুকরিয়া আদায় করবেন- ফাতের-৩৪ আঃ

সূরা ইয়াছিন-৩৬

৫৯৮। রাসুলঃ আল্লাহ কোরানের শপথ করে বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চয় আল্লার রাসুল-ইয়াছিন ২-৩ আঃ

৫৯৯। কাফেরদের শাস্তির বর্ণনা, ইয়াছিন ৭-১০ আঃ

৬০০। ৩ জন নবীর কথা আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম দুজনকে পাঠান, তৃতীয় জনকে পাঠায়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেন অর্থাৎ হযরত মুসা আঃ, হযরত ঈসা আঃ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) - ইয়াছিন ১৩-১৭ আঃ

৬০১। কু লক্ষণ ঃ নবীকে কাফেরদল কু লক্ষণে মনে করতো। - ইয়াছিন ১৮ আঃ

৬০২। নবীরা বলেন, কু লক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই থাকুক - ইয়াছিন ১৯ আঃ

বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ১১৭২ নং হাদীস

৬০৩। শহরের দূর হতে একজন লোক ছুটে এসে নবীর অনুসরণ করতে বলেন - ইয়াছিন ২০-২১ আঃ

❐ প্রত্যেক নবীরই বিশিষ্ট সাহাবী সঙ্গী ছিল যেমন হযরদ মুসার ছিল ফাতা, হযরদ ঈসা নবীর ছিল হাওয়ারীর এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)

❐ এরা সর্বদা বন্ধুর সঙ্গে থেকে সাহায্য করতেন এরা প্রকৃত বন্ধু।

২৩ পারা

৬০৪। নবী বলেন কেন আমরা আল্লার উপাসনা করব না? তার উপাসনা করলে তিনি বেহেস্তে দিবেন। নবীর কথা শুনে তারা রেগে গেল এবং নবীকে প্রহার করে বলতে লাগল তোমরাই বেহেস্তে যাও।- ইয়াছিন ২২-২৬ আঃ

৬০৫। ঠাট্টা বিদ্রূপঃ যখনই কোন নবী হেদায়েতের জন্য আসতেন তখন কাফেরেরা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। তাদের জ্ঞান হতো না যে আল্লাহ তাদের চেয়ে কত কত শক্তিশালী গ্রামকে ধ্বংস করেছেন। তাদের জনপদকেও তিনি ধ্বংস করতে পারেন। -২৩-ইয়াছিন ৩০-৩১।

৬০৬। আল্লাহ মহানের ৩ টি বিশেষ ক্ষমতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

১। মৃত জমিনকে জীবিত করা ও নানারকম ফল ফুলের বাগান সৃষ্টি করা।

২। রাতের সৃষ্টি করা এবং সূর্যকে আসমানে ভাসমান রাখা ও প্রবাহিত করা।

৩। জন ভর্তি জাহাজের সমুদ্র গর্ভে পরিভ্রমণ ও ইচ্ছা করলেই আল্লাহ তা সমুদ্র গর্ভে ডুবাতে পারেন অথবা জাহাজের মত মাতৃগর্ভকে নষ্ট করে দিতে পারেন। এগুলো লক্ষ্য করেও মানুষের জ্ঞান ফিরে না। - ইয়াছিন ৩৩-৪৪ আঃ।

www.pathagar.com

৬০৭। কিয়ামত কবে হবে? এরূপভাবে কাফেরগণ ঠাট্টা করে। কিন্তু হঠাৎ কিয়ামত এসে পড়লে অছিয়তেরও সময় পাবে না এবং পলায়নেও সময় পাবে না -ইয়াছিন ৪৮-৫০ আঃ।

৬০৮। হাশরেরর দিন কবর হেতে বের হয়ে ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে কে আমাদেরকে কবর হতে বের করল? -ইয়াছিন ৫১-৫৪ আঃ

৬০৯। দাওয়াৎঃ সেই ভয়াবহ দিনেও আল্লাহভক্তরা স্নিগ্ধ ছায়াতলে থেকে আল্লার দাওয়াৎ খেতে থাকবে।- ইয়াছিন ৫৫-৫৮ আঃ

৬১০। মুখবন্দঃ সেই বিচারের দিন আল্লাহ পাক তর্কবাগিশদের মুখ সীলমোহর করে দিবেন এবং তাদের চোখ, কান, হাত কথা বলবে ও যা আমল করেছে তা সব প্রকাশ করে দিবে। - ইয়াছিন ৬৩-৬৫ আঃ

৬১১। দীর্ঘ আয়ুঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীর্ঘায়ু দান করেন এবং তার অবস্থা শোচনীয় করেন। - ইয়াছিন ৬৮ আঃ

৬১২। জীবজন্তুর মালিক আল্লাহ; কিন্তু মানুষের হাতে এলেই সে তার মালিক হয়। কেহ যানবাহন রূপে ব্যবহার করে, কেও কৃষি কাজে লাগায়, আবার গোস্তও খায় এবং নানা উপকারে লাগায়।- ইয়াছিন ৭১-৭৩ আঃ

৬১৩। তার্কিক ঃ যারা আল্লাহ বিরোধী কথা বলে তুর্ক করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে তাদেরকে এক বিন্দু পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা কেমনে বলে যে মাটিতে পচে যাওয়া হাড় হতে আল্লাহ কেমনে আবার সৃষ্টি করবে? প্রথম অবস্থার কথা যদি মনে থাকতো, পচা নুৎফার কথা যদি খেয়াল থাকতো, তবে কখনই ওরূপ কথা বলতে পারতো না-ইয়াছিন ৭৮-৭৯ আঃ

৬১৫। তাজাগাছ হতে মহান আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করে থাকেন। তিনি যখন বিশাল আসমান ও জমিন সৃষ্টি করতে সক্ষম তখন সব কিছুই সৃষ্টি করা তার কাছে অতি সহজ।- পারা ইয়াছিন ৮০-৮১ আঃ

৬১৬। আল্লাহ মহান কোন জিনিস সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে বলেন " কুন" আর তখনি হয়ে যায়। - ইয়াছিন ৮২ আঃ

সূরা সাফফাত-৩৭

৬১৭। সমস্ত জিনিসের মালিকানা আল্লাহ মহানের হাতে এবং তার নিকটেই সব কিছু ফিরে যাবে।- ইয়াছিন ৮৩ আঃ

৬১৮। সজ্জিত আকাশ ঃ পৃথিবীর আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সজ্জিত করেছেন এবং উর্দ্ধগামী শয়তানের জন্য তা তীর বানিয়েছেন।- সাফফাত ৬-৭ আঃ

৬১৯। হুজুর (সাঃ)-কে কাফেরগণ কখনও কবি, কখনও বা পাগল বলে ঠাট্টা করত।- সাফফাত ৩৬ আঃ

৬২০। উপদেশ মালা-২৩ সাফফাত ১১-২৪ আঃ

৬২১। জান্নাত ও হুরঃ আল্লাহভক্ত বান্দা আল্লার হুকুমে জান্নাতে নাইমে প্রবেশ করে পালং এর উপর হেলান দিয়ে শুয়ে আরাম করবে। তাদের সামনে নত শিরে হুরগণ

www.pathagar.com

দাঁড়ায়ে থাকবে। হুরদের চোখ হবে পটল চেরা এবং তাদের শরীর হবে ডিমের কুসুমের মত সুন্দর ও নরম। - সাফফাত ৪০-৪৯ আঃ

❐ বেহেস্তীরা পাবে হুর- পটল চেরা আখি
শয়তানের চ্যালাকে সেই দিন- শয়তান দিবে ফাকি।

হুর

❐ নরম তুলতুল দেহ তাদের
কাল কেশ ধারী,
চোখগুলো পটল চেরা
অচিন দেশের নারী।
হাঁসি মুখে নত শিরে
সামনে দাঁড়াবে পরী,
রেশমী পোশাকে চাওনী দিয়ে
অন্তর নিবে কাড়ি
ডিমের ভিতর কুসুম সম
রাখিছে যতন করি,
আল্লাহ মহান উপহার তোরে
দিবেন বেহেস্তে পুরি।
হুরের আশা রাখ যদি
নামাজ রোজা ধরি,
খুশী হয়ে দিবেন তোরে
দয়াল আল্লাহ বারী। -হাসানাত

৬২২। যাক্কুম বৃক্ষঃ জাহান্নামে যাক্কুম বৃক্ষ হবে। ঐ বৃক্ষই জাহান্নামীদের খাদ্য। এ খাদ্য গলায় আটকে যাবে। ভিতরেও যাবে না, গলার বাহিরও হবে না। এটা তাদের জন্য কঠিন শাস্তি। - সাফআত ৬২-৬৮ আঃ।

৬২৩। ৬ জন নবী ঃ হযরত নূহ, হযরত ইবরাহিম ও মূর্তি, আগুনে নিক্ষেপ, পুত্র কোরবানীর স্বপ্ন, হযরত মুসা, হযরত ইলিয়াছ, হযরত লুত, হযরত ইউনুছ ও মাছ। -সাফফাত ৭৫-১৪৬ আঃ।

৬২৪। মুনাজাত ঃ সুবাহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, ওয়া সালা-মুন আলাল মুরছালীন ওল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। -সাফফাত ৮০-৮২ আঃ।

সূরা সাদ-৩৮

৬২৫। উপদেশপূর্ণ কোরান। কোরান মজিদ উপদেশে পূর্ণ। -সাদ ১ আঃ।

৬২৬। কাফেরগণ, নবী (সাঃ) কে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলতো। -সাদ ৭-৪ আঃ।

৬২৭। হযরত দাউদ (আঃ) ও ৯৯টি মেষ। - সাদ ১৭-২৬ আঃ।

৬২৮। হযরত সোলাইমান (আঃ), হযরত আয়ুব (আঃ) ও বিবি রহিমা, ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাইল, ইলিয়াছ, জুলকিফল (আঃ)। -সাদ ৩০-৪৮ আঃ।

www.pathagar.com

৬২৯। নত শিরে হুর। বেহেস্তে সমবয়স্কা হুর নতশিরে সামনে দাঁড়ায়ে থাকবে। সাদ ৫০-৫২ আঃ।

৬৩০। আদম (আঃ) ও ইবলিছ। -সাদ ৭১-৮৩ আঃ।

সূরা যুমার-৩৯

৬৩১। গর্ভ! মানুষ ছাড়া জীব জন্তুরাও গর্ভ ধারণ করে। -যুমার ৬ আঃ।

❐ সন্তান ৩টি অন্ধকারে অবস্থান করে।

১। পেটের অন্ধকার, ২। গর্ভ স্থানের অন্ধকার, ৩। ঝিল্লীর অন্ধকার। অথবা ১। গর্ভের অন্ধকার, ২। রক্ত পিন্ডের অন্ধকার, ৩। মাংস পিন্ডের অন্ধকার।

৬৩২। রাতের নামাজঃ যে ব্যক্তি রাতের নামাজে দাঁড়ায়ে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সেজদায় গিয়ে কাঁদে সেই ব্যক্তি, আর যে রাতের নামাজ পড়ে না, এই দুজন সমান নয়, সবুরকারীর জন্য পরকালে বিরাট পুরস্কার রয়েছে। -যুমার ১০ আঃ।

৬৩৩। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ঃ আল্লার বাণী উত্তম কেতাবরূপে নাজেল হয়েছে। ইহা তেলোয়াত করলে আল্লাহর ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তৎপর দিল আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয় ও আল্লার জেকেরে মশগুল হয়। -যুমর ২৩ আঃ।

২৪ পারা

সূরা যুমার-৩৯

৬৩৪। জাহান্নামীঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং তাঁর কিতাবকে মিথ্যা জানে সে জাহান্নামী। -যুমার ৩২ আঃ।

৬৩৫। আল্লাহর রহমতঃ দয়াল আল্লাহ নবী (সাঃ) মারফত জানান, পাপীরা যেন আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হয়। তওবা করলে তিনি সব মাফ করে দিবেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। যুমার ৫৩ আঃ।

৬৩৬। আমল নষ্ট ঃ যদি শেরেক কর তাহলে তোমার আমল নষ্ট হবে। -যুমার ৬৫ আঃ।

❐ আল্লাহ ইয়াতাওফফা .....।
আল্লাহ চেতনে, নিদ্রায় মউৎ দেন। -যুমার ৪২ আঃ।

৬৩৭। দলে দলে জাহান্নামে ঃ কাফেরগণ দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যুমার ৭১-৭২ আঃ

৬৩৮। মুমেনগণও দলে দলে বেহেস্তে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহর গুণগান গাইবে। - যুমর ৭৩-৭৫ আঃ

সূরা গাফের, মুমেন ৪০

৬৩৯। হামীমঃ উল্লেখ্য, ৭টি সূরার শিরোনামে হামমীম লিখা আছে। -গাফির ১ আঃ।

www.pathagar.com

১। গাফির, ২। ফুচ্ছেলাৎ, ৩। শোরা, ৪। যুখরুফ, ৫। দুখান, ৬। জাশিয়া, ৭ আহকাফ। যথাঃ-

২৪ পারা গাফির ১। হামমীম তানজিলুল কেতাবে। মিনাল্লাহিল আযিযুল আলীম।

২৪ পারা সেজদা ২। হামীম, তানযিলুম মিনার রাহমানির রাহীম।

২৫ পারা শো'রা ৩। হামীম, আছাকা, কাজালেকা ইউহা এলাইকা ওয়া ইলাল্লিজিনা মিন্ কাব্‌লিকা আল্লাহুল্ আজিজুল হাকিম।

২৫ পারা যুখরুফ ৪। হামীম, ওল কিতাবিল মবীন।

২৫ পারা দুখান ৫। হামীম, ওল্ কিতাবিল মবীন।

২৫ পারা জাশিয়া ৬। হামীম, তান্‌জিলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আজিজিল হাকীম।

২৬ পারা আহকাফ ৭। হামীম, তান্‌জিলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আজিজিল হাকীম।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে শত্রু ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে সে ৭বার হামীম পড়ে শত্রুর দিকে ফুক দিলে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাবে।

৬৪০। ফেরেস্তারা দোয়া করে। আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেস্তারা আল্লাহর গুণ গান করে এবং মুমেন বান্দাদের জন্যও দোয়া করে। -মুমেন ৭-৯ আঃ।

৬৪১। ২ বার মৃত্যু ও ২ বার জন্ম। -মুমেন ১১ আঃ, সূরা বাকারার ২৮ আয়াত দ্রঃ।

৬৪২। চোখের ইশারা। আল্লাহ মানুষের চোখের ইশারাও বুঝেন এবং অন্তরের খবরও রাখেন। -মুমেন ১৯ আঃ।

৬৪৩। আল্লাহর নবীদের প্রকাশ্য চিহ্ন ছিল কেতাব, হেদায়াত ও মোজেজা। -মুমেন ২২ আঃ।

৬৪৪। হযরত মুসা (আঃ)কে মিথ্যাবাদী বলে এবং তাকে হত্যার চেষ্টা করে। তিনি আল্লাহর আশ্রয় নেন। -গাফের মুমেন ২৩-৪৪ আঃ।

৬৪৫। আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এবং মুমেন বান্দাকে দুনিয়াতে ও পরোকালে সাহায্য করেন ও করবেন। -মুমেন ৫১ আঃ।

৬৪৬। আল্লাহর উত্তর ঃ আল্লাহ বলেন, আমাকে ডাকলে আমি উত্তর দিব। আর অন্যকে ডাকলে জাহান্নামে যেতে হবে। -মোমেন ৬০ আঃ।

৬৪৭। পৃথিবীঃ যিনি পৃথিবীকে বাস উপযোগী করেছেন তিনি চিরজীবী লা-শারিক, তিনিই মারেন এবং তিনিই জিন্দা করেন। - ৬৪-৬৮ আঃ।

৬৪৮। জাহান্নামের দরজা ৭টি, জাহান্নামীকে বলা হবে তোমরা ৭টি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়। -৭৬ আঃ।

সূরা হামীম সেজদা-৪১

৬৪৯। কোরানে হাকিম আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। -সেজদা ১-৪ আঃ।

৬৫০। সৃষ্টির প্রারম্ভে আসমান ধূঁয়ার মত ছিল। -মায়েদা-১১ আঃ।

৬৫১। লিংগঃ শরীরে অঙ্গগুলির মধ্যে লিংগ একটি প্রধান অংগ। এটাকে সংরক্ষণ

www.pathagar.com

করার জন্য আল্লাহ বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। সূরা মুমিনুনের ৪ আয়াতে আছে "ওল্লাজীনাহুম লেফুরুজিহিম হাফিজুন। অর্থাৎ যৌনাঙ্গকে হেফাজতকারীর জন্য জান্নাত।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই মুখের সংরক্ষণ করে সে বেহেস্তী। দুই মুখ অর্থাৎ আহারের মুখ এবং প্রশ্রাবের মুখ এই দুই মুখ দিয়েই সর্বপ্রকার পাপের কাজ হয়ে থাকে। কথার দ্বারাই মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করা যায়। আবার কথা বলতে না জানায় আঘাত পেতে হয়। পেশাবের মুখ দিয়ে মানুষ জেনা, ব্যাভিচার করে জাহান্নামী হয়। এই কারণে রাসূল্লাহ (সাঃ) উক্ত দুই মুখের হেফাজত করতে বলেছেন।

আর আল্লাহ পাক রোজ হাশরে পাপীদের একত্রিত করে দোযখের নিকট উপস্থিত করে কান, চোখ এবং চামড়াকে তাদের আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন লিংগগুলি সত্যি কথা বলবে। তখন মানুষ বলবে তোমরা আমার বিরুদ্ধে কেন সাক্ষী দিলে? আমি তো তোমাদের সুখ দিবার জন্য যত পাপ করেছি। লিংগ উত্তর দিবে মহান আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলার হুকুম দিয়েছেন।" -সাজদা-১৯-২৩ আঃ।

৬৫২। "ইন্নাল্লাজীনা কালু রাব্বুনাল্লাহ ছুম্মাছতাকামু"। অর্থাৎ যারা বলে যে আমাদের রব আল্লাহ এবং তাতেই দৃঢ় থাকে- তাদেরকে ফেরেস্তোরা বলে তোমাদের ভয়ও নাই চিন্তাও না, বেহেস্ত তোমাদের জন্য। সেখানে যা চাইবে তা পাবে। -হামীম, সাজদা ঃ ৩০-৩৩ আঃ।

৬৫৩। শয়তান মনে ওছওছা দিলে দোয়া পড়তে হয়। দোয়া ঃ "আউজো বিল্লাহে মিনাশ্‌শায়তানের রাজীম"। -হামীম, সেজদা ৩৬ আঃ।

৬৫৪। কোরান শরীফের অন্য নাম জিকির। -হামীম, সেজদা ৪১ আঃ।

৬৫৫। কোরান মসজিদ অন্য ভাষায় নাজেল হলে অস্বীকারকারীরা ব্যাখ্যা চাইতো। -ফুচ্ছেলাৎ ৪৪ আঃ।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন আমরা ৩ কারণে শ্রেষ্ঠ। ১। কোরানের ভাষা আরবী, ২। বেহেস্তের ভাষা আরবী এবং ৩। আমাদের ভাষাও আরবী।

৬৫৬। ভাল ও মন্দ। ভাল কাজ করলে তা নিজের জন্য। মন্দ কাজ করলেও তা নিজের জন্য। -হামীম, সাজদা-৪৬ আঃ।

২৫ পারা

৬৫৭। কিয়ামত কবে হবে-তা আল্লাহ জানেন। গাছের মুকুলে ফল হবে কিনা গর্বে সন্তান হবে কিনা তাও আল্লাহ জানেন। -২৫ সাজদা-৪৭ আঃ।

সূরা আশ শোরা-৪২

৬৫৮। ওলীঃ আল্লাহ ছাড়া যারা অন্যকে ওলী ধরে আশ্রয় নেয়-আল্লাহ তার হাবীবকে তাদের জন্য ওকালতী (সুপারিশ) করতে নিষেধ করেছেন। - শোরা ৬ আঃ।

৬৫৯। গজবঃ আল্লাহ বিরোধীদের জন্য ভীষণ গজব ও শাস্তি নির্ধারিত আছে। -শুরা ১৬ আঃ।

www.pathagar.com

৬৬০। কবিরা গুণাহঃ যারা কবিরা গুনাহ ও ফাহেশা কাজ ত্যাগ করে আমালে সালেহায় রত থাকে আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কার দিবেন। "ওল্লাজীনা ইজতানিবুল কাবায়েরাল ইছমে।" - শুরা ৩৭-৩৮ আঃ।

৬৬১। আখেরাতঃ যারা আখেরাত চায় আল্লাহ তাদেরকে বেশী বেশী করে দেন কিন্তু যারা দুনিয়া চায় তাদের জন্য পরকালে কিছুই নাই। "মান কানা ইয়ারিদু হার্সাল আখেরাত"। -শুরা ২০ আঃ।

৬৬২। উত্তম পুরস্কারঃ যারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, নামাজ পড়ে এবং মুক্ত হস্তে দান করে-আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন। -শুরা ৩৮ আঃ।

৬৬৩। পুত্র, কন্যা, বন্ধ্যাঃ আল্লাহ মহান যাকে ইচ্ছা পুত্র, যাকে ইচ্ছা কন্যা আর যাকে ইচ্ছা বন্ধা করেন। "ইওহাব লেমাই ইয়াসায়ো এনাছাও"। -শুরা ৪৯-৫০ আঃ।

৬৬৪। ওহী ও এলহাম ফেরেস্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে। -শুরা ৫১ আঃ।

সূরা যুখরুফ-৪৩

৬৬৫। কোরান আরবী ভাষায়, আল্লাহর নিকটে উম্মুল কিতাব। -যুখরুফ ১-৩ আঃ।

৬৬৬। কন্যা জন্মিলে পিতার মুখমন্ডল কালো হয়। কাফেরগণ সেই কন্যাকে আল্লাহর ভাগে আর পুত্রগুলিকে নিজেদের ভাগে ফেলেছে। তাদের বিচার অদ্ভূত। -যুখরুফ ১৬-১৯ আঃ।

৬৬৭। ২টি শহর -মক্কা ও তায়েফের কথা বলা হয়েছে। -যুখরুফ ৩১ আঃ।

৬৬৮। গাফেল বা উদাসীন। যারা আল্লাহ হতে গাফেল বা উদাসীন তাদের বন্ধু শয়তান। তারা শয়তানের কথা মত কাজ করে। "ওমাই ইয়াশো আন জিকরির রহমানে..।" -যুখরুফ ৩৬ আঃ।

৬৬৯। "আফা আনতা তুছমেও ছুম্মা..।" যারা বধির, অন্ধ এবং ভ্রান্তির মধ্যে আছে আপনি কি করে তাদের পথ দেখাবেন, কি করে হেদায়েত করবেন। -যুখরুফ ৪০ আঃ।

৬৭০। হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনের নিকট গিয়ে হেদায়েতের কথা বললে তারা হাসতে থাকে। -যুখরুফ ৪৭-৫২ আঃ।

৬৭১। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা জালেমদের জন্য আজাবে আলীম। -যুখরুফ ৬৩-৬৬ আঃ ।

৬৭২। সমস্ত বন্ধু বান্ধব সেই দিন পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে। -যুখরুফ ৬৭ আঃ।

৬৭৩। কিন্তু সেই দিন মুত্তাকীর কোন ভয় নাই, চিন্তাও নাই, তারা বেহেস্তে নানা রকম সুখ ভোগ করতে থাকবে। ২৫ ঃ যুখরুফ ৬৮-৭৩ আঃ

৬৭৪। কোরান মজিদ নিশ্চয় তোমার জন্য এবং তোমার কাওমের জন্য উপদেশ গ্রন্থ। - যুখরুফ ৪৪ আঃ।

৬৭৫। দোযখীদের ক্ষেদোক্তি ঃ দোযখীরা আজাব সইতে না পেরে দোযখের দারগা মালেককে ডেকে বলবে হে মালেক তোমার প্রভুকে বল আমাদেরকে একদম শেষ করে অর্থাৎ মেরে ফেলে দিক। মালেক উত্তর দিবে তোমাদের পরিবর্তন হবে না, তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকবে। -যুখরুফ ৭৭ আঃ।

www.pathagar.com

৬৭৬। আল্লাহ বলেন, আমি তাদের নিকট সত্য ধর্ম পাঠায়েছি কিন্তু তারা ঘৃণা করে। তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন কথা বা গোপন পরামর্শ জানি না? আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আমি তাদের গোপন কথা শুনি। তাছাড়া তাদের নিকট আমার ফেরেস্তা লাগান আছে তারা সর্বদা লিখে রাখছে। -যুখরুফ ৭৮-৮০ আঃ।

সূরা দোখান-৪৪

৬৭৭। শবে বরাত, "ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকাতীন...।" আল্লাহ বলেন, আমি কোরান মজিদকে এক পবিত্র সম্মানিত রাতে নাযিল করেছি। এই আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ ৩০ পারায় সূরা কদরে আল্লাহ বলেছেন, "ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতুল কাদরে।" অর্থাৎ আমি কোর আনকে কদরের রাতে নাজিল করেছি। তফসীরকারগণ "লাইলাতুল মুবারক" অর্থ কদরের রাত গ্রহণ করেছেন। কদরের রাতেই "লাওহ মাহফুজ" হতে দুনিয়ার আসমানে আনা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস হতে রওয়ায়েত আছে যে, ঐ রাতে তকদীর লেখা হয়। সারা বছরের কাজের তালিকা করা হয়। তাতে লিখা হয় রুজী, হায়াত, মউৎ, বৃষ্টি ইত্যাদি।

এই মুবারক রাতে আল্লাহ মহান লক্ষ্য করেন বান্দার আমলের প্রতি, তাদের ভাল মন্দ কাজের প্রতি, তাদের দেহ-মনের প্রতি, নিয়তের প্রতি, তাদের হালাল-হারাম খাওয়ার প্রতি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতার প্রতি। কলুষিত অন্তর যদি না হয়, হারাম রুজী যদি না খায়, হারাম পোশাক যদি না পরে, কারো সঙ্গে প্রতারণা না করে, তবে বান্দার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং শবে কদরে পুরস্কার প্রদান করেন। লাইলাতুল বরাত এবং লাইলাতুল কদর দুইটি শব্দ দুই মাসের জন্য। শাবান মাসের ১৫ই রাত্রিকে শবে বরাত বলা হয়। আর রমজান মাসের শেষ দশকে শবে কদর রাত। আল্লাহর নবী রজব, শাবান ও রমজান মাসত্রয়কে নেকীর মাস বলেছেন। বলেছেন, রজব মাসে নেকীর বীজ বপন কর, শাবান মাসে আমলে সালেহা দ্বারা চারা গাছে পানি সেচো এবং রমজান মাসে পাকা ফসল কেটে গোলা ভর্তি কর। রজব হতে রমজান পর্যন্ত নেকী কামানোর মাস। আল্লাহ মহান লক্ষ্য করেন বান্দার নিয়তের দিকে, কর্ম ব্যস্ততার দিকে, আমলে সালেহার দিকে, তার উপার্জনের দিকে। বিচারে যারা টিকল তারাই হলো সফলকাম। এরাই বেহেস্তী। আল্লাহ আমাদেরকে ভাগ্যবানদের দলভুক্ত করিও। "আমীন"

৬৭৮। ধূঁয়াবর্ণঃ কিয়ামতের দিন আসমান ধূঁয়া বর্ণ হবে এবং সেই যন্ত্রণাদায়ক ধূঁয়া মানুষকে আবৃত করবে। - দোখান ১০-১১ আঃ।

৬৭৯। মানুষ ঐ বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ মহানের কাছে প্রার্থনা জানাবে এবং ঈমান আনার ওয়াদা করবে কিন্তু রসূলের আদেশ অমান্য করায় তারা ফল পাবে না। -দোখান ১২-১৬ আঃ।

৬৮০। হযরত মুসা (আঃ) বনি ইছরাইলকে সাথে নিয়ে সমুদ্র পার। -দোখান ১৭-৩৭ আঃ।

৬৮১। আসমান, জমিন আল্লাহ পাক বিনা কারণে সৃষ্টি করেন নাই। -দোখান ৩৮-৩৯ আঃ।

৬৮২। যাক্কুম ঃ জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে দোযখের মধ্যে যাক্কুম গাছ সৃষ্টি করে রেখেছেন। -দোখান ৪৩-৫০ আঃ।

www.pathagar.com

৬৮৩। বিয়ে ঃ মুত্তাকীগণকে বেহেস্তে হুরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে। -দোখান ৫১-৫৭ আঃ।

সূরা জাসিয়া-৪৫

৬৮৪। কোরান মজিদ আল্লাহ্ মহানের নিকট হতে অবতীর্ণ। -জাসিয়া ১ আঃ।

৬৮৫। আসমান ও জমিনে, দিন রাতের পরিবর্তনে, মৃত জমিকে জীবিত করে তাতে শস্য ফলানের মধ্যে মুমেন ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন আছে। -জাসিয়া ২-১৫ আঃ।

৬৮৬। বনি ইছরাইলদেরকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের জন্য অনেক নবী পাঠিয়েছেন, অঢেল সম্পদ দিয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ করেছেন। তারা যদি আল্লাহর নাফরমান হয় তবে তাদের পরিণাম দুঃখজনক। -জাসিয়া ১৬-২১ আঃ।

৬৮৭। জালেম ব্যক্তিরা নিজের প্রবৃত্তিকে প্রভু বানায়ে তার ইচ্ছামত চলাফিরা করে। এদের পরিণাম জাহান্নাম। -জাসিয়া ২৩-২৬ আঃ।

❐ জালেমরা খোফতাদিদাম নিম রোজ,/গোফতাম ইরা দার খোফতা মুর্দান্‌বে-শেখ সাদী

অর্থঃ (জালেম তব মৃত্যু হোক ঘুমের ভিতর/তোমার মত নাই জগতে কমিনা নফর

২৬ পারা

সূরা আহকাফ ৪৬

৬৮৮। আহকাফঃ আহকাফ অর্থ বালির পাহাড়। পৃথিবী বালির পাহাড়ের মত ক্ষণস্থায়ী। উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য নিরাপদ এবং অমান্যকারীর জন্য ধ্বংস। -আহকাফ ১-৫ আঃ।

৬৮৯। ৩০ মাসঃ গর্ভ হতে স্তন দান পর্যন্ত সময় ৩০ মাস। এ সময়ের মধ্যে মায়ের ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে মা-বাবার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তবে যখন তাদের বয়স ৪০ বৎসর হয় তখন তাদের জ্ঞান ফিরে। তখন তারা আল্লাহর নেয়ামতের ও পিতামাতার দানের শুকরিয়া করতে থাকে। এবং আমালে সালেহায় মশগুল হয়ে পড়ে। -আহকাফ ১৫-১৬ আঃ।

৬৯০। পিতামাতাঃ যারা পিতামাতাকে কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে উঃ শব্দ বলে এবং আরও বলে তোমরা কি আমাকে পুনঃ জন্ম দিবার ওয়াদা করছ? নানারকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কথা বলে পিতামাতার মনে কষ্ট দেয়। তখন পিতামাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায় এবং বলে, তোর জন্য ধ্বংস। তুই আল্লাহর উপর ঈমান আন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। -আহকাফ ১৭ আঃ।

৬৯১। জ্বিনঃ এক দল জ্বিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাদের কাওমের কাছে গিয়ে প্রচার করে। - আহকাফ ২৯-৩৪ আঃ।

সূরা মুহাম্মদ-৪৭

৬৯২। আমল নষ্টঃ যারা কুফরী করে এবং এবাদতের রাস্তা বন্ধ করে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়। -মুহাম্মদ ১ আঃ।

www.pathagar.com

৬৯৩। ঈমানঃ যারা পূর্ণ ঈমানদার আমলে সালেহায় মশগুল এবং কোরানের আদেশ পালনে তৎপর তাদের জন্য মুক্তি। -মুহাম্মদ ২ আঃ।

৬৯৪। কণ্ঠে আঘাতঃ যুদ্ধে রত শত্রুদের কণ্ঠে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার নির্দেশ। -মুহাম্মদ ৪ আঃ।

৬৯৫। কুরআনকে ঘৃণা করলেঃ যারা কোরান মজিদকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং উহার আদেশকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট। -মুহাম্মদ ৮-৯ আঃ।

৬৯৬। জন্তুর মত খায়ঃ অনেক লোক আছে আল্লাহকে মানে না এবং খাওয়ার ব্যাপারে পশু তুল্য। -মুহাম্মদ ১২ আঃ।

৬৯৭। শত্রুঃ শত্রুদের এ কথা জানা উচিত, তাদের গ্রাম অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী গ্রামকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। তারা যদি নাফরমানী করে তবে তাদের গ্রামকে অতি সহজে ধ্বংস করে দিবেন। -মুহাম্মদ ১৩-১৪ আঃ।

৬৯৮। বেহেস্তে ৪ নদীঃ মুত্তাকীদের জন্য বেহেস্তে ৪ প্রকার নদী প্রবাহিত থাকবে। (১) সচ্ছ পানির নদী, এ পানি কখনই দুর্গন্ধযুক্ত হবে না। (২) দুধের নদী। দুধের স্বাদ চিরবিদ্যমান থাকবে। (৩) সরবতের নদী। এ সরবৎ যতই পান করবে ততই স্বাদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (৪) মধুর নদী। সুস্বাধু মধু যতই পান করা যাবে ততই শরীর ও মনে শক্তি ও স্ফূর্তি যোগাবে। - মুহাম্মদ ১৫ আঃ।

৬৯৯। রেহেমঃ আত্মীয়তা ছিন্নকারীর উপর আল্লাহর লানৎ। -মুহাম্মদ ২২-২৩ আঃ।

৭০০। আমল নষ্টঃ আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ যে কাজে আল্লাহ রাজী খুশী থাকেন সেই সমস্ত কাজকে যারা ঘৃণা করে তাদের আমল নষ্ট হয়ে যায়। -মুহাম্মদ ২৮ আঃ।

৭০১। হুজুর (সাঃ)কে যে ব্যক্তি সন্দেহের চোখে দেখে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। - মুহাম্মদ ৩২ আঃ।

❐ নবী পর সন্দিহান হবে যে জন/আমল তার বরবাদ শুন হে তরুণ।
নবীকে রাখ হৃদে যত নর-নারী/ সুখে ও শান্তিতে রবে বেহেস্ত ভিতরী।

-হাসানাত

সূরা ফাতাহ-৪৮

৭০২। হোদায়বিয়াঃ হোদায়বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস। -ফাতহী ১ আঃ।

৭০৩। দেলে সাকিনাঃ আল্লাহ মুমেনদের অন্তরে সাকিনা (শান্তি) দান করেন। -ফাতাহ ৪-৫ আঃ)

৭০৪। মুনাফেক নর-নারীর উপর আল্লাহর গজব অবধারিত। -ফাতাহ ৬ আঃ।

৭০৫। প্রতিজ্ঞা ও সন্ধিঃ হুজুর (সাঃ) স্বপ্নে হজ্ব করার জন্য আদিষ্ট হলে ১৪শ' সাহাবা নিয়ে পদ যাত্রা করে হোদায়বিয়াতে অবস্থান করেন। দূত মারফৎ মক্কাবাসীকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা শুধু হজ্ব ও ওমরা পালন করে ফিরে যাবেন। কোরেশরা রাজী না হয়ে বাধার সৃষ্টি করে। বাধা নিরসনের জন্য হুজুর (সাঃ) দূত পাঠান। কিন্তু কোরেশরা দূতকে অপমান করে তাড়ায়ে দেয়। পরে হুজুর (সাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)কে প্রেরণ করেন। কোরেশরা হঠকারিতা করে হযরত ওসমান (রাঃ)কে আটক রাখে এবং তাকে

www.pathagar.com

হত্যা করা হয়েছে বলে ঘোষণা করে। মুসলমানেরা মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে হুজুর (সাঃ)-এর নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে তাদের প্রাণ থাকা পর্যন্ত হযরত ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। এই শপথকে বাইয়াতে রেজওয়ান বলা হয়। কোরেশরা এতে ভীত হয়ে পড়ে এবং হযরত ওসমান (রাঃ)কে ছেড়ে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে।

❐ হুজুর (সাঃ) রাজী হয়ে হযরত আলীকে সন্ধিনামা লিখার আদেশ দেন। হযরত আলী (রাঃ) সন্ধিপত্রের শিরোনামায় লিখেন (১) "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" কাফেরেরা এতে প্রতিবাদ করে। শেষে রহমান রহিম নাম কেটে দিয়ে সেই স্থানে লিখা হয় "বিসমিল্লাহে আল্লাহুম্মা" (২) তিনি লিখেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এতে ঘোর প্রতিবাদ জানায়। মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল এ কথা তারা কিছুতেই মেনে নিল না। অনেক তর্কের পর হযরত আলীকে কাটার নির্দেশ দেন। হযরত আলী বলেন, আমার জীবন থাকা পর্যন্ত কাটতে পারব না। তখন হুজুর (সাঃ) নিজেই কেটে দেন। এর পরিবর্তে লিখা হয়-মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। (৩) ১০ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। (৪) এ বছর হোদায়বিয়া হতেই ফেরৎ যেতে হবে। (৫) কোন মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না। (৬) কোন মুসলমান মক্কা হতে মদিনায় গেলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। সন্ধির শর্তগুলি খুব ব্যথাদায়ক। তাই হযরত ওমর (রাঃ) খুব অসন্তোষ হন। কিন্তু আল্লাহ এটাকে মক্কা বিজয় বলে ঘোষণা দেন।

৭০৬। মুনাফেকদের ধারণাঃ মুনাফেকের ধারণা ছিল কোরেশরা এই সুযোগে সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করবে। আর মদীনায় ফিরে আসতে পারবে না। -ফাতাহ ১২ আঃ।

❐ খোদাই বন্ধুঃ দুশমন চেমিকুনাদ চু মেহেরবান বাশাদ দোস্ত?

অর্থ- আল্লাহ সহায় থাকলে শত্রু কি করতে পারে?

৭০৭। বায়াতের বৃক্ষঃ হোদায়বিয়াতে যে বৃক্ষের নীচে বায়াৎ লওয়া হয়েছিল, পরের বছর সেই বৃক্ষ খোঁজে বের করতে পারে নাই। আল্লাহ ভুলায়ে দেন। নচেৎ অসৎ লোকেরা ঐ বৃক্ষকে পূজা করত। -ফাতাহ ১৮ আঃ।

৭০৮। খয়বর বিজয় ও বহু মালে গানিমাত লাভ। -ফাতাহ ১৯-২১ আঃ।

❐ ইহুদীরা মদীনা হতে বিতাড়িত হয়ে খয়বরে আস্তানা গাড়ে। সেখান হতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ৭ম হিজরীতে মুসলমানরা খয়বর অবরোধ করে ও জয় করে। খয়বরে ইহুদীদের অনেকগুলি দুর্গ ছিল; তন্মধ্যে কামুস দুর্গ সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা মজবুত। এটা অবরোধ করা হয় এবং দীর্ঘ দিন অবরোধ থাকে। মাঝে মাঝে খন্ড যুদ্ধ হয়। কিন্তু সিংহদ্বার কেউ ভাংতে সক্ষম হয় না। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) হায়দরী হাঁক-আল্লাহ আকবার বলে সজোরে দরজার কপাট ধরে টান মারায় একটি পাল্লা খসে আসে। হযরত আলী রাঃ উক্ত পাল্লাকে মাথার উপর তুলে সজোরে নিক্ষেপ করেন। পাল্লাটি ৪/৫ হাত দূরে গিয়ে পড়ে। দুর্গের সমস্ত মাল মাত্তা তাদের হস্তগত হয়। খয়বর মদীনা হতে ৪ মাইল উত্তরে সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত।

৭০৯। মক্কা বিজয়ের পর বাতনে মক্কা একটি নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়। -ফাতাহ ২৪ আঃ।

www.pathagar.com

৭১০। বিজয়ের স্বপ্নঃ হুজুর (সাঃ) মক্কা বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন। আল্লাহ বলেন, আপনার স্বপ্ন সত্য। -ফাতাহ ২৭-২৮ আঃ।

❐ হুজুর (সাঃ) স্বপ্নের পর ১৪শ' সাহাবা নিয়ে হোদায়বিয়া পৌছেন এবং দূত মারফৎ আলোচনার পর সন্ধিপত্র লেখা হয়। সন্ধিনামা লিখার পর আরবের বহু গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

❐ হুজুর (সাঃ) রোম সম্রাট মাকুকাসের নিকট ইসলামের দাওয়াত পত্র প্রেরণ করেন। রোম সম্রাট সম্মানের সাথে পত্রখানা গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন না বটে কিন্তু নবীর সম্মানের জন্য মেরী নামে একটি দাসী এবং দুলদুল নামে একটি ঘোড়া উপহার দেন। হুজুর (সাঃ) সম্রাটের সম্মান রক্ষার্থে মেরী দাসীকে বিয়ে করেন। এই মেরীর গর্ভে ইবরাহিম নামে এক পুত্র জন্ম নেয় ও মারা যায়।

পারস্য সম্রাট পত্র পেয়ে পত্রখানা ছিঁড়ে টুকরা-টুকরা করে হুজুর সাঃ প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। হুজুর (সাঃ) বলেন, অচিরেই পারস্য রাজ্য ধ্বংস হবে। উত্তরকালে হুজুর (সাঃ)-এর বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। বোখারী শরীফ ৩য় খন্ড ২৩৪-২৫২ আঃ

৭১১। মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর রসূল। তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা শত্রুদের জন্য পরম শত্রু এবং মুসলমানদের জন্য পরম মিত্র, পরম বন্ধু। তাদের ললাটে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান। তারা প্রথমে একটি চারা গাছ তুল্য ছিল। চারা গাছ যেমন ধীরে ধীরে বড় হয়ে মজবুত হয়। ঠিক তেমনি মুসলমানেরা ধীরে ধীরে শক্ত ও মজবুত হয়ে শত্রুদের উপর আঘাত হানে এবং মক্কা জয় করে নেয়। -ফাতাহ ২৯ আঃ।

❐ হাজা রাসূলুল্লাহে কাল বদরে বাইনামা/বেহি কাশাফাল্লাহু দ্দোজা রাব্বোনা।
-দেওয়ানে আলী

অর্থঃ আল্লাহর নবী মোদের মাঝে পূর্ণিমার চাঁদ/আঁধার সরি দিল প্রভু কারণে মুহাম্মদ। -হাসানাত

সূরা হুজরাত-৪৯

৭১২। ওহীঃ ওহী নাজেল হলো, "নবী (সাঃ)-এর আগ দিয়ে যেওনা।" এ আদেশ হবার পর সাহাবাগণ হুজুর (সাঃ)কে সর্বদা সামনে রেখে চলতেন। -হুজুরাত ১ আঃ।

৭১৩। উচ্চস্বরে কথাঃ নবীর (সাঃ)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বললে আমল নষ্ট হয়ে যায়। -হুজুরাত ২-৩ আঃ।

❐ এই ওহী নাজেল হলে ৩ জন সাহাবীর অবস্থা করুণ হয়ে পড়ে। (১) হযরত আবু বকর (রাঃ) (২) হযরত ওমর (রাঃ) (৩) সাহাবী সাবেত বিন কায়েস (রাঃ)। তাঁরা আমল নষ্ট হওয়ার ভয়ে এতই ভীত হন যে কথা ফিস ফিস করে কথা বলতে আরম্ভ করেন। সময় সময় হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথা বুঝাই যেতো না। পুনঃ জিজ্ঞাসা করে জানতে হতো। সাহাবী সাবেত (রাঃ) স্বর খুব উঁচু ছিল। তিনি ভয়ে কেঁদে ফেলেন কি করে স্বর নীচু করবেন।

❐ আমল নষ্ট হওয়ার ভয়ে তারা এতই ভীত হতেন, আর এখন কি অবস্থা। আমলের জন্য কোন লজ্জা করেন না। চীৎকার করে যা ইচ্ছা তাই বলে এরা আমল নষ্ট হওয়ার কোন ভয় রাখে না।

www.pathagar.com

৭১৪। গাল মন্দ না করাঃ কোন কাওমকে বা কোন মহিলাকে গাল দিওনা। কারণ তারা তোমাপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কারও খারাপ নাম ধরে ডেকো না। -হুজুরাত ১১ আঃ।

৭১৫। 'নবী (সাঃ)-এর নাম ধরে ডাকা নিষেধ।' সে সময়ে অনেকেই হুজুর (সাঃ)-এর নাম ধরে ডাকত। আল্লাহ ওহী দ্বারা নিষেধ করেন। -হুজুরাত ৪-৫ আঃ।

৭১৬। ধারণাবশতঃ। ধারণার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ অনেক ধারণা পাপ। পরের দোষ অনুসন্ধান কর না। -হুজুরাত ১২ আঃ।

দোষ অনুসন্ধান করা ৩ প্রকার ঃ

(১) দোষ অনুসন্ধান করা ওয়াজেব। যেমন-যে দোষ সমাজের ক্ষতি করে।

(২) যে দোষ ব্যক্তিগত দোষ যা সমাজের ক্ষতি করে না। এরূপ দোষ অনুসন্ধান না করা মুবাহ।

(৩) দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। মিথ্যা দোষ দিয়ে অপমান করা হারাম। ভাল ব্যক্তিকে লজ্জা দিবার জন্য খারাপ বলা হারাম।

৭১৭। দোষঃ তোমার ভাইয়ের অর্থাৎ মুসলমানের দোষ খুঁজে বের করো না। নচেৎ তোমার মরা ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া হবে। -হুজুরাত ১২ আঃ।

৭১৮। সৈয়দ, শেখ, পাঠান। এগুলি শুধু পরিচয়ের জন্য। বংশের গৌরবের জন্য নয়। বরং যে অধিক পরহেজগার সেই আমার নিকট অধিক প্রিয়। সেইই সৈয়দ। -হুজুরাত ১৩ আঃ।

৭১৯। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তাকে মুমেন বলে। -হুজুরাত ১৪-১৭ আঃ।

সূরা কাফ-৫০

৭২০। রসূলঃ আল্লাহ কোরান মজিদের শপথ করে বলেন-যখনই আমি রসূল পাঠাই তখনই কাফেরগণ বলে মানুষ কি করে রাসূল হতে পারে? বড় আশ্চর্যের কথা। -কাফ ১-২ আঃ।

৭২১। মানুষ মরে, পচে, গলে গেলেও আল্লাহ জিন্দা করবেন - এ কথা শুনে কাফেরগণ অবাক হতো এবং বলতো অসম্ভব, জিন্দা করা অসম্ভব। -কাফ ৩ আঃ।

৭২২। কবরঃ আল্লাহ বলেন, কবরে রাখার পর মাটিতে কতটুকু খেলো না খেলো তার হিসাব আমার কেতাবে লিখা আছে। সুতরাং মরাকে জিন্দা করা আমার কাছে অতি সহজ। -কাফ ৪ আঃ।

৭২৩। সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করঃ বিধর্মীরা শুধু বিরোধিতা করে চলেছে। তাদের লক্ষ্য করা উচিত এই বিশাল আসমান কিভাবে সৃষ্টি হল। কিভাবেই বা নক্ষত্র রাজি দ্বারা আকাশ সজ্জিত হলো? জমিন কেমনে সৃষ্টি হল, মেঘ হতে কি করে বৃষ্টি হয় এবং নানারকম শস্য উৎপাদিত হয়? আরো অনেক জিজ্ঞাসা ও জবাব। -কাফ ৬-১৫ আঃ।

৭২৪। আল্লাহ অতি নিকটেঃ আল্লাহ মানুষের ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটে আছেন। -কাফ ১৬ আঃ।

www.pathagar.com

৭২৫। চোখের দোয়াঃ "ফাকাশাফনা আনকা গেতায়াকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ"। - কাফ ২২ আঃ।

৭২৬। দোযখঃ আল্লাহ দোযখকে জিজ্ঞাসা করবেন তার পেট ভর্তি হল কিনা? -কাফ ৩০ আঃ

৭২৭। নামাজঃ ৫ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে এই আয়াতের স্পষ্ট দুই ওয়াক্তের অর্থাৎ ফজর ও আছরের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন, যারা ভয় করে তাদেরকে কোরানের মাধ্যমে উপদেশ দাও। -কাফ ৩৯ আঃ।

সূরা জারিয়াত-৫১

৭২৮। ৪ রকমের বাতাস। (১) এমন প্রবল বাতাস যা ধূলি উড়ায়ে নিয়ে যায় (২) যে বাতাস ভারী মেঘ উড়ায়ে নিয়ে যায় (৩) যে বাতাস দ্রুতগতিতে মেঘ পরিচালনা করে (৪) যে বাতাস বৃষ্টি বহনকারী মেঘকে শস্য ক্ষেতের দিকে পরিচালনা করে। উক্ত ৪ রকমের বাতাসের শপথ করে আল্লাহ বলেন, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। -জারিয়াত ১-৬ আঃ।

৭২৯। মুত্তাকীদের মালের হকদার-ছায়েল এবং এমন গরীব যারা কষ্টে দিন কাটালেও কারো কাছে চায় না। - জারিয়াত ১৫-১৯ আঃ।

৭৩০। হযরত ইবরাহিম (আঃ) অতীত বয়সে পুত্র সুসংবাদে বক্তব্য রাখেন। -জারিয়াত ২৪-৩০ আঃ।

২৭ পারা

৭৩১। কাওমে লূতঃ কাওমে লূতকে ধ্বংস করার জন্য ফেরেস্তা প্রেরণ। -জারিয়া ৩১-৩৭ আঃ।

৭৩২। শুধু আল্লাহর এবাদতঃ একমাত্র এবাদতের জন্যই জ্বিন ও ইনছানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। -জারিয়া ৫৬ আঃ।

৭৩৩। রুজির মালিক আল্লাহঃ তিনিই রাজ্জাকুল মাতিন। -জারিয়া ৫৮ আঃ।

সূরা তুর-৫২

৭৩৪। ৫টি শপথঃ ৫টি জিনিসের শপথ করে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামত সংঘটিত হবে। - তুর ১-৭ আঃ।

(১) তুর পাহাড়ের শপথ। এই পাহাড়ে হযরত মুসা নবী আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হিরা পাহাড়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। সেই হিরা পাহাড়ের শপথ।

(২) কেতাব, তাওরাত ও কোরান মজিদের শপথ।

(৩) বাইতুল মামুর ফেরেস্তাদের মসজিদ এবং মানব জাতির সেরা মসজিদ কাবা ঘরের শপথ।

(৪) ছাক্‌ফেল্ মারফু অর্থাৎ আছমান এবং আছমান সাদৃশ্য পর্বত এর শপথ।

www.pathagar.com

(৫) সাগর। মূসা (আঃ)-এর লাঠির আঘাতে যে সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব হয়। সেই সাগর অথবা নূর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে মরু সাগর পেরিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন সেই সাগরের শপথ করে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় কিয়ামত হবে।

৭৩৫। সন্তানঃ মুমেনদের ঈমানদার, নেককার সন্তান পিতা মাতার সঙ্গে বেহেস্তে থাকবে। বেহেস্তী লেবাছ পরে বেহেস্তী আহারে মশগুল থাকবে। -তুর ২১-২৪ আঃ।

সূরা তুর-৫২

৭৩৬। "ফামান্নাল্লাহু আলাইনা ওয়া ওকানা আজাবাচ্ছামুম" অর্থাৎ মহান আল্লাহ আমাকে অনেক করুণা দান করেছেন এবং কঠিন বিপদ হতে রক্ষা করেছেন। -তুর ২৭ আঃ

❐ উক্ত দোয়া নিখুঁত পানে লিখে খাওয়ালে বসন্ত রোগ হতে আল্লাহ রক্ষা করেন।

৭৩৭। নামাজে দাঁড়ানোর সময় তসবীহ অর্থাৎ সানা পড়ার হুকুম। - তুর ৪৮ আঃ

❐ সানা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদেকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরোকা।

২য় সানাঃ

❐ আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বায়াদতা বাইনল মাশরিকি ওল মাগরীবে ওয়া নাক্কেনী মিনাল খাতাইয়া কামা ইয়ুনাক্কাস সাওবুল আবইয়াজু মিনাদ্দানাছে। আল্লাহুম্মাগছেল খাতাইয়াইয়া বিল মায়ে ওচ্ছালজে ওল বারদে। (বুখারী শরীফ)

সূরা নজম-৫৩

৭৩৮। ওহীঃ আল্লাহর নবী ওহী ছাড়া কথা বলেন নাই। "ওয়া মা ইয়ান্তেকো আনেল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ ইউনইউহা। -নজম ৩-৪ আঃ।

❐ (গোফতায়ে-উ-গোফতায়ে আল্লাহ বুদ)/ গাচে আজ হুলকুমে আব্দুল্লাহ বুদ)

❐ নবীর কথা আল্লাহরই কথা কোরানে পাওয়া গেল/ ফার্সী বাংলায় অর্থ বলে জ্ঞাত করান হলো

৭৩৯। কে মুত্তাকীঃ মুত্তাকী যে কোন ব্যক্তি তা শুধু আল্লাহ পাক জানেন। কোথাকার মাটি দিয়ে কোন গাছের ফল খাওয়ায়ে, কি রকম নুৎফা দিয়ে দেহ তৈরী তা একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন। কাজেই নিজকে পবিত্র মনে করা ঠিক নয়। - নজম ৩২ আঃ।

৭৪০। আবেদ-বিন মগিরা নামক ব্যক্তি কিছু দান করতে চাইলে তার বন্ধুরা তাকে দান করতে নিষেধ করলে সে আর দান করে না। এই ঘটনা আল্লাহ তার হাবীবকে জানায়ে দেন। -নজম ৩৩-৩৫ আঃ।

৭৪১। ছহিফা এক বচন। বহু বচনে ছোহোফুন। ছোহোফুন অর্থ অনেকগুলি সহিফা। কেহ বলেছেন হযরত মুসাকে তাওরাৎ ছাড়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি সহিফা দেয়া হয়েছিল। তাদের হিসাবে আসমানী কেতাব হয় ১১৪ খানা। অথচ বিশ্বের সবাই জানে আসমানী কেতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। তারা শুধু ছোহোফুন শব্দের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে হাজার পাওয়ার বাল্বের

www.pathagar.com

নিকট ৪০ পাওয়ারের বাল্ব নিষ্প্রয়োজন। তাওরাত একটি বিরাট গ্রন্থ। তার পাশে ক্ষুদ্র ১০টি সহিফা নিষ্প্রয়োজন। আসলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মিলে তাওরাত গ্রন্থ। যেমন ৩০ পারা মিলে পূর্ণ কোরান মজিদ একটি মহাগ্রন্থ। কোরান মজিদের বিভিন্ন নাম আছে যেমন আল কেতাব, আল কোরআন, আল ফোরকান, আন নূর, আন জেকের। ঠিক তেমনি তাওরাতকেও আল্লাহ বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন। যেমন তাওরাত, আলওয়াহ, আল কেতাব, আল ফোরকান, ছহিফা। এতে বুঝা যায় যে হযরত মুসা (আঃ)-কে শুধু তাওরাত কেতাব দেয়া হয়েছিল।

সূরা কামার-৫৪

৭৪২। চাঁদ দুই ভাগঃ আল্লাহ বলেন, চাঁদ দু'টুকরা হয়েছে এবং কিয়ামতও নিকটবর্তী হয়েছে। তোমরা সাবধান হও। গাফেল হয়ে থেকো না। একতারাবাতেচ্ছায়াতু -কামার ১ আঃ

❐ এক পূর্ণিমার রাতে কাফের নেতারা আল্লাহর নবীকে অপমান করার উদ্দেশ্যে বলে মুহাম্মদ (সাঃ) যদি তুমি ঐ আকাশের চাঁদকে দুই টুকরা করতে পার তাহলে আমরা ঈমান আনব। হুজুর (সাঃ) আল্লাহর হুকুমে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা চাঁদকে ইশারা করায় চাঁদ দু'টুকরা হয়ে দুই দিকে হেলে যায়। জগতবাসীরা চাঁদের অবস্থা দেখে হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু মক্কার কাফেরগণ ঈমান তো আনেই নাই বরং আল্লাহর রাসূলকে যাতদুকর বলে ঠাট্টা করে।

৭৪৩। হাশরের দিনে ঃ হাশরের দিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে মানুষের চোখ ছানা বড়া হয়ে পড়বে। ফেরেস্তাদের হুঙ্কারে সকলে ভীত হয়ে কোন কথা না বলে আহ্বানকারীর পিছন পিছন ছুটবে। - কামার ৭-৮ আঃ

৭৪৪। দোয়াঃ নূহ নবী বিপদে পড়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। (রাব্বি) "আন্নি মাগলুবুন ফানতাছের" -কামার ১০ আঃ

৭৪৫। সারসার ঝড়ঃ আল্লাহ মহান কাওমে আদকে সরসর ঝড় দ্বারা ধ্বংস করেন। -কামার ১৮-২১ আঃ।

৭৪৬। হযরত সালেহ নবীর উটনীর বর্ণনা ও হযরত লূত (আঃ) - কামার ২৩-৩৯ আঃ।

সূরা রাহমান ৫৫

৭৪৭। রাহমানঃ মহিয়ান, গরিয়ান আল্লাহর গুণগানে এই সূরা পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে কোরান শিক্ষা দিয়েছেন যাতে করে সে আল্লাহর আইন-কানুন অবগত হয়ে সীরাতে মুছতাকীমের পথে চলতে পারে ও বেহেস্তবাসী হতে পারে। তিনি এই সূরায় জানান, তার সৃষ্টজীব সকলেই তাকে সেজদা করছে। চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষলতা সকলেই তাঁর গুণগান গাইছে। তিনি জমিনের উপর নানারকম খোশাদার ও খোশাবিহীন ফুল ও শস্য উৎপন্ন করে মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, বান্দা প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারে ? - রহমান ১-১৩ আঃ।

৭৪৮। তিনি জ্বিন-ইনছানের স্রষ্টা। তিনি দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের মালিক। তিনি দুই সমুদ্রের মাঝে সীমারেখার সৃষ্টিকারী এবং উভয় সমুদ্র হতে মণিমুক্তা উত্তোলনকারী। সুতরাং আল্লাহর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করছ? -রহমান ১৪-২৩ আঃ।

www.pathagar.com

৭৪৯। "ইয়া মায়াশারাল জ্বিন্নে ওয়াল ইনছে"ঃ আল্লাহ মহান জ্বিন ও ইনছানকে লক্ষ্য করে বলেন, যদি তোমরা পার আসমান-জমিন পেরিয়ে যাও কিন্তু তোমাদের সে শক্তি নাই। যেখানে যাবে সেখানে আল্লাহর রাজত্ব সুতরাং আল্লাহর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পার? - রহমান ৩৩ আঃ।

৭৫০। মুজরেমঃ পাপীদের কপালের চুল ও ঠ্যাং ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছটফট করবে। সুতরাং আল্লাহর কোন্ নেয়ামতকে মিথ্যা বলছ? - রহমান ৪১-৪৫ আঃ।

৭৫১। দুইটি বেহেস্তঃ যারা আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত হবে আল্লাহ পাক খুশী হয়ে তাদেরকে ২টি বেহেস্ত দিবেন। ২টিই উত্তমরূপে সজ্জিত এবং সেখানে প্রবাহমান ঝরণা থাকবে। বেহেস্তীদের সেবার জন্য মনি-মুক্তা তুল্য হুর গেলেমান উপস্থিত থাকবে। সুতরাং আল্লাহ মহানের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করতে পার ? -রহমান ৪৬-৬১ আঃ

৭৫২। আরও দুইটি বেহেস্তঃ আল্লাহভক্ত মুমেন ব্যক্তির জন্য আরও দুইটি বেহেস্ত থাকবে। এদের রং হবে গাঢ় সবুজ ও নীল। সম্ভবত একটি বিশ্রামাগার আর একটি প্রমোদাগার। সুতরাং কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পার ? - রহমান ৬২-৬৪ আঃ।

৭৫৩। সেখানে ঝরণা, নানারকম ফলমূল উত্তম স্বভাবের হুর-পরী বিদ্যমান থাকবে। এগুলি সব মুমেন বান্দার জন্য। সুতরাং আল্লাহর কোন্ নেয়ামতকে মিথ্যা জানছ? যিনি এগুলি বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন তিনি অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন, দয়ার সাগর, করুণার আধার। -রহমান ৬৬-৭৮ আঃ।

সূরা ওয়াকেয়া-৫৬

৭৫৪। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। সেদিন পাহাড়, পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। -ওয়াকেয়া ১-৬ আঃ।

❐ মাথা ব্যথার দোয়া। 'লা ইয়া সাদ্দাউন আনহা ওলা ইউনজেফুন' - ওয়াকেয়া ১৯ আঃ।

৭৫৫। ৩ দলঃ সেই মহা প্রলয়ের দিন মানুষ ৩ দলে বিভক্ত হবে।

(১) সামনের দল। এ দলে নবী রসূল ও ওলী আল্লাহদের সমাবেশ হবে।

(২) ডান ধারের দল। এ দল বৃহৎ। এরাও বেহেস্তী।

(৩) বাম দিকের দল। এরা সব জাহান্নামী - ওয়াকেয়া ৭-৪০ আঃ

❐ ৩ দল (১) সামনের দল সর্বাপেক্ষা সম্মানিত দল, নবীদের দল, হযরত আদম আঃ হতে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত নবীদের এক বিরাট সমাবেশ। নবীদের সঙ্গে রইবে তাঁদের প্রিয় সাহাবীরা। এ কারণে ছাদেকীন বা সামনের দল হবে বিরাট। নবীদের দলে আখেরী নবীর উম্মতের সংখ্যা হবে কম। এই আয়াত সুল্লাতুম মিনাল আউয়ালিন ওয়া কালিলুম মিনাল আখেরীন" নাজেল হওয়ায় হুজুর (সাঃ)-র সাহাবীরা হয়রান হয়ে পড়েন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের কি গতি হবে? তখন ওহী নাজেল হয় "লে আছহাবেল ইয়ামীন ছুল্লাতুম মিনাল আউয়ালীন ও ছুল্লাতুম মিনাল আখেরীন।" অর্থাৎ ডান ধারের দলে পূর্ব নবীদের উম্মতের এক বিরাট সংখ্যা থাকবে

www.pathagar.com

এবং আখেরী নবীর উম্মতেরও এক বিরাট সংখ্যা থাকবে। এইভাবে ডান ধারের দল হবে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা শ্রবণ করে সাহাবারা আনন্দের নিশ্বাস ফেলেন। উভয় দলই বেহেস্ত যাবে। সেখানে নানারকম খাবার উপস্থিত থাকবে। হুর গেলেমান শারাবান তহুরা নিয়ে সেবায় নিয়োজিত থাকবে। -ওয়াকেয়া ১০-৪০ আঃ।

৭৫৬। শেষ অর্থাৎ বাম ধারের লোক হবে জাহান্নামী। -ওয়াকেয়া ৪১-৫৫ আঃ।

৭৫৭। নিশ্চয় কোরান অতি পবিত্র। আল্লাহ মহান পবিত্র। তাঁর কালামও পবিত্র। অপবিত্র অবস্থায় কোরান স্পর্শ করা নিষেধ। - ওয়াকেয়া ৭৭-৮০ আঃ

৭৫৮। মিথ্যা ঃ তোমরা কি আল্লাহর বাণীকে সাধারণ বাণী, তুচ্ছ বাণী মনে করছ? এবং মিথ্যা বলাকে তোমাদের জীবিকা মনে করছ। -২৭ পারা ঃ ওয়াকেয়া ৮১-৮২ আঃ।

৭৫৯। হুলকুম যখন ঐ খাদ্য জাহান্নামীদের হুলকুমে পৌছবে এবং যন্ত্রণাদায়ক হবে, গলায় আটকে যাবে, তখন পরিতাপের দৃষ্টিতে তাকায়ে থাকবে। -ওয়াকেয়া ৮৩-৮৪ আঃ।

৭৬০। আর আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নিকটেই আছি তা তোমরা দেখতেও পাওনা, বুঝতেও পার না। - ওয়াকেয়া ৮৫ আঃ

৭৬১। ফল কথা যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে তারা সৌভাগ্যশালী তাদের জন্য শান্তি রয়েছে এবং নানাবিদ খাদ্য এবং আরামদায়ক বেহেস্ত রয়েছে। আসহাবে ইয়ামীন তাদের জন্য সালাম। - ওয়াকেয়া ৯০-৯১ আঃ

৭৬২। যারা পথ ভ্রষ্ট মিথ্যাবাদী তাদের স্থান নরকে। -ওয়াকেয়া ৯২-৯৪ আঃ।

৭৬৩। তসবীহ হে নবী আপনি আপনার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পড়ুন। - ওয়াকেয়া ৯৬ আঃ

সূরা হাদীদ-৫৭

৭৬৪। গুণগাণঃ "ছাববাহা নিল্লাহে মা ফিছুছামাওয়াতে ওল আর্দে" অর্থাৎ আছমান জমিনে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর গুণগানে মশগুল। তিনিই জিন্দাকারী ও মৃত্যুদাতা। - হাদীদ ১-২ আঃ।

৭৬৫। "হুয়াল আওয়ালো ওল আখেরো ওজ্জাহেরো ওল বাতেনু" -অর্থাৎ তিনি প্রথম এবং তিনি শেষ। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। এই কথার পক্ষে আল্লাহ পাক সূরা রহমানে বলেছেন, "কুল্লু মান আলাইহা ফানি'ও ওয়া ইয়াবকা ওজহু রাব্বিকা জুলজালালে ওল ইকরাম।" অর্থাৎ সবই ফানা হবে কেবল আল্লাহ পাকই থাকবেন। -হাদীদ ৩-৬ আঃ

৭৬৬। দানে ঢিলামী ঃ আল্লাহ মহান বলছেন কি হয়েছে তোমাদের? দান করতে ঢিলামী করছ কেন? তোমাদের অর্থ তো আমার। আমি তোমাদেকে দিয়েছি। তবে আমার রাস্তায় দান করতে এতো বেশী দেরী কেন? মনে রেখো যে আগে দান করে সে উত্তম এবং তার মর্যাদাও বেশী। -হাদীদ ১০-১১ আঃ

৭৬৭। পুলছেরাত ঃ হাশরের দিন পুলসেরাত পারাপারের সময় মুমেনদের নূর সামনে ও ডান দিকে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিতে থাকবে। -হাদীদ ১২ আঃ

www.pathagar.com

❐ আল্লাহর নবী বলেছেন, হাশরের ময়দানে জাহান্নামের উপর দিয়ে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য একটিমাত্র রাস্তা থাকবে। আর সেই রাস্তাকেই বলা হয় পুলসেরাত। পুলসেরাত হবে চুলের চেয়েও চিকন আর খুরের চেয়েও ধারাল। এমন একটা কঠিন পুল পার হয়ে বেহেস্তে যেতে হবে। যারা মুমেন মুত্তাকী তারা চোখের পলকে অর্থাৎ বিদ্যুৎ বেগে পার হয়ে যাবে। পুলসেরাত থাকবে গহীন অন্ধকার আগুনের উপর। বেহেস্তীরা তাদের সামনের ও ডান ধারের নূরের আলোতে পলকে পার হয়ে যাবে। কিন্তু জাহান্নামীরা আঁধারে কেটে কেটে আগুনে পড়ে যাবে।

৭৬৮। পাপীদের প্রাচীর ঃ মুনাফেক নর-নারী বেহেস্তীদের নিকট হতে আলো নিবার জন্য ভীড় জমাবে তখন হঠাৎ করে জাহান্নামীদের সামনে প্রাচীর হয়ে যাওয়ায় জাহান্নামীরা দিশেহারা হয়ে পড়বে। -হাদীদ ১৩-১৪ আঃ

৭৬৯। হায়াতে দুনিয়া খেলা ধুলার জীবন মাত্র। এ জীবনকে ধানের গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধানের কচি কচি চারা গাছগুলি দেখতে বেশ সুন্দর। একটু বড় হলে আরো সুন্দর লাগে। ধান পেকে সোনালী বরণ ধারণ করলে কৃষকের মন আনন্দে ভরে ওঠে। শেষে মাড়াই করে গোলাতে রাখে। গোলা ঘর ধানের শেষ স্থান নয়। বরং ধানকে আগুন পানিতে সিদ্ধ করে ঢেকিতে বানাই করে চাউল করা হয়। পুনরায় চাউলকে সিদ্ধ করে চিবিয়ে আহার করে সকালে পায়খানায় ফেলে দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ছেলে ভুমিষ্ট হলে খুব আনন্দ লাগে। ছেলে দিনে দিনে বড় হয়ে সকলের মনে আনন্দ বৃদ্ধি করতে থাকে। তৎপর পূর্ণ যৌবনের পরশ লাগলে সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তার পর বার্ধক্য হলে মৃত্যু তাকে কবরে রাখে। আর এই কবর হল মানুষের জীবনের শেষ গোলা ঘর। এই কবরেই ধানের পরিণতির মত মানুষের ভোগনা আছে। যদি পাপী হয় তাহলে অন্ধ বধির ফেরেস্তার পিটনী খেতে হবে।

৭৭০। হায়াতে দুনিয়াঃ কবরে ফেরেস্তারা শাস্তি দিবে। তাছাড়া সর্প দংশনও অন্যান্য আজাব কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। তৎপর হাশরের বিচারে হতভাগ্যকে অনন্ত কালের শাস্তির জন্য দোযখের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর যদি ভাগ্যবান, পুণ্যবান হয় তবে কবর (গোলাঘর) শান্তিময় ও সুখময় হবে এবং হাশরের বিচারে তাকে বেহেস্তে ঠাঁই দেওয়া হবে। -হাদীদ ২০ আঃ

❐ আলা ইন্নামাদুন্নাইয়া কা মুজ্জেলে রাকেবীন
বাতা ইশান ওয়া হুয়া ফিচ্ছোবহে রাকেবী - দেওয়ানে আলী

অর্থঃ দুনিয়া কী ঘর মুছাফেরু কে আরাম গাহ্ হায়
রাত মে ঠাহর কার সোবহে কো জানা হায়।

৭৭১। ক্ষমার জন্য দৌড়াও ঃ আল্লাহ মহানের ক্ষমা নিবার জন্য ও বেহেস্ত পাওয়ার জন্য দৌড়ে যাওয়ার হুকুম। সকলকে অতিক্রম করে আমলে সালেহাতে ফাস্ট হওয়ার আদেশ। "ছারেকু ইলা মাগফেরাতীন মে'ররাব্বেকুম ওয়া জান্নাতীন....." - হাদীদ ২১ আঃ

❐ দৌড়ে যে ছেলে ফাস্ট হয়/ সোনার মেডেল সেই তো পায়।
আমালে সালেহায় ফাস্ট হলে/ জান্নাতুল ফেরদৌস জুটবে তর ভালে

www.pathagar.com

৭৭২। বিপদ ভাগ্যের লিখন। কাজেই বিপদে অস্থির হয়ো না। হাদীদ ২২ আঃ

❐ "ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু-এই আয়াতে আল্লাহ পাক মুমেনদেরকে ৩টি নেয়ামত দানের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) যদি সে মুত্তাকী হয় তাহলে তাঁর রহমত হতে দ্বিগুণ অংশ দিবেন। (২) তাকে একটি নূর দিবেন যাহা দ্বারা সে চলাফেরা করবে। (৩) তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এতই দয়ার সাগর আল্লাহ। -হাদীদ ২৮-২৯ আঃ।

২৮ পারা

সূরা মুজাদেলা-৫৮

৭৭৩। "কাদ ছামেয়াল্লাহো কাওলাল্লাতী তুজাদেদুকা ফী জাওজেহা" অর্থাৎ আল্লাহ ঐ স্ত্রীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আপনাকে বলছিল। -মুজাদেলা ১-৫ আঃ।

❐ সাহাবী আউস বিন সাবেত স্ত্রীর উপর অসন্তোষ হয়ে জেহার করেন। জেহার অর্থ স্ত্রীকে মা, খালা ইত্যাদির অঙ্গের সাথে তুলনা করা। স্ত্রীকে কষ্ট দিবার জন্যই জেহার করা। এটা নিষেধ। আইয়ামে জাহেলিয়াতে জেহার করে স্ত্রীকে হারাম করতো। জেহারের পর আর কেও বিয়ে করতে পারতো না। এইভাবে স্ত্রীকে কষ্ট দিত। খাওলার স্বামী জেহার করলে খাওলা হুজুর (সাঃ)-এর নিকট আরজ করল। তখন ওহী নাজেল হয়নি। সুতরাং নবী (সাঃ) বলেন হয়তো তুমি তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। ৩ বার জিজ্ঞাসা করায় তিনি ৩ বারই একই উত্তর দেন। তখন খাওলা নিরূপায় হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলে দয়াময় আল্লাহ তোমার হাবীব দ্বারা আমার ব্যবস্থা কর। তখন ওহী নাজেল হয়। স্ত্রীকে মা-খালা ইত্যাদি যাদেরকে বিয়ে করা হারাম তাদের মুখমন্ডল, বক্ষ বা গুপ্ত অঙ্গের সাথে জেহার করলে কাফফারা না দেওয়া পর্যন্ত হারাম। কাফফারা দিলে হালাল হয়ে যায়। কাফফারা যথা (১) গোলাম আজাদ করা (২) ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়ান। (৩) অথবা দুই মাস রোজা রাখা।

৭৭৪। জেহারঃ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে জেহার বলে। -মুজাদেলা ২-৪ আঃ।

❐ জাহেলিয়াত যুগে স্ত্রীকে কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যে মা-এর শরীরের সঙ্গে তুলনা করে স্ত্রীকে হারাম করা হতো মা-এর শরীরের সঙ্গে তুলনা করা স্ত্রীকে গুরুতর অপরাধ। (১) মুখমন্ডল, (২) বক্ষ, (৩) লজ্জা স্থান। যদি কোন নির্বোধ বা জালেম এরূপ অপরাধ করে তবে তাকে তওবা করা ও কাফফারা দিবার বিধান। কাফফারা যথা (১) একটি গোলাম আজাদ করা (২) ক্রমাগত ২ মাস রোযা রাখা (৩) রোজা রাখতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে আহার দেওয়া।

৭৭৫। গোপনেও আল্লাহ ঃ যতই গোপন পরামর্শ হউক না কেন ২ জনে, ৪ বা ৫ জনে হউক, আল্লাহ সেখানে উপস্থিত থাকেন। আমলনামা সঙ্গে সঙ্গে লিখা হয়। কিয়ামতের দিন তা দেখান হবে। -মুজাদেলা ৭ আঃ

৭৭৬। মুনাফেকেরা সালাম দেওয়ার পরিবর্তে সাম শব্দ বলতো। যার অর্থ তুমি মরে যাও। আল্লাহ বলেন, ওদের জন্য জাহান্নাম। -মুজাদেলা ৮-১০ আঃ।

www.pathagar.com

৭৭৭। আলেমদের জন্য আল্লাহর নিকট বিরাট সম্মান আছে। -২মুজাদেলা ১১ আঃ।

৭৭৮। হিজবুল্লাহঃ মুমেনেরা কখনই কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না, যদিও পিতা হয় বা অন্য আত্মীয়। এরাই হিজবুল্লাহতে আছে। আর আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র পথ হিজবুল্লাহ। - মুজাদেলা ২২ আঃ

সূরা হাশর-৫৯

৭৭৯। বনি নজির গোত্রের বহিষ্কার। -হাশর ২-৪ আঃ।

৭৮০। খন্দকঃ যুদ্ধে সুবিধার জন্য শত্রুদের বাগানের গাছ কাটার বিধান। -হাশর ৫-৯ আঃ।

❐ অন্যের ফলবান গাছ কাটা অপরাধ। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুকে দমনের জন্য এবং যুদ্ধের সুবিধার জন্য শত্রুদের বাগানের গাছ কেটে ফেলা দোষণীয় নয়।

৭৮১। মৃত ভাইদের জন্য দোয়া "রাব্বানাগফের লানা ওয়া লে এখওয়ালেনালিল্লাজিনা ছাবাকুনা বিল ঈমান ওলা তাজ আল কি কুলুবিনা গেল্লান লিল্লাজিনা আমনু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম।" -হাশর ১০ আঃ

৭৮২। শয়তানের চেষ্টাঃ শয়তান মানুষকে কাফের বানাতে চেষ্টা করে। যখন সে কাফের হয়ে যায় তখন সে তাকে ধিক্কার দিয়ে দূরে সরে যায় এবং বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। - হাশর ১৬ আঃ

৭৮৩। সঞ্চয় ঃ প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিৎ যে সে পরকালের জন্য কতটুকু পাথেয় সঞ্চয় করল। -হাশর ১৮ আঃ

৭৮৪। জান্নাতী ও দোযখী ঃ আল্লাহ বলেন, জাহান্নামী ও জান্নাতী সমান নয় এবং জান্নাতীরাই সফলকাম। -হাশর ২০ আঃ

৭৮৫। কোরান পাহাড়ে নাযিল হলে ঃ আল্লাহ বলেন, যদি কোরানকে পাহাড়ের উপর নাজেল করতাম তাহলে পাহাড় ভয়ে চূর্ণ হয়ে যেতো। এ থেকে মানুষের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। -হাশর ২১ আঃ।

৭৮৬। সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত। -হাশর ২২-২৪ আঃ

❐ হাদীসের বর্ণনা, যদি কেহ সকাল-সন্ধ্যায় শেষ ৩ আয়াত আউজুবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহসহ ৩ বার পড়ে আল্লাহ তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেস্তা নিয়োজিত করেন-যারা ঐ ব্যক্তির সর্বপ্রকার হেফাজত করে থাকে।

❐ কোরান মজিদ দেখে পড়ুন এবং সকাল সন্ধ্যায় পড়ে বুকে ফু দিন। আল্লাহ আপনার হেফাজতের দায়িত্ব বিধান করবেন।

সূরা মুমতাহেনা-৬০

৭৮৭। আল্লাহ শত্রু ঃ যারা আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রু তাদেরকে বন্ধু ভেবো না। - মুমতাহেনা ১ আঃ

❐ সাহাবী হাতেব বিন বলাতা একটি গোপন পত্র এক নারীর হাতে মক্কায় পাঠায়। আল্লাহ ওহী দ্বারা নবী (সাঃ) কে জানালে তিনি লোক পাঠায়ে উক্ত নারীকে ধরে

www.pathagar.com

আনেন। হাতেবকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে হিজরতের সময় অন্যান্যেরা তাদের বিষয় সম্পদ দেখাশুনা করার জন্য নিজ নিজ আত্মীয়ের উপর ভার দিয়ে আসে কিন্তু আমার কোন আত্মীয় না থাকায় আমি পত্র দ্বারা আমার সম্পদ দেখা শুনার জন্য একজনের উপর ভার দিয়েছিলাম। হুজুর (সাঃ) বলেন- এরূপ করা ঠিক হয় নাই। শত্রুরা বন্ধু নয়।

৭৮৮। হযরত ইবরাহিম আঃ পিতার জন্য এস্তগফার করেন ও আল্লাহর উপর তাওক্কাল করেন। -মুমতাহেনা ৪ আঃ

৭৮৯। সুলহে হোদায়বিয়াঃ হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বহু নারী মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে। ওহী দ্বারা আল্লাহ পাক নবী সাঃকে জানায়ে দেন যদি সত্যই মহিলারা ঈমান এনে থাকে তবে তাদেরকে মক্কায় আর ফেরত না পাঠায়ে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। কারণ কাফের ও ঈমানদারের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। -মুমতাহেনা ১০-১১ আঃ

৭৯০। নবীর হাতে বায়াত ঃ মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে নর নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য মদীনায় আগমন করে। তখন আল্লাহর রাসূল সাফা পাহাড়ে পুরুষদের বায়াত করতে থাকেন। এবং বাড়ীতে মহিলাদেরকে বায়েৎ করার জন্য হযরত ওমর (রাঃ) -কে নিযুক্ত করেন। - মুমতাহেনা ১২ আঃ

❐ বায়েৎ করার শর্ত ছিল (১) তারা কখনও শেরেক করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) তারা জেনা করবে না, (৪) সন্তানকে হত্যা করবেন না, (৫) মিথ্যা বলে অন্যের গর্ভজাত ঔরস জাত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবী করবে না। তারা এ অঙ্গীকার করলে তাদেরকে বায়াৎ করার হুকুম দেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়।

সূরা সূরা সাফ-৬১

৭৯১। আল্লাহ বলেন, মুনাফেকরা যা বলে তা করে না। এরূপ করা জঘন্য খারাপ। - সুরা সাফ ১-৩ আঃ।

৭৯২। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন, তিনি আল্লাহর নবী। তার পরে আর একজন নবী আসবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ। -সুরা সাফ ৬-৭ আঃ

৭৯৩। আখেরী নবীঃ যখন সত্য সত্যই আখেরী নবী দলিলসহ এলেন তখন কাফেরগণ তাঁকে নবী বলে অস্বীকার করল। -২সুরা সাফ ৬-৭ আঃ

৭৯৪। ফু দিয়েঃ কাফের দল আল্লাহর নূরকে ফু দিয়ে উড়ায়ে দিতে চাইল কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন, তাঁর নূরকে তিনি পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়েই রাখবেন। - সুরা সাফ ৮-৯ আঃ।

৭৯৫। ঈমানী তেজারতঃ আল্লাহ পাক এমন তেজারত বা ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলে দিলেন যে ব্যবসা করলে দোযখের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। ব্যবসা আরম্ভ করতে হবে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনে। আর জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে হবে। এতে আল্লাহ এতই সন্তুষ্ট হবেন যে তিনি সমস্ত গুণাহ মাফ করে দিবেন এবং এমন সুখ শান্তির স্থান দিবেন যার নাম বেহেস্ত, যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। -সুরা সাফ ১০-১১ আঃ।

www.pathagar.com

৭৯৬। আনছারঃ আল্লাহ্ পাক মুমেনদেরকে আল্লাহর আনছার হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় হাওয়ারীরা যেমন আল্লাহর আনছার ছিল, এবং হযরত ঈসা নবীকে সাহায্য করেছিল সেই রকম আনছার হওয়ার নির্দেশ। কাফের ও আনছার দুই দল লোক। আল্লাহ্ পাক মুমেন আনছার দলকেই সাহায্য করেছিলেন। - সুরা সাফ ১৪ আঃ

সূরা জুমায় ৬২

৭৯৭। আসমান, জমিনের সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি অতি পবিত্র এবং অতীব প্রতাপশালী বৈজ্ঞানিক, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, গুণগান, যত কিছু তাঁরই। -সুরা জুমা ১ আঃ।

৭৯৮। আল্লাহ্ পাক নবী উম্মীকে জগতবাসীর জন্য শিক্ষক মনোনীত করেন। -সুরা জুমা ২-৩ আঃ।

❐ নবী উম্মী ছিলেন পরশ পাথর তুল্য। যারা তাঁর পরশ নিয়েছে তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছে। আর যারা পরশ নিল না তারা নিকৃষ্ট পশুর মত পড়ে রইল। যারা নবী উম্মীকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করল নবী (সাঃ) তাদের দেহ মনকে পবিত্র করে পবিত্র কোরান শিক্ষা দেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত করেন। আর জাহেলরা বুঝে উঠতে পারল না যে নবীর শিক্ষা ছিল স্বয়ং আল্লাহরই শিক্ষা। বিবেক না থাকার জন্যই, জ্ঞানহারা হওয়ার জন্যই মহাপন্ডিত আবুল হেকাম আবু জেহেল নামে পরিচিত হয় এবং আগুনের খড়ি হয়।

৭৯৯। বলদতুল্য আলেমঃ কতকগুলি আলেম চিনির বলদতুল্য। প্রবাদটা একেবারেই সত্য। বলদ গরু যেমন চিনির বস্তা বহন করে কিন্তু খেতে পায় না। ঠিক তেমনি কতক আলেম আছে কোরান হাদীস শিখে তা আমল করে না। আল্লাহ বলেছেন এরা জালেম। এরা গাধার মত শুধু বোঝা বহন করে থাকে। ইহুদী আলেমেরা এই রকম ছিল। -সুরা জুময়া ৫ আঃ।

৮০০। ইহুদীরা নিজেকে আল্লাহ পাকের ওলী আওলিয়া মনে করতো। কিন্তু যুদ্ধের ডাক দিলে মৃত্যুর ভয়ে পালায়ে বেড়াত। তাদের এ জ্ঞান শক্তি ছিল না যে মৃত্যু হতে পালায়ে রক্ষা পাবে না। যেখানেই যাক মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করবে। - সুরা জুময়া ৬-৮ আঃ।

মৃত্যু হতে পালাবি কোথা ওহে পামড় গাধা/যাবি যেথা মৃত্যু সেথা দিবে তোরে বাধা।
ভরি হাত গলে তব জান ছিঁড়ে নিবে/সাহস কার কেবা তোর জান ফিরে দিবে?
-হাসানাত

৮০১। শুক্রবার ঃ জুমার দিন। এই দিন সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে আল্লাহ্ পাকের জেকেরে মশগুল থাকতে হয় এবং আযান শুনা মাত্র মসজিদের দিকে দৌড়ে যেতে হয়। - জুময়া ৯ আঃ

❐ জুমার দিনের ফজিলৎ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত। "কালা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইয়াওমুল জুময়াতে ছাইয়েদুল আইয়াম ওয়া হুয়া-আজামো এন্দেল্লাহ ওয়া হুয়া আজামো

www.pathagar.com

মিল ইয়াওমিল আজহা ওয়া ইয়াওমিল ফিৎরে। ফিহে খামছো খেলালিন। খালাকাল্লাহু আদামা ফিহে ওয়া আহ্বাতাল্লাহু আদামা ফিহে ইলাল আর্দে ওয়া ফিহে তাওয়াফফাল্লাহু আদামা। ফিহে ছা-আতুন লা ইছয়ালুল্ আবদু শাইয়ান্ ইল্লা আতাহুল্লাহ মা লাম ইয়াছয়াল্- হারামান, ওয়া ফিহে তাকুমুছ ছায়াতো, মা মিন মালাফিন্ মুকার্রাবিল ওলা ছামাইন ওলা আর্দিন ওলা রিয়াহিন ওলা জেবালিন ওলা বাহরিন ইল্লা ওয়া হুয়া মুশ্ফিকুন মিন্ ইয়াওমেল্ জুময়াতে। " অর্থাৎ জুমার দিন সাত দিনের সরদার। ঐ দিন আল্লাহর নিকট বড় গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কোরবানীর ঈদ এবং ফেৎরার ঈদ অপেক্ষা উত্তম। ঐ দিনের মধ্যে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। ঐ দিনে (শুক্রবার) হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ঐ দিনেই তাঁকে বেহেস্ত হতে বহিষ্কার করে দুনিয়াতে নামায়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ দিনেই তার মৃত্যু হয়। শুক্রবার দিনে এমন এক সময় আছে যে সময়ে দোয়া কবুল হয়-যদি হারাম দোয়া না হয়। এবং ঐ শুক্রবার দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এবং এই কারণেই আসমান, জমিন, পাহাড়, ঝড়-বাতাস, সাগর-মহাসাগর এবং ফেরেস্তারা সকলেই ঐ দিন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তিত থাকে।

❒ খাকো আবো বাদো আতেশ বান্দায়ান্দ/বা মান্ ও তু মুরদা বা হাক্কে জিন্দায়ান।

-মসনবী ১ম খন্ড ২৯৬ পৃঃ

অর্থাৎ ঃ মাটি, পানি, বাতাস, আগুন সবই আল্লাহর বান্দা। যদিও এগুলি আমার তোমার নিকট মৃত।

❒ মাটি আল্লাহর হুকুমে ধসে পড়ে। পানি শুকায়ে যায়, বাতাস তাঁরই হুকুমে প্রবাহিত হয় ও বন্ধ হয় এবং আগুন তাঁরই হুকুম পালন করে। শুধু মানব ও জ্বিন অকৃতজ্ঞ। সীমা লংঘনকারী।

❒ শুক্রবার দোয়া কবুল হওয়ার কথা আল্লাহর নবী বলেছেন, ঐ দিনের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ ঐদিনে তাড়াতাড়ি মসজিদে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। মসজিদে গিয়ে সালাম দিয়ে প্রথমে ডান পা ভিতরে রেখে বলতে হয়-"আল্লাহুম্মাফআহ্লি আবওয়াবা রাহমাতেকা।" তার পর মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত দোখুলুল মসজিদ নামাজ পড়ে বসতে হয়। এরপর সুন্নাত ইত্যাদি। মসজিদের ভিতরে কথা বলা নিষেধ। নামাজ, দরুদ ও দোয়া শেষ করে বের হওয়ার সময় বাম পা বাহিরে রেখে পড়তে হয়-আল্লাহুম্মা ইন্নি আছ আলোকা মিন্ ফাদলিকা।

❒ জুমার ফজিলত দেখুন-মেশকাত শরীফ ৩য় খন্ড ২২৯-২৬১ পৃঃ

❒ আযান কিভাবে স্থির হল-মেশকাত শরীফ ২য় খন্ড ২৫২-২৬৯ পৃঃ

৮০২। রুজীঃ নামাজ হয়ে গেলে রুজীর সন্ধানে বের হবার এবং সদা সর্বদা অন্তরে অন্তরে আল্লাহর জেকের করার নির্দেশ। -সুরা জুময়া ১০ আঃ।

৮০৩। উত্তম রুজী আল্লাহর কাছেঃ প্রথম যুগে মুসলমানেরা নামাজে দাঁড়ায়ে গেছে এমন সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য জাহাজ ঘাটে লঙ্গর করায় নামাজ ছেড়ে দিয়ে তারা জাহাজের দিকে দৌড়ায়। তখন ওহী নাজেল করে আল্লাহ পাক জানায়ে দেন তোমরা নামাজ ছেড়ে দিয়ে রুজীর দিকে দৌড়ালে কিন্তু মনে রেখো রুজীর মালিক তো আল্লাহ। তাঁর কাছেই উত্তম রুজী আছে। নামাজ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয় নাই। - সুরা জুময়া ১১ আঃ।

www.pathagar.com

সূরা মুনাফেকুন-৬৩

৮০৪। মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী। তাদের চরিত্রের বর্ণনা -সুরা মুনাফেকুন ১-৮ আঃ।

৮০৫। আল্লাহ মহান মুমেনদেরকে বলেন, সাবধান! তোমাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি আল্লাহর জেকের হতে বিরত রেখে তোমাদেরকে যেন ধ্বংস না করে। মৃত্যু আসার পূর্বেই দান খয়রাত কর। মৃত্যু এলে এক মুহূর্ত সময় পাবে না। - সুরা মুনাফেকুন ৯-১১ আঃ

সূরা তাগাবুন-৬৪

৮০৬। আসমান, জমিন আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল। তিনি গোপন, প্রকাশ্য সবই জানেন। এমনকি অন্তরের গোপন খবরও রাখেন। -সুরা তাগাবুন ১-৪ আঃ।

৮০৭। নূরঃ কোরান মজিদের অপর নাম নূর। -সুরা তাগাবুন ৮ আঃ।

❐ এই নূর যার অন্তরে আছে তার অন্তর আলোকিত। সে হালাল ও হারাম দেখতে পায়।

৮০৮। বিপদ আল্লাহর হুকুমেই আসেঃ যে ব্যক্তি এর উপর ঈমান আনে আল্লাহ পাক তাকে হেদায়েত করেন। -সুরা তাগাবুন ১১ আঃ।

৮০৯। পারিবারিক সাবধানতাঃ। আল্লাহ পাক বলেন, হে মুমেন সাবধান হও। তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও কতক সন্তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সাবধান থাক। -সুরা তাগাবুন ১৪ আঃ।

৮১০। কর্জে হাসানা দান করলে আল্লাহ তাকে বহুগুণে বর্ধিত করেন। -সুরা তাগাবুন ১৭ আঃ।

সূরা তালাক-৬৫

৮১১। তালাকঃ নবীর প্রতি ওহী এলো-যদি আপনার স্ত্রীরা অবাধ্য হয় তাহলে তাদেরকে তালাক দিন। এবং ইদ্দৎ পর্যন্ত বাড়ীতে রাখুন। আর যদি ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয় তবে তাকে বাড়ি হতে বের করে দিন। -সুরা তালাক ১-২ আঃ।

৮১২। ইদ্দৎঃ যে সব নারীর হায়েজ হয় তাদের ইদ্দৎ ৩ মাস। আর যাদের পেটে বাচ্চা আছে তাদের বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দৎ। -সুরা তালাক ৪-৫ আঃ।

৮১৩। প্রসূতীঃ তালাক প্রাপ্তা প্রসূতী যদি সন্তানকে দুধ দান করতে ও পালন করতে চায় তবে তাকেই ভার দিতে ও খরচ দিতে হবে। যদি প্রসূতী অস্বীকার করে তবে অন্যের উপর ভার দিতে হবে ও খরচ দিতে হবে। -সুরা তালাক ৬-৭ আঃ।

৮১৪। আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী জনপদকে আল্লা ধ্বংস করেছেন। -সুরা তালাক ৮-৯ আঃ।

৮১৫। যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে এবং কোরানের আইন মেনে চলে, আর আমালে সালেহা করে তাদের জন্যই বেহেস্ত। -সুরা তালাক ১০-১১ আঃ।

৮১৬। ৭ আসমান ৭ জমিন। এই আয়াতে আল্লাহ পাক ৭ আসমান ও ৭ জমিনের কথা উল্লেখ করেছেন। -সুরা তালাক ১২ আঃ।

www.pathagar.com

❐ কেহ কেহ বলেন মাটির নীচে তাহতাচ্ছারা পর্যন্ত ৭টি স্তর আছে। আবার কেহ কেহ বলেন পৃথিবীর উপরিভাগেই ৭ খন্ড জমিন। যেমন (১) এশিয়া (২) ইউরোপ (৩) আফ্রিকা (৪) অস্ট্রেলিয়া (৫) উত্তর আমেরিকা (৬) দক্ষিণ আমেরিকা (৭) এন্টারটিকা।

সূরা তাহরীম-৬৬

৮১৭। আল্লাহ তার হাবীবকে বলেন, বিবিদেরকে খুশী করার জন্য আপনি হালাল জিনিসকে হারাম করতে পারেন না এবং এ ব্যাপারে আপনার কোন অধিকার নাই। -সুরা তাহরীম ১ আঃ।

❐ আল্লাহর রাসূল মধু খেতে ভালবাসতেন। তাই অভ্যাস মত বিবি জয়নবের ঘরে গিয়ে মধু খেতেন। এ ব্যাপারটা বিবি হাফছা ও বিবি আয়েশা (রাঃ) পছন্দ করতেন না এবং কি করে বাদ দেওয়ান যায় তারই কৌশল অবলম্বন করেন। একদিন তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলে ফেলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ মধু খাওয়ার কারণে আপনার মুখ হতে "মাগফীরের" (গন্ধযুক্ত আঠা)এর গন্ধ বের হচ্ছে। হুজুর (সাঃ) তাদেরকে খুশী করার জন্য মধু না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। এই কারণে আল্লাহ পাক এর প্রতিবাদ করে ওহী নাজেল করে বলেন, বিবিদেরকে খুশী করতে গিয়ে হালালকে হারাম করা চলবে না।

৮১৮। গোপন কথাঃ রাসূলে খোদা (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে কিছু কথা আমানত রাখেন। কিন্তু হযরত আয়েশা আমানতের খিয়ানত করে তা হযরত হাফছার নিকট বলে ফেলেন। একথা আল্লাহ তাঁর হাবীবকে জানায়ে দেন। হযরত আয়শা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আপনাকে এ কথা কে বলল? হুজুর (সাঃ)বলেন, মহান আল্লাহ আমাকে জানায়েছেন। আর মনে রেখো তোমরা আমার বিরোধিতা করে কিছুই কতে পারবে না। কারণ মহান আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেস্তো এবং মুমেন বান্দারা সকলেই আমাকে সাহায্য করে থাকে। -সুরা তাহরীম ৩-৪ আঃ।

❐ হুজুর (সাঃ) হযরত আয়শা (রাঃ) কে বললেন, তোমার অন্তর বক্র হয়েছে তওবা কর।

৮১৯। আল্লাহ তাঁর হাবীবকে বলেন, যদি আপনার স্ত্রীরা অবাধ্য হয়ে পড়ে তবে তাদেরকে তালাক দিন। আমি তাদের অপেক্ষা বাধ্য, অনুগত মুমেনা মুত্তাকী এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট এরূপ কুমারীর সঙ্গে আপনার বিয়ে দিব। - সুরা তাহরীম ৫ আঃ।

৮২০। নিজে বাঁচঃ আল্লাহ পাক বলেন, আগুন হতে নিজে বাঁচো এবং আহালকে বাঁচাও। কারণ আগুনের খড়ি হবে মানুষ ও পাথর। -সুরা তাহরীম ৬ আঃ।

❐ পাথর ৩ প্রকার। (১) মূর্তী পাথর (২) পাথর কয়লা (৩) গন্ধক পাথর। এগুলি দ্বারা দোযখের আগুনের প্রখরতা ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। (বিজ্ঞান)

❐ হাদীসঃ এক ছোট বালক কাঁদতে কাঁদতে হুজুর (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকেও তো আগুনে পোড়ান হবে"। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমাকে পোড়ান হবে কেন? ছেলেটি বলল আম্মাকে আগুনের চুল্লী জ্বালাতে দেখেছি ছোট খড়ি না হলে বড় খড়িতে আগুন ধরে না। কাজেই আমাকে আগুনে পোড়ান হবে। হুজুর (সাঃ) অভয় দিয়ে বলেন, তুমি ছোট ছেলে, তুমি নিষ্পাপ, তোমাকে আগুনে পোড়ান হবে না। ছেলেটির মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল।

www.pathagar.com

৮২১। ৪ জন মহিলার ২ জন জাহান্নামী আর ২ জন বেহেস্তী।

❐ হযরত নূহ(আঃ)ও হযরত লুত (আঃ) এর স্ত্রী জাহান্নামী। এরা খবিস তুল্য ছিল। এরা ছিল নবীর সম্পূর্ণ অবাধ্য। তাদের নিকট যে গুপ্ত আমানত ছিল তাতে তারা খিয়ানত করে। এই কারণে আল্লাহ তাদেরক আগুনে নিক্ষেপ করেন।

❐ ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং হযরত ঈসা নবীর জননী হযরত মরিয়াম বেহেস্তী বলে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন। -সুরা তাহরীম ১০-১২ আঃ।

২৯ পারা

সূরা মূল্‌ক-৬৭

৮২২। "তাবারাকাল্লাজী বেইয়াদেহিলমূলক। -মূল্‌ক ১-২ আঃ।

মহান আল্লাহ বলেন, তিনি অতি পবিত্র। সমগ্র জগতের মালিক তিনি। মানুষের হায়াৎ, মউৎ আল্লাহ নিজ হাতে রেখে তাদেরকে পরীক্ষা করছেন। তিনি বড় পরাক্রামশালী ও ক্ষমাকারী।

৮২৩। তিনি আসমানকে ৭ স্তরে সাজায়েছেন। তাঁর সৃষ্টি এতই নিখুঁত যে কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই। তিনি বলেন, হে মানব তোমরা আসমানের দিকে তাকাও, দেখ, লক্ষ্য কর, বারে বারে গভীরভাবে লক্ষ্য কর- দেখবে তোমাদের চক্ষু স্তব্ধ হয়ে, ক্ষীণ হয়ে, অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছে। - মূল্‌ক ৩-৪ আঃ

৮২৪। সজ্জিত আকাশঃ দুনিয়ার আসমানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে তোমার প্রভু কি রকম শিল্পী। তাঁর কারুকার্য কত নিখুঁত ও সুষ্ঠু। দেখবে রাশি-রাশি তারকা, উপগ্রহ ও গ্রহ দ্বারা কি সুন্দরভাবে সজ্জিত করে রেখেছেন। সবগুলিই উজ্জ্বল প্রদীপ। ঐ প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে রাতের পথহারা পথিক জলে স্থলে পথ পেয়ে থাকে। আবার লক্ষ্য করলে দেখবে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল তারকা ছুটে গিয়ে উর্ধগামী শয়তানকে বিদ্ধ করছে। প্রভু কি কৌশলেই যে সেগুলিকে সংরক্ষণ করছেন। - মূল্‌ক ৫ আঃ।

৮২৫। জাহান্নামের গর্জন কাফেরদের জন্যই জাহান্নাম। যখনই তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে তখনই দোযখ ভীষণ গর্জন করে উঠবে। দোযখের প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের নিকট কি কোন রসূল যায় নাই? তারা উত্তর দিবে হাঁ, কিন্তু আমরা রসূলের কথা শুনি নাই, মানি নাই। তখন ফেরেস্তারা তাদেরকে সোহকান, সোহকান বলে তাড়িয়ে দিবে। -মূল্‌ক ৬-১১ আঃ।

৮২৬। আল্লাহ পৃথিবীকে বাস উপযোগী করে তৈরী করেছেন। আর সেই কারণে মানুষ এর উপর চলাফিরা করতে পারে। মূল্‌ক ১৫ আঃ।

৮২৭। ভয় না করার পরিণামঃ আল্লাহ বলেন, মানুষ তোমাদের ভয় হয় না কেন? তিনি ইচ্ছা করলেই ভূমিকম্প দিয়ে, তুফান দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। যেমন তোমাদের পূর্ব পুরুষকে ধ্বংস করেছেন। কুফরী না করে আল্লাহকে ভয় করা কর্তব্য। -মূল্‌ক ১৬-১৮ আঃ।

৮২৮। পাখির দিকে লক্ষ্য কর, রহমান ছাড়া কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া কেউ রুজী দাতা ও সাহায্যকারী নাই। - মূল্‌ক ১৯-২১ আঃ।

www.pathagar.com

❐ উড়ন্ত পাখিরে কে ঠেকাতে পারে শক্তি কারো নাই
প্রভুর হুকুম করিছে পালন তড়ি পড়ি সেজদায়।

৮২৯। কে উত্তম ? যে নিজ ইচ্ছামত চলে সে উত্তম না যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছামত চলে সে উত্তম? আল্লাহ তোমাদেরকে কান, চোখ, বিবেক দিয়েছেন, বুঝার চেষ্টা কর না কেন? -মূলক ২২-২৩ আঃ।

৮৩০। ব্যর্থ চেষ্টা ঃ নবী (সাঃ) কে ও তাঁর সাহাবীকে হত্যা করার চেষ্টা করলেও পারবে না কারণ আল্লাহ স্বয়ং তাদের রক্ষক। - মূলক ২৮-২৯ আঃ।

৮৩১। তলদেশে পানি গেলে ঃ পানি যদি মাটির তলদেশে যায় তাহলে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন ব্যক্তি নাই যে পানি পুনঃ এনে দিতে পারে? - মূলক ৩০ আঃ।

সূরা কলম-৬৮

৮৩২। নবীর চরিত্র ঃ আল্লাহ পাক নূন ও কলমের শপথ করে তাঁর হাবীবের(সঃ) উত্তম চরিত্রের ঘোষণা দেন। - কলম ১-৪ আঃ

৮৩৩। নিকৃষ্ট মুনাফেক ঃ মুনাফেকের নিকৃষ্ট চরিত্রের বর্ণনা। তারা মিথ্যাবাদী, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য তারা যে কোন শপথ করতে পটু, তারা অন্যকে মিথ্যা দোষারোপ করে থাকে, তারা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, তারা ভাল কাজে নিষেধ করে, তারা পাপ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ভীষণ খারাপ লোক তারা, আল্লাহ বলেন, তাদের জন্মের মধ্যেও দোষ আছে। তারা ধনী হলেও তাদের অনুসরণ করা নিষেধ। -কলম ৮-১৫ আঃ।

৮৩৪। নাক ছেচুড়ঃ হাশর দিনে নাক ছেচুড় থেকে আরম্ভ করে সব রকম শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবে। এমনকি এদের আমলনামা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এদের উদাহরণ এরূপ তারা (ইনশাল্লাহ না বলে) রাতে সিদ্ধান্ত নিল যে আগামী ভোরেই মাঠে গিয়ে পাকা ধান কেটে আনবে; কিন্তু রাতেই আল্লাহর গজব পড়ে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে গেল। ভোরে মাঠে গিয়ে ধানের অবস্থা দেখে বললো, না জানি পথ ভুলে এসেছি হায় দুঃখ। তখন তৃতীয় একজন ভালো লোক বলল-তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম আল্লাহর অবাধ্য হইও না। তোমরা কথা মান নাই এখন তার ফল ভোগ কর। -কলম ১৬-২৯ আঃ।

৮৩৫। মুত্তাকী ও মুজরেম সমান নয়। -২৯ পারা ঃ কলম ৩৪-৪৫ আঃ

৮৩৬। মাছ ওয়ালার মত হবেন না ঃ আল্লাহ তাঁর হাবীবকে বলেন, কাফেরদের অত্যাচারে তাড়াহুড়া না করে বরং সবুর করুন। তাড়াহুড়া করে ইউনুছ নবীর মত মাছের পেটে যাবেন না। -কলম ৪৮-৫০ আয়াত।

সূরা কলম-৬৮

৮৩৭। আল্লাহর কোরান এবং তাঁর নবী বিশ্বের জন্য। যেমনঃ

১। আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। আল্লাহ বিশ্বের জন্য। ১ পারা ঃ সুরা ফাতেফা ১ আঃ।

২। ওমা হুয়া ইল্লা জেকরুন লিল্ আলামীন। (কোরান) কলম ৫২ আঃ।

৩। হুয়া রাহমাতুল লিল্ আলামীন। (রাসূল) ১৭ পারা ঃ আম্বিয়া ১০৭ আঃ

www.pathagar.com

সূরা হাক্কাহ-৬৯

৮৩৮। কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে বিশ্বাস কর। অবিশ্বাসী আদ, সামুদ এর প্রতি লক্ষ্য কর। তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। অবিরাম ৭ দিন ভীষণ ঝড় দ্বারা তাদেরকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। হাক্কাহ ১-৮ আঃ।

৮৩৯। শিংগাঃ কিয়ামতের দিন শিংগায় ফুক দিলে পাহাড়, পর্বত তুলা হয়ে উড়তে থাকবে। সেই দিন ৮ জন ফেরেস্তা আল্লাহর আরশ বহন করবে এবং সমস্ত গোপন প্রকাশ হয়ে পড়বে। হাক্কাহ ১৩-১৮ আঃ।

❐ প্রধান ফেরেস্তা ৪ জনঃ যেমন ঃ ১। হযরত জিবরাইল (আঃ), ইনি আল্লাহর ওহী রাসূলদের নিকট পৌছায়ে দিতেন, ২। হযরত মিকাইল (আঃ) ইনি মেঘ পরিচালনা করেন এবং বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন, ৩। হযরত আজরাইল (আঃ) ইনি সকল প্রাণীর জান কবজ করেন। হাশরের দিন নিজ গলার মধ্যে হাত দিয়ে নিজের জান নিজেই বের করবে, ৪। হযরত ইসরাফিল (আঃ)। এঁর হাতেই প্রলয় শিংগা রয়েছে। ১ম বার শিংগা বাজালে বিশ্বজগৎ ধ্বংস হবে। ২য় বার ফুঁক দিলে সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে। এই ফেরেস্তা এত বিরাটকায় যে সাগর মহাসাগরের সমস্ত পানি যদি তার মাথায় ঢালা হয় তবে হাঁটু পর্যন্ত যেতেই সব পানি শেষ হয়ে যাবে। এই বিরাটকায় ফেরেস্তার হাতে আছে শিংগা, বিরাট শিংগা, ফুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসমান জমিন পাহাড় পর্বত ভীষণভাবে বিকম্পিত হবে ও চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে ●

৮৪০। আমলনামাঃ যে ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পাবে সে মহা খুশী হবে। আর যে ব্যক্তি আমলনামা তার বাম হাতে পাবে সে দুঃখ করে বলবে আমলনামা না পেলেই ভাল হতো। হাক্কাহ ১৯-২৬ আঃ।

৮৪১। ৭০ গজ শিকলঃ প্রত্যেক পাপীকে ৭০ গজ শিকল দ্বারা বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। হাক্কাহ ৩০-৩৭ আঃ।

৮৪২। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এক রাতে কাবা ঘরের নিকট দিয়ে যেতে ছিলেন। সেই সময় রাসূলে খোদা কাবা ঘরের মধ্যে মধুর সুরে কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। কোরানের ছন্দে ছন্দে মিল করে পড়ছিলেন। হযরত ওমর শুনে চিন্তা করেন। মুহাম্মদ (সাঃ) একজন কবি। তখনই পরবর্তী আয়াত পড়লে হযরত ওমর মনে করেন মুহাম্মদ (সাঃ) ঠিক একজন গনক। তখনই পরবর্তী আয়াত পড়েন। যার অর্থ তিনি গনকও নন। হযরত ওমর হতভম্ব হয়ে প্রস্থান করেন। কিন্তু তার মন ইসলামের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়। হাক্কাহ ৩৮-৪৩ আঃ।

❐ ইসলাম গ্রহণ। হযরত ওমর এর ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস। হযরত মুহাম্মদের মস্তক ছেদনের জন্য কোরায়েশরা পরামর্শ সভা ডেকে বলে কে মুহাম্মদের (সাঃ) মাথা কাটতে পারবে? হযরত ওমর লাফিয়ে উঠে বলে আমি মাথা কাটতে সক্ষম। হযরত ওমর তলোয়ার হাতে পথ চলছেন। হঠাৎ তার বন্ধু নাঈমের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বন্ধু বলে তলোয়ার হাতে কোথায় যাও দোস্ত। ওমর বলেন, মুহাম্মদের মাথা কাটতে। নঈম বলে আগে নিজের ঘর শামলাও পরে মাথা কেটো। অর্থাৎ তোমার বোন ও বোন জামাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। ওমরের মাথায় বজ্রাঘাত। ওমর সোজা বোনের বাড়ী গেলেন। সে সময়

www.pathagar.com

বোন, বোন জামাই দু'জনে কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। তারা তাড়াতাড়ি কোরান মজিদ লুকায়ে রেখে ভাইকে অভ্যর্থনা করতে যেমন বের হয়েছে, তখনই বোন জামাইকে ভীষণভাবে প্রহার করতে থাকে। বোন স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে বোনকে ভীষণ প্রহার করে। ফলে শরীর হতে রক্ত ঝরতে থাকে।

বোন রক্তাক্ত শরীরে উত্তর করল যদি আমাদের মেরেই ফেল তবুও আল্লাহর ধর্ম ছাড়ব না। রক্ত ও তাদের দৃঢ় মনবল দেখে হযরত ওমরের মন নরম হলো। তারা কি পড়ছিল তা তিনি চাইলেন। বোন বলে গোছল করে এস দেওয়া হবে। হযরত ওমর গোছল ও ওজু করে কোরান তেলাওয়াত করলে তার হৃদয় গলে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ বোন জামাইকে সঙ্গে নিয়ে নবীর উদ্দেশে বের হন। এ সময় নবী (সাঃ) পাহাড় চূড়ায় বসে লোকদের মধ্যে তৌহিদ প্রচার করছিলেন। হযরত ওমরকে তলোয়ার হাতে আসতে দেখে সকলে ভীত হয়ে পড়ে, মনে মনে ভাবে আর রক্ষা নাই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল বের হয়ে এসে মধুর স্বরে বলেন, ওমর কি জন্য তোমার আগমন এই বলে তিনি ওমরকে বুকে জড়ায়ে ধরেন। হযরত ওমর একেবারে মুগ্ধ হয়ে বলেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি। আমাকে দিক্ষিত করুন। এ সময় সাহাবাদের মধ্যে এমন আনন্দের ঝলক লেগেছিল যে তারা এক সঙ্গে উচ্চস্বরে বলে "আল্লাহু আকবার" যাহা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম নিয়ে কোরেশদের মাঝে গিয়ে ঘোষণা দেন ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদের কার কি শক্তি আছে বল? কাফের দল অবাক হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) আরও ঘোষণা দেন আজ হতে ইসলামের কাজ গোপনে নয় প্রকাশ্যে চলতে থাকবে। তিনি একজন বীর যুদ্ধা ছিলেন। কাফের দল ভয়ে আতঙ্কিত হয়।

৮৪৩। নবীবান আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ বলেন আমার নবী নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না। যদি নিজ খুশী মত কোন কথা বলেন তাহলে তার কণ্ঠরগ ছিঁড়ে দেওয়া হবে। হাক্কাহ ৪৪-৪৬ আঃ।

সূরা মুয়ারিজ-৭০

৮৪৪। কিয়ামত অবশ্যই হবেঃ সে দিন ৫০ হাজার বছরে ১ দিন হবে। মুয়ারিজ ১-৫ আঃ।

৮৪৫। মুত্তাকীদের বর্ণনা। মুয়ারিজ ২২-৩৫ আঃ।

৮৪৬। কাফেরদের বর্ণনা। মুয়ারিজ ৩৬-৪৪ আঃ।

সূরা নূহ-৭১

৮৪৭। হযরত নুহের যুগে মুশরিকরা ৫টি মূর্তী পূজা করতো। যথাঃ- ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসর। নুহ ১-২৮ আঃ।

সূরা জ্বিন-৭২

৮৫৪। জ্বিনের ইসলাম গ্রহণ। হুজুর (সাঃ) তায়েফে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য ওকাস মেলার দিকে যান। পথে রাত্রি হওয়ায় নাখলা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করেন। ফজরের নামাজে আল্লাহর নবীর কুরআন তেলাওয়াত শুনে একদল জ্বিন মুগ্ধ হয়ে নবীর নিকট পরিচয় দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে প্রচার করে। জ্বিন ১-৫ আঃ।

www.pathagar.com

☆ বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ৩৮২ পৃঃ দেখুন। ☆ হুজুর (সাঃ) হঠাৎ করে এক রাতে নিরুদ্দেশ হন। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ রাত ছিল গভীর দুঃখের রাত। স্ত্রী পরিজন সবাই দুঃখে নিমজ্জিত। - বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ১৪৪৫ নং হাদীস দেখুন।

৮৪৯। জ্বিনেরা বুঝল বিশ্বজগতে আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছুই করার ক্ষমতা নেই। পলায়নেরও পথ নেই। সুতরাং আমরা ঈমান আনলাম। আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান আনলো তাদের কোন ভয় নেই। - ২৯ পারা, জ্বিন ১২-১৩ আঃ।

৮৫০। যারা ঈমান আনল তারা রক্ষা পেলো। আর যারা ঈমান আনল না তারা জাহান্নামের খড়ি। জ্বিন ১৪, ১৫ আয়াত।

❐ প্রশ্ন হল- জ্বিনেরা আগুনের তৈরী। তাদের আগুনে কি করে পুড়াবে? উত্তর, মাটির তৈরী মানুষকে মাটির ঢিল মারলে যেমন দুঃখ পায়, আঘাত পায় এমনকি ঢিলের আঘাতে মারাও যায় ঠিক তেমনি আগুন দিয়ে আগুনের জ্বিনকে পুড়ানো সহজ।

৮৫১। আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আশ্রয়স্থল নেই। জ্বিন ২০-২২ আঃ।

সূরা মুজ্জাম্মেল-৭৩

৮৫২। মুজ্জাম্মেলঃ আল্লাহর নবী কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। আল্লাহ তাকে মুজ্জাম্মেল সম্বোধন করে ডেকে বলেন, অর্থাৎ হে কম্বলীওয়ালা উঠো। দাঁড়াও! কুরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে প্রভুর সঙ্গে কথা বলো। রাতে কিছু অংশ বাদ দিয়ে অথবা সারা রাত তার সঙ্গে কথা বল। কারণ অচিরেই ব্যাপকভাবে তৌহিদ প্রচারের গুরুভার তোমাকে দান করব। একমাত্র আল্লাহকে উকিল ধর যিনি পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ সমগ্র জগতের মালিক। আর বিপদ এলে সবুর কর। সকলকে সুন্দরভাবে পরিত্যাগ কর। মুজ্জাম্মেল ১-১০ আঃ।

❐ এরপর হতে আল্লাহর নবী (সাঃ) এত অধিক রাত পর্যন্ত দাঁড়ায়ে নামাজ পড়তেন যার ফলে তার উভয় পা ফুলে যেতো।

❐ আলেমেরা নবীর ওয়ারিসের দাবীদার। সুতরাং বিবির সঙ্গে কোলাকোলির পর পবিত্র হয়ে রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া একান্ত কর্তব্য। এতে শরীর ও মন সতেজ হয় এবং আল্লাহর এশক বেশী পয়দা হয়।

৯৫৩। কুরআন মজিদের যে অংশ তোমার সহজ তাই পাঠ করো তাতেই নামাজ হবে। করজে হাসানা দান কর। মুজাম্মেল ২০ আঃ।

❐ হুজুর (সাঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামাজ দেখে সাহবারা নামাজ পড়তে আরম্ভ করে। ক্রমাগত জামাত ভারী হতে দেখে দয়াল নবী ভীত হন এই কারণে যে, যদি আল্লাহ তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ করেন। তাহলে উম্মতের কষ্ট হবে, না পড়লে গুনাহগার হবে। সুতরাং আল্লাহর নবী মাঝে মাঝে মসজিদে পড়তেন না।

সূরা মুদ্দাচ্ছির-৭৪

৮৫৪। ৬টি আদেশ। সূরা মুদ্দাচ্ছিরে আল্লাহ তাঁর নবীর উপর ৬টি আদেশ জারি করেন, ১। উঠ- লোকদেরকে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করা, ২। তোমার প্রভুর নামে তকবীর পড়, ৩। তোমার পোশাক পবিত্র কর, ৪। মলিনতা ও দুর্গন্ধ পরিহার কর,

www.pathagar.com

৫। দান করে উহাকে বেশী মনে করো না, ৬। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সবুর অবলম্বন কর। মুদ্দাচ্ছির ১-৭ আঃ।

৮৫৫। জাহান্নামে ১৯ জন কর্মচারী থাকবে। মুদ্দাচ্ছির-২৬-৩০ আঃ।

৮৫৬। বেহেশতীরা নরকীদের জিজ্ঞাসা করবে তোমরা কেমন আছ? নরকীরা উত্তর দিবে আল্লাহর কাজ করতাম না। যেমন- নামাজ, রোজা করতাম না, ক্ষুধার্তকে আহার দিতাম না, মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকতাম না -এ জন্য ভীষণ কষ্টে আছি। মুদ্দাচ্ছির ৩৯-৪৭ আঃ।

সূরা কিয়ামাত-৭৫

৮৫৭। নাঃ আল্লাহ মহান প্রথমেই 'না' দিয়ে এই সূরা আরম্ভ করেছেন। কারণ কাফেরদের উক্তির প্রতিবাদেই আল্লাহ না ব্যবহার করেছেন। কাফেরেরা বলে কিয়ামত হবে না। আল্লাহ বলেন, না তোমাদের কথাও সত্য না এবং তোমাদের অন্তর যে কুধারণা দিচ্ছে তাও ঠিক না বরং মনে রাখো কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। তোমরা মনে করছো যে আল্লাহ মরা মানুষকে জিন্দা করতে পারবেন না কিন্তু ভাল করে জেনে রাখো শরীরের তুচ্ছতম অঙ্গ নখের নরম হাড় পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিয়ামাত ১-৪ আঃ।

৮৫৮। কিয়ামাতঃ কিয়ামাতের অবস্থা দেখে লোক চীৎকার করে বলবে, পালাও তোমরা পালাও। কিন্তু পলায়েনের স্থান কোথায়? পালাবার স্থান আল্লাহর দিক ছাড়া আর কোন দিকে নেই। কিয়ামাত ৫-১২ আঃ।

৮৫৯। ওহী নিয়ে তাড়াহুড়াঃ ওহী নাযিল হলে আল্লাহর নবী মুখস্থ করার জন্য খুব তাড়াহুড়া করতেন। আল্লাহ বলেন, তুমি তাড়াহুড়া করনা। তা তোমার অন্তরে স্থান দেয়া আমার কাজ এবং তার বর্ণনা দেয়াও আমার কাজ। কিয়ামাত ১৬-১৯ আঃ।

৮৬০। মুমিনের চোখঃ কিয়ামতের দিন ধার্মিকদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হবে। আর কাফেরদের চোখ মলিন হবে, আধার দেখবে। কিয়ামত ২২-২৪ আঃ।

৮৬১। বিন্দু বীর্য থেকেঃ মানুষ এক বিন্দু বিক্ষিপ্ত বীর্য হতে তৈরী। এ কথা তাদের খেয়াল নেই। সর্বদাই আল্লাহর বিরোধিতা করে চলেছে। আল্লাহ পুনরায় মৃতকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিয়ামাত ৩৭-৪০ আঃ।

সূরা দাহার-৭৬

৮৬৩। দাহার- সময় বা যুগঃ আল্লাহ মহান বলেছেন, মানুষ কি কখনও চিন্তা করেছে যে তার জন্মের পূর্বে সে কিছুই ছিল না। কোথা হতে কেমন করেই বা তার অস্তিত্ব হল? দাহার ১-৩ আঃ।

❐ দাহার অর্থ সময়, কাল। কালের আঘাতে কতজনার সর্বনাশ হচ্ছে। আবার কতজন সুখের উপর সুখ ভোগ করছে। কালের পরিবর্তনে কত রকম ঘটনা ঘটছে তা আল্লাহই জানেন। তাই নবী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা দাহারকে, যুগ বা কালকে গালি দিও না। - মেশকাত শরীফ ১ খন্ড, ৬৫ পৃঃ দ্রঃ

রা, আইতোদ্দাহরা মুখতালেফান ইয়াদুরো,/ফালা হুজনো ইয়াদুমো ওলা ছোরুবো

www.pathagar.com

অর্থাৎ -কাল তার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পাল্টে যায় আবার বাদশা ফকির হয় আর ফকির হয় বাদশা।

৮৬৩। ভালমন্দঃ আল্লাহ পাক, পরীক্ষা করার জন্য ভালমন্দ দুইটি রাস্তা মানুষকে দিয়েছেন। ভাল রাস্তায় গেলে ফল হবে ভাল। আর মন্দ রাস্তায় গিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করলে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে লোহার বেড়ী গলায় লাগিয়ে সাইর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দাহার ৩, ৪ আঃ।

৮৬৪। পুণ্যবানঃ আল্লাহ মহান পূণ্যবান লোকদেরকে এমন বেহেস্ত দিবেন যেখানে ঝরণা প্রবাহিত থাকবে। হুরগণ তা হতে কাফুর যুক্ত পানি পান করাবে। নেক্কার লোকেরা আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য ফকির, মিছকীন ও দুঃখীদেরকে খাওয়ায়ে থাকে। এদের আল্লাহ পাক এমন বেহেস্ত দিবেন যা হবে ইয়ার কন্ডিশনযুক্ত। সেখানে থাকবে হুর। তারা বহু মূল্যবান রূপার/ কাঁচের গ্লাসে করে সরবৎপান করাবে। মনি, মুক্তার মত ছোট ছোট ছেলেরা সামনে ঘুরাফেরা করবে, আর মহান আল্লাহ সেখানে শারাবান তহুরা পান করাবেন। দাহার ৫-২১ আঃ।

৮৬৫। রহমতঃ আল্লাহ মহান যাকে ইচ্ছা রহমত দেন। আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন এবং জাহান্নামীদের জন্য আজাবে আলীম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। দাহার ৩১ আঃ।

৮৬৬। ওয়াক্তিয়া নামাজ ও তাহাজ্জুদের নামাজের আদেশ। দাহার ২৬ আঃ।

সূরা মুরছালাত-৭৭

৮৬৭। বাতাসঃ আল্লাহ পাক কয়েক প্রকার বাতাস বা কয়েক রকম ফিরিশতার শপথ করে বলেছেন, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। মুরছালাত ১-৫ আঃ।

১। মৃদু মন্দবাতাস যাহা শরীর জুড়ায়।
২। দ্রুত প্রবাহিত বাতাস যা ধুলি উড়ায়।
৩। বিদীর্ণকারী বাতাস যা কাওমে সামুদকে ধ্বংস করেছিল।
৪। বিচ্ছিন্নকারী সরসর বাতাস যা কওমে আদকে ধ্বংস করেছিল।
৫। রহমতের বাতাস বা বৃষ্টির আগে প্রবাহিত হয়।

অথবা

১। ধীর গতিতে ওহী আনায়নকারী ফিরিশতা
২। দ্রুতগতিতে ওহী আনায়নকারী ফিরিশতা
৩। শয়তানকে বিতাড়নকারী ফিরিশতা
৪। কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদানকারী ফিরিশতা
৫। খোদাদ্রোহী জনবসতিকে ধ্বংসকারী ফিরিশতা

উক্ত শপথ দ্বারা আল্লাহ জানান, কাফিরদের কথা মিথ্যা। কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে।
৮৬৮। কিয়ামতের পরিস্থিতির বর্ণনা। মুরছালাত ৭-১৯ আঃ।
৮৬৯। পচা পানির দ্বারা মানুষের সৃষ্টি। মুরছালাত ২০ আঃ।
৮৭০। আল্লাহর মহিমার বর্ণনা। মুরছালাত ২১-৪০ আঃ।
৮৭১। মুত্তাকীদের জন্য সুব্যবস্থা। মুরছালাত ৪১-৪৪ আঃ।
৮৭২। জাহান্নামীদের দুরবস্থা। মুরছালাত ৪৫-৫০ আয়াত।

www.pathagar.com

৩০ পারা

সূরা নাবা-৭৮

৮৭৩। নাবা অর্থ সংবাদ। সেই ভয়াবহ কিয়ামতের সংবাদ কি তারা জানতে চায়? আল্লাহ বলেন, হাঁ- অচিরেই তারা জানতে পাবে। আমার ক্ষমতার কথা কি তাদের বিশ্বাস হয় না? তাহলে জমিন কে বিছায়ে দিল? পাহাড় কে খিল মারল। এরূপভাবে স্বামী স্ত্রী আরামদায়ক নিদ্রা, দিবা রাত্রিই বা কে সৃষ্টি করল? আবার সপ্ত আসমান সৃষ্টি করে উজ্জ্বল তারকারাজী দিয়ে কেইবা সজ্জিত করল? আকাশ থেকে পানি বর্ষণ দ্বারা কে নানারকম ফুলফলের বাগান সৃষ্টি করে থাকে? মনে রেখো বিদ্রোহীদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রাখা হয়েছে। সেখানে তাদের পুঁজ, ফুটন্ত পানি খেতে দেয়া হবে। নাবা, ১-৩০ আঃ।

৮৭৪। মুত্তাকীরা পরিত্রাণ পাবে। বেহেশতের বাগানে আঙ্গুর খাবে। সেখানে উঁচু বক্ষওয়ালা সমবয়স্কা হুর পাবে। তারা সরবৎ পান করাবে। এগুলো তোমার প্রতিপালকের দান। নাবা ৩১-৩৬ আঃ।

৮৭৫। অনুমতিঃ আসমান জমিনের প্রতিপালকের সঙ্গে হাশরের দিন কথা বলার ক্ষমতা কেউ রাখবে না কিন্তু যাকে অনুমতি দেয়া হবে তিনিই কথা বলবেন। সেই মহা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি হবেন আল্লাহর প্রিয় নবী ও আমাদের সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। তাঁর উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর রহমত এবং ফিরিশতা ও আমাদের দরুদ ও সালাম। নাবা ৩৭ -৩৮ আঃ।

❐ নবী মুস্তাফা বলেন, যে ব্যক্তি বেশী বেশী করে আমার উপর দরুদ পড়বে হাশরের দিন আমি প্রথমে তার জন্য শাফায়াৎ করব। দরুদ বড় ছোট অনেক রকম আছে। নামাজে দরূদ, মুনাজাতে দরূদ, দরূদে তাজ, দরূদে আকবর ইত্যাদি। নামাজ ও অজিফায় বড় দরূদ কিন্তু সর্বদা পড়ার জন্য ছোট দরূদই যথেষ্ট। যেমন- আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ও সাল্লেম।"

৮৭৬। যদি হতাম মাটিঃ কাফেরগণ আজাবে অস্থির হয়ে বলবে, হায় হায় যদি মাটি হতাম তাহলে কতইনা ভাল হতো। নাবা ৪০ আঃ।

সূরা নাজিয়াত-৭৯

৮৭৭। নাজিয়াত। এর কয়েকটি অর্থ ঃ-

১। বীর যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে যেভাবে জোরে শত্রুদেরকে আঘাত করে।

২। অশ্ব আনন্দে হ্রেষা রব করে যেভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৩। বীর যোদ্ধারা যেভাবে শত্রুদের উপর লাফিয়ে পড়ে।

৪। তেজস্বী বীর যেভাবে অন্যকে অতিক্রম করে শত্রুকে আঘাত করে।

৫। সেনাপতি যেভাবে নিপুণতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে ঠিক সেইভাবে ফিরিশতারা আল্লাহর আদেশ খুব তৎপরতার সঙ্গে পালন করে। নাজিয়াত ১-৫ আঃ।

৮৭৮। কিয়ামতের বর্ণনা। নাজিয়াত ৬-১৪ আঃ।

www.pathagar.com

৮৭৯। হযরত মুসা ও ফিরাউন বর্ণনা। নাজিয়াত ১৫-২৬ আঃ।

৮৮০। জান্নাতে মাওয়া। আল্লাহর অনুগামী ভক্তদের জন্য জান্নাতে মাওয়া। নাজিয়াত ৩৭-৪১ আঃ।

সূরা আবাছা-৮০

৮৮১। অন্ধ লোক আসায়। একজন অন্ধ এলে ভ্রুকুঞ্চিত করে মুখ ফিরায়ে নেয়ায় এই সূরা নাযিল হয়। আবাছা ১-১০ আঃ।

❒ হুজুর (সাঃ) কাফের নেতাকে হেদায়েত করার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় অন্ধ ইবনে উম্মে মাখতুম ঈমানের শিক্ষা নেবার জন্য হুজুর (সাঃ)-এর নিকট এলে হুজুর (সাঃ) ভ্রুকুঞ্চিত করে মুখ ফিরায়ে নেন। আল্লাহর নিকট এটা নাপছন্দ হওয়ায় ওহী দ্বারা জানায়ে দেন।

৮৮২। খাদ্যঃ খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। কে, কিভাবে খাদ্য তৈরী করছে? আকাশ থেকে মুশলধারে বৃষ্টি দিয়ে মাটিকে সরস করে সেখানে আঙ্গুর, কাকড়, যায়তুন, খেজুর ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর বাগান গড়ছেন আল্লাহ। যাহা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করছে। আবাছা ২৪-৩২ আঃ।

৮৮৩। কিয়ামতের দিন পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভাই-বেরাদার, পুত্র হতে পালায়ে বেড়াবে। কেহই উপকার করবে না। আবাছা ৩৩-৩৬ আঃ।

৮৮৪। সেই দিন কারো মুখমন্ডল দীপ্তমান হাস্যোজ্জ্বল হবে। আবার কারো মুখমন্ডল আলকাতরার মত কালো বিশ্রী হবে। আবাছা ৩৮-৪২ আঃ।

❒ বেহেশতীদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল হবে। - বোখারী ৩ খন্ড ১৪২৮, ১৪২৯ নং

❒ বেহেশীদের মর্যাদার তারতম্য হলেও হিংসা হবে না। - বোখারী ৩ খন্ড ১৪৩৩ নং হাদীস

❒ দোযখীদের অবস্থা শোচনীয় হবে। বোখারী। - ৩ খন্ড ১৪৩৪ নং হাদীস দ্রঃ

সূরা তকবীর-৮১

৮৮৫। কিয়ামতের বর্ণনা। তকবীর ১-১৪ আঃ।

৮৮৬। হযরত জিবরাইল (আঃ) ওহী বহন করতেন। তকবীর ১৫-২১ আঃ।

৮৮৭। কুরআনঃ আল্লাহ কাফেরদিগকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের সঙ্গী হযরত মুাহম্মদ (সাঃ)কে পাগল বলছ কেন? তিনি পাগল নন। জিবরাইল ফিরিশতা তাকে কুরআন শুনান। কুরআন বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়। কুরআন আল্লাহর বাণী। তাকবীর ২২-২৫ আঃ।

সূরা ইনফিতার-৮২

৮৮৮। আমলঃ কিয়ামতের দিন মানুষ তার পূর্ব পর কৃত আমল দেখতে পাবে। ইনফিতার ১-৫ আঃ।

৮৮৯। কেরামুন কাতেবীন। আল্লাহ বলেন, কত সুন্দর আকৃতি দিয়ে তোমাদের তৈরী করলাম। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ করলাম। অথচ তোমরা প্রতারণা করে চলেছো। মনে

www.pathagar.com

রেখো কেরামুন কাতেবীন তোমাদের কাজ-কর্ম লিখে রাখছে। কিয়ামতের দিন জানতে পাবে। ইনফিতার ৬-১২ আঃ।

৮৯০। জান্নাতে নাইমঃ সেই দিন ঈমানদাররা জান্নাতে নাইমে সুখে থাকবে আর পাপীরা জাহিম দোযখে ভীষণ কষ্টে থাকবে। সেই দিনে কেউ কারো উপকারে আসবে না। ইনফিতার ১৩-১৯ আঃ।

সূরা মুত্তাফেফিন-৮৩

৮৯১। হটকারীঃ হটকারীদের জন্য জাহান্নাম। এরা ওজনে কম দেয়। পরকালের ভয় এদের দিলে একদম নেই। মুত্তাফেফিন ১-৫ আঃ।

৮৯২। ফুজ্জারঃ পাপী লোকদের আমলনামা ছিজ্জীনে থাকবে। ছিজ্জীন পাপীদের আমলনামা দফতর। পাপী, মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ এদের বাসস্থান হবে জাহিম দোযখে। মুত্তাফেফিন ৭-১৭ আঃ।

৮৯৩। পাপের স্তূপঃ পাপ কাজ করার জন্য পাপীদের দিলের উপর ময়লার স্তূপ জমে থাকে। মুত্তাফেফিন ১৪ আঃ।

❐ হাদীসঃ সর্বদা মউতের স্মরণে ও কবরের স্মরণে থাকলে দিলের ময়লা কেটে যায়।

৮৯৪। আমলনামাঃ দ্বীনদারগণের আমলনামা ইল্লিনে থাকবে। ইল্লীন হলো দ্বীনদারদের আমলনামা দফতর। ঈমানদাররা জান্নাতে নাইমে সুখে শান্তিতে থাকবে। মুত্তাফেফিন ১৮-২৮ আঃ।

সূরা ইনশিকাক-৮৪

৮৯৫। কিয়ামতের বর্ণনা। ইনশিকাক ১-৫ আঃ

৮৯৬। চেষ্টাঃ আল্লাহ বলেন, তাঁকে পাওয়ার জন্য আমালে সালেহা দ্বারা তোমরা যে চেষ্টা করছো তা সফল হবে। ইনশেকাক ৬ আঃ।

৮৯৭। ডান হাতেঃ আমলনামা যার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাস সহজ হবে এবং সে পিতা মাতার কাছে গিয়ে আনন্দ করবে। ইনশিকাক ৭-৯ আঃ।

৮৯৮। বাম হাতেঃ আমলনামা যার বাম হাতে, পিছন হতে দেয়া হবে লজ্জায় তার মুখ কালো হয়ে যাবে এবং সে বারবার মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ সে দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। ইনশিকাক ১০-১৫ আঃ।

সূরা বুরুজ-৮৫

৮৯৯। রশিচক্রঃ আল্লাহ রাশিচক্রপূর্ণ আসমানের শপথ করে এবং বিচার দিনের এবং উপস্থিত অনুপস্থিত বস্তুর শপথ করে বলেন, পাপীদের জন্য ধ্বংস। বুরুজ ১-৪ আঃ।

৯০৪। মুমেনদের জন্য জান্নাত। বুরুজ ১১ আঃ।

৯০১। কঠিন পাকড়াওঃ প্রভুর পাকড়ান বড় কঠিন, ধরলে ছাড়বেন না। ফিরাউন নমরূদের মত শক্তিশালীকেও ছাড়েন নাই। বুরুজ ১২ আঃ।

৯০২। লৌহে মাহফুজ। কুরআন মাজিদের বাড়ী লৌহেমা ফুজে। বুরুজ ২১-২২ আঃ

www.pathagar.com

সূরা তারেক-৮৬

৯০৩। কেরামুন কাতেবীনঃ নিশীথে আগমনকারী তারকার শপথ করে আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে সংরক্ষক ফিরিশতা নিযুক্ত আছে। তারা মানুষের ক্রিয়াকলাপ লিখে। সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত কি দিয়ে তার সৃষ্টি। লম্প প্রদানকারী এক বিন্দু পানি দিয়ে তার সৃষ্টি। যা পিঠ ও বুকের মধ্য হতে নির্গত। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা আল্লাহর যথেষ্ট আছে। তারেক ১-৮ আঃ।

৯০৪। বাধাঃ আল্লাহর কাজে বাধা দেবার কোন শক্তি নেই। তারেক ১০ আঃ।

৯০৫। সেই দিন আসমান গুটিয়ে আসবে এবং জমিন বিদীর্ণ হবে। কাফেরদের কায়দা কৌশল সব বানচাল হয়ে যাবে। তারেক ১১-১৭ আঃ। যেমন হয়েছিল ঃ ১। নমরুদের কায়দা বাতিল, ২। ফেরাউনের কায়দা বাতিল, ৩। আসহাবে ফীলের কায়দা বাতিল, ৪। আবু জেহেলের কায়দা বাতিল, ৫। ইহুদীদের কায়দা বাতিল। ৩০ পারা সূরা আ'লা।

৯০৬। তাছবীহঃ আল্লাহ তাঁর নামে তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দেন। হুজুর (সাঃ) তসবীহ পড়েন "ছুবহানা রাব্বিয়াল আলা" এবং এই তসবীহ সিজদাতে পড়া নির্ধারিত হয়। সূরা আলা-১ আঃ।

৯০৭। নছিহতের আদেশঃ অতঃপর আল্লাহ নবী (সাঃ)কে নছিহত করতে বলেন। আল্লাহভীরু ব্যক্তি নছিহত গ্রহণ করে থাকে। আ'লা ৯-১০ আঃ।

৯০৮। যে ব্যক্তি নছিহত গ্রহণ করে না তার ভাগ্য মন্দ। তাকে ভীষণ আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে সে মরবেও না জিন্দাও হবে না। আ'লা ১১-১৩ আঃ।

৯০৯। পার্থিব জীবনকে তোমরা পছন্দ করছো। কিন্তু মনে রেখো পারলৌকিক জীবনই উত্তম ও স্থায়ী। আ'লা ১৬-১৭ আঃ।

৯১০। হযরত ইবরাহিম ও হযরত মূসার ছহিফা। আ'লা ১৯ আঃ।

❐ আল্লাহ প্রদত্ত বড় বড় গ্রন্থকে কিতাব এবং ছোট ছোটগুলোকে সহিফা বলে। মোট ১০৪ খানা আসমানী কিতাব তন্মধ্যে বড় ৪ খানা এবং ছোট ১০০ খানা। যে যে নবীর উপর নাযিল হয়েছিল, তাদের নামঃ-

বড় ৪ খানা ঃ-

১। তাওরাত- হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর, ২। যাবুর- হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর, ৩। ইঞ্জিল- হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর, ৪। কুরআন- হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর।

ছোট ১০০ খানাঃ-

১। হযরত আদম (আঃ)-এর উপর ১০ খানা, ২। হযরত শীশ (আঃ)-এর উপর ৫০ খানা, ৩। হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর উপর ৩০ খানা, ৪। হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর উপর ১০ খানা। মোট ১০০ খানা + ৪ খানা - ১০৪ খানা।

সূরা গাশিয়া-৮৮

৯১১। জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা। গাশিয়া ১-৭ আঃ।

www.pathagar.com

৯১২। বেহেশত ও বেহেশতীদের বর্ণনা। গাশিয়া ৮-১৬ আঃ।

৯১৩। আল্লাহর মহিমা ও কুদরতের বর্ণনা। গাশিয়া ১৭, ২৬ আঃ।

সূরা ফজর-৮৯

৯১৪। আল্লাহ পাক ৪টি জিনিসের শপথ করেছেন যাতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক উপদেশ আছে। ফজর ১-৫ আঃ।

১। ফজরের নামাজ অথবা সময়ের শপথ। ফজরের সময়টা আল্লাহর নিকট অতি মূল্যবান। ঐ সময় কর্মরত ফিরিশতাদের রদবদল হয় এবং সকল ফিরিশতা ফজরের নামাজে শরীক হয়ে নামাজীদের জন্য দোয়া করেন। ঐ সময় যারা শয়তানের চক্র জালে আবদ্ধ না হয়ে আযান ধ্বনী শ্রবন করামাত্র উঠে ফজরের জামাতে শরীক হয় তারা অতি ভাগ্যবান।

❐ এরূপ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফজর আছে। যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। ক) জুমার রাতের ফজর, খ) দুই ঈদের রাতের ফজর, গ) মহররম মাসের প্রথম তারিখের ফজর, ঘ) আরাফার হজ্বের রাতের ফজর, ঙ) মুজদাফেলার ফজর। ফজরগুলো অতি মূল্যবান, অতি পূণ্যময়।

২। আল্লাহ পাক ১০টি রাতের শপথ করেছেন। ঐ রাতগুলো আল্লাহ পাকের নিকট অতি মূল্যবান, অতি প্রিয়। যথা- মহররম মাসের প্রথম ১০ রাত।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, মহররম মাসের আশুরা তারিখ শুক্রবার কিয়ামত হবে। আশুরা দিনে হঃ আদম, নূহ, ইব্রাহিম, আয়ুব, ইউনুছ, ইউসুফ, মুসা (আঃ) মুক্তি পান এবং ইমাম হোসেন কারবালায় শহদি হন। মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ২৪৪, ২৪৫ পৃঃ দ্রঃ

❐ জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ রাত। কারণ এতে হজ্ব আছে।

❐ পবিত্র রমযান মাসের শেষ ১০ রাত। কারণ এতেই শবেকদর আছে। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন মজিদ কদর রাতে নাযিল হয় এবং কুরআন মজিদের কারণে কদর রাতের এত কদর, এত মর্যাদা। মহান আল্লাহ বলেন, শবে কদরের এক রাতের এবাদৎ হাজার মাসের এবাদতের চেয়ে উত্তম। সুতরাং যারা অলসতা না করে কদর রাতে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ নিল তারাই ভাগ্যবান।

৩। জোড় ও বেজোড়ের শপথ করেছেন। মহা কৌশলী আল্লাহ তাঁর সমস্ত জীবকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। শুধু তার নিজের সত্ত্বা বেজোড়। তিনি একক এবং লাশারীক মাবুদ। তাই তিনি জোড় ও বেজোড়ের শপথ করেছেন।

৪। পশ্চাদগামী রাতের শপথ। অর্থাৎ মুজদালেফা রাতের শপথ। ঐ রাত গুরুত্বপূর্ণ রাত। হজ্জের মধ্যে মুজদালেফায় অবস্থানের হুকুম কুরআন মজিদে ২ পারা, বাকারার ১৯৮ আয়াতে আছে দেখুন।

❐ আল্লাহ পাক মানুষের মুক্তির জন্য, পারলৌকিক সফলতার জন্য এবং আল্লাহর দিদার লাভের জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং জ্ঞানহারা না হয়ে আল্লাহর আইন-কানুনের মাধ্যমে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিশ্চয় করে বুদ্ধিমানের কাজ।

www.pathagar.com

৯১৫। সামুদ ও ফেরাউন জাতির অবাধ্যতায় প্রতাপশালী আল্লাহ্ তাদের উপর আজাবের চাবুক কষেন। ফজর ৭-১৩ আঃ।

৯১৬। আল্লাহ বলেন, তোমরা এতিমের সম্মান দিচ্ছ না কেন? মিসকিনকে খেতে দিচ্ছ না, ওয়ারিসদের মাল আত্মসাৎ করছ, অর্থ সম্পদকে বেশী বেশী করে ভাল বাসছো এরূপ করছ কেন? যখন ভীষণ ভূমিকম্পন হবে, ফিরিশতারা দলে দলে নেমে আসবে আর জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে তখন হাজার চীৎকার কান্নাকাটি করলেও কোন ফল হবে না। ফজর ১৭-২৬ আঃ।

৯১৭। নফছে মুতমায়েন্নাঃ যে আত্মা আল্লাহর কাজে পুরাপুরী রাজি সেই আত্মাকে নাফছে মুতমায়েন্না বলে। ফজর ২৭-৩০ আঃ।

❐ মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ৫০ ৬৪ পৃঃ দ্রঃ।

সূরা বালাদ-৯০

৯১৮। মক্কা শহর, পিতামাত ও সন্তানের শপথ করে আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয় করে মানুষকে কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। বালাদ ১-৪ আঃ।

৯১৯। শক্তিঃ মানুষের শক্তি যখন বেড়ে যায় তখন সে নিজকে হামবড়ায়ী মনে করে এবং আরও মনে করে যে তাকে দেখার মত আর কেউ নেই। বালাদ ৫-৭ আঃ।

৯২০। মানুষের জ্ঞান করা উচিত যে, কে তার দুটো চোখ, দুটো ঠোঁট দিয়েছেন যার কারণে সে কথা বলতে পারে। বালাদ ৮-৯ আঃ।

৯২১। আসহাবে মাইমুনাঃ ডান ধারের লোকেরা খোদাভক্ত। এরা মানুষকে সৎ কাজের উপদেশ, এতিম ও ধুলায় ধূসর মিসকিনকে আহার দিয়ে থাকে এবং দাস মুক্ত করে। বালাদ ১১-১৮ আঃ।

৯২২। আসহাবে মাশয়ামাঃ বাম ধারের লোক জাহান্নামী। এরা আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য চিরদিন জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে। বালাদ ১৯ ২০ আঃ।

সূরা শামস-৯১

৯২৩। আল্লাহ ৭টি জিনিসের শপথ করেছেন। যথা- ১। উজ্জ্বল সূর্য, ২। চন্দ্র, ৩। দিন, ৪। রাত, ৫। আসমান, ৬। জমিন এবং ৭। আত্মা। শামস ১-১০ আঃ।

❐ আল্লাহ পাক ৭টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের শপথ করে বলেছেন যে, আমি মানুষের সামনে দুইটি জিনিস রেখেছি। ১টি ভাল অন্যটি মন্দ।যে ব্যক্তি ভালটা গ্রহণ করে ভাল কাজে লিপ্ত থাকল সে তার আত্মাকে রক্ষা করল। আর যে ব্যক্তি মন্দটাকে গ্রহণ করে মন্দ কাজে লিপ্ত হল সে তার আত্মাকে ধ্বংস করল। সুতরাং এ বিরাট পরীক্ষায় যাতে কৃতকার্য হওয়া যায়। সে জন্য সর্বদা আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

❐ ৭টি বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা। যেমন- সূর্য। বিজ্ঞানীরা বলে সূর্য একটি অগ্নি চুল্লি। এটা পৃথিবী হতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে এবং পৃথিবী হতে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। এই সূর্য এত দূর হতে যে তাপ দেয় তা গ্রীষ্মকালে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর হাশরের দিন যখন সূর্য ১২ গুণ প্রখরতা নিয়ে আধ হাত মাথার উপর আসবে তখন মাথার মগজ, নাড়ীভুড়ি এবং চামড়া নিশ্চয় গলে গলে খশে পড়বে। কিন্তু মুমেন বান্দার

www.pathagar.com

কোন ভয় নেই। কোন অসুবিধা হবে না। তারা আরশের নীচে ঠাঁই পাবে। এই সূর্যের কারণেই দিন হয়। মানুষ জীবনী শক্তি ফিরে পায়। জীবিকা অর্জনে ছড়ায়ে পড়ে; এই বিরাট শক্তিশালী সূর্যও প্রভুর ভয়ে কাঁপতে থাকে সূর্য গ্রহণে।

চন্দ্রঃ আল্লাহ পাক চাঁদকে দৈহিক আকারে ছোট করেছেন এবং শক্তিতেও কম করেছেন। কিন্তু এর কিরণ অতি স্নিগ্ধ। অতি আরামদায়ক। সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত জীব চাঁদের স্নিগ্ধ আলোতে আরামে ঘুমায়ে পড়ে এবং ভেবে নতুন প্রাণ ও নতুন শক্তি নিয়ে জেগে উঠে। সূর্য ও চন্দ্রের কারণেই বছর, মাস ও সপ্তাহের দিন ও তারিখ গণনা করা হয়।

❐ সূরা ইউসুফে "আশ শামস ওল কামার।" এর কথা আল্লাহ বলেছেন। সেই শামস ও কামার অর্থ পিতা মাতা। শামস অর্থ হলো সূর্য কামার অর্থ চন্দ্র। অর্থাৎ শামসকে পিতা এবং কামারকে মাতা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পিতা সূর্যের মত তেজস্বী আর মাতা চন্দ্রের মত শীতল। সারাদিন পিতার তেজময় শাসনে সন্তানেরা ক্লান্ত হয়ে মা এর কাছে এলে দয়ার সাগর মা তাড়াতাড়ি খেতে দেয়। সন্তানেরা আহার করে মায়ের কোলে ঘুমায়ে পড়ে। আল্লার কি চমৎকার বিধান। পিতার শাসনে ছেলেরা মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। আর মায়ের আদর প্রযত্নে প্রতিপালিত হয় আবার লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহ পিতাকে সূর্যের মত দৈহিক শক্তি ও মেধা শক্তি অনেক বেশী দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মায়ের দৈহিক শক্তি ও মেধা শক্তি পিতার অর্ধেক দিয়েছেন, বটে কিন্তু আদর স্নেহের দিক দিয়ে মা পিতার অনেক উর্ধে। মায়ের যত্ন না পেলে শিশুদের দুঃখের অবধি থাকত না। এই কারণেই আল্লাহর নবী (সাঃ) মা এর সম্মান এত উর্ধে তুলে ধরেছেন। তৎপর দিন-রাতের কথা। দিন না হলে জীব অনাহারে মরতো। আর রাত না হলে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে আরামে ঘুমানো যেতো না। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি কৌশল বর্ণনা করেছেন। বিরাট আসমান চাঁদোয়ার মত, কোথাও খুঁটি থাম্বা নেই। একেবারেই নিখুঁত। আল্লাহ বলেন, আসমানের দিকে বারবার তাকায়ে দেখলেও খুঁত দেখতে পাবে না। বরং চক্ষু স্তব্ধ হয়ে ফিরে আসবে। আল্লাহ পাক এই আসমানকে কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ দ্বারা সজ্জিত করে রেখেছেন। উর্ধগামী শয়তানের পথ বন্ধ অথচ আল্লাহর ফিরিশতারা অহরহ কাল আসমান হতে নামা উঠা করছেন।

❐ আত্মাঃ ইহা আল্লাহ মহানের সৃষ্টি। এর ক্ষমতা সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর উর্ধে। সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে জীবন বা আত্মা আছে। যখন আত্মা থাকে না তখন সে বস্তু মরা হয় এবং পচে ধ্বংস হয়। আত্মা আছে বলেই সবকিছুই নাড়াচড়া করছে। ছোট বড় হচ্ছে। সুতরাং আত্মার ক্ষমতা বিরাট। আল্লাহ মহান এই সমস্ত বিরাট শক্তির শপথ করে বলেছেন, মানুষ যদি সৎ কাজ করে তবে রক্ষা পাবে। নচেৎ তার জন্য জাহান্নাম।

৯২৪। উটনীঃ হযরত সালেহ (আঃ)-এর যুগে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক উটনি পাঠান। নবী বলেন, তোমরা উটনীকে বাঁধা দিও না। যথা ইচ্ছা চরতে দাও। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নবীর কথা অগ্রাহ্য করে উটনিকে হত্যা করে। শামস ১১-১৪ আঃ।

সূরা লাইল-৯২

৯২৫। মহান আল্লাহ রাত ও দিন এবং নর ও নারীর শপথ করে বলেছেন। মানুষের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী। সুতরাং যে দান করে, পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং ভাল কাজকে সঠিক বলে গ্রহণ করে, তাদের কাজকে তিনি সহজ করে দেন। লাইল ১-৭ আঃ।

www.pathagar.com

৯২৬। বখিলঃ আল্লাহ বলেন, যে জাতি বখিলী করে, ধনী হওয়ার কারণে বড়াই করে এবং সত্যকে মিথ্যা জানে তিনি তার কাজকে কঠিন করে দেন। লাইল ৮-১০ আঃ।

৯২৭। নীচে পড়াঃ আল্লাহ বলেন, যখন ধনী লোক কর্ম দোষে আল্লাহর গজবে পড়ে যায় তখন সকলেই তাকে মন্দ বলে। পিশতে চেষ্টা করে। তার ধন মান কিছুই কাজে লাগে না। লাইল ১১ আঃ।

৯২৮। আল্লাহ পাক বলেন, অর্থশালী কৃপণকে জাহান্নামের আগুনে ভাজা হবে। অপরদিকে যে অর্থশালী দানবীর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত হস্তে দান করে তাকে বড় পুরস্কার দেয়া হবে। লাইল ১৪-১৮ আঃ।

❒ হযরত আবুবকর ও উমাইয়া উভয়েই খুব ধনী। উমাইয়া ছিল হযরত বেলালের মনিব। উমাইয়া যদিও খুব ধনী ছিল সে ভাল কাজে এক বিন্দুও খরচ খরতো না। বরং অর্থ জমায়ে রাখতো পক্ষান্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি ১০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে জালেম উমাইয়ার হাত হতে হযরত বেলাল (রাঃ)কে ক্রয় করে নিয়ে আজাদ করেন। তিনি দরিদ্রকে মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি মসজিদে নববীর স্থানটুকু দুইজন এতিম বালকের নিকট হতে ক্রয় করে দান করেন।

❒ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, আমি আবু বকরের অর্থে যেরূপ উপকৃত হয়েছি অন্য কারো অর্থে সেরূপ উপকৃত হইনি।

❒ তিনি বলেছেন, তোমরা অন্য কাউকেও আবু বকর অপেক্ষা উত্তম মনে করো না।

❒ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, নবীদের পরে হযরত আবুবকর তুল্য আর কেহই নেই।

সূরা দোহা ৯৩

৯২৯। দোহাঃ দিনের প্রথম ভাগের উজ্জ্বল সময়কে দোহা বলে। এই সময়ের নফল নামাজকে সালাতুদ্দোহা বলে। দোহা সময়ের এবং রাতের শপথ করে আল্লাহ মহান তাঁর হাবীবকে বলেন, আমি কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করি নাই এবং আপনার উপর বিরূপও হই নাই। -জোহা ১-৫ আঃ

❒ কাফের নেতারা আল্লাহর নবীকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে নবী (সাঃ) ইনশাআল্লাহ না বলেই আগামীকাল উত্তর দিব বলেন। ইহার পর কয়েক দিন ওহী আসা বন্ধ থাকে। তখন মুশরিকরা নবী সাঃকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুরু করে। উম্মে জামিল শয়তান রমনী বিদ্রুপ করে বলে মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার নিকট যে প্রেত আসত সে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। আর আসবে না। এতে নবী (সাঃ) মনক্ষুণ্ন হলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এই সূরা নাজিল হয়।

৯৩০। আল্লাহ বলেন, প্রিয় হাবীব, আমি আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করি নাই। কোন সময়ই পরিত্যাগ করি নাই। মনে করে দেখুন-যখন আপনি পিতা হারায়ে এতিম হয়েছিলেন তখন আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি পথহারা ছিলেন আর আমি আপনাকে হিরা পর্বত গুহায় সঠিক সত্য পথের সন্ধান দিয়েছি। আর আপনি যখন একেবারেই গরীব নিঃস্ব ছিলেন তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা খাদীজার

www.pathagar.com

সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে ধনপতি করেছি। সুতরাং এতিমকে ধমক দিবেন না। এবং ভিক্ষুককে বিমুখ করবেন না। বরং আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। -দোহা ৬-১১ আঃ

সূরা ইনশেরাহ ৯৪

৯৩১। নবীর আরজুঃ একদা আল্লাহর হাবীব তাঁর মওলার নিকট আরজু পেশ করেন। ইয়া মওলা আপনি বহু নবীকে বিভিন্ন রকম মর্যাদা দান করেছেন। মা'বুদ আমার জন্য কি মর্যাদা দান করেছেন? আল্লাহ বলেন, হে হাবীব আমি আপনাকে সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদা দান করেছি ও সম্মান দিয়েছি। যেমন (১) আপনার বক্ষকে খুলে দিয়েছি। এরূপভাবে অন্য কোন নবীর বক্ষকে খুলে দেই নাই। আপনার সিনা চাক করে তার ভিতর আমার নূর ভর্তি করে নূরান্বীত করেছি এবং আপনাকেই আমার সিংহাসনে সম্মানের আসন দিয়েছি। (২) আপনার উপর হতে তৌহিদ প্রচারের দায়িত্ব কমায়ে দিয়েছি (৩) আপনার জেকের সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর তুলেছি। আসমান, জমিনের সর্বস্থানে সর্বদাই আপনার উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণের ব্যবস্থা করেছি। তবে দুনিয়ার কষ্ট একটু হবে। অতএব আপনি যখন দিনের কাজ হতে অবসর পান তখনই রাতে আল্লাহর কাজে দাঁড়ায়ে এবাদতে মশগুল হয়ে পড়ুন। -ইনশিরাহ ১-৮ আঃ

সূরা তীন ৯৫

৯৩২। ৪টি শপথঃ মহান আল্লাহ ৪টি বস্তুর শপথ করে বলেছেন আমি মানুষকে সর্বত্তোম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। -সূরা তীন ১-৪ আঃ

৪টি শপথ

(১) তীন অর্থাৎ মাটি। যে মাটিতে দুনিয়ার দ্বিতীয় মসজিদ আকছা অবস্থিত। ঐ মাটিতে বহু নবী জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ করে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম ও কর্মস্থান। আল্লাহ ঐ স্থানের শপথ করেছেন।

(২) জায়তুন গাছের শপথ। ঐ গাছ হতে সুস্বাদু তেল পাওয়া যায়। ঐ তেল খাওয়ার জন্য ও ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা খুব মূল্যবান।

(৩) তুর-সিনাই পর্বত। এই পর্বতে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এটা বড় মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। আল্লাহ এর শপথ করেন।

(৪) বালাদ-মক্কা শহর। এই শহরে আখেরী নবী আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানেই দুনিয়ার প্রথম ঘর মসজিদে হারাম, কাবাঘর অবস্থিত। আল্লাহ এই পবিত্র মসজিদের শপথ করেছেন।

৯৩৩। নিকৃষ্ট জীবঃ শ্রেষ্ট মানব যখন সৃষ্টি কর্তার অবাধ্য হয় তখন তারা নিকৃষ্ট জীব হয়ে যায়। অর্থাৎ শুকর, কুকুর তুল্য হয়। -সূরা তীন ৫ আঃ

৯৩৪। আজুরাঃ যারা আমালে সালেহা করে আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি আজুরা দিয়ে থাকেন। -সূরা তীন ৬ আঃ

৯৩৫। সূরা তীন এর শেষ আয়াত "আলাইছাল্লাহো বি আহাকামিল হাকিমীন" পড়লে দোয়া পড়তে হয়। দোয়া-"বালা ওয়া আনা আলা জালেকা মিনাশ শাহেদীন।"

www.pathagar.com

সূরা আলাক ৯৬

৯৩৬। এক্‌রা ঃ হিরা পর্বত গুহায় এই সূরা নাজেল হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে পড়ার জন্য আদেশ করেন। যিনি মানুষকে রক্তপিন্ড হতে তৈরী করেছেন তার নাম নিয়ে পড়তে আদেশ করেছেন। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেন সেই প্রভুর নাম নিয়ে পড়তে আদেশ করেছেন। -সূরা আলাক ১-৫ আঃ

- হুজুর (সাঃ) বলেন, প্রত্যেক নর-নারীর উপর দ্বীনি এলেম শিক্ষা করা ফরজ।
- হযরত আলী (রাঃ) বলেন-
  - তাগ্‌রীব আনিল আওতানে ফি তলবেল উলা
    ছাফের ফাফিল আছফারে খামছো ফাওয়ায়েদী।
    তোফারেজো হাম্মিন ওয়া একতেছাবো মাইশাতীন
    ওয়া এল্‌মিন ওয়াআদাবিন্ ওয়া সোহবাতো মাজেদী।

অর্থাৎঃ বিদেশ গেলে ৫টি উপকার হয়। চিন্তা দূর হয়, জীবিকা লাভ, এলেম আদব ও সৎ সঙ্গ লাভ হয়।

সূরা কদর ৯৭

৯৩৭। "ইন্না আনযাল্‌নাহু ফি লাইলাতেল কাদরে।" - সূরা কদর ১-৩ আঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি কোরান মজিদকে কদরের রাতে নাজেল করেছি। লক্ষণীয় বিষয় কোরান মজিদের কারণেই কদরের রাতের এত মর্যাদা, এত গুরুত্ব। কোরান মজিদের সম্মানের জন্যই বলা হয়েছে ঐ রাতের এবাদত হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা অনেক বেশী।

৯৩৮। কদরের রাতে সমস্ত ফেরেস্তা এবং জিবরাইল (আঃ) আল্লাহর হুকুম নিয়ে আসমান হতে দুনিয়ায় নেমে আসে এবং ঐ রাতের ভোর পর্যন্ত আল্লাহ মহানের রহমত বর্ষিত হতে থাকে। -সূরা কদর ৪-৫ আঃ

- "হুজুর (সাঃ) বলেছেন, রমজান মাসের শেষ দশকে বেজোড় রাতগুলির মধ্যে শবে কদরের রাত খোঁজ কর।" অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাতগুলির মধ্যে শবে কদর আছে।
- শবে কদরের ফজিলতের বর্ণনা মেশকাত শরীফ ৪র্থ খন্ড ৩২৭-৩৩৪ পৃঃ দ্রঃ
- এতেকাফ। হুজুর (সাঃ) রমজান মাসের শেষ দশকে মসজিদে এতেকাফ করতেন। মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ৩৩৫-৩৩৯ পৃঃ
- এতেকাফ-১০ দিন। কেহ কেহ বলেন ৩ দিন। আবার কেহ কেহ বলেন অক্ষমতায় একদিন (২৪ ঘন্টা) মসজিদে থেকে আল্লাহর এবাদত করলেও এতেকাফের সোয়াব পাওয়া যাবে। এমন উত্তম রাত হায়াতে বেঁচে না থাকলে আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং বিছানায় মৃত বৎ পড়ে না থেকে উঠে আল্লাহকে ডাকা ও রোনাজারি করা উত্তম।
- রমজান মাসের ১ম দশকে আল্লাহর রহমত নাজেল হয়। সুতরাং এই দশ দিন এবাদত এর মধ্যে আল্লাহর নিকট রহমত প্রার্থনা করা কর্তব্য। ১৫ পারা, কাহাফের ১০

www.pathagar.com

আয়াতে আছে। "রাব্বানা আতেনা মিল্লাদুন্কা রাহমাত) এবং ২ পারা, বাকারার ২০১ আয়াতে আছে-"রাব্বানা আতে না ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাও ওয়া কেনা আযাবান্নার। ২য় দশকে মাগফিরাত অর্থাৎ মহান আল্লাহ বান্দার গুণাহ মাফ করে থাকেন। সুতরাং বান্দার উচিত-এবাদতের মধ্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। "ফাগ্ফের লানা জুনুবানা ওয়া কাফ্ফের আন্না ছাইয়েয়াতেনা ওয়া তাওয়াফফানা মায়াল আব্রার।"

৩য় দশকে এৎকুন্ মিনান্নারান। শেষ দশ দিন আল্লাহ বান্দাকে মুক্তি দেন। সুতরাং এবাদতের মধ্যে জাহান্নামের আজাব হতে, নরক ও দোযখের আগুন হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা বান্দার উচিত। ১৯ পারা ফোরকান এর ৬৫ আয়াতে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিচ্ছেন-"রাব্বানাছ্ রেফ আন্না আজাবা জাহান্নাম...।"

❐ হালাল রুজী খেয়ে সিয়াম প্রতি পালন করলে অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর রহমত করবেন, গুণাহ মাফ করে দিবেন। এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। "আল্লাহুম্মা আমীন।"

সূরা বাইয়েনা ৯৮

৯৩৯। সহিফাঃ ইহুদী নাছারা ও মুশরেকেরা রাসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনে নাই, যতক্ষণ তাদের নিকট স্পষ্ট সহিফার উপদেশ না শুনান হয়েছিল। -সূরা বাইয়েনা ১-৩ আঃ

৯৪০। কোরান অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা (দুই দলে) বিভক্ত হয়। (মুমেন ও কাফের)

৯৪১। কাফের, সৃষ্টির অধম আর মুমেন সৃষ্টির উত্তম। -সূরা বাইয়েনা ৬-৭ আঃ

সূরা জুলজেলা ৯৯

৯৪২। কিয়ামতঃ সে দিন পৃথিবী ভীষণভাবে কাঁপতে থাকবে এবং এর অভ্যন্তরে যা আছে সব বের করে দিবে। আর মানুষ অবস্থা দেখে বলবে পৃথিবীর কি হল। - সূরা জুলজেলা ১-৩ আঃ

৯৪৩। সেই দিন পৃথিবী বাকশক্তি পাবে এবং সব গোপন কথা প্রকাশ করবে। -সূরা জুলজেলা ৪-৫ আঃ

৯৪৪। সেই দিন মানুষ তার আমলনামা নিবার জন্য দলে দলে ছুটবে। -সূরা জুলজেলা ৬ আঃ

❐ যেমন ছাত্রেরা পরীক্ষার ফল নিবার জন্য তাড়াতাড়ি স্কুলে গিয়ে হাজির হয়।

৯৪৫। ফল ভাল হলেও পাবে, মন্দ হলেও পাবে। -সূরা জুলজেলা ৭০৮ আঃ

❐ ফল ভাল হলে হাস্যোজ্জল মুখে অভিভাবকের নিকট দৌড়ে যাবে। আর মন্দ ফল হলে মুখ মন্ডল কালো হবে। লজ্জায় অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করতে কষ্ট হবে।

আদিয়া ১০০

৯৪৬। যুদ্ধ ঘোড়াঃ প্রতাপশালী আল্লাহ কয়েক প্রকার যুদ্ধ ঘোড়ার শপথ করেছেন। (১) যে ঘোড়া হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ায়। (২) যে ঘোড়ার পদাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বের

www.pathagar.com

হয। (৩) প্রাতঃকালে অভিযানে ধূলি উড়ায়। (৪) যে ঘোড়া প্রবল বেগে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আল্লাহ্ মহান শপথ করে বলেছেন নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের বড় অকৃতজ্ঞ। -সূরা আদিয়া ১-৮ আঃ

৯৪৭। কবর হতে জিন্দাঃ কাফিরগণ একথা চিন্তা করে না যে তাদেরকে কবর হতে জিন্দা বের করা হবে এবং সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সব খবরই অবগত আছেন। -সূরা আদিয়া ৯-১১ আঃ

সূরা কারিয়া ১০১

৯৪৮। কিয়ামতঃ মানুষ কিয়ামতের অবস্থা দেখে পতঙ্গের মত ছুটাছুটি করতে থাকবে। এবং পাহাড়, পর্বত তুলা তুলা হয়ে উড়তে থাকবে। -সূরা কারিয়া ১-৫ আঃ

৯৪৯। আমল যার ভারী হবে সে সুখী হবে আর যার ওজন হালকা হবে সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। -৩০ পারা ঃ সূরা কারিয়া ৬-১১ আঃ

সূরা তাকাছুর ১০২

৯৫০। ধন ও জনঃ ধন ও জনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। কবরে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারবে না। -তাকাছুর ১-২ আাঃ

৯৫১। অচিরেই বুঝবে, জাহান্নাম দেখলেই বুঝতে পারবে কি ভয়ানক। -তাকাছুর ৪-৭ আঃ

৯৫২। যে সম্পদগুলি দেওয়া হয়েছে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, হিসাব লওয়া হবে। -তাকাছুর ৮ আঃ

সূরা আছর ১০৩

৯৫৩। আছরঃ আছরের সময়ের শপথ করে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির কাজে লিপ্ত আছে। তবে যারা ঈমান আনে ও আমালে সালেহা কুরে এবং সৎ কাজের উপদেশ ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয় তারা ক্ষতির মধ্যে নয়। -আছর ১-৩ আঃ

কয়েকটি শপথ

(১) আছরের নামাজের শপথ। কারণ আছরের নামাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় দিনের ফেরেস্তার বিদায় হয় এবং রাতের ফেরেস্তার আগমন হয়ে থাকে। (হাদীস)।

❐ হুজুর (সাঃ) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আছরের নামাজ হারায় সে দুনিয়া ভর্তি জিনিস হারালো।

(২) আছরের সময়ের শপথ। কারণ ঐ সময় বড় মূল্যবান ঐ সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে রাতে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

(৩) আছর অর্থ যুগ। যুগের শপথ। যুগের আঘাৎ বড় কঠিন। যুগের আবর্তনে পড়ে কত শত দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং সাবধান মানুষ তোমরা আছরের নামাজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো। এ নামাজ হারায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না।

সূরা হুমাজা-১০৪

৯৫৪। পর নিন্দুকের পরিণামঃ পর নিন্দুকের জন্য জাহান্নাম এবং যারা অর্থ সম্পদ জমায়ে রাখে তাদের জন্যও জাহান্নাম। -হুমাজা ১-২ আঃ

www.pathagar.com

৯৫৫। জমান সম্পদঃ জমাকৃত সম্পদ হুতামা দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এ দোযখের আগুন এত ভয়ানক যা লাফায়ে বুকের উপর চড়ে বসে। -হুমাজা ৪-৯ আঃ

সূরা ফীল ১০৫

৯৫৬। হাতীঃ নিয়ে কাবা ঘরকে ভাংতে গিয়েছিল ইয়েমেন দেশের খৃষ্টান শাসক। আল্লাহ্ তার ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেন। -ফীল ১-২ আঃ

❐ লোকেরা মক্কায় গিয়ে হজ্জ করে এটা মক্কার গৌরব। ইয়েমেনের খৃষ্টান রাজার মনে হিংসার উদ্রেক হয়। লোকেরা মক্কায় গিয়ে হজ্জ করবে কেন? তার দেশেই করুক। এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে সে একটি জাঁকাল ঘর তৈয়ার করে সেখানে হজ্জ করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু লোকেরা তার আদেশ অমান্য করে মক্কায় হজ্জ করতে যায়। এতে আবরাহা রাজার খুব রাগ হয় এবং বহু হাতী নিয়ে কাবাঘর ভেঙ্গে ফেলার জন্য মক্কায় যায়। মক্কার লোক অবস্থা দেখে ভয়ে পালায়ে যায়। এবং বলে আল্লাহ্ তোমার ঘর তুমি রক্ষা কর। আবরাহা সৈন্য ও হস্তী নিয়ে কাবা ঘরের নিকটে গেলে হাতী কাবা ঘরের নিকট মাথা নত করে পিছনে ছুটে যায়। এমন সময় সমুদ্র দিক হতে ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি ৩টা করে কঙ্কর নিয়ে এসে আবরাহার সৈন্যের উপর নিক্ষেপ করে এবং তাদেরকে ভক্ষিত চর্বিত ঘাসের ন্যায় করে ফেলে।

❐ এই ঘটনা নবী মুহাম্মদ সাঃ এর জন্মের দুই মাস পূর্বে ঘটেছিল।

সূরা কোরাইশ ১০৬

৯৫৭। কোরাইশঃ মক্কার কোরাইশ গোত্রের সম্মান ছিল বিশ্ব জোড়া। শীত, গ্রীষ্ম যে কোন ঋতুতেই বিদেশে থাকুক না কেন সকলে তাদেরকে সম্মান করত। সে কথা আল্লাহ্ সূরা কোরাইশে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্ তাদের সম্মানজনক রুজীর ব্যবস্থা করেন। তাঁর এবাদত করা কোরেশদের একান্ত উচিত। -কোরাইশ ১-৪ আঃ

সূরা মাউন ১০৭

৯৫৮। ওয়েল দোযখঃ আল্লাহ্ নবী সাঃকে বলেন, আপনি ঐ সমস্ত লোককে চিনেন যারা ধর্মকে মিথ্যা বলে? এতিমকে কষ্ট দেয়। মিছকিনকে খেতে দেয় না? - মাউন ১-৩ আঃ

৯৫৯। ওয়েলঃ ঐ সমস্ত মুছল্লীর জন্য ওয়েল দোযখ-যারা নামাজে উদাসীন এবং লোক দেখানো নামাজ পড়ে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রতিবেশীকে দেয় না। -মাউন ৪-৭ আঃ

সূরা কাওছার ১০৮

৯৬০। কাউছারঃ রাসূলে খোদা (সাঃ) এর সমস্ত পুত্র মারা যাওয়ায় কাফেরগণ তাঁকে ঠাট্টা করে বলত-মুহাম্মদ লেজ কাটা অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর কোন ওয়ারীস নাই যে তাঁর ধর্ম রক্ষা করবে। আল্লাহর হাবীব মনে দুঃখ পান। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সূরা কাওছার নাজিল করেন। আল্লাহ্ বলেন আজ যারা আপনাকে বিদ্রূপ করছে তারা হাশরের দিন খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সেই দিন কাওছার ছাড়া কোথাও পানি পাওয়া যাবে না। কাফেরগণ চীৎকার দিয়েও পানি পাবে না। আর সেই কাওছারের মালিক

www.pathagar.com

করবো আপনাকে। সুতরাং আপনি চিন্তা না করে আপনার প্রভুর নামে নামাজ পড়ুন ও কোরবানী দিন। সেই দিন কাফেরগণই হবে লেজকাটা অসহায়। -কাওছার ১-৩ আঃ

❐ কাওছার একটি বেহেস্তী সরোবর। হাশরের দিন নবী (সাঃ)কে এর মালিক করা হবে। কাফের দল একবিন্দু পানি পাবে না। নবী (সাঃ)-এর উম্মত ও ধার্মিক ব্যক্তিরাই শুধু এখান থেকে পানি পাবে।

❐ হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ হাশরের দিন অগণিত মানুষের মধ্যে কি করে আপনার উম্মতকে চিনবেন। হুজুর (সাঃ) উত্তর দেন ঘোড়ার পালের মধ্যে যদি একটি চিতাপাকরা ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তাকে খুঁজে বের করা যেমন সহজ তেমনি আমার উম্মতকে চিনা সহজ হবে। কারণ আমার উম্মতের মুখমন্ডল হতে, ওজুর স্থান হতে নূর চমকিতে থাকবে। আর আমি চিনে নিব-এরা আমার উম্মত।

❐ হুজুর (সাঃ) তার উম্মতদের হাউজ কাওছার হতে পানি দান করবেন। উম্মতেরা পানি পান করে আরশের নীচে শান্তিতে থাকবে।

সূরা কাফরুন ১০৯

৯৬১। কাফেরদের প্রস্তাবঃ একদা কাফের নেতা আবু জেহেল ইত্যাদি এসে হুজুর (সাঃ)কে প্রস্তাব দেয়। তারা বলে মুহাম্মদ (সাঃ) তুমি কি চাও বল? দেশের রাজত্ব চাও না ধন সম্পদ চাও, না দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমনী চাও? কি চাও বল? আমরা তাই দিব। তবুও তৌহিদ প্রচার বন্ধ কর। আল্লাহর নবী উত্তর দেন তোমরা যদি আমার এক হাতে সূর্য এবং অন্য হাতে চাঁদ এনে দাও তবুও আমি তৌহিদ প্রচার বন্ধ করব না। তোমরা তোমাদের দেবতাকে নিয়ে থাক, আমি আমার আল্লাহ'র দ্বীন নিয়ে থাকি। -কাফেরুন ১-৬ আঃ

সূরা নাছর ১১০

৯৬২। মক্কা বিজয়ঃ এইসূরা মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে নাজেল হয়। মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরীতে। আর লোক দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগেন। আল্লাহ নবী সাঃকে বলেন এখন আপনি প্রশংসার সাথে আল্লাহর গুণগানে মশগুল হন এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তওবা কবুল করনেওয়ালা। -নাছর ১-৩ আঃ

❐ এই সূরা নাজেল হলে হঃ আবু বকর রাঃ কেঁদে ফেলেন। হুজুর (সাঃ) আবু বকরকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এই সূরায় আপনার মৃত্যুর সংবাদ আছে। হুজুর সাঃ বলেন, হ্যাঁ ঠিক তাই।

❐ প্রকৃত ঘটনা হল হুজুর সাঃ মক্কা বিজয়ের পর বেশী দিন বাঁচেন নাই। তিনি বিদায় হজ্জ থেকে এসে অসুখে পড়েন। সফর মাসের শেষ বুধবারে আখেরী চাহার শম্বা তারিখে একটু সুস্থ হন। গোছল করেন। তারপর অসুখ বৃদ্ধি হয়ে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ই তারিখে রোজ সোমবার সারা জাহানকে কাঁদায়ে তিনি পরজগতে প্রস্থান করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।"

www.pathagar.com

সূরা লাহাব ১১১

৯৬৩। এই সুরায় আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ অভিশাপ দিয়ে বলেন, আবু লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হউক। তখনই তার শক্তি হাত ধ্বংস হয়ে যায়। তার ধনমাল তার কোন কাজে লাগে নাই। সেগুলিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তার স্ত্রী ছিল খারাপ। সে জঙ্গল থেকে কাঁটা কেটে এনে রাসুলুল্লাহর (সাঃ)-এর চলার পথে পুঁতে রাখতো। কাঁটা নবীর পায়ে বিঁধে গেলে সে মজা করে হাসত। একদিন কাঁটা আনতে গিয়ে খেজুরের দড়ি দিয়ে বোঝা বেঁধে মাথায় করে নিয়ে আসার সময় ক্লান্ত হয়ে একটি পাথরের উপর বসে কিন্তু আল্লাহর হুকুমে বোঝাটা পিছনে গিয়ে দড়িটা গলায় আটকে গিয়ে মারা যায়। আল্লাহ বলেন, হাশরের দিন তার গলায় দড়ি থাকবে। -লাহাব ১-৫ আঃ

❐ ঘটনা আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নবী আত্মীয় স্বজনকে তৌহিদের দাওয়াত দিবার জন্য সাফা পাহাড়ে ডাকেন। সকলে উপস্থিত হলে তৌহিদ বাণী শুনান এবং দেব দেবীর পূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর উপাসনা করতে আহ্বান জানান। তৌহিদের কথা শুনা মাত্র এক খন্ড প্রস্তর নিয়ে আল্লাহর নবীকে ছুড়ে মারে। নবী সাঃ একটু আহত হন। তৎক্ষণাত আল্লাহ ওহী দেন এবং আবু লাহাবের হাত ধ্বংস হয়ে যায়। কেতাবে লেখে আবু লাহাবের চলন শক্তি রোহিত হয়ে যায়। তাকে ধরে বাড়ী আনে। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে শরীর পঁচে দুর্গন্ধ ছুটে। গন্ধের জন্য বাড়ীতে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বাড়ীর বাইরে ঠাঁই দেয়। কিন্তু গ্রামের লোক দুর্গন্ধে তিষ্টিতে না পেরে কোন রকমে লাঠির সাহায্যে গড়াইয়া এক জঙ্গলের ধারে দেখে আসে। আল্লাহর শত্রু লাহাব সেখানে ধুকে ধুকে মরে। লাহাবের স্ত্রীর নাম উম্মে জামিল।

এখলাস ১১২

৯৬৪। এখলাস অর্থ খালেছ, খাঁটি ও অন্তরের একাগ্রতা। অর্থাৎ হৃদয়ের একাগ্রতা নিয়ে আল্লাহর এবাদত করার নির্দেশ। এই সূরায় তৌহিদের বর্ণনা আছে কেহ কেহ বলেন, খালেছ দেলে এই সূরা ৩ বার পাঠ করলে এক খতম কোরান মজিদের সোয়াব পাওয়া যায়।

❐ জনৈক ইমাম নামাজে প্রতি সূরার সঙ্গে সুরা এখলাস পড়তেন। মুক্তাদিরা বিষয়টা হুজুর সাঃ এর নিকট পেশ করেন। তখন হুজুর (সাঃ) ইমামকে ডেকে বলেন, সূরা এখলাছ বাদ দিলেই তো পার। ইমাম উত্তর দেন হুজুর এই সূরায় আল্লাহর তৌহিদের বর্ণনা আছে। আমি এই সূরাকে বাদ দিতে পারি না। হুজুর (সাঃ) বলেন, এ লোক বেহেস্তী।

❐ নাজেলের কারণ। একদা কাফের নেতারা আল্লাহর নবীকে প্রশ্ন করে মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার আল্লাহর আকৃতি কি রূপ? তার জন্মাদাতা কে? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে এই সূরা নাজেল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ কাফেরদেরকে জানায়ে দেন আমার আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি সম্পদওয়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি (মাতৃগর্ভে) কাউকে জন্ম দেন নাই বা সেইভাবে জন্মও নেন নাই। তাঁর সমতুল্য কেউ নাই।

❐ আল্লাহু হাইউন্ কাদিমুন কাদেরুন সামাদ
লাইছা ইউশ্ রেকহু ফি খালকেহী আহাদ] - দেওয়ান আলী।

www.pathagar.com

৯৬৫। সূরা ফালাক ও নাছঃ এই সূরাদ্বয়কে একত্রে মাউজাতাইন বলা হয়।

❐ এই সূরা দুইটি পড়ে পরম শত্রু শয়তান হতে আল্লাহ মহানের নিকট আশ্রয় নিবার নির্দেশ। এই সূরা দুইটিতে মোট ১১টি আয়াত। -ফালাক ও নাছ ১১ আঃ

❐ নাজেল হওয়ার কারণ-হঠাৎ করে হুজুর (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরে আরাম নাই, মনে স্ফূর্তি নাই, শান্তি নাই। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাইল মারফৎ তাঁর হাবীবকে জানায়ে দিলেন-ওমক রমণী আপনার চিরুনীর দাঁত ও মাথার চুল চুরি করে তাতে জাদুটোনা পড়ে ১১টা গিরা দিয়ে ওমুক কূপের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আপনি তা উঠায়ে একটি করে আয়াত পড়ে ফু দিয়ে একটি করে গিরা খুলুন। তাহলে আপনার অসুখ ভাল হয়ে যাবে। তখন হযরত আলী (রাঃ) কূপে ডুব দিয়ে তা উঠায়ে আনেন। আর হুজুর সাঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত আয়াত পড়ে ফু দিয়ে গিরা খোলায় শরীর সুস্থ হয় এবং তিনি শরীর ও মনে আনন্দ ফিরে পান।

৯৬৬। জাদু টোনাঃ ফালাক ও নাছ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে খেলে অসুখ ভাল হয়।

❐ ফালাক ও নাছ পরিষ্কার লবণের উপর ৭ বার পড়ে ফু দিয়ে খেলে পেটের কঠিন পীড়া আল্লাহ ভাল করেন।

❐ ফালাক ও নাছ লিখে শিশুর গলে দিলে ক্রন্দন ভাল হয়।

❐ নাছ-অর্থ মানুষ। এই মানুষ ৪ প্রকার-

(১) অন্তর দিয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং পুরাপুরিভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করে। এরা মুত্তাকী। 'আল আকেবাতু লেল্ মুত্তাকীন।'

(২) অন্তর দিয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু আমল করে না। এরা জালেম। 'ফা মিনহুম জালেমুন লেনাফছেহী।'

(৩) অন্তরের সঙ্গে আল্লাহর কথার মিল হলে আল্লাহকে বিশ্বাস করে নচেৎ বিশ্বাস করে না। এরা মুনাফেক। "লা এলা হাউলায়ে ওলা এলা হাউলায়ে।"

(৪) আল্লাহকে একেবারেই বিশ্বাস করে না। এঁরা নাস্তিক কাফের।

❐ "খাতামাল্লাহো আলা কুলুবেহীম।" মানুষের স্বভাবও ৪ প্রকার-

(১) ফেরেস্তা স্বাভাব। এঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ মত চলাফিরা করেন। এঁরা খাইরুল বারিয়া। খাইরুল উম্মত।

(২) শয়তান স্বভাব। শয়তান যেমন সর্বদা মানুষকে ক্ষতির জন্য লাগিয়া থাকে। এরকম মানুষও অন্য মানুষের ক্ষতির পিছে লাগিয়া থাকে।

(৩) শুকরের স্বভাব। শুকর যেমন নোংরা। এ ধরনের মানুষও নোংরা কাজে লিপ্ত থাকে।

(৪) কুকুরের স্বভাব। কুকুর যেমন এক টুকরা হাড় পেলে অন্য কুকুরকে তাড়ায়ে দিয়ে নিজে ভোগ করে-কুকুরের স্বভাবের মানুষও জমি ও সম্পদ নিয়ে খুনা খুনি করে নিজে আত্মসাৎ করে বা ধ্বংস হয়ে যায়।

www.pathagar.com

❐ সূরা নাছ-এ খান্নাছ শব্দ আছে। খান্নাছ অর্থ শয়তান। শয়তান ২ প্রকার (১) অদৃশ্য শয়তান যথা ইবলিছ (২) দৃশ্য শয়তান যথা মানুষ। অদৃশ্য শয়তানের শিস্য হিসাবে তার পরামর্শ অনুসারে মানুষ শয়তান কাজ করে। এদের পরিণাম দুঃখজনক।

❐ সূরা ফালাকে হাছাদ শব্দ আছে। হাছাদ অর্থ হিংসা। হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা সমস্ত নেক আমলকে খেয়ে ফেলে। হাদীস।

❐ হিংসার আগুন পুড়ায় দেহ খেয়ে ফেলে নকী /জীবন করে কয়লা কালো, পণ্য রাখে না বাকী।

ক্ষয়-প্লায় বিষয় সম্পদ, সোনা, দানা যত/লয় হয় উড়ে যায়, ধুলি কনার মত।

নবীর হুকুম অবজ্ঞা করে, খবিশ হেন জীব/অনল মাঝে রবে আবাদ, দুর্ভাগ্য হের নাছিব।

❐ এবার নবীদের আলোচনা। আল্লাহ পাক কোরান মজিদে ৬ পারায় সূরা নেছার ১৬৪ আয়াতে বলেছেন-"রাসুলান কাদ কাছাচ না-হুম আলাইকা মিন কাবলু ওয়া রসূলান লাম নাকছোছহুম্ আলাইকা"

অর্থাৎ কিছু নবীর নাম পূর্বেই বলেছি আর কতকগুলির নাম বলি নাই। কাজেই কোরানে যে সমস্ত নবীর নাম উল্লেখ আছে তাদের জীবনী লেখা হলো তাছাড়া যে সমস্ত মর্যাদাবান লোকের কথা কোরানে উল্লেখ আছে তাদের কর্মময় জীবনী নবীদের সঙ্গে নবী পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করা হলো।

নবী পরিচ্ছেদ

৯৬৭। হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ার বুকে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী ছিলেন। মানব জাতির পূর্বে ছিল জ্বিন জাতি। তারা কলহ করে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করন। সুতরাং তিনি ফেরেস্তাদের নিকট তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ফেরেস্তারা আদম সৃষ্টিতে বাধা দেয়। হয়তো তারা নিজেদেরকে আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করছিল। আল্লাহ মহান তাদের মনের অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তিনি আদমকে সৃষ্টি করে কিছু গোপন রহস্য শিক্ষা দেন। তৎপর ফেরেস্তাদেরকে রহস্য তথ্য জিজ্ঞাসা করায় তারা উত্তর দিতে অক্ষম হয়। তখন আদমকে রহস্য ব্যক্ত করতে বলায় আদম পরিষ্কার করে বুঝায়ে দিল। এইভাবে আল্লাহ পাক আদমকে ফেরেস্তাদের শিক্ষক বানায়ে সবার শীর্ষে স্থান দেন এবং শিক্ষকের সম্মান রক্ষার জন্য ফেরেস্তাদের সেজদার হুকুম দেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তারা সেজদা করে আল্লাহর আদেশ পালন করে। কিন্তু ইবলিছ সেজদা না করার জন্য অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়। পারা ১ ঃ বাকারা ২৯-৩৪ আঃ

৯৬৮। আদম মাটি হতে সৃষ্টি। ২৭ পারা ঃ রহমান ১৩-১৪ আঃ

৯৬৯। আদম সৃষ্টির খবরঃ আল্লাহ পাক আদমকে সৃষ্টি করার জন্য দুনিয়া হতে মাটি নিবার জন্য ফেরেস্তাদেরকে পাঠান। প্রথম ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) দুনিয়ায় এসে মাটি

www.pathagar.com

নিতে গেলে মাটি আল্লাহর কছম দিয়ে কাকুতি মিনতি জানালে ফেরেস্তা জিব্রাইল নিরূপায় হয়ে ফিরে যায়। এইভাবে মিকাইল, ইসরাফিল ফেরেস্তা অপারগ হয়ে ফিরে যায়। পরিশেষে আল্লাহ ফেরেস্তা আজরাইলকে হুকুম করেন। আজরাইল ফেরেস্তা মাটি নিতে গেলে আল্লাহর কছম দিয়ে কান্নাকাটি করে। তুমি আমারে নিওনা তখন আজরাইল বলে তুমি যার কছম দিচ্ছ তিনিই তো আমাকে পাঠায়েছেন। এই কথা বলে জোর করে মাটি নিয়ে যায়। আল্লাহ এই নির্দয় ফেরেস্তার উপর জীবের জান কবজের ভার দেন। ফল কথা, মাটি দিয়ে আদমকে তৈয়ার করে বেহেস্তে রাখা হল। সঙ্গিনী হিসাবে বিবি হাওয়াকে আদমের বাম পার্শ্ব হতে সৃষ্টি করে আদমের পাশে রাখা হল। তাদের দিন সুখেই কাটতে লাগল। কিন্তু শয়তানের সহ্য হল না। সে তাদেরকে নানারকম প্রতারণামূলক কথা বলে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায়ে দিল। ফল খাওয়ায় তাদের পায়খানা করার প্রয়োজন হল। তখন আল্লাহ্‌র আদেশে আদম হাওয়াকে দুনিয়াতে নামায়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ইবলিছকেও দুনিয়াতে নামায়ে দেন। ১ পারা ঃ বাকারা -৩৫-৩৬ আঃ

❐ পৃথিবী পায়খানার স্থান। এখানে পড়ে আদম হাওয়া দিশাহারা হয়ে পড়ে ও কাঁদতে আরম্ভ করে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার কেতাব ও আইন কানুন মেনে যদি চল এবং আমালে সালেহা কর তাহলে তোমাদেরকে-পুনরায় বেহেস্তে নিব। ১ পারা ঃ বাকারা -৩৭-৩৯ আঃ

৯৭০। দয়াঃ আল্লাহ পাক আদম-হাওয়ার কান্নাকাটি শুনে দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে দোয়া শিখায়ে দেন আর বলেন, এই দোয়া সর্বদা পড়তে থাকলে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন।

দোয়া "রাব্বানা জালাম না আনফোছানা ওয়া ইন্‌লাম তাগফের লানা ওয়া তারহামনা লানাকুন্নান্না মিনাল খাছেরীন।" ৮ পারা ঃ আরাফ ২৩ আঃ

৯৭১। আদম-হাওয়া বেহেস্তে থাকবে-ইবলিছ শয়তানের তা সহ্য হল না। শয়তান তাদের পিছু লাগল। সে কছম খেয়ে খেয়ে বলতে লাগল আল্লাহ তোমাদেরকে চিরদিন বেহেস্তে রাখবে না এ জন্য ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছে। অথচ এ গাছের ফল খেলে তোমরা চিরদিন এই শান্তিময় বেহেস্তে থাকতে পারবে। আল্লাহ তোমাদেরকে আর বের করতে পারবে না। এইভাবে মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল হাওয়াকে খাওয়ায়ে দিল এবং হাওয়া আদমকে খাওয়ালো। খাওয়ার পরপরই তাদের শরীর হতে বেহেস্তী পোশাক উড়ে গেল। আর তারা উলংগ হয়ে গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকল। এমন সময় পায়খানারও চাপ সৃষ্টি হওয়ায় আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে বলেন এখানে কিছু দিন থাক। এখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে। তৎপর তোমাদেরকে কবর হতে তুলে বিচার করা হবে। ৮ পারা ঃ আরাফ ১১-২৫ আঃ

❐ আদমকে রাখা হল ভারত বাংলার সরনদী দ্বীপে। আর বিবি হাওয়াকে রাখা হলো জেদ্দাতে। দুই জন দুই স্থানে পড়ে অসহায় হয়ে কাঁদতে থাকে আর দোয়া পড়তে থাকে। এইভাবে তিনশো, সাড়ে তিনশো বৎসর ঘুরাঘুরি ও কাঁদাকাটির পর আরফার মাঠের নিকট জাবালে রহমতে আদম (আঃ) দুরাকাত নামাজ পড়ে বসে আছেন এমন সময় আরফার ময়দানের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সেখানে বিবি হাওয়াকে দেখতে পান।

www.pathagar.com

তারপর আদম (আঃ) সেখানে গিয়ে বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হন। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন-আল্লাহ মহান তাদের দোয়া কবুল করেন। "ফাতাবা আলাইহে ইন্নাহু হুয়াৎ তাওয়াবুর রাহিম।" ১ পারা ঃ বাকারা ৩৭ আঃ

❐ আরফা- মিলন স্থান। হযরত আদম ও হাওয়ার মিলন হয়েছিল এ জন্য ঐ স্থানের নাম আরফা। হযরত আদমের পরবর্তী কালে ঐ স্থানের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। হযরত ইবরাহিম (আঃ) হতে আরফার মাঠে হজ্জ এর নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরাফার মাঠেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হতে থাকবে।

৯৭২। ইবলিছের জন্ম কথাঃ আল্লাহ বলেন, আমি জ্বিন জাতিকে আগুনের ফুল্‌কী হতে সৃষ্টি করেছি। -২৭ পারা ঃ রহমান ১৫ আঃ

"ওয়াখালাকাল জান্না মিন্ মারেজিম মিন্‌নার।" ইবলিছ জ্বিনদের বংশধর। কলহ করার জন্য জ্বিনকে ভূপৃষ্ঠ হতে তাড়ায়ে ভূঅভ্যন্তরে রাখেন এবং সৃষ্টি সেরা জীব মানব জাতিকে ভূপৃষ্ঠে স্থান দেন। ইবলিছ জন্ম হতে শয়তাল হওয়ার আগেও ভাল ছিল। দিন দিন তাহার স্বভাব ও চরিত্র প্রশংসা পেতে থাকে। আল্লাহভক্ত হিসাবে সে পরিচিত হয়। কথিত আছে-সে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করে যে সেজদা করতে করতে জমিনের কোন স্থান বাদ রাখে না। তারপর আসমানে এবাদত করার জন্য আল্লাহ মহানের নিকট প্রার্থনা জানায়। আল্লাহ পাক তাকে নিরাশ না করে অনুমতি দেন। ইবলিছ আসমানে উঠে এমনভাবে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হলো যা দেখে ফেরেস্তারা অবাক হয়ে গেল। এবং এক বুজুর্গ লোক মনে করে তারা একে একে তার নিকট উঠা বসা করতে লাগল এবং তার উপদেশ নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইবলিছকে তাদের নেতা বানায়ে নিল। ইবলিছ ভাল ভাল উপদেশ দিত এবং তারা নেতার কথা মত কাজ করতে থাকে। ফেরেস্তাদের নেতা হওয়া বিরাট কথা। ইবলিছ ফেরেস্তাদের নেতা হওয়ায় তার মনে একটু তাকাব্বরী ও গর্বের সৃষ্টি হল। সে নিজকে ফেরেস্তা অপেক্ষা উত্তম মনে করল। আর ক্রমে ক্রমে তাকাব্বরী তার মনে মজবুত হয়ে বসল। তাই আল্লাহ মহান যখন আদমকে সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন ইবলিছ তথা ফেরেস্তারা বাধা দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ মহান হযরত আদমকে আশরাফুল মখলুকাত বানায়ে ফেরেস্তাদেরকে সেজদা করতে হুকুম দেন। সকল ফেরেস্তা আদমকে সেজদা করে আল্লাহর আদেশ পালন করে। কিন্তু ইবলিছ অহংকার করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে শয়তান মারদুদে পরিণত হয়। ইবলিছ অহংকার করে বলে আমি আগুনের তৈরী আমি উত্তম। আর আদম মাটির তৈরী সে অধম। কেন আমি অধমকে সেজদা করব? এই অহংকারের জন্য তাকে বেহেস্ত হতে বের করে দেওয়া হল এবং পৃথিবীতে তাড়ায়ে দেওয়া হল।

❐ তব্বাকার আজাজিলরা খার কার্দ,
বাজুন্দানে লানৎ গেরেফ্‌তার কার্দ। -শেখ সাদী।

অর্থাৎঃ অহংকার করার জন্য আজাজিলের পতন ঘটল।

৯৭৩। লেবাছঃ আল্লাহ মহান মানব জাতির ইজ্জত ঢাকার জন্য লেবাছ (পোশাক) অবতীর্ণ করেছেন। তবে ঈমানদার মুসলমানদের জন্য লেবাছ তাকওয়া নির্দিষ্ট করেছন। আল্লাহ বলেন, "লেবাছু ত্তাকওয়া জালেকা খাইরুন" অর্থাৎ পরহেজগারীর লেবাছটাই মুসলমানদের জন্য উত্তম। যে লেবাছ বা পোশাক পরলে সহজেই চিনা যায় যে ইনি

www.pathagar.com

মুসলমান মুত্তাকী। (মুত্তাকী মুসলমানের জন্য পাঞ্জাবী, তহ্‌বন ও একটি টুপিই যথেষ্ট)। সুতরাং ইহুদী নাছারার পোশাক ছেড়ে আদর্শ নবীর আদর্শ পোশাক ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। ৮ পারা ঃ আরাফ ২৬ আঃ

৯৭৪। হাবিল, কাবিল হযরত আদম (আঃ)-মের দুই পুত্র। হাবিল ছিল আল্লাহ ভক্ত আর কাবিল ছিল আল্লাহদ্রোহী। তাদের বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ যেভাবে বিয়ে করার নির্দেশ দেন কাবিল তা অগ্রাহ্য করে এবং হাবিলকে হত্যা করার জন্য উদ্দত হয়। হাবিল বলে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তুমি দোষী হবে এবং পরকালে জাহান্নামে শাস্তি পাবে। কাবিল ক্ষিপ্ত হয়ে হাবীলকে হত্যা করে। হত্যা করার পর কাবিল মৃত লাশ নিয়ে বিপদে পড়ে ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। লাশ কি করবে বা কোথায় রাখবে? ইত্যবসরে হঠাৎ করে কাবিলের সামনে দুইটি কাক এসে কলহে লিপ্ত হয় এবং একটি কাক অপর কাকটিকে মেরে ফেলে এবং মাটি খুঁড়ে তার নীচে চাপা দেয়। এ ঘটনা দেখে কাবিলের বুদ্ধি হয় এবং মাটি খুঁড়ে হাবিলের লাশকে কবর দেয়। এটাই হলো দুনিয়ার প্রথম কবর।

দুনিয়াতে যত হত্যা হবে কাবিল সকল হত্যার পাপের অংশ পাবে। ৬ পারা ঃ মায়েদা ২৭-৩২ আঃ

❐ শয়তান ইবলিছ কাবিলকে জাহান্নামী বানায়ে ছাড়ল।

শিশ নবী

❐ রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেন, হযরত শিশ (আঃ) হযরত আদম (আঃ)-এর একজন নেককার পুত্র ছিলেন। তিনি নবীও ছিলেন। তাঁর নিকট ৫০ খানা আসমানী সহিফা নাজেল হয়েছিল। তিনি ঐ সহিফা অনুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন।

৯৭৫। হযরত নূহ (আঃ)ঃ আল্লাহ মহানের মনোনীত নবীর মধ্যে হযরত নূহ (আঃ) অন্যতম। আল্লাহর নবী তাঁর কাওমকে হেদায়েত করার জন্য বহু চেষ্টা করেন। আল্লাহর আজাবের ভয় দেখান। জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখান কিন্তু কিছুতেই ঈমান আনে না বরং নবীকে মিথ্যাবাদী বলে গালি গালাজ করে ও কষ্ট দেয়। নবী (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে জাহাজে উঠে রক্ষা পান। আর পাপিরা পানিতে ডুবে মরে। ৮ পারা ঃ আরাফ ৫৯-৬৪ আঃ

৯৭৬। হযরত নূহ (আঃ) তার কাওমকে হেদায়েত করার জন্য অনেক অনুরোধ জানান। বলেন, তোমাদের নিকট আজুরা চাওয়া হচ্ছে না। তবুও তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা কর। তাঁর সঙ্গে শরীক কর না। আমি মুসলমান আমার কথা শুন। তারা নবীর কথা অগ্রাহ্য করায় ধ্বংস হয়। ১১ পারা ঃ ইউনুছ ৭১-৭৩ আঃ

৯৭৭। হযরত নূহ (আঃ) আরও নছিহত করেন। বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল। আমার কথা শুন। আল্লাহকে ভয় কর। আমি তোমাদের কাছে কোন আজুরা চাইছি না। আমি ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদকারী ছাড়া নই। তারা বলে-নবী যদি তুমি প্রচারণা বন্ধ না কর তাহলে পাথর মেরে তোমাকে শেষ করব। নবী নূহ আঃ আল্লাহর নিকট নালিশ জানালে আল্লাহ তাদেরকে ডুবিয়ে মারেন। ১৯ পারা ঃ শোয়ারা ১০৫-১২২ আঃ

৯৭৮। হযরত নূহ (আঃ) জাহাজ তৈরীর আদেশ পান। ১৮ পারাঃ মুমেনুল ২৩-৩০ আঃ

www.pathagar.com

৯৭৯। কাওমে নূহ বলে, নূহ তুমি আমাদের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছ। এবং ডুবে মরার ভয় দেখিয়েছ। তুমি কেমন নবী। যদি সত্যবাদী হও তাহলে ডুবিয়ে মার দেখি? আল্লাহ ওহী দিয়ে বলেন, ওরা ঈমান আনবে না বরং হে নবী আপনি আমার ওহী মুতাবেক আমার চোখের সামনে জাহাজ তৈরী করুন। ১২ পারা ঃ হুদ ৩২-৩৭ আঃ

৯৮০। হযরত নূহ (আঃ)-মর মুশরেক কাওমেরা ৫ রকমের মূর্তীর উপাসনা করত। ঐগুলিকে তারা প্রভু বলে মানত। এক আল্লাহকে মানতো না। ২৯ পারা ঃ সূরা নূহ ২৩ আঃ

মূর্তীগুলির নাম ঃ

(১) ওদ্দা পুরুষ মূর্তী।

(২) সূয়া স্ত্রী মূর্তী।

(৩) ইয়াগুছ সিংহ মূর্তী।

(৪) ইয়াউক অশ্ব মূর্তী।

(৫) বাছরা ঈগল পাখির মূর্তি।

৯৮১। হযরত নূহ নবীর জাহাজ তৈরী। আল্লাহর নির্দেশ মত জাহাজ তৈরী হতে লাগল। ১২ পারা ঃ হুদ ৩৮ আঃ

❐ অলৌকিতভাবে জাহাজের তক্তাগুলিতে নবীদের নাম লিখা ছিল। তৈরীর শেষের দিকে ৪ খানা তক্তা কম পড়ে। সুতরাং নূহ আঃ তার আত্মীয় "উজ"কে সমুদ্র পারাপার হতে একটি গাছ আনতে বলায় সে গাছ এনে হাজির করল। গাছ ফাঁড়াই করে ৪ খানা তক্তা পাওয়া গেল যে তক্তাগুলিতে ৪ জন খলিফার নাম ছিল। যথা হঃ আবু বকর, হঃ ওমর, হঃ ওসমান ও হঃ আলী রাঃ।

শুষ্ক ভূমিতে জাহাজ তৈরী হচ্ছে দেখে কাফেরগণ খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল এবং নবীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করল।

জাহাজ তৈরী শেষ হলে কাফেরগণ পরামর্শ করে জাহাজের মধ্যে পায়খানা করতে লাগল। দিনে দিনে জাহাজ পায়খানায় ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটনা এক অথর্ব বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে এসে কোন রকমে জাহাজে পায়খানা করতে বসল। কিন্তু পা কেঁপে সে বুড়ী জাহাজের পায়খানার মধ্যে ডুবে গেল। জাহাজ মলে ভরে গেল। একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক অথর্ব বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে এসে কোন রকমে জাহাজে মলত্যাগ করতে বসল। কিন্তু পা পিছলে সে জাহাজ ভর্তি মলের মধ্যে ডুবে গেল। পরে লাফিয়ে উঠল জাহাজের উপর। কি হল কি হল! চারদিকে রব পড়ে গেল। দেখে যে সেই বুড়ী আর বুড়ি নাই। সে এখন একেবারে এক পূর্ণ যৌবনা নারী। সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল। সত্যতা প্রমাণের জন্য আর এক অথর্ব বুড়ীকে পায়খানার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। সবাই হতবাক হয়ে গেল। দেখল অথর্ব বুড়ী এখন এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। আর দেখা নাই বলা নাই সমস্ত থুড় থুড়ে বুড়ী জাহাজের পায়খানার মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে যৌবন প্রাপ্ত হলো। দেশে শোহরাৎ পড়ে গেল তাই দলে দলে এসে পায়খানায় ডুব দিয়ে যৌবন নিয়ে ফিরে গেল। চালাক যারা তারা কলসী ভর্তি করে নিয়ে গেল। পরে আসার কারণে যাদের ভাগ্যে পায়খানা জুটল না তারা জাহাজ

www.pathagar.com

ধুয়ে ধুয়ে সেই পানি নিল, খেল এবং যুবতী হল। কাফের যেমন চক্রান্ত করেঃ আল্লাহও তেমনি কায়দা করেন। "ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কাইদাও ওয়া আকিদো কাইদা" সূরা তারেকের ১৫-১৬ আঃ দেখুন।

এমনিভাবে তারা জাহাজকে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল। সৃষ্টিকর্তার কি অপূর্ব কৌশল। কাছাছুল আম্বিয়া উর্দ্দু দ্রঃ

❐ উজ ছিল এত বেশী লম্বা যে সমুদ্রের মধ্যে তার এক হাঁটু পানি হতো। তাই সমুদ্র হেঁটে পার হয়ে গাছ আনতে সক্ষম হয়েছিল।

৯৮২। দোয়া হযরত নূহের উপর কাফেরদের খুব জুলুম হতে লাগল। তিনি সহ্য করতে না পেরে আল্লাহকে বলেনঃ "আন্নি মাগলুবুন ফান্তাছের" প্রভু আমি উৎপীড়িত আমাকে সাহায্য কর। ২৭ পারা ঃ কামার ১০ আঃ

৯৮৩। আল্লাহ নবীর কথা মঞ্জুর করেন এবং তন্নুর হতে পানি তুলে দুনিয়াকে ডুবায়ে দেন। এবং জালেমদেরকে ধ্বংস করন। হযরত নূহ (আঃ) জোড়ায় জোড়ায় নর নারী সমস্ত জিনিসকে জাহাজে তোলেন। তিনি সঙ্গী নিয়ে জাহাজে উঠেন এবং বলেন, "বিছমিল্লাহে মাজরিহা ওয়া মুর্ছাহা ইন্না রাব্বী লা গাফুরুর রাহিম।" জাহাজ ও যানবাহনে উঠার দোয়া। ১২ পারা ঃ হুদ ৪০-৪১ আঃ

❐ জাহাজ হতে নামার দোয়াঃ রাব্বে আনজেল্‌নী মুন্‌জালান্ মুবারাকান্ ওয়া আন্‌তা খাইরুল মুন্‌জেলিন। ১৮ পারাঃ মুমেনুল ২৯ আঃ

৯৮৪। জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ভাসতে লাগল। পাহাড় তুল্য তরঙ্গে তরঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ চলল। নবী তাঁর পুত্র কেনানকে জাহাজে উঠার জন্য বারবার ডাকলেন। কিন্তু সেই আল্লাদ্রোহী পুত্র, পিতার অবাধ্য পুত্র জাহাজে না উঠায় পানিতে ডুবে মরে। নবী পুত্রের উদ্ধারের জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানালে আল্লাহ নবীকে ধমক দিয়ে বলেন, সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তার কর্ম খুব খারাপ। তার কথা পুনরায় বললে তোমাকে মুর্খ বলা হবে। হযরত নূহ তওবা করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ১২ পারাঃ হুদ ৪২-৪৭ আঃ

৯৮৫। আল্লাহ হযরত নূহকে ভীষণ প্লাবন হতে রক্ষা করেন এবং শত্রুদেরকে অথৈ পানিতে ডুবিয়ে মারেন। ১৭ পারা ঃ আম্বিয়া ৭৬-৭৭ আঃ

৯৮৬। আল্লাহ হযরত নূহকে সালাম দিয়ে বলেন, যারা সৎ ব্যক্তি তাদেরকে তিনি এইভাবেই বিপদ হতে রক্ষা করেন। ২৩ পারা ঃ সাফফাত ৭৫-৮১ আঃ

৯৮৭। হযরত নূহের বয়স ছিল ১০০০ বৎসর। কিন্তু তা হতে ৫০ বৎসর কেটে কম করা হয়। ২০ পারা ঃ আন্‌কাবুত ১৪ আঃ

৯৮৮। হযরত নূহের স্ত্রী আমানতের খিয়ানত করার জন্য আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করেন। ২৮ পারা ঃ তহরীম ১০ আঃ

৯৮৯। হযরত নূহ (আঃ) আখেরী মুনাজাতে নিজের ও পিতা মাতার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জালেমদের জন্য, বিদ্রোহীদের জন্য ধ্বংস চেয়ে শেষ করেন। ২৯ পারা ঃ নূহ ১-২৮ আঃ ।

www.pathagar.com

নবী পরিচ্ছেদ

৯৯০। হযরত ইবরাহিম (আঃ)। হযরত ইবরাহিম (আঃ)কে আল্লাহ অনেকবার পরীক্ষা করেন। তিনি সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১ পারা, বাকারা ১২৪ আয়াত।

❐ হযরত ইবরাহিমকে যে সমস্ত পরীক্ষা করা হয় তন্মধ্যে বড় পরীক্ষা ৩টি। (১) নমরূদের আগুন, (২) মায়া মমতায় জড়া কচি শিশু ইসমাইলের বসবাস, (৩) স্নেহ বিজড়িত বালক ইসমাইলকে যবেহ। সব পরীক্ষায়ই হযরত ইবরাহিম (আঃ) ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে পাস করেন। এ এজন্য আল্লাহ অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁকে দুনিয়ার সেরা মানবের পার্শ্বে স্থান দেন। দিন রাতে যতবার নামাজ পড়া হোক না কেন ততবার আত্তাহিয়াতের দরূদে নূর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে হযরত ইবরাহিমের (আঃ) উপর দরূদ পড়ার ব্যবস্থা করেন।

৯৯১। তোয়াফঃ আল্লাহ পাক কাবাঘর তোয়াফকারীর জন্য, এতেকাফ ও রুকুকারী নামাজীর জন্য পরিষ্কার ও পবিত্র করার নির্দেশ দেন। সুতরাং হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) কাবাঘর মেরামত করেন ও শহরের নিরাপত্তার জন্য এবং শহরবাসীর রুজীর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। ১ পারা, সূরা বাকারা ১২৫-১২৮ আয়াত।

৯৯২। মেরামতঃ কাবাঘর মেরামত হয়ে গেলে তিনি এমন একজন নবীর জন্য আল্লাহর দরগায় মোনাজাত করেন যিনি এসে জগতবাসীকে কিতাব ও হিকমত, জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং মানুষকে পবিত্র করবেন। আল্লাহ মহান তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং সৃষ্টির সেরা, মানবজাতির সেরা, নবীদের সেরা নবী নূরে মুজাচ্ছাম, উছওয়াতে হাসনাত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেন। ১ পারা, বাকারা ১২৯ আয়াত।

৯৯৩। হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে নমরূদের তর্ক যুদ্ধ হয়। নমরূদ বলে তুমি সারাদিন আল্লাহ আল্লাহ কর। বলো তো তোমার আল্লাহর কি ক্ষমতা আছে? হযরত ইবরাহিম বলেন, আমার আল্লাহ জিন্দা করতে পারেন এবং মেরেও ফেলতে পারেন। তখন বেঈমান নমরূদ উত্তর দিল সেও মেরে ফেলতে ও জিন্দা করতে পারে। এ কথা বলেই একজন নির্দোষী কে হত্যা করে, আর একজন ফাঁসির অপরাধীকে ছেড়ে দেয়। তখন আল্লাহর নবী ইবরাহিম বলেন, আমার আল্লাহ পূর্ব দিক হতে সূর্য পশ্চিম দিকে নিয়ে যান, তোমার ক্ষমতা যদি থাকে তবে সূর্যকে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে নিয়ে যাও দেখি? তখন কাফের নমরূদ হতভম্ব হয়ে গেল। ৩ পারা, বাকারা ২৫৮ আয়াত।

৯৯৪। হযরত ইবরাহিম (আঃ) আল্লাহকে বলেন, আল্লাহ তুমি কেমন করে মরাকে জিন্দা কর আমি দেখতে চাই। আল্লাহ বলেন, তাহলে তুমি আমার ক্ষমতা বিশ্বাস কর না? নবী বলেন, বিশ্বাস করি, তবে স্বচোখে দেখলে আমি মনে প্রশান্তি পেতাম। তখন আল্লাহ বলেন, তবে ৪টা পাখি লও। ওদেরকে যবেহ করে মাথাগুলো নিজের কাছে রাখ এবং গোসত হাড্ডী সবগুলো একত্রে মিশায়ে ভাগ করে ৪ পাহাড়ে রেখে দাও এবং একটি একটি করে মাথা হাতে নিয়ে নাম ধরে ডাক দিলেই আমার ক্ষমতা দেখতে পাবে। তারা দৌড়ে তোমার কাছে আসবে এবং মনে রেখো আল্লাহ মহা প্রতাপশালী বিজ্ঞানময়। হযরত ইবরাহিম স্বচোখে দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। ৩ পারা, বাকারা ২৬০ আয়াত।

www.pathagar.com

৪টি পাখি সম্বন্ধে কেতাবে লেখে ঃ

১) মোরগ-মোরগের কামভাব খুব বেশী। কাম রিপুকে যবেহ করার প্রতি ইঙ্গিত।

২) ময়ুর। অতি সুন্দর। সৌন্দর্য লিপশাকে যবেহ করার প্রতি ইঙ্গিত।

৩) কাক। কাক খুব নোংরা প্রিয়। কাকের যবেহ দ্বারা নোংরামীর যবেহের প্রতি ইঙ্গিত।

৪) শকুনী। এ পাখি খুব লোভী। একে যবেহ দ্বারা লোভ রিপুকে যবেহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯৯৫। ইব্রাহীমের (আঃ) সত্য দর্শন ঃ নমরূদের দল নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্যের পূজা করতো। হযরত ইবরাহিম (আঃ) ওদের দেবতা দ্বারাই ওদেরকে তৌহিদ বুঝাবার চেষ্টা করেন। রাতে নক্ষত্রের উদয় হলে তিনি বলেন, হয়তো বা এটাই আমার প্রভু হবে। কিন্তু যখন অস্ত গেলো তখন বলেন, অস্তগামীকে আমি ভালবাসি না। তারপর চাঁদের আগমন হয় এবং অস্ত যায়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ হেদায়েৎ না দিলে আমি ভ্রান্তদের মধ্যে গণ্য হবো। তারপর ভোরে সূর্য প্রতাপ ও উজ্জ্বলতা নিয়ে এলে তিনি বলেন, এটা সবার বড়। হয়তো বা এটাই আমার রব হবে। কিন্তু যখন সূর্যও অস্ত গেল তখন তিনি তার কাওমকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা যে শেরেক করছ আমি তা হতে দূরে সরে গেলাম। যিনি আসমান, জমিন সৃষ্টি করেছেন তারই দিকে আমার মুখমন্ডল ফিরালাম। ৭ পারা, আনয়াম ৭৬-৭৯ আয়াত।

মূর্তী ধ্বংস

৯৯৬। উৎসব দিবস। নমরূদ গোষ্ঠীসহ উৎসব দিবসে মেলা দেখতে গেল। হযরত ইবরাহিম (আঃ) নমরূদের খোদাদ্রোহিতার কারণে মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। তাঁকে নমরূদের লোকেরা উৎসবে যোগ দিবার জন্য ডাকলে তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি অসুস্থ, যেতে পারবো না। তোমরা যাও। সকলে গেলে হযরত ইবরাহিম একটি কুঠার নিয়ে মূর্তিঘরে ঢুকে সবগুলোকে চুরমার করেন এবং কুঠারটা বড় মূর্তির ঘাড়ে রেখে বের হয়ে আসেন। ২৩ পারা, সাফফাত ৮৩-৯৩ আয়াত।

নমরূদের জনগণ উৎসব হতে ফিরে এসে মূর্তির অবস্থা দেখে রেগে যায়। যে লোক এমন কাজ করেছে তাকে ধরে আনার আদেশ দিল নমরূদ। তারা হযরত ইবরাহিমকে ধরে নিয়ে গেল। হযরত ইবরাহিম (আঃ) বললেন, এমন কাজ তাদের বড় মূর্তিটাই করেছে- জিজ্ঞাসা করে দেখ। নমরূদ বলে, মূর্তি কথা বলতে পারে নাকি? তখন হযরত ইবরাহিম (আঃ) বলেন, যে কথা বলতে পারে না, নড়াচড়ার শক্তি যার নেই সেকি করে খোদা হতে পারে? হযরত ইবরাহিমের কথা শুনে নমরূদ রেগে ইবরামিকে আগুনে পোড়ানোর হুকুম দিল। তৎক্ষণাৎ আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হলো। ইবরাহিমকে নিক্ষেপ করা হবে দেখে ফিরিশতরা হাহাকার করে উঠল। তারা আল্লাহর হুকুম নিয়ে নবীকে সাহায্য করতে এলো। কিন্তু নবী আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য চান না। তাই ফিরিশতাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং এক আল্লাহর উপর দৃঢ়ভাবে তাওয়াক্কুল করেন। ঈমানের মজবুতী দেখে আল্লাহ খুশী হয়ে আগুনকে বলেন, "ইয়া নারো কুনি বার্দাও ওয়া সালামান আলা ইবরাহিম।" প্রথম পরীক্ষায় ইবরাহিম পাস করেন। ১৭ পারা, আম্বিয়া ৫১-৭০ আয়াত।

www.pathagar.com

৯৯৭। আজরঃ হযরত ইবরাহিম সত্যবাদী ছিলেন। ১৬ পারা, মরিয়াম ৪১-৪৭ আয়াত।

হযরত ইবরাহিমের পিতার নাম ছিল তারেক। তিনি মূর্তি তৈরী করতেন এবং মূর্তির পূজা করতেন এবং যেখানেই যেতেন আজর নামে মূর্তিটিকে ঘাড়ে করে যেতেন এই কারণে লোকে তাঁকে আজর নামে ডাকতো। এই কারণে ইবরাহিম (আঃ) তাঁর পিতা আজরকে ডেকে বলেন, পিতা আপনি মুর্তির উপাসনা করেন কেন? মূর্তি তো দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না, এমনকি আপনার কোন উপকারও করতে পারে না। আমি আল্লাহ পাকের নিকট হতে হেদায়েত পেয়েছি। আপনি শয়তানের উপাসনা না করে আমার কথা শুনুন। মূর্তি পূজা ছেড়ে দিন। আজর রেগে গিয়ে বলল, ইবরাহিম তুমি আমার নিকট হতে সরে যাও, নচেৎ পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবো। ইবরাহিম (আঃ) পিতার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন বলে বিদায় নিলেন।

৯৯৮। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিমকে অনেকবার পরীক্ষা করেন। কখন অসুখ দিয়ে, কখন আগুনে ফেলে, কখন ছেলের বনবাস দিয়ে, আবার কখন ছেলেকে কুরবানীর আদেশ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১ পারা, বাকারা ১২৪ আয়াত।

৯৯৯। অসুখের পরীক্ষায় ইবরাহিম (আঃ) বলেন, যিনি অসুখ দিয়েছেন তিনিই ভাল করবেন। ১৯ পারা শোয়ারা ৭৮-৮৬ আয়াত।

১০০০। হযরত ইছমাইল (আঃ)। একদা ফিরিশতা এসে হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর অতিথি হন এবং তাঁকে এক বড় বিদ্যান পুত্রের সুসংবাদ দেন। তখন তিনি অবাক হয়ে বলেন, এত বার্ধক্য বয়সে কি করে সন্তান হবে! ফিরিশতারা বলেন, আমরা সত্য সংবাদ দিলাম। আপনি নিরাশ হবেন না। উত্তরে ইবরাহিম (আঃ) বলেন, যারা পথভ্রষ্ট তারাই নিরাশ হয়ে থাকে।" ১৪ পারা, হেজের ৫১-৫৬ আয়াত।

❐ বনবাসঃ হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর দুইজন স্ত্রী ছিলেন। ১ম স্ত্রী বিবি ছারা। ২য়া স্ত্রী বিবি হাজেরা। বিবি ছারা ও হাজেরার মধ্যে গভীর মিল ছিল। বিবি ছারার সন্তান ছিল না। কিন্তু বিবি হাজেরার পুত্র সন্তান হল। এতে বিবি ছারা মনে একটু আঘাত পেল। তাঁর পুত্র নেই। অথচ হাজেরা পুত্র নিয়ে আনন্দ করে। এটা বিবি সইতে না পেরে হাজেরাসহ শিশুকে বনবাস দিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ জানাল। এমন সময় ওহী নিয়ে এলো জিব্রিল (আঃ) মক্কার জঙ্গলে কাবা ঘরের নিকট বসবাস দিবার জন্য। হযরত ইবরাহিম (আঃ) শিশু ইছমাইলকে কাবা ঘরের নিকট রেখে যাওয়ার সময় দোয়া করেন। "রাব্বানা ইন্নি আছকানতু মিন জুররিয়াতি বেওয়াদীন গাইরে জী জারইন এন্দা বাইতেকাল মুহাররাম।" ১৩ পারা, ইবরাহিম ৩৭-৩৮ আয়াত।

❐ বিবি হাজেরা শিশুকে নিয়ে অসুবিধায় পড়েন। পানির অসুবিধা বড় হয়ে দাঁড়াল। কোথায় পানি পাওয়া যাবে- খুঁজতে বের হন। প্রথমে সাফা পাহাড়ে উঠেন, চারিদিকে লক্ষ্য করে দেখেন মারওয়া পাহাড়ে পানি চকচক করছে।তাই তিনি দৌড়ে মারওয়া পাহাড়ে যান। কিন্তু হায়! সেখানেও পানি নেই, আছে সাফা পাহাড়ে। এমনিভাবে পানির জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড় ৭ বার দৌড়ান। এ জন্য উক্ত

www.pathagar.com

পাহাড়দ্বয়ের মাঝে হাজীদেরকে ৭ বার দৌড়াতে হয়। হাজেরা বিবি পানি না পেয়ে দুগ্ধ পোষ্য শিশু ইছমাইলের কাছে দৌড়ে আসেন। দেখেন শিশুর পদাঘাতে পানির ফুয়ারা ছুটছে। তিন ধারের মাটি ধসে গেছে। মা হাজেরা তাড়াতাড়ি শিশুকে উঠায়ে লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মাটি ধসে একটি কূপের সৃষ্টি হয় এবং পানি উপচিয়ে যেতে থাকে। তখন বিবি হাজেরা পাথর দ্বারা চারিদিকে বাঁধ দিয়ে বলেন, যম যম। অমনি পানি স্থির হয়। এভাবে যম যম কূপের সৃষ্টি হয়। এই কূপের বৈশিষ্ট্য এই যে লক্ষ লক্ষ হাজী পানি ব্যবহার করলেও পানি কমে না। ২ পারা, বাকারা ১৫৮ আয়াত।

১০০২। সাফা মারওয়া পাহাড় ঃ

❐ সাগর, মহা সাগরের পানি যতই করুক থমথম
সকল পানির সেরা মক্কার পানি যমযম।
যমযম কুদরতীকূপ ভাই দুনিয়া মাঝার
পানি কভু কমে না শুন হুকুমে আল্লাহর।

❐ বণিক কাফেলা। আরবের বণিকেরা ঐ জঙ্গলের ধার দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে যাতায়াত করতো। সেখানে পানির ব্যবস্থা না থাকায় কেহই অবস্থান করতো না। একদা হঠাৎ করে অনেক পাখির চীৎকার ও কোলাহল রব শুনে বণিকদের খেয়াল হলো নিশ্চয় পাখিরা পানির সন্ধান পেয়েছে। তারাও অনুসন্ধানে বের হলো। দেখল জঙ্গলের মধ্যে এক মহা সম্ভ্রান্ত মহিলা শিশু কোলে নিয়ে বসে আছেন। বণিকেরা খুব বিনয় ও ভদ্রতার সাথে তাঁর পরিচয় নিল। শিশুর ঘটনা শুনে তারা শিশুকে মহাপুরুষ স্থির করলো এবং শিশু জননীর কাছে আরজ জানাল, মা, বিবি হাজেরার অনুমতি পেয়ে তারা বসতী গড়তে লাগল। আল্লাহ পাক এইভাবে মক্কা শহর গড়ার ব্যবস্থা করেন।

১০০৩। কাবা ঘরঃ যমযম কূপের নিকট কাবা ঘর। কাবা ঘর মেরামতের জন্য ওহী নাযিল হল। হযরত ইবরাহিম (আঃ) দেওয়াল গাঁথতে আরম্ভ করলেন। ১ পারা, বাকারা ১২৭-১২৯ আয়াত।

❐ হযরত ইবরাহিম হলেন রাজমিস্ত্রী এবং হঃ ইছমাইল হলেন জোগানদার। আশ্চর্যের বিষয় হলো হযরত ইবরাহিম (আঃ) যে পাথরে চড়ে দেওয়াল গাঁথছিলেন সেই পাথর আল্লাহর হুকুমে উঠা-নামা করছিল। যার ফলে দেওয়াল গাঁথা সহজতর হয়েছিল এবং গাঁথুনীর পাথরগুলিও হালকা হয়ে হাতে উঠছিল।

১০০৪। হযরত ইবরাহিম যে পাথরে চড়ে কাজ করছিলেন সেই পাথরে তাঁর পদচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। ঐ স্থানের নাম মাকামে ইবরাহিম, হাজী সাহেবগণ সেখানে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। ১ পারা, বাকারা ১২৫ আয়াত।

❐ বড় পরীক্ষা। হযরত ইছমাইল (আঃ) একটু বড় হলেন। দৌড়-ঝাঁপ করতে শিখলেন এমন সময় তাঁকে কোরবানী দিবার আদেশ হলো। হযরত ইবরাহিম (আঃ) পর পর ৩ বার স্বপ্ন দেখেন। তাঁকে আদেশ করা হয় কোরবানী কর। তিনি ৩ দিনে তিন শ' উট কোরবানী দেন। কিন্তু রাতে পুনর্বার স্বপ্ন দেখেন যে, সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কোরবানী দিতে হবে। হযরত ইবরাহিম (আঃ) চিন্তা করেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস তাঁর পুত্র ইছমাইল। সুতরাং তঁকে কোরবানী দেবার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি বিবি

www.pathagar.com

হাজেরাকে বলেন, ছেলেকে দাওয়াত খেতে নিয়ে যাবে। তাকে একটু প্রস্তুত করে দাও। বিবি হাজেরা খুশী হয়ে ইছমাইলকে গোছল দিয়ে ভাল জামা পরায়ে তৈরী করে দেন। অতঃপর পিতা-পুত্রকে নিয়ে মিনা বাজারের দিকে যাত্রা দেন। পথে ৩ স্থানে শয়তান ইছমাইলকে ধোঁকা দিয়ে বলে তোমার আব্বা তোমাকে যবেহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ইছমাইল শয়তানকে কঙ্কর মেরে বলেন, দূর হও শয়তান। পিতা কি কখনও পুত্রকে যবেহ করতে পারে? শয়তান নিরাশ হয়ে বিবি হাজেরার কাছে গিয়ে বলে আপনার পুত্রকে যবেহ করার জন্য নিয়ে গেছে। মা বলেন, দূর হ শয়তান, পিতা কি কখনও পুত্রকে যবেহ করতে পারে? শয়তানের চেষ্টা বিফলে গেল।

❐ মিনা বাজারে পৌছে নবী ইবরাহিম (আঃ) পুত্রকে স্বপ্নের কথা জানান। আল্লাহ মহানের আদেশের কথা বলেন। পুত্র ইছমাইল (আঃ) আল্লাহর আদেশ সত্বর পালনের অনুরোধ করেন এবং বলেন, ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যবেহের প্রাক্কালে পুত্র পিতাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, আব্বা যবেহের পূর্বে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলুন এবং আমার মুখমন্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। তা না হলে আমি যদি নড়াচড়া করি এবং আমার চেহারার উপর নজর পড়লে আপনার দয়ার উদ্রেক হবে যবেহ করতে পারবেন না এবং আল্লাহর নিকট গোনাহগার হবেন। দ্বিতীয় কথা আমার আত্মাকে সান্ত্বনা দিবেন। পুত্রের উপদেশ পালন করে হযরত ইবরাহিম "বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলে পুত্রের গলায় ছুরি চালান। ছুরি কাটে না। তিনি ছুরির ধার পরীক্ষা করে আবার ছুরি চালান। কিন্তু ছুরিতে কাটে না। রাগ করে ছুরি ফেলে দেন। ছুরি একটি পাথরে পড়ে পাথর কেটে গেল। ছুরি হাতে নিয়ে বলেন, ছুরি তুমি পাথর কাটতে পার আর নরম চামড়া কাটতে পারো না? ছুরির জবান খুলে গেল, বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহ পাকের কথা মানব না আপনার কথা মানব? আল্লাহ পাক কাটতে নিষেধ করছেন এজন্য কাটতে পারছি না। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে পুনঃ ছুরি চালান। এবার ফিরিশতারা হয়রান হয়ে চীৎকার দিয়ে বলল, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর। হযরত ইবরাহিম (আঃ) মনে করলেন ফিরিশতারা হয়তো বাধা দিতে আসছে তাই তিনি উচ্চস্বরে বলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া আমি কাউকে মানি না। ইবরাহিম (আঃ) পুনরায় ছুরি চালালে ফিরিশতারা আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর বলে আল্লাহর হুকুমে মুহূর্তের মধ্যে বেহেশত হতে একটি দুম্বা এনে ছুরির তলে দিয়ে হযরত ইছমাইলকে টেনে নিবার সঙ্গে সঙ্গে দুম্বা যবেহ হয়ে গেল। তখন হযরত ইবরাহিম (আঃ) ওয়া লিল্লাহিল হামদ পড়ে আল্লাহ মহানের শুকরিয়া আদায় করেন। মহান আল্লাহ তাঁর খলীলকে জানায়ে দিলেন যে খলীল তুমি কঠিন পরীক্ষায় পাস করেছো। তোমার উপর সালাম বর্ষিত হোক। ২৩ পারা, সাফফাত ১০২-১০৯ আয়াত।

১০০৫। হজ্জ ও ঈদে উক্ত তকবীর পড়া হয়। নীচে তাকবীর পুনরায় দেওয়া হলোঃ-

❐ "আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ"

পুত্র ইসহাকের জন্ম

হযরত ইবরাহিমের (আঃ) প্রথম পুত্র ইছমাইলের জন্মের পর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়। একবার ফিরিশতা এসে হযরত ইবরাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লুত (আঃ)-এর

www.pathagar.com

বদ কাওম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করেন। সেই সময় তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিবি ছারা নবীর কাছে উপস্থিত ছিলেন। ফিরিশতা বিবি ছারাকে পুত্র ইসহাকের সুসংবাদ দিলে বিবি ছারা হেসে ফেলেন এবং বলেন, হায় কপাল! এত বৃদ্ধ বয়সে আমার সন্তান! আমার স্বামীও অতি বৃদ্ধ। কি করে সন্তান হতে পারে? ফিরিশতা বলেন, এটা আল্লাহ মহানের নিকট অতি সহজ। হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এরও সংবাদ দেন। ১২ পারা, হুদ ৭০-৭৩ আয়াত।

১০০৬। হযরত ইবরাহিমের সঙ্গে নমরূদের যুদ্ধ। নমরূদ হঃ ইবরাহিমকে (আঃ) আগুনে পুড়িয়ে মারতে না পেরে বলল, আমি তোমার আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তোমার খোদাকে উমুক তারিখে সৈন্যসহ মাঠে উপস্থিত হতে বল। নবী আল্লাহর কাছে আরজু জানালে আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে। নমরূদ উক্ত তারিখে সৈন্যসহ মাঠে উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার দিতে লাগল কৈ ইবরাহিম তোমার খোদার সৈন্য? কৈ? বোধ হয় আমার সৈন্যের ভয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। হযরত ইবরাহিম (আঃ) আরজু জানায়ে বলেন, আল্লাহ! পাপীষ্ঠ নমরূদের অত্যাচার সহ্য হয় না, তুমি ব্যবস্থা কর। আল্লাহ বলেন, নমরূদকে সমুদ্রের দিকে তাকাতে বল, আল্লাহর সৈন্য আসছে। দেখতে দেখতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। বড় বড় মশার ঝাঁক নমরূদের সৈন্যের উপর পড়ে কামড়িয়ে দিল। আর সৈন্যরা গলা কাটা মুরগীর মত ছটফট করে মারা গেল। দৃশ্য দেখে নমরূদ ভয়ে দৌড় দিয়ে বাড়ীতে ঢুকল। (চিফ কমান্ডার অব দি মছকোয়েটো ওয়াজ লেম।) হি ওয়াজ মার্কিং নমরূদ এন্ড কুইকলী ফলোড হিম। মশার সেনাপতি ন্যাংড়া ছিল সে নমরূদের সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়লো। নমরূদ সকলকে বলল, এরকম মশা আমার সেনাকে ধ্বংস করেছে। বলতে না বলতে মশাটি নমরূদের নাকের ভেতর ঢুকে মস্তিষ্কে মেরেছে কামড়। অবস্থা কাহিল। নমরূদ চিল্লাতে আরম্ভ করেছে ডাক্তার, কবিরাজ বিফলে গেল। শেষে মাথায় জুতা মারার জন্য চাকর রাখা হলো। একদিন চাকরেরা বিরক্ত হয়ে জোরে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিল। মশা উড়ে গেল। নমরূদ বাদশা আল্লাহকে না মানার জন্য শেষে জুতার আঘাতে মরলো।

১০০৭। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ২ স্ত্রী। (১) নিয়া (২) রাহেলা। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৬ পুত্র এবং রাহেলার গর্ভে ২ পুত্র। আর ২ জন দাসী স্ত্রী ছিল। তাদের গর্ভে ২+২=৪ পুত্র হয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সর্বমোট পুত্র ১২ জন। বিবি রাহেলার ২ পুত্রের নাম হযরত ইউসুফ ও ইয়াসীন। হযরত ইউসুফের ঘটনা কুরআনে উল্লেখ আছে।

১০০৮। হযরত ইউসুফ (আঃ)। হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন অতীব সুন্দর। সৌন্দর্যের দশ ভাগের নয় ভাগ তাঁকে দেয়া হয়। সবাই অপলক নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতো। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফকে কখনই কাছ ছাড়া করতেন না। ইউসুফের কিচ্ছাকে আল্লাহ পাক আহসানুল কাছাছ বলে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ সর্বোত্তম কিচ্ছা। ১২ পারা, সূরা ইউসুফ ৩ আয়াত।

১০০৯। একদিন ইউসুফ (আঃ) স্বপ্ন দেখেন যে, ১১টি তারা এবং চন্দ্র-সূর্য তাকে সিজদা করছে। পিতার কাছে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি ব্যাখ্যা দেন ইউসুফের ১১ ভাই এবং তারপিতা মাতা সবাই ইউসুফের অনুগত হবে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ কথা তার ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। ১২ পারা, ইউসুফ ৪-৫ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ কিন্তু সেখানে ইউসুফের সৎমা উপস্থিত ছিল সে তার ছেলেদের কাছে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে দেয়।

১০১০। হযরত ইউসুফের ১০ ভাই এ কথা শুনে রেগে যায় এবং গোপন ষড়যন্ত্র করে। কেহ বলে ইউসুফকে মেরে ফেলা হোক, কেহবা বলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক, আবার কেহ বলে গভীর কূপে নিক্ষেপ করা হোক। সিদ্ধান্ত নেবার পর তারা পিতার কাছে আবেদন করে যে, ইউসুফকে আগামীকাল আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব। সে আমাদের সঙ্গে খেলাধূলা করবে। পিতা তাকে ছাড়তে চাইলেন না এই কারণে যে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। তারা বলে, আমরা ১০ ভাই থাকতে ইউসুফকে বাঘে খেতে পারবে না। ১২ পারা, ইউসুফ ৮-১৪ আয়াত।

❐ তারা পরদিন ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং খুব মারধর করে কূপে নিক্ষেপ করে।

১০১১। কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে ওহীসহ আল্লাহ হযরত জিব্রাইলকে পাঠান। তিনি কূয়ার মধ্যে ইউসুফকে ধরলেন এবং সেখানে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এমন দিন আসবে যখন আপনি জয়ী হবেন ও আপনার ভাইদের সব ঘটনা বলতে পারবেন। ১২ পারা, ইউসুফ ১৫ আয়াত।

১০১২। সন্ধ্যার সময় ভাইয়েরা পিতার কাছে এসে কেঁদে কেঁদে বলে যে, ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। এই দেখ তার রক্ত মাখা জামা। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেন, তোমরা আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ। আমি সবুর এখতিয়ার করলাম, আল্লাহ সাহায্যকারী। ১২ পারা, ইউসুফ ১৬-১৮ আয়াত।

১০১৩। মূলধনঃ পরদিন মিসরের বণিক কাফেলা এসে হাজির। পানির জন্য কুয়াতে বালতি নামিয়ে দিলে ইউসুফ (আঃ) বালতিতে চেপে বসেন। বহুত কষ্ট বালতি উঠায়ে এক অপূর্ব সুন্দর বালক পেয়ে তাকে মূলধন হিসেবে লুকিয়ে রাখে। ১২ পারা, ইউসুফ ১৯ আয়াত।

১০১৪। ইউসুফের ভাইয়েরা লক্ষ্য করছিল কে তাকে উঠায়। তারা এসে ইউসুফকে ফেরত নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। শেষে অতি নগন্য টাকার পরিবর্তে ইউসুফকে বণিকের নিকট বিক্রি করে দেয়। ১২ পারা, ইউসুফ ২০ আয়াত।

❐ ১০ ভাই বণিকের নিকট এসে বলে এ আমাদের চাকর, চুরি করার জন্য আমরা তাকে এই কূয়ার মধ্যে ফেলেছি। তোমরা উঠালে কেন? ফেরৎ দাও। তর্কের পর মাত্র কয়েক টাকায় বিক্রি করে। তারা যদি ইউসুফ ওজনে টাকা চাইতো বণিকরা তাই দিত। আল্লাহ হযরত ইউসুফকে মর্যাদা দিয়ে মিসরের বাদশা করেন। বণিক ইউসুফকে মিসরে নিয়ে নিজ বাড়ীতে রাখে। হযরত ইউসুফকে একনজর দেখার জন্য লোক খুব ভীড় জমাতে লাগল। বণিক অতিষ্ঠ হয়ে ভীড় কমানোর উদ্দেশ্যে দর্শনী টাকা ধার্য করে। এতে টাকার স্তূপ হয়। কিন্তু ভীড় না কমে আরও বৃদ্ধি পায়। হযরত ইউসুফকে দেখার জন্য দেশের লোক মজনু হয়ে পড়ে। এমনকি রাজ দরবারের লোকও এসে দেখে যায়। বাদশা আজিজ মেছেরের স্ত্রী জোলাইখা বাদশার হুকুম নিয়ে দাসী সহ দেখতে আসে। জোলাইখা ইউসুফকে দেখামাত্র মুর্ছা যায়। এরপর বণিক অতিষ্ঠ হয়ে ইউসুফকে বিক্রি

www.pathagar.com

করার ঘোষণা দেয়। তফসীর সূরা ইউসুফ ফার্সী, উর্দু দেখুন। ফার্সী ভাষায় লেখা ইউসুফ জোলাইখা দেখুন, দেখুন কাছাছুল আম্বিয়া।

১০১৫। ইউসুফকে ক্রয় করার জন্য লোক অর্থ নিয়ে, সম্পদ ও সোনা-চাঁন্দি নিয়ে ছুটে এলো। জোলেখার অনুরোধে ইউসুফকে কেনার জন্য বাদশাও যান। শেষে তিনিই ইউসুফকে কিনে নিয়ে আসেন এবং জোলেখাকে যত্ন করতে বলেন। আল্লাহ বলেন, আমি এইভাবে ইউসুফকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করি এবং তাকে ইলম জ্ঞান শিক্ষা ও স্বপ্ন রহস্য শিক্ষা দেই। লোকে তা বুঝে না। ১২ পারা, ইউসুফ ২১-২২ আয়াত।

❐ জোলেখা কে কার মেয়ে এবং ইউসুফকে দেখে কেনই বা মুর্ছা গেল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ আরবের বাদশা, নাম তাইমুন। তাইমুনের একমাত্র কন্যা নাম জোলেখা। জোলেখা পরমা সুন্দরী, বাদশা বেগমের বড় আদরের ধন। জোলেখা খুব সুখী। কিন্তু একদিন এক স্বপ্ন দেখে তার সমস্ত সুখ নষ্ট হলো। স্বপ্নে ইউসুফকে দেখা গেল। ইউসুফের রূপে মুগ্ধ হয়ে দেহ প্রাণ তাকে উৎসর্গ করলো। প্রতিজ্ঞা করলো উভয়ে উভয় ছাড়া বিয়ে করবে না। ইউসুফের ঠিকানা হলো মিসর। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। জোলেখা চিন্তায় বিভোর। পানাহারের খেয়াল নেই। বসে বসে শুধু চিন্তা আর চিন্তা। এতে তার শরীর ভেঙ্গে গেল। পিতামাতা বড় চিন্তায় পড়েন। ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থা চলল কিন্তু কিছুতেই রোগ সারে না। বাদশা বেগম চিন্তা করেন বিয়ে দিলে হয়তো বা রোগ ভাল হবে।তাই জোলেখার বিয়ের শোহরাত দেওয়া হয়। অনেক শাহজাদার পয়গাম আসে। কিন্তু সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করে জোলেখা। শেষে মিসর বাদশার পয়গাম এলে সেটা হয় অনুমোদন। ইউসুফের ঠিকানা ছিল মিসর তাই জোলেখার বড় আশা মিসরে বিয়ে হলেই ইউসুফের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বিয়ে বড় ধুমধামের সঙ্গে হলো। বাসর ঘরে ইউসুফকে না পেয়ে জোলেখা মুর্ছা যায়। ডাক্তার-কবিরাজ এসে ওষুধ দেয় এবং বিশ্রামের উপদেশ দেয়। বাদশার বাসর ঘর করা হলো না। দিন কেটে যায়। স্থির নাহি রয়। একদিন ইউসুফের খোঁজ পেলো বণিকের বাসায়। সেখানে গেল ইউসুফকে দেখতে। পেলো দেখা আর তখনই গেলো মুর্ছা। ইউসুফের স্ত্রী না হয়ে স্ত্রী হল বাদশার। এই তো জোলেখার খবর। জোলেখার অনুরোধে বাদশা ইউসুফকে ক্রয় করে এনে জোলেখার হাওলা করে দেন এবং যত্ন নিতে বলেন।

১০১৬। জোলেখার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বললেও সে ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করতে পারছিল না। তাই গোপনে আগুন নিভাবার জন্য বালাখানা তৈরী করে। বালাখানা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। মন হরণের এক অপূর্ব দৃশ্য। একদা ইউসুফকে সেই বালাখানায় নিয়ে আগুন নিভাবার জন্য অঙ্গ খুলে দিয়ে আলিঙ্গন করতে বলায় আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে নাউজু বিল্লাহ বলে ইউসুফ দরজার দিকে দৌড় দেন। জোলেখা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর ন্যায় দৌড়ে গিয়ে ইউসুফের জামা ধরে। কিন্তু ইউসুফ জোর করে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। এতে ইউসুফের জামার পিছন দিকে ছিঁড়ে যায়। ১২ পারা, ইউসুফ ২৩ আয়াত।

১০১৭। বালাখানায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আল্লাহর নিদর্শন সামনে হাজির না হলে উভয়ে প্রেমানলে ঝাঁপ দিত এবং এইভাবে আল্লাহ ইউসুফকে রক্ষা করেন। যেহেতু ইউসুফ ছিল খাঁটি আল্লাহভক্ত বান্দা। ১২ পারা ইউসুফ ২৪ আয়াত।

www.pathagar.com

❐ বালাখানায় হযরত ইউসুফের সামনে তাঁর আব্বার ছবি ভেসে উঠে। আর লজ্জায় তিনি দৌড়ে পালান।

১০১৮। ইউসুফ দরজার বাইরে দাঁড়াতেই সেখানে বাদশা এসে হাজির। জোলেখা নিজে বাঁচার জন্য আগেই বাদশার কাছে নালিশ করে যে ইউসুফ তার মনিব স্ত্রীর সঙ্গে খারাবির ইচ্ছা করে। একে শাস্তি দেয়া হোক অথবা জেল দেয়া হোক। ইউসুফ নিজের সাফাইর জন্য সেখানে উপস্থিত একটি দুগ্ধ পোষা শিশুকে সাক্ষি মানেন। আল্লাহর আদেশে শিশুর জবান খুলে যায়। শিশু বলে যদি কামিসের সামনে ছিড়া হয় তাহলে ইউসুফ দোষী আর পিছনে ছিঁড়া হলে জোলেখা দোষী। বিচারে জোলেখা দোষী হয়। সুতরাং বাদশা জোলেখাকে তিরস্কার করে বলেন, মেয়েদের কূহকী বুদ্ধি বড় কঠিন। ইউসুফ তুমি যাও। জোলেখা তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চাও। ১২ পারা, ইউসুফ ২৫-২৯ আয়াত।

১০১৯। এই ব্যাপারে শহরের সম্ভ্রান্ত মেয়েরা কানা-ঘুষা করতে লাগে তাই মহিলাদেরকে দাওয়াত করে একটি ছুরি ও একটি লেবু প্রত্যেককে দিয়ে ইউসুফকে হাজির করে বলে তোমরা লেবু কাটো। তারা ইউসুফের দিকে তাকিয়ে লেবু না কেটে হাত কেটে ফেলে। তখন জোলেখা বলে এক মুহূর্ত দেখে এই কান্ড করলে, আর আমি সর্বদা দেখছি আমার কি অবস্থা! তোমরা আমার বিরুদ্ধে কথা কেমনে বল? ১২ পারা, ইউসুফ ৩০-৩২ আয়াত।

❐ শহরের মেয়েরা বলেছিল, কাদ শা গাফাহা হববুন জোলেখাকে খুব ভালবাসা পেয়েছে।

ভালবাসা ৪ প্রকারঃ-

(১) দেখামাত্র ভালবাসার সৃষ্টি হয় কিন্তু পরে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- পথিকের সঙ্গে সালাম কালাম হয়। হাঁসি মুখে কথা বলে বিদায় হয়।

(২) যেমন কোন বন্ধু বাড়ী এলে গল্পের পর কিছু খেতে দিয়ে হাসিমুখে বিদায় দেয়া হয়।

(৩) কোন দরিদ্র আত্মীয় বাড়ী এলে আদর-যত্ন করে খাওয়ায়ে কিছু টাকা দিয়ে হাসিমুখে বিদায় দেয়া হয়।

(৪) অকৃত্রিম ভালবাসা। এ ভালবাসার জন্য প্রাণ দিতে দ্বিধা হয় না। উদাহরণ- হুজুর (সাঃ)-এর সাহাবারা নবী (সাঃ)-এর জন্য আনন্দের সঙ্গে প্রাণ দিতেন। এই ভালবাসাই স্থায়ী ও ঠিক ভালবাসা।

❐ জোলেখার ভালবাসা কৃত্রিম। তা না হলে বালাখানার বাইরে বাদশার কাছে ইউসুফের বিরুদ্ধে নালিশ করতো না।

১০২০। হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলখানা পছন্দ করে জেলে যান। ১২ পারা, ইউসুফ ৩৩ আয়াত।

আল্লাহ বলেছেন, "আছ-আন তুহেববু শাইয়ান-ওয়া হুয়া শার্রোল লাকুম। ২ পারা, বাকারা ২১৬ আঃ।

www.pathagar.com

❐ মানুষের পছন্দ আল্লাহর অপছন্দ। যেমন-

(১) হযরত নূহ নবীর পুত্র কেনানকে পছন্দ আল্লাহর নিকট অপছন্দ।

(২) হযরত মূসা নবীর আল্লাহর দিদার পছন্দ আল্লাহর নিকট অপছন্দ।

(৩) হযরত ইউনুস নবীর পলায়ন পছন্দ আল্লাহর নিকট অপছন্দ।

(৪) হযরত ইউসুফ নবীর জেলখানা পছন্দ আল্লাহর নিকট অপছন্দ।

১০২১। হযরত ইউসুফ জেলে যাওয়ার পর ২ জন যুবককে জেল দেয়া হয়। রাতে তারা স্বপ্ন দেখে হযরত ইউসুফের নিকট ব্যাখ্যা চায়। (১) একজন স্বপ্ন দেখে সে বাদশাকে সরবৎ দিল। (২) ২য় জন দেখে যে পাখি তার মাথার উপর থেকে ঠুকায়ে আহার করল। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের অর্থ বলার পূর্বে তাদেরকে তৌহিদের সবক দেন। তারপর বলেন, প্রথম জন মুক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় জনের ফাঁসি হবে। ঘটনা তাই ঘটল। ১২ পারা, ইউসুফ ৩৬-৪২ আয়াত।

১০২২। বাদশা নিজে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন- ৭টা শুকনা গরু ৭টা মোটা তাজা গরুকে খেয়ে নিল। আরও দেখেন ৭টি তাজা শিষ ও ৭টি মরা। স্বপ্নের অর্থ কেউ দিতে পারলো না। শেষে ঐ যুবক যে জেল হতে মুক্তি পেয়েছিল সে বলল, জেলের মধ্যে হযরত ইউসুফের নিকট হতে স্বপ্নের অর্থ এনে দিতে পারি। বাদশার আদেশে সে ইউসুফকে সব ঘটনা বলে। হযরত ইউসুফ যে নারীদের কারণে জেলে গেছেন তাদের মতামত আগে আনতে বলেন। যুবক ফিরে গিয়ে বাদশাকে জানালে বাদশা সেই সব রমনীকে ডেকে ইউসুফের চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন মেয়েরা এক বাক্যে জবাব দেয় যে, ইউসুফের চরিত্রে এক বিন্দু দোষ নেই। জোলেখাও স্বীকার করে যে, সে নিজেই ইউসুফকে ফুসলায়েছিল। এই প্রকারে হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রমাণ করেন যে, তিনি জোলেখাকে নির্জনে পেয়েও আমানতে খেয়ানত করেননি। তৎপর হযরত ইউসুফকে জেল হতে এনে প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল করেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন ৭ বৎসর অপর্যাপ্ত শস্য হবে। তৎপর ৭ বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ যাবে। তাই ইউসুফকে শস্য সংরক্ষণের ভার দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন, আমি এইভাবে ইউসুফকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করি। ১২ পারা, ইউসুফ ৪৩-৫৭ আয়াত।

১০২৩। ৭-৮ বছর শস্য গুদামজাতের পর দুর্ভিক্ষের ৭ বছর আরম্ভ হয়। লোকেরা মিসরে ব্যবসা আরম্ভ করেন। কেনান শহর হতে হযরত ইউসুফের ভায়েরাও মিসরে ব্যবসার জন্য আসে। হঃ ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেলেন। কিন্তু তারা চিনতে পারেনি। হঃ ইউসুফ তাদেরকে খুব সহানুভূতির সঙ্গে মাল দিতে থাকেন। তাদের নাম ধাম পরিচয় লেখেন। একবার যথার্থ পরিমাণ মাল দেন এবং গোপনে তাদের মূলধনও বস্তার মধ্যে ফেরৎ দেন। তারা বাড়ীতে বস্তা খুলে অবাক হয়। পরের বার এলে অনেক মাল দেন এবং বলে দেন এবার তোমাদের ছোট ভাই ইয়ামীনকে না আনলে কোন মাল পাবে না। তারা বাড়ী গিয়ে পিতাকে বলে। পিতা তাদের কাছে শপথ নিয়ে ইয়ামীনকে যেতে দেন। সবুর করেন এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন এবং বলেন, "ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজা ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমিন। ১৩ পারা, ইউসুফ ৫৮-৬৯ আয়াত।

১০২৪। ছেলেদের যাত্রাকালে ইয়াকুব (আঃ) বলেন, তোমরা মিসর শহরে এক দরজা দিয়া ঢুকবে না। পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে ঢুকবে। তারা পিতার আদেশ পালন করে। ১৩ পারা, ইউসুফ ৬৭-৬৮ আয়াত।

www.pathagar.com

❒ মিসরে প্রবেশ গেট ছিল ৬টি। পিতার নির্দেশমত ছোট ভাই ইয়ামীনকে এক গেটে রেখে তারা অন্য ৫ গেট দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় প্রবেশ করে। হঃ ইউসুফ লক্ষ্য করেন এবং ছোট ভাই ইয়ামীনের নিকট গিয়ে পরিচয় দিয়ে তাকে সঙ্গে করে সোজা নিজ কামরায় যান। তৎপর বাদশাহী লেবাছ খুলে ইয়ামীনের কাছে নিজ পরিচয় দেন। দুই ভাই গলাজড়ায়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তিনি ইয়ামীনকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখার ব্যবস্থা করেন।

১০২৫। তারপর মাল দ্বারা গাড়ী ভর্তি করা হয় এবং ইয়ামীনের গাড়িতে গোপনে বাদশার পান পাত্র রেখে দেয়া হয়। তারপর ১১ ভাই গাড়ী নিয়ে যাত্রা দিলে একজন হুংকার করে বলে তোমরা চোর, তোমরা চোর। সবাই গাড়ী থামিয়ে বলে আমরা চোর নই চুরি করিনি। সকলের গাড়ী চেক করে ইয়ামীনের গাড়ী চেক করতেই বাদশার পান পাত্র বের হয়। ১০ ভাই হতভম্ব হয়ে বলে হাঁ ওর বড় ভাই অর্থাৎ হযরত ইউসুফ চোর ছিল। হযরত ইউসুফ এ কথা শুনে খুব কষ্টের সঙ্গে সহ্য করেন। শেষে বিচারে ইয়ামীনকে রেখে দেয়া হয়। তারা খুব অনুরোধ করে বলে বৃদ্ধ পিতা ইয়ামীনকে না পেলে মারা যাবেন। কিন্তু তাদের অনুরোধ পরিত্যক্ত হয়। ১২ পারা, ইউসুফ ৭০-৮১ আয়াত।

❒ ১০ ভাইয়ের বড় ভাই ইয়ামীনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বাড়ী না গিয়ে অন্যদেরকে পাঠায়ে দেয়।

১০২৬। পিতার নিকট পৌছে সবাই ইয়ামীনের ঘটনা বললে পিতা বলেন, তোমরা প্রতারণা করলে। আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম ও সবুর করলাম। আল্লাহ হয়ত তাদের দু'জনকেই আমার নিকট নিয়ে আসবেন। তারপর ছেলেদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে ইউসুফ ও ইয়ামীনের খোঁজ করতে বলেন। তারা মিসরে পৌছলে এবার হঃ ইউসুফ ভাইদের নিকট পরিচয় দেন। তখন ১০ ভাই বাদশা হযরত ইউসুফের পা ধরে অতীত সমস্ত দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। হঃ ইউসুফ (আঃ) সকলকে ক্ষমা করেন। ১৩ পারা, ইউসুফ ৮১-৯২ আয়াত।

১০২৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজ জামা দিয়ে ভাইদেরকে পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন, এই জামা পিতার চোখে ধরলেই তিনি দৃষ্টি শক্তি পাবেন এবং পিতা মাতাসহ সকলকে মিসরে আসতে বলেন। এদিকে হযরত ইয়াকুব নবী ইউসুফের ঘ্রাণ পেয়ে সকলকে জানালে তারা তাঁকে পাগল বলে ঠাট্টা করে। কিন্তু কয়েক দিন পর কথার সত্যতা প্রমাণ হয়। হযরত ইউসুফের জামা চোখে ধরায় চোখ ভাল হয়ে যায়। পরে সকলে মিলে মিসরে যাত্রা দেন। ১২ পারা, ইউসুফ ৮৯-৯৮ আয়াত।

১০২৮। পিতা-মাতা, ভাই-বেরাদার সকলে মিসরে পৌছলে হযরত ইউসুফ (আঃ) অভ্যর্থনা দিয়ে সকলকে নিয়ে আসেন এবং পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে আসন দেন। তখন পিতা-মাতা ও ১১ ভাই সকলে বাদশা ইউসুফকে সম্মানের সেজদা করে। তখন হঃ ইউসুফ (আঃ) বলেন, পিতা এটাই হলো আমার স্বপ্নের চূড়ান্ত ফল। মাঝখনে শয়তান আমাদেরকে কিছু কষ্ট দিল। ১২ পারা, ইউসুফ ৯৯-১০০ আয়াত।

১০২৯। হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন ও মোনাজাত করেনঃ

www.pathagar.com

বলেন, 'ফাতেরাছ ছামাওয়াতে ওয়াল আরদ- আনতা ওলীয়ী ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাত তাওয়াফফানী মুসলিমাও ওয়াল হেকনী বিছ সালিহীন" অর্থাৎ হে আসমান জমিনের প্রভু তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক, আমার মউৎ মুসলমান অবস্থায় করিও এবং সালিহীন লোকদের সাথে মিলিত করিও। ১৩ পারা, ইউসুফ ১০১ আয়াত।

১০৩০। আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফের ঘটনাবলী তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন। ১৩ পারা, ইউসুফ ১০২ আয়াত।

❐ কিতাবে লেখা- হযরত ইউসুফ মন্ত্রী হওয়ার পর আজিজ মেছের মারা গেলে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাদশা হন।

১০৩১। হযরত লুত (আঃ) হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর আত্মীয়। হযরত লুত (আঃ) আল্লাহর নবী। তিনি লোকদেরকে হেদায়েত করতে গিয়ে বিপদে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করেন। শুধু তাঁর স্ত্রীকে ধ্বংস করেন। ২৩ পারা, সাফফাত ১৩৩-১৩৫ আয়াত।

১০৩২। হযরত লুত (আঃ)-এর মুজরেম কাওমের শাস্তি। ২৭ পারা, যারিয়া ৩১-৩৭ আয়াত।

১০৩৩। মিথ্যাবাদী কাওমে লুতের উপর ভীষণ ঝড়-তুফান নেমে এসে ধ্বংস করে দেয়। ২৭ পারা, কামার ৩৩-৩৯ আঃ।

১০৩৪। হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী আমানতের খিয়ানত করার জন্য জাহান্নামী। ২৮ পারা, তাহরীম। ১০-১২ আয়াত।

১০৩৫। হযরত লুত (আঃ) ও তাঁর কাওম। ১৪ পারা, হেজের ৫৮-৬৬ আঃ।

১০৩৬। হযরত লুত (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন, তোমরা মুর্খ লোক না হলে মেয়ে মানুষকে বাদ দিয়ে পুরুষের সঙ্গে লেওয়াতাত কর কেন? ১৯ পারা, নামল ৫৪ - ৫৮ আয়াত।

১০৩৭। হযরত লুত (আঃ)-এর অবাধ্য কাওমের শাস্তির বর্ণনা। ৮ পারা, আরাফ ৮০-৮৪ আয়াত।

১০৩৮। লেওয়াতাতঃ হযরত লুত (আঃ)-এর কাওম বড় বদকার ছিল। এরা মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষের সঙ্গে সংগম করত। এদেরকে ধ্বংস করার জন্য ফিরিশতা নেমে এসে লুত (আঃ)-এর অতিথি হন। ফিরিশতারা সুন্দর যুবক আকৃতিতে উপস্থিত হন। যুবক অতিথি দেখে কাওমে লুত লেওয়াতাতের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। অতিথিকে তাদের হাতে দেবার জন্য বারবার বলে। মেহমানের সম্মান রক্ষার জন্য নবী অনুরোধ জানান। কিন্তু তারা আরো উত্তেজিত হয়। নবী বলেন, আমার মেয়ে আছে তোমরা বিয়ে কর তবুও অতিথির সঙ্গে খারাপ কাজ করো না। কিন্তু তারা রাজি না হয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করে। তখন ফিরিশতা নিজ পরিচয় দেন। নবীকে ওহী দিয়ে বলেন, ভোরেই এদেরকে খতম করা হবে। তুমি স্বপরিবারে রাতেই সরে গিয়ে মাঠে আশ্রয় নাও। ভোরে ভীষণ তুফান আরম্ভ হয় এবং কাওমে লুতকে একদম পিষে ফেলে। ১২ পারা, হুদ ৭৮-৮৩ আয়াত।

www.pathagar.com

১০৩৯। হযরত ইদ্রিস (আঃ) ছিলেন সত্যবাদী। মহান আল্লাহ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। ১৬ পারা, মরিয়াম ৫৬-৫৭ আয়াত।

❐ হযরত ইদ্রিস (আঃ) প্রায় দিনই রোজা রাখতেন। আল্লাহ মহানের নির্দেশ মত একদিন হযরত আজরাইল (আঃ) সন্ধ্যার সময় নবীর মেহমান হন। মানুষের আকৃতি নিয়ে এসে নবীকে সালাম জানান। ইফতারী হাজির করা হলো। কিন্তু মেহমান ইফতারী গ্রহণ করলেন না। এতে ইদ্রিস (আঃ) অবাক হন। মেহমান কিন্তু সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। ভোরে নবীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হন। দৃশ্য দেখতে দেখতে গম ক্ষেতের কাছে পৌঁছে মেহমান গম খেতে চান। নবী (আঃ) তাঁকে বুঝায়ে বলেন, অন্যের শস্য না জানিয়ে খাওয়া হারাম। তারপর আঙ্গুর ক্ষেতের নিকট গিয়ে পৌঁছেন এবং আঙ্গুর খেতে চান। নবী বলেন, অন্যের জিনিস না বলে খাওয়া হারাম। তারপর এক বকরীর খামারে গিয়ে হাজির হন এবং বকরী খেতে চান। নবী তাকেও হারাম বলেন। তখন মেহমান নিজ পরিচয় দেন এবং নবীর সঙ্গে দোস্তালী করার প্রস্তাব দেন। নবী বলেন, আমাকে মউতের সাধ চাখিয়ে দিলে আমি দোস্তালী করতে পারি। আজরাইল (আঃ) আল্লাহর হুকুম নিয়ে নবীর জান কবজ করেন এবং জিন্দা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানান। আল্লাহ জিন্দা করলে দোস্তালী করেন এবং দোস্তকে সঙ্গে নিয়ে দোযখ বেড়িয়ে দেখান। নবী জান্নাত দেখতে চান। দোস্তকে জান্নাতের নিকট নিয়ে গিয়ে বেহেশত দেখার পর ফিরে আসার জন্য দোস্তের নিকট ওয়াদা নেন। নবী বেহেশতে ঢুকে তওবা গাছের নীচে জুতা রেখে বেহেশত বেড়িয়ে দেখে ফিরে আসেন। কিন্তু জুতা আনার নাম করে পুনরায় বেহেশতে যান। আর ফিরে আসেন না। আজরাইল (আঃ) নবীকে বেহেশতের বাইরে আসার জন্য বারবার বলেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেন না। আল্লাহ মহান ওহী দ্বারা আজরাইল ফিরিশতাকে জানান, নবী বেহেশতেই থাকুক।

১০৪০। হযরত হুদ (আঃ) নিজ কওমকে বহু উপদেশ দেন। তিনি যে আল্লাহর নবী এ কথা বলেন। তিনি শেরেক না করার জন্য উপদেশ দেন। তওবা করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু তারা বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে চাইল না। নবী বলেন, তাদের লেজ কেটে দেয়া হলো। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ৮ পারা, আরাফ ৬৫-৭২ আয়াত।

১০৪১। অন্য স্থানে নবী বলেছেন, হে কাওম তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। শিরক করো না। তোমরা তওবা কর, ক্ষমা চাও আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তারা নবীর কথা না মানার জন্য নবী তাদের হতে সরে দাঁড়ান। ১২ পারা, হুদ ৫০-৫৪ আয়াত।

১০৪২। হুদ (আঃ) তাঁর কাওমকে নছিহত করেন। ১৯ পারা, শুয়ারা ১২৪-১৪০ আয়াত।

১০৪৩। অবাধ্যতার জন্য হুদ (আঃ)-এর কাওম আদ জাতিকে সরসর বাতাস দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়। তারা পাহাড় কেটে ঘর বানিয়ে এর ভিতর থাকতো। মনে করতো যে তাদেরকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু সরসর বাতাস এত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হলো যার ফলে পাহাড় কেঁপে উঠল। তারা ভয়ে ঘর হতে বের হয়ে এলে বাতাসে তাদেরকে ধরে নিল এবং তুলে তুলে এতো জোরে আছাড় মারল যেন উপড়ে

www.pathagar.com

পড়া খেজুর গাছের মত মাটিতে পড়ে রইল। ২৯ পারা, হাক্কাহ ৬-৮ আয়াত।

১০৪৪। হযরত সালেহ (আঃ)। সামুদ জাতির রাসূল সালেহ (আঃ) বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য উটনী দিয়েছেন। তোমরা উটনীকে আহার পানীয়তে বাধা দিবে না। তারা নবীর কথা উপেক্ষা করে উটনীকে যবেহ করায় আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন। ৮ পারা, আরাফ ৭৩-৭৮ আয়াত।

১০৪৫। সামুদ জাতির উৎসব দিনে তারা পাহাড়ের পাদদেশে একটি মেলা বসায় ও আনন্দ করতে থাকে। হযরত সালেহ (আঃ) তৌহিদ প্রচারের জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সকলকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। কাফের নেতারা তখন নবীকে বলে যদি তুমি এখনই এই পাহাড় হতে একটি উটনী বের করতে পার আর সেই উটনী এখনই বাচ্চা প্রসব করে আর আমরা এখনই তার দুধ পান করতে পারি তাহলে আমরা ঈমান আনব। আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে মোনাজাত করায় হঠাৎ করে পাহাড় কেঁপে উঠে এবং উটনীর প্রসব বেদনার কাতর শব্দ শোনা যায় এবং মুহূর্ত মধ্যে উটনী পাহাড় হতে বের হয়ে প্রসব করে। সকলে দুধও পান করে কিন্তু কেহই ঈমান আনে না। নবী (আঃ) ঘোষণা দেন তোমরা কেহ এই উটনীকে স্পর্শ করবে না। এর আহারে বাধা দিবে না। কাফেরগণ নবীর কথা গ্রাহ্য না করে উটনীকে যবেহ করে। এই অপরাধের জন্য আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেন। ৩০ পারা, শামস ১১-১৫ আঃ।

১০৪৬। আল্লাহ পাক মানুষের ঈমান পরীক্ষার জন্য উটনী প্রেরণ করেন। ২৭ পারা কামার ২৭ আঃ

১০৪৭। হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর কাওমকে আল্লাহর দিকে ডাকেন। অনেক উপদেশ দেন। এই উটনী মহা প্রতাপশালী আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ। একে হত্যার চেষ্টা কর না নচেৎ খুব শাস্তির মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু শহরের প্রধান ৯টি গোত্রের ৯ জন দুর্দান্ত লোক উটনীকে হত্যা করে। ১৯ পারা, নামল ৪৫-৫০ আয়াত।

১০৪৮। হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর কাওমকে উপদেশ দিয়ে বলেন, আল্লাহর উটনীকে কষ্ট দিও না। একে যথা ইচ্ছা চরতে দাও। মারপিট কর না। কিন্তু নবীর কথা না শুনে উটনীকে হত্যা করে। ফলে দুর্বৃত্তরা আল্লাহর গজবে-পড়ে যায় এবং কষ্ট ভোগে ৩ দিন পর মারা যায়। (১) প্রথম দিন তাদের চেহারা ভীষণ লাল বর্ণ হয়। (২) দ্বিতীয় দিন তাদের চেহারা ভীষণ হলুদ বর্ণ হয়। (৩) তৃতীয় দিন তাদের চেহারা ভীষণ কাল বর্ণ হয়। এইভাবে তারা যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে।

১০৪৯। হযরত আয়ুব (আঃ)ঃ তিনি ছিলেন ধনকুবেরও ধার্মিক নবী। তিনি অকাতরে দান করতেন ও লোকের দুঃখ মোচন করতেন। ইবলিছ শয়তানের এটা সহ্য হয় না। সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে প্রভু যদি তুমি নবীকে এত ধন সম্পদ না দিতে তাহলে নবী তোমার এত ভক্ত হতো না। আল্লাহ বলেন অঢেল সম্পদের জন্য নয়, আসলে নবী আল্লাহর খুব ভক্ত। দেখ। পরীক্ষা শুরু হয়। আয়ুব নবীর সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শরীরে পোকা ধরে। বিবি, দাস-দাসীদের মনে ঘৃণা হয়। নবীকে ছেড়ে সকলে দিগবিদিগ চলে যায়। কিন্তু বিবি রহিমা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে স্বামীর সেবায় লেগে থাকেন। নবীর জবানে সর্বদা আল্লাহর জেকের। পবিত্র মনে বিবি রহিমা স্বামীর সেবা করে চলেছেন। এমনিভবে ১৮

www.pathagar.com

বছর ধরে কষ্ট পেয়েও নবী মুহূর্তের জন্য আল্লাহকে ভুলেননি। শরীরের মাংস শেষ করে পোকাগুলো কলিজা ও জিহবা খেতে আরম্ভ করলে মন অস্থির হয়ে পড়ে। আল্লাহর জেকেরে বাধা পড়তে লাগে। পোকাকে খেতে না দিলে গোনাহগার হতে হবে, আবার আল্লাহকে ভুলে থাকলেও গোনাহগার হতে হবে। উভয় সমস্যায় পড়ে নবী আল্লাহ মহানের নিকট আরজু জানান। "আন্নি মাচ্ছানিয়াদ্দোরো ওয়া আনতা আরহামার রাহিমীন।" আল্লাহ তাঁর দোয়া মঞ্জুর করেন। ১৭ পারা, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ আয়াত।

১০৫০। ওষুধঃ নবী আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলে আল্লাহ রোগ মুক্তির ওষুধ বলে দেন। তিনি বলেন, আয়ুব তুমি পা দিয়ে মাটিতে আঘাত কর তাহলে মাটি হতে পানি বের হয়ে আসবে। সেই পানি দ্বারা গোছল করলেই তোমার রোগ ভাল হয়ে যাবে। আল্লাহর নির্দেশ পালন করায় নবী রোগ হতে মুক্তি পান। আল্লাহ নবীর উপর অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁর পূর্ব সম্পদ অপেক্ষা আরও দ্বিগুণ সম্পদ দান করেন। ২৩ পারা, সাদ ৪১-৪৩ আয়াত।

১০৫১। বিবি রহিমা ছিলেন নবী আয়ুব (আঃ)-এর সহধর্মিনী ও সহকর্মিনী। সকল স্ত্রী ঘৃণা করে বিপদের সময়ে নবীকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু বিবি রহিমা স্বামীর সেবায় প্রাণ ঢেলে দেন। বিষয় সম্পদ কিছু না থাকায় ভিক্ষা করে স্বামীকে খাওয়াতে থাকেন। ভিক্ষা না পাওয়ায় মানুষের বাড়ী বাড়ী কাজ করে যা পান তাই এনে নবীকে খাওয়ান। একদিন ভিক্ষাও পেলেন না কাজও পেলেন না। বুকভরা ব্যথা নিয়ে শেষে এক ইহুদীর বাড়ী গেলেন। অসুস্থ স্বামী না খেয়ে মারা যাবে তাই ভিক্ষা চান, বা কাজের বিনিময়ে কিছু খাবার চান কিন্তু গৃহিনী কিছুই না দিয়ে বলে তোমার মাথার চুল কেটে দিলে এক মুঠা খাদ্য দিতে পারি। বিবি রহিমা অনেক অনুনয় করে বলে এই চুল গোছা ধরে আমার স্বামী উঠা বসা করেন। এই চুল দেওয়া যাবে না। কিন্তু গৃহিনী চুলের বিনিময় ছাড়া না দেওয়ায় শেষে চুল কেটে দিয়ে খাবার নিয়ে আসেন। এ দিকে শয়তান নবীর কাছে গিয়ে রহিমার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়। তখন নবী রহিমাকে ১০০ শত বেত্রাঘাতের শপথ করেন। এদিকে রহিমা এসে স্বামীকে না পেয়ে কাঁদতে শুরু করেন। নবী কাছে এসে নিজ পরিচয় দেন এবং রহিমাকে ১০০ শত দোররা মারতে উদ্যত হলে আল্লাহ ওহী দ্বারা রহিমার নির্দোষ ঘোষণা করেন এবং শপথ রক্ষার জন্য ১০০ শত খড় একত্র করে একবার প্রহারের নিদেশ দেন। ২৩ পারা, সাদ ৪৪ আয়াত।

১০৫২। লোকমান হাকিমঃ বড় জ্ঞানী লোক ছিলেন লোকমান হাকিম। তিনি তাঁর পুত্রদেরকে তৌহিদের শিক্ষা দেন। শিক্ষা দেন শেরেক করা মহা পাপ। পিতা-মাতার প্রতি এহসান করা ও তাঁদের দয়ার শুকরিয়া আদায় করা সন্তানের প্রধান কর্তব্য। মুশরেক পিতা-মাতার মুশরেকী আদেশ না মেনে তাদের প্রতি এহসান করার উপদেশ দেন। মানুষকে ঘৃণা না করা, অহঙ্কার করে না হাটা, বিনয়ের সাথে হাঁটা এবং আস্তে কথা বলার উপদেশ দেন। বলেন, গাধা তুল্য মানুষরাই গাধার মত চিৎকার করে। তিনি বলেন, দুনিয়ার পানি কালি হলে, সমস্ত গাছ কলম হলেও আল্লাহর তারিফ শেষ হবে না। ভাল কাজ কর। নচেৎ হাশরের দিন পিতা পুত্র কেহই উপকারে লাগবে না। মনে রেখো বৎস, হায়াত-মউৎ-রুজী, মাতৃগর্ভ ও কিয়ামত এগুলো সব আল্লাহর হাতে। ২১ পারা, লোকমান ১-৩৪ আয়াত।

www.pathagar.com

১০৫৩। হযরত ইলিয়াছ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ২৩ পারা, সাফফাত ১২৩-১৩২ আয়াত।

ইলিয়াছ (আঃ) লোকজনকে আল্লাহর দিকে ডাকেন। মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর উপাসনা করতে বলেন। যিনি তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছিলেন খুব আল্লাহভক্ত নবী। তাঁর উপর সালাম বর্ষিত হোক।

১০৫৪। হযরত শামুয়েল (আঃ) ও সিন্দুকঃ তাঁর সময়ে তালুত ও জালুত-এর মধ্যে যুদ্ধ হয়। জালুত ছিল অত্যাচারী বাদশা। তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে লোকেরা নবীকে আল্লাহর নিকট মোনাজাত করতে বলে যেন আল্লাহ তাদের জন্য একজন বাদশা প্রেরণ করেন। সুতরাং আল্লাহ তাদের জন্য তালুতকে বাদশা নির্দিষ্ট করেন। তখন জনতা তালুতকে বাদশা বলে গ্রহণ করে না কারণ তালুত অপেক্ষা অনেক সম্মানী ও বড় লোক ছিল। কিন্তু আল্লাহ তালুতকে দৈহিক ও মানসিক শক্তি সবার চেয়ে বেশী দেন এবং তাকেই বাদশা করেন। নবী সকলকে তালুতের অনুসরণ করতে বলেন। তখন সকলে একযোগে জালুতের সঙ্গে যুদ্ধে বের হয়ে পড়ে। পথিমধ্যে একটি নদী। নদীর কিনারে এলে নবী বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে এই নদীর পানি দ্বারা পরীক্ষা করবেন। সাবধান! তোমরা কেহই পেট পুরে পানি পান করবে না। তবে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মাত্র এক চুমুক খেতে পার। কিন্তু অল্পসংখ্যক ছাড়া সকলেই পেট পুরে পানি পান করে। যার ফলে তারা নড়তে পারে না। আর যারা নবীর কথামত অল্প পানি পান করেছিল তারা বলল, আমরাই যুদ্ধ করবো। কারণ আল্লাহ বলেছেন, "কাম মিন ফিয়াতীন কালিলাতীন গালাবাৎ ফিয়াতান কাসিরাতান" অর্থাৎ আল্লাহ বিশ্বাসী অল্প সংখ্যকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর জয়ী হয়ে থাকে। তালুতের সৈন্য জালুতের মোকাবিলা করলো। ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। আল্লাহ মুসলমানদেরকে সাকিনা সিন্দুক দিলেন। এই সিন্দুকে হযরত মূসা ও হারুণ (আঃ)-এর পরিবারের অনেক জিনিস ছিল। এই সিন্দুক পেয়ে মুসলমানদের শক্তি বেড়ে যায়। বহু জালুত সৈন্য নিহত হয়। এমনকি এ সময়ে জালুত ঐ সিন্দুক চুরি করে নিয়ে যায়। আশা করেছিল সিন্দুকের বলে তারা জয়ী হবে। কিন্তু সিন্দুক নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম যাযকের মস্তক উড়ে যায় এবং তাদের সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ মহামারী দেখা দেয়। যার ফলে জালুত তাড়াতাড়ি সিন্দুকটি তালুতের সীমানায় দিয়ে আসে। ফলে মুসলমানরাই জয়ী হয়। এটা বাইবেলের বর্ণনা। আর আল্লাহ মহান তার কালামে সংক্ষেপে বর্ণনা দিয়েছেন। ২ পারা, বাকারা ২৪৭-২৫১ আয়াত।

১০৫৫। হযরত ইউনুছঃ হযরত ইউনুছ (আঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন। নিলিভা গ্রামবাসী লোকেরা নবীর কথা না শুনায় নবী গজবের প্রার্থনা করলে আল্লাহ মঞ্জুর করেন। গজব নিশ্চিত নামবে জেনে আল্লাহর বিনা আদেশে নিলিভা গ্রাম থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য নবী বেরিয়ে পড়েন এবং তাড়াতাড়ি পারাপারের নৌকায় উঠে পড়েন। নৌকা মাছপথে গেলে ভীষণ তুফান আরম্ভ হয়। সকলে চীৎকার করে আল্লাহর নাম জপতে শুরু করে। কিন্তু কোন ফল হয় না। তখন প্রকৃত দোষীকে বের করার জন্য লটারী শুরু করে। লটারীতে নাম উঠে ইউনুছ নবীর। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পানিতে ফেলে দেয়া হয়। তুফানও থেমে যায়। পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীকে মাছে গিলে নেয়।

www.pathagar.com

ইউনুছ নবী ফাঁফরে পড়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। আল্লাহ পাক তাকে একটি দোয়া শিক্ষা দেন। আল্লাহ বলেন, যদি সে দোয়াটি সর্বদা না পড়তো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটে থাকতো। ২৩ পারা, সাফফাত ১৩৯-১৪৪ আয়াত।

১০৫৬। ৪টি অন্ধকারঃ হযরত ইউনুছ নবী অন্ধকারে পড়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকেন। ৪ রকম অন্ধকার- ১। মাছের পেটের অন্ধকার, ২। পানির অন্ধকার, ৩। রাতের অন্ধকার, ৪। জিল্লতী ও লাঞ্ছনার অন্ধকার।

অন্ধকারে পড়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকেনঃ দোয়া-"লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালেমিন।" এই দোয়া পাঠকারীকে আল্লাহ মুক্তি দেন। ১৭ পারা আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত।

১০৫৭। উক্ত দোয়া পাঠের কারণে মাছ নবীকে হজম করতে না পেরে নদী কিনারায় বমি করে বের করে দেয়। নবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহর হুকুমে নবীর সামনে হঠাৎ করে কাঁকড়, ডালিম, তরমুজের গাছ সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়। ফুল-ফল ধরে পেকে যায়। হযরত ইউনুছ নবী আল্লাহর মহিমা দেখে অবাক হন। ফল খেয়ে শক্তি অর্জন করেন এবং ৪ রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ মহানের শুকরিয়া আদায় করেন। তখন সময় ছিল আছরের। বড় গুরুত্বপূর্ণ নামাজ। হযরত ইউনুছ (আঃ) এর বয়স প্রায় হাজার বছর ছিল। ২৩ পারা, সাফফাত ১৪৫-১৪৭ আয়াত।

❐ কিতাবে লেখা- দোয়া ইউনুছ ১ লক্ষ ২৪ হাজার বার পড়লে আল্লাহ তাকে বিপদ হতে মুক্তি দেন।

১০৫৮। নিলিভাবাসী আল্লাহর গজবের ভয়ে আবাল বৃদ্ধ বণিতা মাঠে নেমে এসে আল্লাহর কাছে তওবা করে, ক্ষমা চায় ও কান্নাকাটি করতে থাকে- যার কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন ও গজব মাফ করে দেন। ১১ পারা, সূরা ইউনুছ ৯৮ আয়াত।

❐ নিলিভাবাসীকে ক্ষমা করে দেয়ায় হযরত ইউনুছ (আঃ) আল্লাহর নিকট অভিযোগ করেন, আল্লাহ তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে বললে-অথচ শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করলে- এ কেমন কথা। তাছাড়া আমিও অপমানিত হলাম। আল্লাহ উত্তরে বলেন, হে ইউনুছ তুমি যখন আমার বিনা হুকুমে পালিয়ে গেলে তখন তারা তোমার খোঁজ না পেয়ে দিশেহারা হয়ে গ্রামের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভীত হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে মাঠে নেমে আসে এবং আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে ক্রন্দন করতে থাকে এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি ক্ষমা না করে পারিনি। তখন ইউনুছ নবী লজ্জিত হন।

১০৫৯। হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্মকথাঃ হযরত মূসা (আঃ) বনি ইসরাইলদের মধ্যে খুব প্রতাপশালী নবী ছিলেন। অত্যাচারী ফেরাউনের ঘরেই তাঁর জন্ম হয়। একদিন ফেরাউন স্বপ্ন দেখে কে যেন তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিল। প্রধানমন্ত্রী হামান ও অন্যান্য সভাসদকে ডেকে স্বপ্নের তাবির জিজ্ঞাসা করে। গণকের দল অর্থ দিল যে, বনি ইসরাইলের মধ্যে এক পুত্র জন্ম নিবে সেই আপনার রাজত্ব কেড়ে নিবে। এ কথা শুনে ফিরাউনের দেহ, মন, মস্তিষ্ক আগুনে যেন জ্বালিয়ে দিল। সে হুকুম দিল বনি ইসরাইলের যত পুত্র আছে সবগুলোকে হত্যা করো। কিতাবে লেখা- সেই দিন বনি ইসরাইলের ৭০ হাজার পুত্র সন্তানকে হত্যা করে। তারপর হুকুম দিল প্রতিদিন যে পুত্র জন্ম নিবে তাকে

www.pathagar.com

তখনই হত্যা করবে। এই ভাবে প্রতিদিন পুত্র সন্তানকে হত্যা করে চললো। ফিরাউনের মাথা ভেঙ্গে দিবার জন্য আল্লাহ ওর ঘরেই হযরত মূসার জন্মের ব্যবস্থা করেন। ফিরাউনের বডিগার্ড ছিলেন হযরত মুসার পিতা। রাতে তিনি ফিরাউনকে পাহারা দিতেন। এত কড়া ব্যবস্থা যে সেখানে কারও যাবার ক্ষমতা নেই। হযরত মূসার আম্মা রাজ প্রাসাদের বাইরে এক বাড়ীতে কাজ করে খেতেন ও থাকতেন। ফিরাউনের কায়দার উপর আল্লাহ কায়দা করেন। রাজপ্রাসাদ এবং এর বাইরে সকলের উপর ঘুমের প্রভাব বিস্তার করেন। সবাই মরার মত পড়ে রইল। এ সময় আল্লাহ মহান হযরত মুসার আব্বা আম্মার মনে এশক পয়দা করেন। হযরত মূসার আম্মা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে দেখেন দরজা খোলা, পাহারাদার ঘুমে অচেতন। তিনি বিনা বাধায় স্বামীর সামনে গিয়ে হাজির। বিবিকে পেয়ে মহা আনন্দে উভয়ের মিলন হলো। হযরত মূসার আম্মা হাসি খুশী নিয়ে বিদায় হন। মহান আল্লাহ এইভাবে মূসাকে মাতৃগর্ভে স্থান দেন। ফিরাউন জানতেই পেলো না। কাছাছুল আম্বিয়া উর্দু দেখুন।

প্রসব। প্রসব বেদনা উপস্থিত হলে আল্লাহ মূসার আম্মাকে ওহী দেন। বলেন, জঙ্গলে খেজুর গাছের নীচে প্রসব করে শিশুকে একটি বাক্সে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দাও। কোন চিন্তা করো না। আমি মূসাকে তোমার কাছেই ফেরৎ দিব এবং নবী বানাবো।

আল্লাহর নির্দেশ মত শিশু মূসাকে বাক্সে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেন। আল্লাহর কুদরতে বাক্সটি নদীর স্রোতের উজানে গিয়ে ফিরাউনের ঘাটে স্থির হয়। ফিরাউনের স্ত্রী দাসী দ্বারা বাক্সটি উঠিয়ে সদ্য প্রসূত এক অতীব সুন্দর শিশুকে দেখে অবাক হন। ফিরাউন সংবাদ পেয়ে এসে দেখেই বলে এ শিশু বনি ইসরাইলের। একে হত্যা কর। ফিরাউনের স্ত্রী অনেক বুঝানোর পর শিশুটি রক্ষা পেলো।

দুধ। এবার শিশুকে দুধ পান করানোর চেষ্টা চলল। ফিরাউনের স্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সকলের চেষ্টা বিফলে গেল। শিশু কারো দুধ খেলো না। ভীষণ বিপদ এমন সময় মূসার জননী সেখানে উপস্থিত হন। ফিরাউনের স্ত্রী তাকে অনুরোধ করেন। এ দাসী যেমন দুধ মুখে দিল অমনি দুধ খেতে লাগলেই এই দাসীর উপর পালনের ভার দেয়া হলো। এমনিভাবে আল্লাহ মূসাকে তার জননীর কোলে ফেরৎ দেন। -২০ পারা কাছাছ ৭-১৩ আয়াত।

১০৬০। ফিরাউনের স্ত্রীর নাম রহিমা। ফিরাউনের ইতিহাস। ফিরাউন ছোট হতেই স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান ছিল। শক্তি দিয়ে পরের উপকার করতো প্রায়। পুলিশ অফিসের লোকেরা তাকেই কাজে নিয়ে যেতো। এইভাবেই সে সকলের আদর পায় এবং নেতা হিসেবে পরিচিত হয়। লোকেরা শেষে ভোট দিয়ে তাকে নেতা করে। ফিরাউন লক্ষ্য করে যে বনি ইসরাইলেরা খুব শক্তিশালী। তাই উচ্চ ঘরের মেয়ে রহিমাকে বিয়ে করে আত্মীয়তার সৃষ্টি করে এবং অতি কৌশলে তাদের পদানত করতে থকে। শেষে খোদায়ী দাবীতে বনি ইসরাইলগণ বাধা দিলে তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানে এবং তাদেরকে দাস-দাসী করে। সেই অবধি ফিরাউন বনি ইসরাইলের উপর চরম অত্যাচার চালায়। বিবি রহিমা স্বামীর সেবার ত্রুটি করতেন না। তদুপরি অত্যন্ত আল্লাহ ভক্ত ছিলেন। ফিরাউনও স্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ কথা মেনে নিতো। ফিরাউন দুগ্ধ পোষা শিশু মূসাকে মেরে ফেলতে চাইলে বিবি রহিমা বুঝায়ে দেন আমাদের কোন সন্তান নেই, মূসাই আমাদের

www.pathagar.com

সন্তান হয়ে থাকবে। এইভাবে মূসাকে কয়েক বার হত্যার হাত হতে রক্ষা করেন। ২০ পারা, কাছাছ ৯ আয়াত

১০৬১। তোতলাঃ হযরত মূসাকে আদর করার জন্য ফিরাউন কোলে নিলে মূসা তাকে খামছিয়ে দিতেন। ফিরাউন রাগে গড়গড় করে চলে যেতো। একদিনের ঘটনা ফিরাউন মূসাকে আদর করার জন্য যেমন মুখের কাছে নিয়েছে আর অমনি ফিরাউনের গালে মূসা সজোরে চপেটাঘাৎ করেন। ফিরাউন খুব রেগে যায় এবং মূসাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। বিবি রহিমা বুঝায়ে দেন এত ছোট ছেলে এর দোষ নেই। কিন্তু ফিরাউন কিছুতেই বুঝ মানে না। শেষে শিশু মূসা যে নির্বোধ তা প্রমাণ করার জন্য একটি বাতি ধরিয়ে মূসার সামনে রেখে দেন। মূসা হামাগুড়ি দিয়ে বাতি ধরে মুখের মধ্যে দেন। এতে তাঁর মুখ পুড়ে যায়। তখন ফিরাউন থামে। হযরত মূসা এবারও রক্ষা পান কিন্তু তিনি তোতলা হয়ে যান। বড় হয়ে তিনি তোতলার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। ১৬ পারা, তাহা ২৫-২৮ আয়াত।

❐ তোতলার দোয়া -'রাব্বিশ রাহ্লী সাদরী ওয়া ইয়াছ ছিরলী আমরী ওয়াহ লুল ওকদাতাম মিল্লিছানী ইয়াফ কাহু কাওলী।"

১০৬২। হযরত মুসা ক্রমে বড় হয়ে উঠেন। একদিন শহরের মধ্যে ঘুরছেন, দেখেন দুই জন লোক একজন মুসলমান অন্যজন কাবতী মারামারি করছে। মুসলমান লোকটি সাহায্য চাইলে হযরত মূসা এগিয়ে যান এবং কাবতীকে ঘুষি মারেন। ঘুষি খেয়ে কাবতী মারা যায়। এতে তিনি খুব দুঃখ পান এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। ২০ পারা, কাছাছ ১৫-১৬ আয়াত।

১০৬৩। আর এক দিন মুসলমান লোকটাকে কলহে লিপ্ত দেখেন। সেদিনও সাহায্য চাইলে মুসা স্বজাতিকে তিরস্কার করেন এবং এগিয়ে যান। এবার মুসলমান লোকটা ভীত হয়ে মনে করে হয়তো মূসা আজ তাকে মেরে ফেলবে। ভীত হয়ে মূসার নাম ধরে বলে গতকাল কাবতীকে হত্যা করেছো- আজ আমাকে হত্যা করবে নাকি? ২০ পারা, কাছাছ ১৮-১৯ আয়াত।

১০৬৪। কথা শহুরাত হয়ে গেল। ফিরাউনের কানে গেল যে মূসা কাবতীকে হত্যা করেছে। এ কথা শুনে ফিরাউন ঘোষণা দিল মূসাকে যেখানে পাও ধরে আন, হত্যা করা হবে। শহরের ধার্মিক ব্যক্তি দ্রুত এসে হযরত মূসাকে সাবধান করে দিয়ে রাতে রাতেই দেশ থেকে সরে যেতে বলেন। হযরত মূসা জালেমদের অত্যাচার হতে নাজাতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানান। "রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল কাওমেজ্জালিমীন।" ২০ পারা, কাছাছ ১৮-২১ আয়াত।

❐ ফিরাউন মূসার ভয়ে ভীত হয়ে মূসাকে হত্যার আদেশ দেয়। ২৪ পারা, গাফের মুমেন ২৬ আয়াত।

মাদায়েন

১০৬৫। মুসা আল্লাহর নাম দিয়ে মাদায়েন শহরের দিকে যাত্রা দেন। মাদায়েন শহরতলীতে জনতার ভীড় দেখেন এবং সেখানে যান। জনতার অদূরে দুটি বালিকাকে দাঁড়ায়ে থাকতে দেখে তিনি তাদের নিকট গিয়ে জনতার ভীড়ের কারণ অবহিত হন। ছাগ পালের পানি খাওয়ার জন্য একটিমাত্র কুয়া। কুয়া থেকে রাখালেরা তাদের ছাগ

www.pathagar.com

পালকে পানি পান কিরয়ে থাকেন। বালিকারা তাদের ছাগ পালকে পানি পান করানোর জন্য কুয়ার পানি উঠাতে চেষ্টা করে। হযরত মূসা তখন কুয়ার কাছে গিয়ে বালতি দিয়ে পানি উঠিয়ে বালিকার ছাগলকে পানি পান করিয়ে বিদায় করে দিয়ে একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করেন। বালিকাদ্বয় প্রতিদিনের চেয়ে জলদী বাড়ী যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা পিতাকে অতিথির কথা বলে। তখন পিতা অতিথিকে বাড়ীতে আনার জন্য বড় মেয়েকে পাঠান। মেয়ে খুব ভদ্রতার সাথে অতিথিকে পিতার কথা বলে বাড়ীতে নিয়ে আসে। মেয়ের আব্বা ছিলেন হযরত শোয়ায়েব নবী। তিনি হযরত মূসার মুখে সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে মূসাকে অভয় দেন এবং ৮ হতে ১০ বছর থাকার চুক্তিতে বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। ১০ বছর পেরিয়ে গেলে হযরত মূসা পরিবারসহ মিসরে যাত্রা দেন। ২০ পারা, কাছাছ ২২-২৮ আয়াত।

তুর পাহাড়

১০৬৬। তুর পাহাড়ে মোজেজা প্রাপ্তি। হযরত মূসা মিসরে তুর পাহাড়ের নিকট পৌছলে পাহাড়ের উপরে আগুন দেখতে পান। পরিবারকে নীচে রেখে আগুন আনার জন্য তিনি উপরে যান। গাছের আড়াল হতে শব্দ আসে হে মূসা আমি বিশ্ব পালক প্রভু , তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তোমার লাঠিটা ফেলে দাও। লাঠি মাটিতে পড়ামাত্র বিরাট আজদাহা সাপ হয়ে চক্কর দিতে লাগল। হযরত মূসা ভয়ে পিছনে হটেন। আল্লাহ বলেন ভয় নেই। পিছপা না হয়ে আগে বাড়ো। তুমি নিরাপদ। সাপ ধর লাঠি হয়ে যাবে। আর তোমার হাত বগলে রেখে বের করে দেখো হাত হতে নিখুঁত আলো বের হচ্ছে। পুনরায় হাত বুকের পাশে রাখ এতে তোমার অন্তরের ভীতি দূর হবে এবং শক্তি বাড়বে- এই তিনটি মোজেজা নিয়ে ফিরাউনকে হেদায়েৎ করতে যাও। হঃ মূসা বলেন, প্রভু, আমি একজন কাবতীকে হত্যা করেছি- আমার ভয় হয় আমি গেলে ফিরাউন আমাকে হত্যা করবে। প্রভু আমার ভাই হারুণকে সঙ্গে দেন তিনি সুষ্ঠু ভাষায় বুঝাবেন। তারা ফিরাউনের দরবারে গেলে ফিরাউন মৌজেজা দেখে মিথ্যা যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে। হঃ মূসা বলেন, এগুলো আল্লাহর তরফ হতে মৌজেজা। যদি না মান তাহলে তোমার মুক্তি নেই। ২০ পারা, কাছাছ ২৯-৩৭ আয়াত।

১০৬৭। ফিরাউন তার মন্ত্রীবর্গকে একটি খুব উঁচু করে ঘর বানাতে নির্দেশ দিল এই জন্য যে সে ঐ ঘরের ছাদে চড়ে মূসার প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। ২০ পারা, কাছাছ ৩৮-৪০ আয়াত।

❐ কিতাবে লেখে- ফিরাউন আল্লাহকে তীর মারলে আল্লাহর হুকুমে ফিরিশতা জিব্রাইল (আঃ) তা ধরে নিয়ে মাছের কিছু রক্ত মাখিয়ে ছেড়ে দেন যাতে করে ফিরাউন কাফেরের বিশ্বাস হয় যে আল্লাহ মরে গেছে এবং যাতে করে সে আরও বেশী করে কুফরী করতে থাকে।

১০৬৮। মোজেজাঃ তুর পাহাড়ের ঘটনা আল্লাহ অন্য স্থানে বলেছেন। সেখানে লাঠি ও হাত মোজেজার সঙ্গে আরও একটি বড় মোজেজার কথা উল্লেখ করেন। বড় মোজেজা ছিল ফিরাউনকে হেদায়েত করা। ফিরাউনকে হেদায়েতের আদেশ দিলে হযরত মুসা ভীত হয়ে পড়েন। আল্লাহ বলেন, ভয় করো না। আমি তোমার সঙ্গে আছি, শ্রবণ করছি ও দেখছি তোমাকে। হারুণ সহ হযরত মুসা (আঃ) ফিরাউনের দরবারে উপস্থিত হলে

www.pathagar.com

চারিদিকে লোক লস্কর দিয়ে হযরত মূসাকে ঘেরাও করা হয়। হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনকে বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল। তুমি এক আল্লাহকে মেনে নাও এবং বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দাও। ফিরাউন জিজ্ঞাসা করে তোমার নিদর্শন কি? মূসা (আঃ) তখন লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করেন। লাঠি বিরাট সাপ হয়ে চক্কর দিলে জনতা দিগবিদিগ পলায়ন করে। ফিরাউন হয়রান হয়ে কয়েক দিনের সময় নেয় এবং দেশের যত বড় যাদুকর ছিল একত্র করে মূসা (আঃ)কে ডাকে। মূসা (আঃ) বলেন, তোমরা যা করবার কর।তখন ফিরাউনের যাদুকর মোটা দড়ি, ছোট দড়ি, বড় বাঁশ, ছোট বাঁশ সবগুলোকে যাদু দ্বারা সাপ করে মাঠে ছেড়ে দেয়। মাঠ ভর্তি সাপ ছুটাছুটি করতে লাগলে আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আঃ) লাঠি ছেড়ে দেন। লাঠি বিরাট সাপ হয়ে মাঠের সমস্ত সাপকে খেয়ে শেষ করে। যাদুকররা বুঝে নেয় এটা আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব নয়। তখন তারা মূসা (আঃ)-এর আল্লাহর উপর ঈমান আনে। এতে ফিরাউন রেগে যাদুকরদের হাত-পা কেটে শুলে দিয়ে মেরে ফেলে। যাদুকররা প্রার্থনা করে, আমাদের গুনাহ মাফের জন্য ঈমান এনেছি। আল্লাহ আমাদের পরকাল যেন ভাল করেন। ১৬ পারা, তাহা ১৭-৭৩ আয়াত।

হযরত মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের বর্ণনা

এখানে ফিরাউন মূসাকে বলে তুমি না আমার পুত্র ছিলে। আমার খেয়ে পরে মানুষ হয়েছো আবার আমাকেই হুকুম করছো? মূসা (আঃ) বলেন, তুমি কাফের যা করার করেছো। আমার প্রভু আমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। তুমি বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দাও নচেৎ তোমার আশু বিপদ। ১৯ পারা, শোয়ারা ১০-৫১ আয়াত।

১০৬৯। তুর পাহাড়ে হযরত মূসা (আঃ)কে মোজেজা দান। ১৯ পারা,৭-১৪ আয়াত।

১০৭০। হযরত মূসা (আঃ) সত্যবাদী নবী। ১৬ পারা, মরিয়ম ৫১-৫৩ আয়াত।

১০৭১। হযরত মূসা ও হারুণকে নবী করে ফিরাউনের নিকট পাঠান। ১৮ পারা, মুমেনুন ৪৫-৪৯ আয়াত।

১০৭২। ফিরাউনের তাকাব্বরী। ২৫ পারা, যুখরুফ ৪৯-৫২ আয়াত।

১০৭৩। বনি ইসরাইল উদ্ধারের চেষ্টা। মূসা (আঃ) বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ফিরাউনকে বারবার বলেন। কিন্তু ফিরাউন কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছিল না। এ জন্য ফিরাউনের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসে। তাদের খাদ্যের মধ্যে ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত এবং তুফান দেখা দিল। এই ৫টি আজাবে ফিরাউনের দল গেফতার হলো।

(১) ঝড় হয়ে শসা ও ফুল ফলের বিশেষ ক্ষতি হতে লাগল।
(২) বড় বড় ফড়িং বসে শস্য ও ফলের ক্ষতি করতে লাগল।
(৩) উকুন জাতীয় পোকা খাদ্যের মধ্যে ভর্তি হয়ে গেল।
(৪) ছোট ছোট ব্যাঙে খাদ্য ভর্তি হয়ে গেল।
(৫) খাওয়ার পানি বা যে কোন পানি রক্তে ভর্তি হয়ে গেল।

ফিরাউন দলবলসহ বিপদে পড়ে মূসা (আঃ)কে অনুরোধ করে যে, তোমার আল্লাহ এ বিপদ কাটিয়ে দিলে আমরা বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দিব। মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে

www.pathagar.com

মোনাজাত করলে বিপদ বন্ধ হয়। কিন্তু ফিরাউন বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দেয় না। এইভাবে দ্বিতীয়বারও প্রতারণা করলো। তৃতীয় বারে ভীষণভাবে আল্লাহর গজব নাযিল হয়। পোকা ও রক্তের কারণে পানাহার বন্ধ। দেশের লোক ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরাউনের উপর চড়াও হয়। শেষে বাধ্য হয়ে বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দেয়। হযরত মূসা (আঃ) দেশের সমস্ত বনি ইসরাইলকে মাঠে একত্র করেন। ৯ পারা, আরাফ ১৩৩-১৩৫ আয়াত।

১০৭৪। ফিরাউন মনে করল মূসা ও তার দল বলকে মেরে ফেলার এটাই বড় সুযোগ। শেষ রাতের আঁধারে ঘুমন্ত বনি ইসরাইলকে হত্যা করার বড় সুযোগ। আল্লাহ ফিরাউনকে এই খেয়ালের বশবর্তী করে তাদের দুনিয়ার স্বর্গতুল্য রাজপ্রাসাদ ও শান্তিদায়ক উদ্যান হতে বের করে দেন। অন্যদিকে হযরত মূসা (আঃ)কে রাতে রাতেই সাগর পাড়ির আদেশ দেন। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর আদেশ মত বনি ইসরাইলকে নিয়ে সমুদ্র তীরে উপনীত হতেই ফিরাউনের দল সমাগত প্রায়। বনী ইসরাইল পিছনে চেয়ে চীৎকার দিয়ে বলে আর রক্ষা নেই। সামনে সাগর পিছনে শত্রু এবার নির্ঘাত মৃত্যু। মূসা (আঃ) বলেন, না কখনই না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ মূসার দৃঢ় তাওয়াক্কুলের জন্য খুশী হয়ে ওহী দেন। হে মূসা! তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো। সমুদ্রে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা বের হলো। আর তখনই বনি ইসরাইল দৌড় দিয়ে সাগর পাড়ে গিয়ে উঠল। রাস্তা পেয়ে ফিরাউন সদলবলে সমুদ্র মধ্য দিয়ে দৌড়ে চলল। মাঝপথে যেতে না যেতেই আল্লাহর হুকুমে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় সকলে ডুবে মরলো। ১৯ পারা, শোয়ারা ৫২-৬৬ আয়াত।

১০৭৫। ফিরাউন পানিতে ডুবে মরার সময় নবী (আঃ)কে বলে, হে মূসা! আমি তোমার আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম, আমি মুসলমান হলাম। আল্লাহ বলেন, এখন রে পামড়? মরার সময় ঈমান? জাহান্নামী তুই ডুবে মর। তোর দেহটাকে লোকের জন্য নিদর্শন হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত রেখে দিব। ১১ পারা, ইউনুছ ৯০-৯২ আয়াত।

১০৭৬। ফিরাউনের মৃত্যুর পূর্বেই হযরত মূসা তার মৃত্যুর সংবাদ দেন। যখন ফিরাউন মূসা (আঃ)কে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলে ঠাট্টা করেছিল। ১৫ পারা, ইসরা ১০১-১০২ আয়াত।

১০৭৭। আল্লাহ বলেন, আমি করুণা দিয়ে মূসা এবং হারুণকে ফিরাউনের হাত হতে রক্ষা করলাম। তাদের উপর আমার সালাম। ২৩ পারা, সাফফাত ১১৪-১২২ আয়াত।

১০৭৮। ফিরাউন ডুবে মরার ঘটনা অন্যত্র বলা আছে। ২৫ পারা, দোখান ২৩-২৪ আয়াত।

১০৭৯। তীহ ময়দানে। মূসা (আঃ) বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করার পর শহরে প্রবেশ করতে বলেন। অকৃতজ্ঞ বনি ইসরাইল উত্তর দেয় মূসা, তুমি এবং তোমার প্রভু আগে শহরে প্রবেশ করো- আমরা এখানে বসে রইলাম। নবীর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ রাগ করেন এবং তাদের জন্য ৪০ বছর শহরে প্রবেশ হারাম করেন। তাই বনি ইসরাইল ৪০ বছর ধরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। শহরে একদল অতি প্রতাপশালী লোক ছিল বটে কিন্তু বনি ইসরাইল প্রবেশ করলেই তারা পরাজিত হতো। কিন্তু নবীর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহর গজবে পড়ে তীহ ময়দানে ঘুরে বেড়ায় ৪০ বছর। ৬ পারা, মায়েদা ২০-২৬ আয়াত।

www.pathagar.com

১০৮০। পানির কষ্ট দূর করার জন্য মূসা (আঃ)কে অনুরোধ করলে তিনি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। আল্লাহ লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করতে বলা হয়। তিনি আঘাত করলে আল্লাহার মহিমায় ১২টা ঝরণা ঐ পাথর হতে বের হয়। আল্লাহ বনি ইসরাইলের ১২টা দলের জন্য ১২টা ঝরণা দেন। ১ পারা, বাকারা ৬০ আয়াত।

১০৮১। খাওয়ার ব্যাপারে বেআদব বনি ইসরাইল নবীকে বলে আমরা দৈনিক মান্না সালওয়া খাব না। মাটিতে যা উৎপন্ন হয় তাই আমরা খাব। যেমন, কাঁকড়, তরমুজ, রসুন, ডাল, পিয়াজ, আল্লাহকে বলে এগুলো আমাদেরকে দাও। নবী বলেন, সুখের বদলে দুঃখ চাচ্ছ। তোমরা নিজেরাই দুঃখ চেয়ে নিলে। যাও শহরে ঢুকো এবং কষ্ট কর। ১ পারা, বাকারা ৬১ আয়াত।

১০৮২। বনি ইসরাইল দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠে। একটা লোককে হত্যা করে অন্যের উপর দোষ চাপায়। প্রকৃত দোষীকে তা জানার জন্য মূসা (আঃ)কে অনুরোধ জানায়। তিনি আল্লাহর কাছে জানালে আল্লাহ একটা গরু যবেহ করতে বলেন। বনি ইসরাইল আর ভাল নেই। তারা গরু সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করল।গরু চিকন না মোটা, লাল না কাল, কাজ করে না বসে খায়। এরূপ প্রশ্ন করার ফলে আল্লাহ কড়া নির্দেশ দেন, যে গরু কোন কাজ করে না বসে খায়, এমন গরু যা মানুষের চোখকে ঝলসায়ে দেয়, সেই গরুকে যবেহ কর। কিতাবে লেখে, শেষে গরুর ওজনে সোনা চান্দি দিয়ে কিনে সেই গরুকে যবেহ করে। ঐ গরুর জিহবা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করায় মৃত ব্যক্তি জিন্দা হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দিয়ে মারা যায়। কুরআন মজিদে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। ১ পারা, বাকারা ৬৭-৭৩ আয়াত।

১০৮৩। বনি ইসরাইলের মন দিনে দিনে এমন শক্ত হয় যে পাথরের চেয়েও শক্ত হয়। অনেক পাথর আছে যা ফেটে নদী বের হয়। কোন পাথর ফেটে পানি বের হয়। আবার কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে পড়ে যায়। কিন্তু মানুষের হৃদয় নরম হতে চায় না। ১ পারা, বাকারা ৭৪ আয়াত।

১০৮৪। আল্লাহ হযরত মূসাকে ৪০ রাতের জন্য তূর পাহাড়ে ডাকেন। ১ পারা, বাকারা ৫১ আয়াত।

১০৮৫। ৪০ রাতের পূর্ণ ঘটনা অন্যত্র দেয়া আছে। আল্লাহ মূসাকে তূর পাহাড়ে ৪০ রাতের জন্য ডাকেন। মূসা (আঃ) বনি ইসরাইলকে ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তাঁর বড় ভাই হারুণকে খিলাফত দিয়ে ৭০ জন লোকসহ তুর পাহাড়ে যান। আল্লার সঙ্গে কথা হয় কিন্তু আল্লাহকে দেখা যায় না। আল্লাহর দেখার জন্য সঙ্গীদের খুব আগ্রহ জাগল। তারা মূসা (আঃ)কে অনুরোধ করে বলে আল্লাহকে না দেখালে আমরা ঈমান আনবো না। মূসা (আঃ) আরজু জানালে আল্লাহ বলেন, আমাকে কখনই দেখতে পারবে না। তবে হাঁ তোমরা পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাক যদি পাহাড় ঠিক থাকে এবং তোমরাও বহাল তবিয়তে থাক তবে আমাকে দেখতে পাবে। এই বলে আল্লাহ পাহাড়ের দিকে একটু নূর ছেড়ে দেন। নূরের তাজাল্লী এসে পাহাড়কে সজোরে ধাক্কা দিলে পাহাড় ভীষণভাবে কেঁপে উঠে এবং পুড়ে যায়। মূসা ও তাঁর সঙ্গীরা মৃতবৎ পড়ে থাকে। প্রথমে আল্লাহ হযরত মূসাকে জ্ঞান দেন। তিনি তওবা করেন ও প্রথম মুমেন বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ সঙ্গীদেরকে জিন্দা না করলে আমি যে

www.pathagar.com

নবী তা কে সাক্ষি দেবে? সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেও জিন্দা করেন এবং আল্লাহ হযরত মূসাকে নবী করেন ও কিতাব দেন। ৯ পারা, আরাফ ১৪২-১৫৫ আয়াত।

১০৮৬। বাছুর পুঁজা। মূসা (আঃ) তুর পাহাড়ে গেলে বনি ইসরাইলরা খলিফা হারুণকে একদম মানে না। বরং তাঁকে শাসাইয়া দেয়। খলিফা হারুণ নিরূপায় হন। বনি ইসরাইলের সঙ্গে ছিল যাদুকর সামেরী। সে মেয়েদের নিকট হতে স্বর্ণ অলংকার নিয়ে গলিয়ে একটি বাছুর তৈরী করে তাতে স্বর সংযোজন করে এবং বলে এটা তোমাদের খোদা। সকলে বাছুরকে পূজা করতে লেগে যায়। মূসা (আঃ) মিকাত হতে ফিরে এসে অবস্থা দেখে ভীষণ রেগে যান এবং কিতাব রেখে দিয়ে ভাইয়ের মাথা ও দাড়ি ধরে ঘুরাতে লাগেন। হারুণ বলেন, আমার দোষ নেই। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে উদ্দত হয়েছিল। হযরত মূসা তার জন্য এবং তার ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। হযরত মূসার রাগ থেমে গেলে কিতাব উঠায়ে নেন এবং লোকদেরকে সুপথে চলার উপদেশ দেন। ৯ পারা, আরাফ ১৪৮-১৫৪ আয়াত।

১০৮৭। হযরত মূসা সামেরীকে অভিশাপ দেন এবং সোনার বাছুরকে পুড়িয়ে নদীতে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, এক আল্লাহর উপাসনা কর। ১৬ পারা, তাহা ৯৫-৯৮ আয়াত।

১০৮৮। কারুনঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর কাওমের লোক কারুন। অত্যন্ত ধনী ছিল। কারুন যেসব গুদামে সম্পদ রাখত তার তালার চাবী বহন করতে একটি শক্তিশালি বাহনের প্রয়োজন হতো। এত সম্পদ কারুন তুমি কি করে পাও কেহ প্রশ্ন করলে সে অহঙ্কারের সাথে বলত, নিজ বিদ্যা গুণে আমি পেয়ে থাকি। মূসা (আঃ) তাকে হেদায়েত করার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ফিরাউনের শিষ্য নবীর কথা তো মানতই না বরং নবীকে গালাগালি করতো। নবীকে জনতার মধ্যে অপমান করার জন্য এক গোপন ষড়যন্ত্র করে। কারুন বহু অর্থ দিয়ে একটি রমণীকে বাধ্য করে এই কথা বলার জন্য যে, সে জনতার মধ্যে বলবে মূসা নবী তার সঙ্গে খারাপ কাজ করে। কারুনের উৎসব দিন। মূসা (আঃ) সেখানে গেলে জনতার মাঝে শয়তান রমণীটি বলে ফেলে, মূসা নবী তার সঙ্গে খারাপ কাজ করে। নাউজু বিল্লাহ। হযরত মূসা (আঃ)-এর মাথায় যেন বজ্র পড়ল। তিনি রমণীর দিকে চেয়ে বলেন, এই মেয়ে তুই সত্য করে বল নচেৎ তোর বিপদ হবে। রমণীটা ভীত হয়ে পড়ল এবং বলল কারুন তাকে বহু অর্থ দিয়ে এ কথা বলতে বলেছে। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালে আল্লাহ মাটিকে মূসার অধীন করে দেন ও বলেন, মাটিকে যা আদেশ করবে তাই শুনবে। মূসা (আঃ) মাটিকে বলেন, "খুজহু" ধর মাটি কারুনকে গিল। সঙ্গে সঙ্গে মাটি কারুনকে গিলতে আরম্ভ করে। জনতা দেখতে লাগল। কারুনের গলা পর্যন্ত গিলে নিয়েছে তখন কারুন বলে, মূসা আমার অর্থ সম্পদ লুটে খাবে তাই আমার উপর এত রাগ। হযরত মূসা (আঃ) বলেন, মাটি কারুনের যত সম্পদ আছে সব গিলে নাও। কারুনের চোখের সামনে তার সমস্ত সম্পদ মাটির মধ্যে তলিয়ে গেল। কারুনেরও কবর হয়ে গেল। কাছাছুল আম্বিয়া দেখুন।

কুরআন মজিদে সংক্ষেপে দেয়া আছে। ২০ পারা, কাছাছ ৭৬-৮২ আয়াত।

১০৮৯। হযরত মূসার সহিফা। ২৭ পারা, নজম ৩৬ আয়াত।

হযরত মূসা (আঃ)-এর কিতাবের নাম তাওরাত। আল্লাহ তাওরাতকে বিভিন্ন স্থানে

www.pathagar.com

বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

(১) আল কিতাব ১ পারা, বাকারা ৫৩ আয়াত।

(২) ওয়াল ফোরকান ১ পারা, বাকারা ৫৩ আয়াত।

(৩) আলওয়াহ ৯ পারা, আরাফ ১৫০ আয়াত।

(৪) সোহফে মূসা ২৭ পারা, নজম ৩৬ আয়াত। যেমন- কুরআনকেও বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন।

(১) আল কিতাব। ১ পারা, বাকারা ১ আয়াত।

(২) আল কুরআন। ২ পারা, বাকারা ১৮৫ আয়াত।

(৩) আল নূর। ৯ পারা, আরাফ ১৫৭ আয়াত।

(৪) আল ফোরকান। ১৮ পারা, ফোরকান ১ আয়াত।

(৫) আজ জিকর। ২৪ পারা, ফুচ্ছেলাৎ ৪১ আয়াত।

(৬) সোইফুল মুতাহ হারা। ৩০ পারা, বাইয়েন ২ আয়াত।

❐ কেহ কেহ মনে করেন যে, মূসা (আঃ)কে তাওরাত ছাড়াও ১০ খানা সহিফা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারেননি। তাওরাত একটি জ্বলন্ত সূর্য। সূর্যের কাছে একটি বাতি জ্বালানো মূল্যহীন। আবার হাজার পাওয়ার বাল্বের নিকট একটি ৪০ পাওয়ার বাল্ব জ্বালানো মূল্যহীন। যেমন- কুরআন মজিদের কাছে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিলের কোন মূল্য নেই।

১০৯০। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) মাদায়েন শহর তাঁর কর্মক্ষেত্র। তিনি হযরত মূসার শ্বশুর ছিলেন। তাঁর কাওম ওজনে কম দিত। তিনি কাওমকে বহু নছিহত করেন। ওজনে কম দিতে নিষেধ করেন তারা নবীর কথায় কর্ণপাত করে না। বরং নবীর উপর অত্যাচার অবিচার করতো। কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে যাহা এখানে দেখান হলো। ৯ পারা, আরাফ ৮৫-৯৫ আয়াত। ১২ পারা, হুদ ৮৩-৯৪ আয়াত। ১৯ পারা, শোয়ারা ১৭৬-১৮৩ আয়াত। ৯ পারা, আরাফ ৮৯ আয়াত।

❐ তিনি মোনাজাত করেনঃ "রাব্বানাফতাহ বাইনানা ওয়া বাইনা কাওমিনা বিলহাককি ওয়া আনতা খাইরুল ফাতেহীন।"

❐ গোছল। হযরত মূসার সময়ে লোকেরা নদী বা পুকুরে উলংগ হয়ে গোছল করতো। হযরত মূসা (আঃ) জঙ্গলের আড়ালে গোসল করতেন। এতে লোকেরা বলতে লাগল হযরত মূসা নপুংসক। তাই লজ্জা করে জঙ্গলের ধারে গোছল করেন। কিন্তু ওদের ধারণা বানচাল করার জন্য আল্লাহ এক ঘটনা ঘটালেন। হযরত মূসা জঙ্গলের ধারে একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোছল করে কাপড় নিতে গেলে পাথর দৌড়াতে থাকে। পাথরকে থামতে বলায় সে না থেমে একদম জনতার মাঝে গিয়ে পৌছে। সকলেই দেখল হযরত মূসা নপুংসক নয়।

১০৯১। হযরত খিজির (আঃ)-এর কর্ম ক্ষেত্র ছিল জলে ও স্থলে। তিনি পানির ভিতরে, সাগর-মহাসাগরে এবং মাটির উপর সর্বত্র বিচরণ করতেন। তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। একদা হযরত মূসা আল্লাহকে বলেন, ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাকে অনেক জ্ঞান

www.pathagar.com

দিয়েছ। আমি মনে করি, আমার মত জ্ঞানী আর কেহ নেই। তখন আল্লাহ বলেন, না, তোমার চেয়েও জ্ঞানী আছে তার নাম খিজির। হযরত মূসা বলেন, কোথায় খোঁজ পাব আল্লাহ বলেন, নদীর সংগম স্থানে যেখানে তোমার ভাজা মাছ হারিয়ে যাবে। হযরত মূসা (আঃ) কিছু খাবার ও ভাজা কৈ মাছ নেন এবং সঙ্গে সাথীকে নিয়ে খিজিরের খোঁজে যাত্রা দেন। মাঝে এক স্থানে বসে একটু বিশ্রাম করে আবার যাত্রা দেন। পথ চলার পর ক্ষুধা পেলে খেতে বসে দেখেন তার মাছ নেই। তখন পূর্ব বিশ্রাম স্থানে ফিরে যেতেই খিজির (আঃ)-এর সঙ্গে দেখা হয়। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সঙ্গী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি নিতে চান না। বলেন, আমার সঙ্গী হলে তুমি ধৈর্যহারা হয়ে নানারকম প্রশ্ন করবে। হযরত মূসা (আঃ) বলেন, কোন প্রশ্ন করবো না তবুও সঙ্গে নিন। খিজির (আঃ) সামনে গিয়ে একটি নৌকায় চড়েন। হযরত মূসাও চড়েন। তারপর খিজির (আঃ) নৌকাটাকে লাঠির গুতা মেরে ছিদ্র করেন। আর তখনই হযরত মূসা নতুন নৌকা কেন ছিদ্র করা হল প্রশ্ন করেন। খিজির (আঃ) বলেন, হে মূসা তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করেছিলাম আর তুমি কথা বললে? হযরত মূসা ওজরখাহী করেন। পরে আবার চলার পথে একটা বালককে হত্যা করেন। হযরত মূসা এবারও প্রশ্ন করেন। এবারও খিজির রাগ করলে মুসা (আঃ) ওজরখাহী পেশ করেন। তারপর খিজির (আঃ) এক গ্রামে যান এবং ধনী লোকদের নিকট কিছু খাবার চান কিন্তু কেহই খাবার দেয় না। তারপর চলার পথে একটা প্রাচীর মেরামত করলে হযরত মূসা প্রশ্ন করেন বিনা আজুরায় কেন প্রাচীর মেরামত করা হলো? এবার খিজির (আঃ) হযরত মূসার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিদায় করে দেন। (১) উত্তর। নৌকা এই কারণে ছিদ্র করা হয় যে, সেখানের জালেম বাদশা নতুন নৌকা পেলে নিয়ে যায়। নৌকা নিয়ে গেলে গরীব মাঝির কষ্ট হবে। সেই কারণে ছিদ্র করা হয়। (২) বালকের বাপ মা খুব পরহেজগার, খারাপ নাফরমান ছেলের বদলে আল্লাহ তাদেরকে ভাল সন্তান দিবেন। (৩) প্রাচীরের নীচে দুই এতিম ছেলের ধন রত্ন লুকানো আছে। প্রাচীর পড়ে গেলে সম্পগুলো অন্য লোকে আত্মসাৎ করবে এই কারণে তা মেরামত করা হয়। ১৫ পারা, কাহাফ ৬০-৮২ আয়াত।

- ❒ হঃ মূসা (আঃ)-এর মোজেজা ছিল ৯টি
  - (১) লাঠি- ২০ পারা, কাছাছ ৩১ আয়াত = ১টি
  - (২) হাতে দুইটি- ২০ পারা, কাছাছ ৩২ = ২টি
  - (৩) কুব্‌রা, বড় মোজেজা- ১৬ পারা, তাহা ২৩ আয়াত = ১টি
  - (৪) তুফান, ফড়িং, পোকা, ব্যাঙ, রক্ত = ৯ পারা, আরাফ ১৩৩ আয়াত = ৫টি = মোট ৯টি।
- ❒ বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা হতে গ্রহণ করা হলো।

হযরত দাউদ (আঃ)

১০৯২। মহান আল্লাহ দাউদ (আঃ)কে অনেক নেয়ামত দেন। কঠিন লোহাকে তার জন্য নরম করে দেন। তিনি তা দিয়ে লোহার জেরা (পোশাক) বানাতেন। আল্লাহ তাঁর ভাল কাজ করতে আদেশ দেন। ২২ পারা, সাবা ১১ আয়াত।

১০৯৩। ক্ষেত। হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি নালিশ নিয়ে এলো যে তার ক্ষেতের শস্য ওমুক লোকের ছাগপালে খেয়ে নিয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) শস্যের

www.pathagar.com

ক্ষতিপূরণস্বরূপ জমিওয়ালাকে ছাগপাল দিবার হুকুম দেন। হযরত সোলাইমান (আঃ)কে আল্লাহ অনেক জ্ঞান দান করেন। পিতার বিচার তার নিকট না পছন্দ হয়। তখন দাউদ (আঃ) ছেলের উপর বিচারের ভার দেন। হযরত সোলাইমান (আঃ) বিচার করেন ছাগপাল ক্ষেতের মালিকের নিকট ততদিন থাকবে যতদিন ছাগপালের মালিক ক্ষেতে শস্য উৎপাদন করে না দিবে। এই সময় পর্যন্ত ক্ষেতের মালিক ছাগপাল হতে দুধ ইত্যাদি ভোগ করবে। তারপর ক্ষেতে শস্য উৎপাদন করে দিলে ছাগপাল মালিককে ফেরত দিতে হবে। হযরত সোলাইমানের বিচার সবাই মেনে নিল। ১৭ পারা, আম্বিয়া ৭৮-৭৯ আয়াত।

১০৯৪। ৯৯টি মেষ। হযরত দাউদ (আঃ) মসজিদে নামাজ পড়ে মেহবারের নিকট বসে আছেন। এমন সময় দুইজন লোক প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মেহরাবে গিয়ে উপস্থিত। হঃ দাউদ (আঃ) হঠাৎ তাদেরকে দেখে ভীত হন। তারা বলে ভয় নেই। একটা বিচার করে দেন। সঙ্গীকে দেখিয়ে অন্যজন বলে এর ৯৯টি ছাগল আছে। আর আমার একটি। সে আমারটা নিয়ে ১০০টা পুরাতে চায়। আমার একটা আমি দিব না। কিন্তু সে জোর করে আমারটা নিতে চায়। বিচার করুন। হঃ দাউদ (আঃ) বিচার করেন যার যা আছে তাই থাকবে। জোর বা অত্যাচার চলবে না। ন্যায়বিচার করার জন্য আল্লাহ হুকুম দেন। খুশী খেয়াল মত বিচার করতে নিষেধ করেন। তাই বিচারের পর দাউদ (আঃ) বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তাই ভুল ভ্রান্তির ভয়ে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ২৩ পারা, সাদ ২১-২৬ আয়াত।

❐ কেহ কেহ বিকৃত অর্থ করে বলেছেন যে, দাউদ (আঃ) অন্যের একটি স্ত্রী নিয়ে নিজের ৯৯কে ১০০টা পূরণের চেষ্টা করেন। তাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর নবীরা দুনিয়াতে শান্তি রক্ষায় এসেছেন। তাঁরা মানুষের ক্ষতি করতে বা দুঃখ দিতে আসেননি। আল্লাহ বলেন, নবীরা নিষ্পাপ। তাঁরা পথ প্রদর্শক।

১০৯৫। মধুর সূর। হযরত দাউদ (আঃ)কে আল্লাহ এত মধুর স্বরদেন যে, তিনি যখন যবুর কিতাব পড়ে ওয়াজ করতেন তখন তাঁর কথা শোনার জন্য পশু-পাখি এমনকি দরিয়ার মাছ পর্যন্ত কিনারে দাঁড়ায়ে যেতো। শনিবার দিন ছিল তাদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় ছুটির দিন। ঐ দিনে কোন জীবজন্তু শিকার করা নিষেধ ছিল। কিন্তু কতকগুলো দুষ্ট লোক সমুদ্রে বড় মাছ দেখে লোভ সামলাতে না পেরে মাছ ধরার ফন্দি করে। ৯ পারা, আরাফ ১৯৩ আয়াত।

অনেক দূর দিয়ে বাঁধ দিয়ে মাছ আটকিয়ে রাখে এবং পর দিন শিকার করে এইরূপ প্রতারণামূলক ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তাদের উপর গজব নাযিল করেন। ২২ পারা, সাবা ১০-১৪ আয়াত।

❐ হযরত দাউদ (আঃ)-এর গলায় স্বর এত মধুর ছিল যে, তার ওয়াজ শোনার জন্য সমুদ্রের মাছ ধারে ভীড় জমাতো। ৯ পারা, আরাফ ১৬৩ আয়াত।

১০৯৬। হযরত সোলাইমান (আঃ) বনি ইসরাইলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বাদশা ছিলেন। তাঁর রাজত্ব ছিল দুনিয়াজোড়া। এই বিরাট রাজ্য দেখাশুনা করতে তাঁর অসুবিধা হতো না। কারণ তাঁর সিংহাসন বাতাসে বহন করতো। তিনি এক মাসের রাস্তা ১ বেলায় যেতেন আবার ১ বেলায় ফিরে আসতেন। জ্বিন তাঁর হুকুম মত কাজ করতো। ২২ পারা, সাবা ১২ আয়াত।

www.pathagar.com

১০৯৭। জ্বিনেরা বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মূর্তি, হাউজের মত বড় বড় পানির পাত্র এবং একই স্থানে স্থাপিত বড় বড় ডেগ তৈরী করতো। ২২ পারা, সাবা ১৩ আয়াত।

১০৯৮। হযরত সোলাইমানের জামানায় হারুত মারুত নামে দুই ফিরিশতা মানবিক রিপু নিয়ে দুনিয়াতে মানবজাতির সঙ্গে বাস করার জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন জানালে আল্লাহ মঞ্জুর করেন। ফিরিশতারা বাবেল শহরে বাস করতে থাকে। লোকেরা ফিরিশতাদ্বয়ের নিকট নানারকম বিদ্যা ও কৌশল শিখতে থাকে। এমনকি তারা মানুষের ক্ষতিকর যাদু বিদ্যাও শিক্ষা করে। সমাজে কলহের সৃষ্টি করতে লাগে। এই বিদ্যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটায়। শয়তান এটাকে সুবর্ণ সুযোগ বলে গ্রহণ করে মানুষকে বিপদ হতে বিপদে ফেলতে থাকে। এমনকি ফিরিশতাদ্বয় মানবিক রিপুর কারণে রমণীর প্রেমে পড়ে বিপদগ্রস্ত হয় এবং আজাবে গ্রেফতার হয়। কিতাবে লেখা তারা কিয়ামত পর্যন্ত তা ভোগ করতে থাকবে। কুরআন মজিদে সাধারণভাবে উল্লেখ আছে। ১ পারা, বাকারা ১০২ আয়াত।

১০৯৯। হযরত সোলাইমান বাল্যকাল হতেই খুব মেধাবী ছিলেন। তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আঃ) মেষ পালের যে বিচার করেন তখন সোলাইমান বালক। তিনি মেষ পালের ছানি বিচার করেন এবং তাঁরই বিচার গৃহীত হয়। এতেই তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭ পারা, আম্বিয়া ৭৮-৭৯ আয়াত।

১১০০। হযরত সোলাইমান আল্লাহর নিকট এমন একটি রাজত্ব চান যা দুনিয়ার আর কেহ যেন না পায়। এত বড় রাজ্য চালাতে পারবে কি না আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন। রাজ্য পরিচালনার জন্য হযরত সোলাইমানের হাতে যে আংটি ছিল সেই আংটি একটা শয়তান জ্বিন চুরি করে রাজ্য চালাতে বসে। সেই কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। সোলাইমানকে পরীক্ষার করার জন্য সিংহাসনে অন্য একজনকে বসান হয়। আল্লাহ পাক এটাই প্রমাণ করেন যে, বিরাট রাজস্ব চালাতে হযরত সোলাইমান অক্ষম। পরিশেষে মহান আল্লাহ হযরত সোলাইমানের উপর করুণা দিয়ে হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দেন। ২৩ পারা, সাদ ৩৪-৫০ আয়াত।

১১০১। পিঁপড়া। মহান আল্লাহ হযরত দাউদ ও সোলাইমানকে অনেক ফজিলত ও নেয়ামত এবং এলেম দান করেন এবং পাখি ও জীবজন্তুর ভাষা শিক্ষা দেন। তাঁরা উভয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। জ্বিন, মানব, পাখি সবাই ছিল হযরত সোলাইমানের সৈন্য। একদা হযরত সোলাইমান জ্বিন, ইনছান, পাখি অর্থাৎ পদাতিক ও উড়ন্ত সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পিঁপড়ার মাঠে এসে হাজির। পিঁপড়ার রাজা পিঁপড়াদের কুচকাওয়াজ দেখছিল। হঠাৎ করে হযরত সোলাইমানের সৈন্য এসে পড়ায় পিঁপড়ার রাজা প্রজাদেরকে সাবধান করে বলে- হে পিঁপড়ার দল তোমরা সত্তর গর্তে ঢুকে পড়, নচেৎ সোলাইমানের সৈন্যরা তোমাদেরকে পায়ে পিশে মেরে ফেলবে। হযরত সোলাইমান (আঃ) যাত্রা ভঙ্গ দিয়ে পিঁপড়ার রাজার কাছে এসে বলেন, তুমি তোমার সৈন্য দল দিয়ে সোলাইমান বাদশাকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে সৈন্যদলকে লুকিয়ে রাখলে এটা বাদশার জন্য অপমান। পিঁপড়ার রাজা বলে, আমি তাদের রাজা, প্রজাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার কাজ। তাদেরকে লুকিয়ে না নিলে আপনার সৈনারা আমার

www.pathagar.com

সৈন্যদেরকে অজ্ঞাতসারে পায়ে পিষে মারত। তাই আমি সাবধান করেছি। আপনাকে অপমান করার জন্য নয়। হযরত সোলাইমান (আঃ) পিঁপড়ার রাজার উত্তরে খুশী হয়ে সাবাস দেন। পিঁপড়ার রাজা হযরত সোলাইমান (আঃ)কে দাওয়াত দেন। দাওয়াত দিলে হযরত সোলাইমান (আঃ) হেসে ফেলেন যা কুরআন মজিদে উল্লেখ আছে। ১৯ পারা, নামল ১৫-১৯ আয়াত।

হযরত সোলায়মান নবী

১১০২। হুদহুদ ও বিলকিস। হযরত সোলায়মান (আঃ) সিংহাসনে বসে দেশ ভ্রমণ করছেন। সঙ্গে পদাতিক ও উড়ন্ত সৈন্য। হঠাৎ সূর্যরশ্মি তাঁর মুখমন্ডলে পতিত হয়। তিনি উপরে লক্ষ্য করে দেখেন, হুদ হুদ পাখি নেই। হুদহুদ পাখি কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলে কেউ বলতে পারলো না। তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেন, আমি নিশ্চয় তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা তাকে যবেহ করবো অথবা যদি সে একটি সত্য সংবাদ দিতে পারে তবে মুক্তি দিব। রাজ দরবার আরম্ভ হয়েছে। হুদ হুদ দরবারের এক কোণে চুপ করে বসে আছে। বাদশার নজর পড়ল তার উপর। তিনি হুদহুদকে ডেকে কৈফিয়ত তলব করেন। সে বিনীতভাবে জানায় যে, সাবা শহরের এক বিরাট খবর এনেছি। সেই শহরের বাদশা হলো নারী এবং খুব প্রতাপশালী রাণী, তার হুকুমে সবকিছু চলছে। কিন্তু তারা মুশরেক সূর্যের উপাসক। হযরত সোলায়মান (আঃ) সত্যতা পরীক্ষার জন্য একট চিঠি লিখে দেন। লিখেন- বিছমিল্লাহহীর রাহমানির রাহিম। ইন্নাহু মিন সোলাইমানা আল্লা তায়ালু আলাইয়া ওয়া আতুনি মুসলেমিন। অর্থাৎ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি, আমি সোলায়মান আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করিও না বরং মুসলমান হও। পত্রখানা হুদহুদ নিয়ে গিয়ে রাণী বিলকিসের সামনে ফেলে একটু দূরে গিয়ে বসে থাকে। বিলকিস পত্রখানা পড়ে মন্ত্রীবর্গকে বিষয়টা অবহিত করে। মন্ত্রিবর্গ বলে, আমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে। তবে আপনার ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করে। রাণী বলেন, তোমরা যা বললে তা ঠিক। কিন্তু কোন রাজা কোন রাজ্যে ঢুকলে সে রাজ্য ধ্বংস হয় এবং সম্মানীদের সম্মান থাকে না। আচ্ছা হযরত সোলায়মানকে পরীক্ষা করে দেখা হোক। যদি তার মধ্যে অর্থ লিপ্সা থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে পারবে না। সুতরাং দূত মারফত বহু মূল্যবান্ উপঢৌকন পাঠান। দূত হযরত সোলায়মানের সামনে উপঢৌকন রত্ন রাখলে হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেন, মহান আল্লাহ আমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা তোমাদের উপহারের চেয়ে অনেক উত্তম। তোমাদের সম্পদ তোমরা নিয়ে যাও। আর তোমরা যদি আমার কথা না মান তাহলে দেখবে, তোমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তোমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছ। দূত গিয়ে বিলকিসকে সমস্ত ঘটনা বললে বিলকিস মুসলমান হবার জন্য হযরত সোলায়মনের নিকট যাত্রা দেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) সংবাদ পেয়ে সভাসদকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, যে বিলকিসের সিংহাসন এনে দিতে পারে? কথা শুনামাত্র একজন এফরিৎ দাঁড়িয়ে বলে, আমি দাঁড়ান সময়ের মধ্যে এনে দিতে পারি। আর যিনি এসমে আজম জানতেন তিনি বলেন, জাহাপনার চোখ ফিরাতে যে সময় লাগবে সেই সময়ের মধ্যে এনে দিতে পারি।

১১০৩। হযরত সোলায়মান চোখ ফিরিয়ে বিলকিসের সিংহাসন দেখে অবাক হন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি মন্ত্রীকে সিংহাসনখানা উলটিয়ে রাখতে

www.pathagar.com

হুকুম দেন। এমন সময় বিলকিস এসে হাজির। তিনি বিলকিসকে লক্ষ্য করে বলেন, এটা কি তোমার সিংহাসন? বিলকিস উত্তরে বলেন, হ্যাঁ এটা আমারই সিংহাসন বলে মনে হচ্ছে। কুরআন মজিদে উল্লেখ আছে। ১৯ পারা, নামল ২০-৪২ আয়াত।

১১০৪। বিলকিসের প্রাসাদে গমন। হযরত সোলায়মান পূর্বেই শ্রুত হন যে, বিলকিসের হাঁটুর নীচে বড় বড় লোম আছে তা কৌশলে দেখার জন্য প্রাসাদে গমন করার পথ কাঁচ দ্বারা নির্মাণ করেন। বিলকিস ঐ স্থানে পৌছে পানি মনে করে পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠান, তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেন, এতো পানি নয়। কাঁচের তৈরী রাস্তা। বিলকিস এতে খুব লজ্জা পান এবং আল্লাহর নিকট বলেন, প্রভু আমি অত্যাচারী। আমি সোলায়মান (আঃ)-এর সঙ্গে তোমার উপর ঈমান আনলাম। ১৯ পারা, নামল ৪৪ আয়াত।

১১০৫। মৃত্যু। হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন। দুনিয়াজোড়া তার হুকুমাত। এত বড় বাদশারও মৃত্যুবরণ করতে হয়। তিনি জ্বিন দ্বারা বড় বড় কাজগুলো করায়ে নিতেন। পালিয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। খারাপ জ্বিনকে ধরে এনে কঠিন শাস্তি দিতেন। শেষ জীবনে জ্বিনদের কঠিন কাজে লাগায়ে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়ায়ে আছেন। এ অবস্থায় তাঁর জান কবজ হয়ে যায়। তবুও তিনি দাঁড়ায়ে আছেন। কেহ জানতে পায়নি। তারপর লাঠি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়ে যান। লোকেরা ঘুণে খাওয়া লাঠির হিসাব করে বলে তিনি প্রায় একশো বছর মৃত্যু অবস্থায় দাঁড়ায়ে ছিলেন। কুরআন মজিদে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। ২২ পারা, সাবা ১৪ আঃ।

১১০৬। আল্লাহ মহান, আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ)-এর ও এমরান (আঃ)-এর বংশধরকে জগতের বুকে খুব ফজিলত দেন। এমরানের স্ত্রী গর্ভে সন্তান এলে তিনি নজর মানেন যদি তাঁর পুত্র সন্তান হয় তাহলে তিনি তাকে মসজিদে দান করবেন। সে মসজিদের খাদেম হয়ে জীবন কাটাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় পুত্র না হয়ে কন্যা হয়। তিনি আল্লাহকে বলেন, ইয়া আল্লাহ পুত্র না হয়ে আমার মেয়ে হয়েছে। আল্লাহ বলেন, অনেক পুরুষই এই মেয়ের তুল্য নয়। এমরানের স্ত্রী আল্লাহর উপর ভরসা করে মেয়ে মরিয়মকে মসজিদে দান করেন। এই মেয়ের অভিভাবক অনেকেই হতে চায়। আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের কলম নদীতে নিক্ষেপ কর। যার কলম নদীর উজান দিকে যাবে, সেই অভিভাবক হবে। দেখা গেল হযরত যাকারিয়া নবীর কলম উজানে গেছে। তাই তিনি হন মরিয়মের অভিভাবক। ৩ পারা, আলে ইমরান ৩৩-৩৭ আয়াত।

১১০৭। মসজিদের পূর্ব কোণে মরিয়মের স্থান করে দেয়া হয়। সেখানেই খাবার দেয়া হতো। হযরত মরিয়মের খাদ্য আল্লাহই যোগাতেন। হযরত যাকারিয়া হযরত মরিয়মের নিকট অনেক রকম খাদ্য সম্ভার দেখে জিজ্ঞাসা করেন। মরিয়ম এত খাদ্য কোথায় পেলে? হযরত মরিয়ম উত্তর দেন মহান আল্লাহ দান করেছেন। তখন হযরত যাকারিয়া নামাজ পড়া অবস্থায় আল্লাহকে বলেন, ইয়া আল্লাহ তোমার দান অফুরন্ত তুমি আমাকে একটা ধার্মিক পুত্র দান কর। আল্লাহ মহান মোনাজাত কবুল করেন এবং ফেরেশতা মারফৎ সুখবর দেন যে, ইয়াহ ইয়া নামে তার এক পুত্র সন্তান হবে। যেহেতু যাকারিয়া (আঃ) এবং তার স্ত্রী অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন তাই ভরসা না পাওয়ায় আল্লাহর নিকট নিদর্শন চাইলে আল্লাহ বলেন, ৩ দিন ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া তোমরা কথা বলতে

www.pathagar.com

সক্ষম হবে না। সুতরাং বেশী বেশী করে আল্লাহর জিকের কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাছবীহ পড়। ৩ পারা, আলে ইমরান ৩৮-৪১ আয়াত।

১১০৮। হযরত জাকারিয়ার অনুরূপ কথা আল্লাহ পাক সূরা মরিয়মে বলেছেন। ১৬ পারা, মরিয়ম ২-১১ আয়াত।

১১০৯। আল্লাহ হযরত ইয়াহ ইয়াকে আল্লাহর কিতাব দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে বলেন। তিনি হযরত ইয়াহইয়াকে অনেক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেন এবং তার নিকট হতে অনেক নেয়ামত ও পবিত্রতা দান করেন। তিনি পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করতে বলেন এবং অত্যাচারী হতে নিষেধ করেন। শেষে আল্লাহ পাক হযরত ইয়াহ ইয়াকে জন্মদিনের উপর মৃত্যু দিনের এবং পুনরুত্থান দিনের উপর সালাম শান্তি কামনা করেন। ১৬ পারা, মরিয়ম ১২-১৫ আয়াত।

১১১০। হযরত মরিয়ম। হযরত মরিয়ম মসজিদের পূর্ব ধারে খানিকটা স্থান পর্দা দ্বারা ঘিরে নিয়ে সেখানে থাকেন ও মসজিদের সেবা করতে থাকেন। একদা হযরত জিবরাইল এসে হযরত মরিয়মকে বলেন, আপনার সন্তান হবে। হযরত মরিয়ম বিস্মিত হয়ে বলেন, কি করে সন্তান হবে। আমি খারাপ মেয়ে নই। তাছাড়া কোন পুরুষই কোনদিন আমাকে স্পর্শ করেন নাই। অসম্ভব কথা বলেন কেন? ফেরেস্তা উত্তর দেন আপনার প্রভুর নিকট ইহা অতি সহজ। তিনি জগতবাসীর জন্য একটি নিদর্শন করে রাখবেন। ১৬ পারা, মরিয়ম ১৬-২১ আয়াত।

১১১১। ৩ পারায় আলে ইমরানের ৪২, ৪৩ আয়াতে বর্ণনা আছে যে, একদা ফেরেস্তা এসে হযরত মরিয়মকে বলেন, আল্লাহ আপনাকে সন্তানের সংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম হবে আল মাছিহ ঈসা এবনে মরিয়ম। তিনি শৈশবে দোলনা হতে কথা বলবেন। আল্লাহ তাকে কিতাব ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। তাছাড়া তাওরাত ও ইঞ্জিলের গভীর জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। তিনি বনি ইসরাইলের একজন প্রসিদ্ধ রাসূল হবেন। তাঁকে মৌজেজা দেয়া হবে।

১। তিনি দোলনাতে শুয়ে কথা বলবেন।
২। কাদার পাখি তৈরী করে ফুক দিলে আল্লাহর হুকুমে উড়ে যাবে।
৩। কুষ্ঠ রোগী তিনি ভাল করবেন।
৪। ধবল রোগ ভাল করবেন।
৫। মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুমে জিন্দা করবেন।
৬। মানুষ বাড়ীতে কি খাবে তাকে তা বলে দিবেন।
৭। মানুষ বাড়ীতে কি জমা করবে তাও বলে দিবেন। ৩ পারা, আলে ইমরান ৪৫-৪৯ আয়াত।

১১১২। মরিয়ম ফেরেস্তার নিকট পুত্রের সংবাদ শুনে অবাক হন। কিন্তু আল্লাহ যা করেন তাতে করোও বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ রূহকে মরিয়মের মুখে ফুঁকে দেয়ার ফলে হযরত ঈসা মাতৃগর্ভে স্থান পান। ২৮ পারা, তাহরীম ১২ আয়াত।

১১১৩। হযরত মরিয়মের পেটে সন্তান এলো। দিন দিন বড় হয়ে প্রসব সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ মরিয়মকে ওহী দ্বারা বলেন, জঙ্গলে খেজুর গাছতলায় গিয়ে প্রসব

www.pathagar.com

কর। মরিয়ম লজ্জায় ও দুঃখে জর্জরিত হয়ে আল্লাহকে বলেন, প্রভু! প্রসবের পূর্বে আমার মৃত্যু হলে কতই না ভাল হতো। সকলেই আমার কথা ভুলে যেতো। আল্লাহ বলেন, মরিয়ম তুমি দুঃখ চিন্তা করো না। খেজুরের থোকা তোমার কাছে নোয়ায়ে দিলাম। তুমি যত ইচ্ছা খেজুর ও রস খাও এবং আনন্দের সাথে সন্তান প্রতিপালন কর। কেউ জিজ্ঞেস করলে বল, আমি রোজাদার কথা বলব না। যা কিছু বলার ছেলেকে বল! লোকেরা অবাক হয়ে বলে দোলনার শিশু কি করে কথা বলবে। কিন্তু শিশু ঈসা (আঃ) উত্তর দেন। বলেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী করেছেন। তিনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে ও যাকাত দিতে আদেশ করেছেন এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করতে বলেন। যারা হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে তাদের জানা উচিত- আল্লাহ কোন জিনিস তৈয়ার করতে ইচ্ছা করলে শুধু 'কুন' শব্দ বলেন, আর তখনই সেই জিনিস হয়ে যায়। ১৬ পারা, মরিয়ম ২২-৩৫ আয়াত।

❐ কিন্তু শয়তান একটি অঘটন ঘটাল, জনতাকে উত্তেজিত করে তুলল। বলল, যাকারিয়াই খারাবি করে মরিয়মের পেটে সন্তান এনেছে। জনতা ভীষণ রেগে যায়। হযরত যাকারিয়াকে হত্যা করার জন্য ভীষণভাবে আক্রমণ করে। নবী দিশাহারা হয়ে পালাতে থাকে। লোকেরা পিছু ধাওয়া করলে জ্ঞানহারা হয়ে একটা গাছের নিকট আশ্রয় চায়। গাছ দু' ফাঁক হয়ে আশ্রয় দেয়। জনতা গাছের নিকট এসে খুজতেই নবীর জামার কিছু অংশ দেখতে পায়। আর তৎক্ষণাৎ করাত নিয়ে এসে উপর হতে গাছটা ফাঁড়তে আরম্ভ করে। করাতের আঘাত মাথায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে নবী চিৎকার দিয়ে উঠেন। আল্লাহ বলেন, নবী তুমি আমার নিকট আশ্রয় না নিয়ে গাছের নিকট আশ্রয় চেয়েছ। গাছ বাঁচাতে পারবে না। যদি চিৎকার কর তবে নবীর খাতা হতে তোমার নাম কাটা যাবে। তখন নবী আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন। আর জনতা তাকে করাত দিয়ে চিরে ফেলে।

১১১৪। আল্লাহ বলেন, আমি হযরত ঈসাকে ইঞ্জিল কিতাব দিলাম এবং তাঁর শিষ্যের অন্তরে দয়া, প্রেম এবং নবীর প্রতি আসক্তি দান করলাম। ২৭ পারা, হাদীদ ২৭ আয়াত।

১১১৫। হযরত ঈসা (আঃ) লোকদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলে যারা প্রথমেই দাওয়াত গ্রহণ করেছিল। তারা ছিল হাওয়ারী। হাওয়ারীর অর্থ ধোপা। এরা আল্লাহর নবীকে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করেন। ২৮ পারা, সাফ ১৪ আয়াত।

১১১৬। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল। আমি পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে বিশ্বাস করি। তাওরাতে আছে এবং ইঞ্জিল কিতাবেও আছে আমার পরেই এক নবী আসবেন তাঁর নাম হবে আহমদ। সত্যই যখন তিনি এলেন অর্থাৎ আখেরী নবী হযরত আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়ার বুকে এলেন তখন কাফের দল কিছুতেই বিশ্বাস করল না। মেনেও নিল না। তারা আল্লাহর নূরকে ফু দিয়ে নিভাতে চাইল্। কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফল হলো। আল্লাহ তাঁর নূরকে জগতের আনাচে কানাচে পৌঁছায়ে দিলেন। ২৮ পারা, সাফ ৬-৯ আয়াত।

১১১৭। শুল বিদ্ধ। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম প্রচারে ইহুদীরা ক্ষুব্ধ হলো। তৌহিদ প্রচারের জন্য রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্দত হলো। বেঈমানের দল প্রবল হয়ে

www.pathagar.com

ঈসা (আঃ)কে শুলে মারার সিদ্ধান্ত নিল। ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি সাদৃশ্য এক ব্যক্তিকে শূলে দিয়ে হত্যা করল। অন্যদিকে শক্তির আধার আল্লাহ হযরত ঈসাকে দ্বিতীয় আসমানে উঠায়ে নেন। ৬ পারা, নিছা ১৫৭, ১৫৮ আয়াত।

❐ হুজুর (সাঃ) বলেন, কিয়ামতের সময় ইমাম মেহদীর আবির্ভাব হলে হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হতে নেমে এসে ইমাম মেহদীকে সাহায্য করবেন এবং বাবেল শহরের নিকট দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

❐ ঈসা নবীর মোজেজা ৭টি- ১। দুগ্ধ পোষ্য শিশু দোলনা থেকেই কথা বলেন, ২। ধবল রোগ, ৩। কুষ্ঠ রোগ ভাল করতেন, ৪। মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে আল্লাহর হুকুমে উড়িয়ে দিতেন, ৫। আল্লাহর হুকুমে মরাকে জিন্দা করতেন, ৬। কে কি খায় বলে দিতে পারতেন, ৭। কে কি বাড়ীতে জমায়ে রাখত তা বলে দিতে পারতেন।

১১১৮। ওজায়ের (আঃ)। ইহুদীরা বলে, ওজায়ের নবী আল্লাহর পুত্র এবং নাছারারা বলে, হযরত ঈসা নবী আল্লাহর পুত্র। ১০ পারা, তওবা ৩০, ৩১ আয়াত।

❐ কাফেরদের কথার কোন দলিল নেই। তারা মুখে বানায়ে কথা বলে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র নন, ঈসা মরিয়মের পুত্র। হযরত ঈসা বলেন, এক আল্লাহ ছাড়া কোন আল্লাহই নেই। কোন উপাস্য নেই। তার কোন সন্তান নেই। তিনি মুশকদের শেরেকী কথা হতে পবিত্র।

শিরক মহা পাপ

আল্লাহ অতি পবিত্র মহান পুত্র তার নাই।
শেরেক যারা করে তাদের আগুনে হবে ঠাই।
পীর সাহেব ওলীদের দারগায় মাথা ঠুকে যারা,.
শেরেকের কারণে নিশ্চয় নিশ্চয় দোযখে যাবে তারা।
শেরেক করলে নেকী সব ভষ্ম হয়ে যাবে
চিরস্থায়ী অনলে পুড়বে আর পুজ রক্ত খাবে।

১১১৯। হযরত আল ইয়াছায়া।

১১২০। হযরত জুল কেফল। ২৩ পারা, সাদ ৪৮ আঃ।

১১২১। নূর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। সৃষ্টি জগতের সেরা, আশরাফুল মাখলুকাতের সেরা, নবীদের সেরা, মুত্তাকীদের ইমাম, শেষ নবী আমাদের নবী সৌভাগ্য স্বর্গমনি- এলেন আমাদের মুক্তি দিতে। (সুতরাং হর্ষ উৎফুল্ল অন্তরে জানাই তাকে দরূদ সালাম)।

❐ নূর নবী মুহাম্মদের খবর/তাওরাত ইঞ্জিল দিল :
খাতেমুন নবীইন তিনি/আল্লাহ কুরআনে কহিল।
পাপীদের মুক্তি দিতে এলেন/সৌভাগ্য স্বর্শ মনি,
দরূদ সালাম জানাই তারে/অহরহ সারাক্ষণি।

❐ আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ
আচ্ছালাতু আচ্ছলামু আলাইকা ইয়া শাফেয়াল মুজরেমীন।

প্রভু সকাশে

❐ প্রভু তুমি খালেক মালেক/রহমান গফফার সাত্তার,
নবীর শাফায়াৎ দিয়ে তুমি/নাজাত দিও সবার।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-৩০

১১২২। বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য -

১। আল্লাহ ২। আল্লাহর কালাম কুরআন মজিদ ৩। আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

❐ আল্লাহ বলেন, তিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। দলিলঃ "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" ১ পারা, সূরা ফাতিহা, ১ আয়াত।

❐ কুরআন মজিদও সমগ্র জগতের জন্য কল্যাণকামী। দলিলঃ ইনহুয়া ইল্লা জিকরুন লিল আলামীন। ৩০ পারা, সূরা তাকবীর ২৭ আয়াত।

❐ নূর নবী (সাঃ)ও সমগ্র জগতের জন্য করুণার ছায়া। দলিল ঃ কুরআন মজিদ- "ওমা আর্ছালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন।। ১৭ পারা, আম্বিয়া ১০৭ আয়াত।

নবীর চরিত্র। আল্লাহ মহান তাঁর হাবীব ও রাসূলের চরিত্র সম্বন্ধে ঘোষণা দেন, "ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আজীম। ২৯ পারা, কলম ৪ আয়াত।

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন বিশ্বের সেরা মানুষ, সেরা রাসূল এবং সেরা বিচারক। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি মাত্র প্রমাণ নিম্নে দেয়া গেল।

১। শিশু মুহাম্মদকে ধাত্রী হালিমা তার দুর্বল উঠনীতে উঠায়ে নিবার সঙ্গে সঙ্গে উটনী সতেজ ও সবল হয়ে উঠে এবং অগ্রগামী সকল কাফেলাকে অতিক্রম করে বাড়ী পৌছে। হালিমার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। মেষ পালের খাবার ছিল না। শুস্ক ছাগ, দুম্বার দুধ ছিল না। সন্তান নিয়ে হালিমা প্রায় অনাহারে দিন কাটাতেন। কিন্তু শিশু মুহাম্মদের পরশ পেয়ে সবকিছুই জীবনী শক্তি পেল। ছাগল, দুম্বার দুধ, অফুরন্ত হয়ে উঠল। তায়েফবাসীরা দেখে অবাক হয়ে গেল। শিশু মুহাম্মদের নাম চারিদিকে ছড়ায়ে পড়লো।

২। শিশু মুহাম্মদ শৈশব হতেই ন্যায়বিচারক ছিলেন। তিনি মা হালিমার এক স্তন পান করতেন আর অন্য স্তনটি তার অন্য দুগ্ধপোষ্য ভাই-এর জন্য রেখে দিতেন।

৩। মা হালিমার বাড়ীতে থাকাকালে শিশু মুহাম্মদের সিনা চাক করা হয়।

শিশু মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব!

৪। জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান। তিনি এতিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়ায়ে পড়ে। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী।

৫। ৬ বছর বয়সে তাঁর স্নেহময়ী মাতাও মারা যান। তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

৬। এতিম ও অসহায় অবস্থায় তিনি দাদা আব্দুল মুত্তালেবের আশ্রয়ে থাকেন। দাদা মারা গেলে তার দরিদ্র চাচা আবু তালেবের নিকট আশ্রয় নেন এবং গরীব চাচার সাহায্য করার জন্য তার বকরী চরাতেন। এ সময় বালক মুহাম্মদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর চরিত্র মাধুর্যের জন্য সত্যবাদিতা ও অঙ্গিকার পালনের জন্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্য পালনের জন্য সকলেই তাঁকে আল আমীন বলে ডাকতে থাকে।

৭। কাবা ঘর মেরামতের সময়কালে পাথর সংযোজন নিয়ে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিল, তা বালক মুহাম্মদ অতি সহজে মীমাংসা করে শান্তি রক্ষা করেন।

৮। হিরা পর্বত গুহায় তপস্যায়রতকালে নবুওয়াত লাভ করেন। আল্লাহ তাঁকে সকলের ইমাম ও নবী-রাসূলদের সরদার করেন।

৯। তিনি ছিলেন আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় রাসূল। তাই তাঁকে আরশে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা বলেন। ১৫ পারা, এছরা ১ আয়াত

১০। আল্লাহ মহান নূর নবীকে এতই ভালবাসতেন যে তিনি ঘোষণা দেন, নবী মুহাম্মদকে ভালবাসলেই আমাকে ভালবাসা হবে। শুধু তাই নয়। নবীকে ভালবাসায় তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল করুণাময়। সোবহানাল্লাহ। ৩ পারা, ইমরান ৩১ আয়াত

১১। বিশ্বের সেরা নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর হুকুম ছাড়া নিজ ইচ্ছায় নিজ খুশীমত কোন কাজ করেননি বা বলেননি। ২৭ পারা, নজম ৩, ৪ আয়াত

১২। নবী মন গড়া কথা বললে আল্লাহ তাঁর গলার রগ ছিঁড়ে দিতেন। কিছুতেই সহ্য করতেন না। ২৯ পারা, হাক্কা ৪৪-৪৫ আয়াত

১৩। নবী (সাঃ)-এর উত্তম ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বহু প্রমাণ আছে। এর পরেও যারা নবীকে সন্দেহের চোখে দেখে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। ২৬ পারা মুহাম্মদ ৩২ আয়াত

১৪। আল্লাহ আরও বলেন, যারা সত্য প্রকাশের পরও নবী (সাঃ)কে সন্দেহের চোখে দেখে তারা জাহান্নামী। ৫ পারা, নেছা ১১৫ আয়াত

১৫। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, সমস্ত কুরআন মজিদই রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর চরিত্র। তিনি কুরআনের নির্দেশ মতই কথাবার্তা ও চলাফেরা করতেন।

❐ নূর নবী (সাঃ)-এর চরিত্রের বিশুদ্ধতার পর তাঁর সহধর্মিনীর কথা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসে যেভাবে বর্ণনা আছে সেই মোতাবেক এখানে উম্মুল মুমেনীনদের কথা তুলে ধরা হলো। কখন বিয়ে হলো, কি অবস্থায় বিয়ে হলো, তারা কোথা হতে এলেন ও সহধর্মিনীর সুযোগ পেলেন, সংখ্যায় কতজন ছিলেন, জীবিত ছিলেন কতজন তার একটা তালিকা করা হলো। ওমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

উম্মুল মুমেনীন

১। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের সর্বপ্রথমা সহধর্মিনী ও সহকর্মিনী ছিলেন উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের খ্যাতনামা মহিলা। ধন সম্পদে আরব দেশে তাঁর তুল্য কেউ ছিল না। পিতা তার বিয়ে দেন আরবের এক ধনী লোকের

www.pathagar.com

সঙ্গে কিন্তু সে কিছুকাল পরে মারা যায়। পিতা দ্বিতীয়বার অন্য এক ধনী লোকের সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেও মারা যায়। পিতা বড় আশা নিয়ে তৃতীয়বার বিয়ে দেন। কিন্তু এবারও খাদিজা স্বামীহারা হয়ে পড়েন। তাই তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নেন আর বিয়ে না করার এবং পিতাকেও জানিয়ে দেন। কিন্তু আল্লাহর মহিমা কে বুঝতে পারে? রাতে এক স্বপ্ন দেখে তিনি হয়রান হয়ে পড়েন। দেখেন আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসে তার বুক জুড়ে বসে তার হৃদয়কে শীতল করে দিল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন, একি স্বপ্ন? এর অর্থই বা কি? মন ব্যাকুল হয়ে উঠল অর্থ জানার জন্য। তাই চাচাত ভাই ইহুদী পন্ডিত নওফেলের কাছে গিয়ে রহস্য জিজ্ঞাসা করেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ) ভাইকে স্বপ্নের কথা বলেন। তার ভাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে খোশখবরী দেন। বলেন, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন। আখেরী নবী দুনিয়া জোড়া যার নাম সেই নবীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তাঁর চরিত্র হবে সর্বোত্তম। তিনি হবেন মিষ্টভাষী। ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার, অঙ্গিকার রক্ষাকারী। আমি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকলে তোমাদেরকে সাহায্য করবো। হযরত খাদিজা স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে ফিরে এলেন বটে কিন্তু তার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। কেইবা আখেরী নবী। কোথায় বা তাকে পাওয়া যাবে। মনে মনে খুঁজতে লাগলেন।

খাদিজার ব্যবসা-বাণিজ্য বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যে সমস্ত কর্মচারী তার ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল দিনে দিনে তারা অসাধু হয়ে পড়ে এবং আমানতে খিয়ানত করতে শুরু করে। তাই তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ আমানতদার লোক খোঁজ করছিলেন। এমন সময় আল আমীনের খ্যাতির কথা তার কানে এলো। তিনি দাসি দ্বারা তাকে ডেকে নিলেন। হযরত খাদিজা এক ধ্যানে আল আমিনের চেহারার দিকে চেয়ে থাকেন। কিতাবে লেখা আছে, মানুষের যৌবনকাল আরম্ভ হয় ১৮ বছর থেকে। ৩০ হতে ৪০ বছর পর্যন্ত পূর্ণ যৌবনকাল। ৪০ হতে বার্ধক্য আরম্ভ হয়। ৫০ থেকে ক্রমেই বার্ধক্য বেশী হয়ে ৬০ বছর থেকে পূর্ণ বার্ধক্যে হাবুডুবু খেতে হয়।

❐ হযরত খাদিজা যুবক আল আমীনের চেহারায় কি যেন দেখছিলেন, ভাবছিলেন নবুওয়াতের কথা, তার ভাইয়ের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা। হঠাৎ নিজকে সামলিয়ে নিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। আল আমীনের কথার মধুরতা তাকে মুগ্ধ করে। তিনি তার ব্যবসার মূল ধন তার হাতে তুলে দেন। আল আমীন বাণিজ্য করতে যান প্রথমে সিরিয়ায়। সেখানে মালপত্র বিক্রি দিয়ে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। বাড়ী ফিরে মূল ধনসহ সমস্ত অর্থ খাদিজার হাতে দিয়ে দেন। খাদিজা চিন্তা করেন, কোন কর্মচারীই তো এরূপ করেনি। আল আমীন সত্যই একজন মহৎ লোক, অসাধারণ মানুষ। খাদিজা আল আমীনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি আল আমীন তার চাচা আবু তালেবের কাছে পেশ করেন। এতিম বালকের একটি গতি হবে জেনে তিনি খুশী হয়ে সম্মতি জানান। আল আমীনের বিয়ে হল ৪০ বছরের মহিলার সঙ্গে। তখন আল আমীনের বয়স ছিল ২৫ বছর। অসহায় পথহারা দরিদ্র মাহবুবকে আল্লাহ এক সম্পদশালী মহিলার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিরাট ধনী বানিয়ে দেন। ৩০ পারা, সূরা জোহা ৬-১১ আয়াত।

দরিদ্র মুহাম্মদ (সাঃ)কে বিয়ে করার জন্য খাদিজার আত্মীয়রা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। নিজেদেরকে খুব লজ্জিত মনে করে। খাদিজাকে খুব তিরস্কার করে। খাদিজা অহংকারী

www.pathagar.com

আত্মীয়দের গর্ব খর্ব করার জন্য সকলকে দাওয়াত করেন। নির্দিষ্ট দিনে সকলে উপস্থিত হলে আহারাদির পর খাদিজা ভাষণ দেন। বলেন, আমি দরিদ্র মুহাম্মদকে বিয়ে করায় আপনাদের মর্যাদায় আঘাত লেগেছে এবং আপনারা নিজেদেরকে খুব অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করছেন। তাই আমি এই সমাবেশে ঘোষণা দিচ্ছি আজ হতে আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত আমার স্বামী মুহাম্মদের হস্তে দিলাম। আজ হতে এ সম্পত্তি তাঁর। তিনি নিজ ইচ্ছামত খরচ করবেন। ঘোষণাটি শুনে সকলে লজ্জায় মাথা নত করে প্রস্থান করে।

❐ হযরত খাদিজা এবার স্বামীর সেবায় প্রাণ ঢেলে দেন। আল আমীন এখন নিশ্চিন্ত মনে হিরা পর্বত গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কখনও তিনি বাড়ী এসে খেয়ে যান। কখন বা বিবি খাদিজা হিরা পর্বতে গিয়ে প্রাণপ্রিয় স্বামীকে খাওয়ায়ে আসেন। এমনিভাবে কঠোর তপস্যার পর ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াৎ লাভ করেন। তৌহিদী বাণী নিয়ে ঘরে আসেন। বিবি খাদিজা সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনেন। খাদিজার আনন্দ দেখে কে? বহু দিনের সাধ পূরণ হলো। তিনি বাস্তবে আকাশের চাঁদ পেলেন। নবীর সহধর্মিনী, সহকর্মিনী হয়ে নিজকে ধন্য মনে করেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে নবীর সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেন।

❐ নারীদের মধ্যে বিবি খাদিজা (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। শিশু মুহাম্মদ দিনে দিনে বড় হয়ে শেষে আল্লাহর নবী হন। আল্লাহ স্বয়ং এবং ফেরেস্তারা সকলে নবীর উপর দরূদ পড়েন এবং মুমেনদেরকে দরূদ পড়ার আদেশ দেন। সুতরাং আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য আমরাও দরূদ পড়ি ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ও সাল্লাম।

❐ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ)। তৌহিদী বাণী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের মাথায় বজ্র পড়ে গেল। তাদের দেবতার বিরুদ্ধে প্রচারে তারা দলবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায় মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যারা মুহাম্মদ (সাঃ)কে আল আমীন বলতো তারা এখন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরম শত্রু। হযরত খাদিজার উপরও খুব রাগ। কেন মুহাম্মদ (সাঃ)কে বিয়ে করল এবং কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো? উভয়কে শাস্তি দিবার জন্য পরামর্শ সভায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে এবং তথা আবু তালেব গোষ্ঠীকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল এবং বয়কট করল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ) সহ চাচার সঙ্গে শেহাবে আবু তালিব পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। কাফেররা বাইরের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। অতি কষ্টে ৩টি বছর অতিবাহিত হলো। কত দিন অনাহার থাকতে হল। ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে হল। ধনীর মেয়ে হযরত খাদিজার কষ্টের অবধি রইল না। অসুখে পড়ে গেলেন। নূর নবী (সাঃ) পাশে বসে হযরত খাদিজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমার সঙ্গ নেয়ার জন্য তোমার এত কষ্ট। হযরত খাদিজা হাসি মুখে বলেন, আমার একটুকুও কষ্ট মনে হয় না আমি যে আল্লাহর নবীর সহধর্মিনী ও সহকর্মিনী হতে পেরেছি এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

❐ এদিকে মক্কার যুবকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। হযরত মুহাম্মদ ও আবু তালেব গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে বয়কট করা হয়েছে। কেন অন্যায় হবে? তারা কাবা ঘরে

www.pathagar.com

গিয়ে বয়কট পত্র নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং হযরত মুহাম্মদ ও আবু তালেবের গোষ্ঠীকে মক্কায় নিয়ে এলো। প্রবীণ আবু তালেব অসুখে ছিলেন। তিনি মারা যান এবং হযরত খাদিজা (রাঃ)ও কিছুদিন পর ৬৩ বছর বয়সে মারা যান। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স ছিল ৪৮ বছর। হযরত খাদিজার সঙ্গে হুজুর (সাঃ) দীর্ঘ সময় কাটান। হযরত খাদিজার মৃত্যুতে হযরত রাসূলুল্লাহ দুঃখে শোকে নিমজ্জিত হন।

❐ হযরত খাদিজা (রাঃ)-র গর্ভে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ৬টি সন্তান হয়। সন্তানের তালিকা নীচে দেয়া হলো।

১। কাসেম, ডাক নাম তৈয়ব। তিনি শৈশবেই মারা যান।

২। আবদুল্লাহ ডাক নাম তাহের তিনি শৈশবেই মারা যান।

৩। রোকেয়া, স্বামী হযরত ওসমান গনী (রাঃ)।

৪। জয়নব, স্বামী আবুল আস। ইনি পরে মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫। উম্মে কুলসুম, স্বামী হযরত ওসমান গনী (রাঃ) পূর্ব স্ত্রী রোকেয়ার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর দুইটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তাকে জিন্নুরাইন বলা হয়।

৬। হযরত ফাতিমা, ইনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) অতি স্নেহের কন্যা। বেহেস্তে সকল মেয়েদের সরদার হবেন। তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ)। হযরত আলীর উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর সিংহ। সত্যই তিনি সিংহের মত ক্ষমতা রাখতেন। যুদ্ধে তুলনাহীন বীর ছিলেন। খয়বর যুদ্ধে লোহার দরজা এক হাতে শূন্যে তুলে ঢালরূপে ব্যবহার করেন।

❐ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পুরা যৌবনটাই বিবি খাদিজার সঙ্গে কাটায়ে দেন। এখন তার বয়স ৫১ বছর। তিনি একজন বৃদ্ধ। এ বৃদ্ধ বয়সে বাধ্য হয়ে তাকে অনেক বিয়ে করতে হয়। কি কারণে বিয়ে করেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া গেল।

❐ ২য় স্ত্রী হযরত সাওদা (রাঃ) ইনি অতি বৃদ্ধা। হঠাৎ তাঁর স্বামী মুরতাদ হয়ে মারা যায়। বৃদ্ধাকে দেখাশোনার জন্য কেউ ছিল না। তাই তিনি আল্লাহর নবীর নিকট আরজু পেশ করেন যদি তিনি দয়া করে বৃদ্ধাকে আশ্রয় দেন তাহলে কাল কিয়ামতে নবীর সহধর্মিনী হয়ে উঠতে পারবেন। বৃদ্ধা সাওদার আরজু অনুসারে নবী (সাঃ) তাকে বিয়ে করে আশ্রয় দেন। হযরত সাওদা (রাঃ) তার রাতের অংশ হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে দান করেন। এ সময় নবী (সাঃ)-এর বয়স ছিল ৫১ বছর।

❐ তৃতীয়া স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ হযরত আবুবকর (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর বাল্যবন্ধু ও প্রধান সাহাবী ছিলেন। তিনি চিন্তা করেন বিবি সাওদা (রাঃ) আল্লাহর নবীর সাথে আত্মীয়তা করলেন অথচ তিনি তো নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে কোন আত্মীয়তা করেননি। তিনি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আত্মীয়তা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তাই তার ৬ বছরের কন্যা হযরত আয়েশাকে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। এ বিয়ে হয় মদীনায় হিজরতের পূর্ব বছর। তখন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বয়স ৫১ বছর। ৫১ বছরে ২টি বিয়ে করতে হয়, একটিও নিজ ইচ্ছায় নয়।

❐ হিজরত ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় ৫৩/৫৪ বছরে হিজরত করেন। হিজরতের ২য় বছরে বদর যুদ্ধ হয়। বদর যুদ্ধে হযরত ওমর (রাঃ)-র কন্যা বিবি হাফসার স্বামী

www.pathagar.com

শহীদ হন। কন্যা বিধবা হয়। যুদ্ধের পর বছর বিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকরকে ও হযরত ওসমান (রাঃ)কে প্রস্তাব দেন। কিন্তু তারা হযরত ওমর (রাঃ)-র তেজস্বিনী কন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হন না। এতে হযরত ওমর (রাঃ) রেগে যান এবং রাসূলুল্লাহর নিকট গিয়ে নালিশ করেন। আল্লাহর নবী নিরূপায় হয়ে বিধবা হাফসাকে বিয়ে করে হযরত ওমর (রাঃ) সম্মান রক্ষা করেন। যদিও হাফসা কড়া মেজাজী ছিলেন। ৪র্থ স্ত্রী হযরত হাফসা (রাঃ)। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৬ বছর।

❐ ৫ম স্ত্রী বিধবা জয়নাব (রাঃ) ঃ জয়নাবের স্বামী ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তার নাম ছিল মহাবীর আব্দুল্লাহ। ওহুদ যুদ্ধে মোট ৭০ জন মুজাহিদ শহীদ হন। আল্লাহর নবী জারজ সন্তান রক্ষা করার জন্য শহীদদের বিধবা স্ত্রীদের সত্বর বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। কোন কোন সাহাবার সঙ্গে ২/৩টি করে বিয়ে দিতে হয়েছিল। বিধবা জয়নাবের কোন গতি না হওয়ায় নূর নবী (সাঃ) ৫৬ বছর বয়সে বিয়ে করে তাকে আশ্রয় দেন। প্রকাশ থাকে যে ৫৬ বছর বয়সে নিরূপায় হয়ে ২টি বিয়ে করতে হয়েছিল। ওহুদ যুদ্ধ হিজরীর তৃতীয় বর্ষের ঘটনা।

❐ ৬ষ্ঠ স্ত্রী বিধবা উম্মে সালমা (রাঃ) ঃ স্বামী আবু সালমা একজন নও মুসলিম ছিলেন। তিনি হঠাৎ করে মারা যান। তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে সালমা হুজুর (সাঃ)-এর আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই কারণে তিনি বিয়ে করে তাকে আশ্রয় দেন। এই ঘটনা ৪র্থ হিজরীতে ঘটে। তখন আল্লাহর নবীর বয়স ৫৭ বছর। মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড ২৪৭ পৃঃ দ্রঃ

❐ ৭ম স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হযরত জয়নব। প্রকাশ থাকে এ সময় নবী (সাঃ)-এর ৪ জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন।

১। হযরত সাওদা (রাঃ), ২। হযরত আয়েশা (রাঃ),
৩। হযরত হাফসা (রাঃ), ৪। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)।

হযরত জয়নবের পিতার নাম ছিল জাহশা এবং স্বামীর নাম যায়েদ। যায়েদ প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাবসী কৃতদাস ছিল। নবী (সাঃ) তাকে আজাদ করে পৌষ্য পুত্র করে রাখেন। পরে আল্লাহর রাসূল নিজ ফুফাতো বোন জয়নবকে যায়েদের সঙ্গে বিয়ে দেন। কারণ আল্লাহ বলেন, সৈয়দ, শেখ, পাঠান বিভিন্ন গোত্রগুলো শুধু পরিচয়ের জন্য করা হয়েছে। নচেৎ যে ব্যক্তি বেশী পরহেজগার সেই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। কুরআন ২৬ পারা, হুজুরাত ১৩ আয়াত। ফল কথা যায়েদ-এর সঙ্গে জয়নবের বিয়ে হয়ে গেল। কয়েক বছর কেটে গেল। কিন্তু মিল হল না। জয়নবের তেজময় কথায় যায়েদ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। হুজুর (সাঃ)-এর নিকট তালাকের কথা ব্যক্ত করলে তিনি বুঝ দেন, ধৈর্য ধরতে বলেন। কিন্তু অত্যাচার সইতে না পেরে তালাক দেন। তালাকের পর জয়নবের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। যেহেতু জয়নব কুলহারা এই জন্য তাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হল না। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর হাবিবের অভিভাবক হয়ে জয়নবের সঙ্গে বিয়ে দেন। কুরআন ২২ পারা, আহযাব ৩৭ আয়াত। আল্লাহ এই কারণে বিয়ে দেন যে, জন্মসূত্রে নয় মুখডাক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম নয় জাহেলিয়াতের কুপ্রথা রদ করাই ছিল উদ্দেশ্য। জয়নবসহ উম্মুল মুমেনীনদের সংখ্যা ৫ জনে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমেনীন

জয়নব (রাঃ) সহ নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী বর্তমান ৫ জন। ৫ম হিজরীতে এ বিয়ে সংঘটিত হয়। তখন নবী (সাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৮ বছর। এরপর কোন স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে না করার জন্য আল্লাহ তাঁর হাবিবকে উপদেশ দেন। কুরআন ২২ পারা, আহজাব ৫২ আয়াত।

দাসীদের প্রসঙ্গ

দাসী সম্বন্ধে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। নবী (সাঃ)-এর শেষ বয়সে অর্থাৎ ইন্তেকালের পূর্বে ৪ বছরের মধ্যে বাধ্য হয়ে আশ্রয়হারা ৫টি দাসীকে বিয়ে করতে হয়েছিল। পরিচিতি সহ তাদের নাম নিম্নে দেয়া গেল।

১। মেরী অর্থাৎ মরিয়ম (রাঃ)

৭ম হিজরীর ঘটনা হোদাইবিয়া সন্ধির পর আল্লাহর নবী (সাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য রোম সম্রাটকে দাওয়াত দেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলেও নবী (সাঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি নবী (সাঃ)-এর মর্যাদা রক্ষার জন্য ২টি উপহার দেন। (ক) মেরী নামে একটি দাসী (খ) দুলদুল নামে একটি ঘোড়া। আল্লাহর নবী রোম সম্রাটের মর্যাদা রক্ষার জন্য মেরীকে মরিয়ম নাম রেখে বিয়ে করেন। মরিয়মের গর্ভে ইব্রাহিম নামে এক সন্তান হয়ে মারা যায়।

৭ম হিজরীতে অনেকগুলো খন্ড যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে লব্ধ দাসীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হুজুর (সাঃ)-এর দায়িত্ব ছিল। তিনি সাহাবাদের মধ্যে দাসীদেরক বিতরণ করেন। যারা কোন আশ্রয় পেতো না। নিরূপায় হয়ে হুজুর (সাঃ) তাদেরকে আশ্রয় দেন। যেমনঃ ২। উম্মে হাবিবা, ৩। সুফিয়া, ৪। মাইমুনা, ৫। জুবাইরিয়া।

❐ হযরত মাইমুনা ছিলেন মহাবীর খালেদের আত্মীয়া। দাসী মাইমুনাকে বিয়ে করায় মহাবীর খালেদ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হন এবং পরবর্তীকালে খালেদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্ম প্রচারে নবীকে সাহায্য করেন।

উম্মুল মুমেনীনদের তালিকা

১। বিধবা হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)। এঁর সঙ্গে নবী (সাঃ) ২৫ বছর হতে ৫০ বছর পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

২। বিধবা হযরত সাওদা (রাঃ) এবং

৩। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-র সঙ্গে নবী (সাঃ)-এর ৫১ বছর বয়সে বিয়ে হয়।

৪। বিধবা হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত ওমর তনয়া এবং

৫। বিধবা হযরত জয়নব (রাঃ) মৃত স্বামী আব্দুল্লাহ। নবী (সাঃ)-এর ৫৬ বছর বয়সে ২টি বিয়ে হয়।

৬। বিধবা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) সঙ্গে ৫৭ বছর বয়সে ১টি বিয়ে হয়।

৭। বিধবা হযরত জয়নব (রাঃ) যায়েদ পরিত্যক্তা। ৫৮ বছর বয়সে হুজুর (সাঃ)-এর ১টি বিয়ে হয়।

www.pathagar.com

৫৯-৬০ বছর বয়সে ৫টি বিয়ে হয়

৮। দাসী হযরত মরিয়ম (রাঃ)

৯। দাসী হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ)

১০। দাসী হযরত সুফিয়া (রাঃ)

১১। দাসী হযরত মাইমুনা (রাঃ)

১২। দাসী হযরত জোবাইবিয়া (রাঃ)।

৬৩ বছর বয়সে হুজুর (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এন্তেকালের সময় মাত্র ৪ জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। (১) হযরত সাওদা (রাঃ), (২) হযরত আয়েশা (রাঃ) (৩) হযরত হাফসা (রাঃ) (৪) হযরত জয়নাব (রাঃ)।

❐ লক্ষণীয় বিষয়ঃ আল্লাহর নবীর বাড়ীতে এতো সংখ্যক লোক অথচ নবীর বাড়ীতে খাবার নাই। ২/১টা খেজুর খেয়ে দিন কেটে যেতো এমনকি অভাবের জন্য মাসের পর মাস চুলা জ্বলে নাই। এমন অবস্থায় উম্মুল মুমেনীনরা কোন্ মোহে, কিসের লালসায় এবং কিসের আশায় নবী (সাঃ)-এর বাড়ীতে ভীড় জমান। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় উম্মুল মুমেনীনরা খোরপোষের জন্য নয়, সুখ শান্তির জন্য নয় বরং আল্লাহর নবীর সহধর্মিনী হয়ে আল্লাহর নিকট পরিচয় দিবার জন্য এবং নূর নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সঙ্গে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য নবীর বাড়ীতে এত ভিড় জমায়ে ছিলেন।

❐ শান্তির প্রতীক নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সকল স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়ে বলেন, তোমরা খোরপোষের জন্য কষ্ট পাচ্ছ। যদি ইচ্ছা করো তবে অন্যত্র গিয়ে বিয়ে করে সুখ ভোগ করতে পার। কোরান ২১ পারা ঃ আহজাব ২৮-৩০ আঃ।

উক্ত আয়াত নাজিল হবার পর উম্মুল মুমেনীনদের ঈমান আরও মজবুত হয়। কেহই গেলেন না। পূর্ণ যৌবনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সবার আগে ঘোষণা দেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ছাড়া কোথাও যাবেন না। উম্মুল মুমেনীনদের অবস্থা ছিল এই। তারা খাদ্যের জন্য নয়, বেহেস্তের জন্য লালায়িত ছিলেন।

❐ উম্মুল মুমেনীনদের দ্বারা নারীদের সমাজ সংগঠনের কাজ ও নারীদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল এবং অনেক বৈরী মিত্র হয়েছিল।

❐ আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ ছিল নারীদের পতনের যুগ। তাদের অবমাননার ও লাঞ্ছনার যুগ, সতীত্ব লুণ্ঠনের যুগ। কিন্তু আল্লাহর নবী সেই পতীতা নারীদের মর্যাদার উচ্চ শিখরে সমাসীন করেন। এর পরেও যারা নবী (সাঃ)-এর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে তাদের হৃদয়ে পীড়া আছে, তাদের হৃদয় বক্র, তাদের হৃদয়ে কুফরীর দাগ কাটা হয়েছে। তবে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হলে তিনি গাফুরুর রাহীম।

❐ মদীনায় হিজরত করে রাসূলে খোদা (সাঃ) কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। সাহাবাদের থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থার কিভাবে সমাধান করা যাবে। এই চিন্তায় মগ্ন এমন সময় কাফেরেরা মদীনার মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদর, ওহুদে পরপর দুইবার আক্রমণ করে। এতে বহু মুসলমান শহীদ হন। শহীদদের বিধবা স্ত্রীর কি

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন কিন্তু মহান আল্লাহ ওহী নাজেল করে সমস্যার সমাধান করেন। কোরান ৪ পারা ঃ নেছা ৩ আয়াত।

আদেশ হলো, সমর্থ অনুযায়ী ২/২, ৩/৩, ৪/৪ বিয়ে দিয়ে দাও। এইভাবে আল্লাহর নবী বিধবাদের ব্যবস্থা করেন। সাহাবারা যাকে নিতে রাজী হতো না নবী (সাঃ) তাকে আশ্রয় দিতেন। নবী (সাঃ) নিজ ইচ্ছায় কিছু করেন নাই। ২৭ পারা ঃ নজম ৩-৪ আয়াত।

❐ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় উম্মুল মুমেনীন হযরত সাওদা, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা ও হযরত জয়নব (রাঃ) এই ৪ জন জীবিত ছিলেন। একদিন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞসা করেন। আমাদের মধ্যে কে আগে মারা যাবে। উত্তরে হুজুর (সাঃ) বলেন, যার হাত লম্বা। তখন ৪ জনে হাত মাপ করে দেখলেন যে, হযরত সাওদার হাত লম্বা। কিন্তু সবার আগে মারা যান হযরত জয়নব (রাঃ)। কারণ দানের দিক দিয়ে হযরত জয়নাবের হাত লম্বা ছিল। তিনি সবার চেয়ে বেশী দান করতেন। নূর নবী আল্লাহর নিকট স্বীয় কর্তব্যের ত্রুটির জন্য প্রার্থনা করেন। ৬৩ বৎসর বয়সে আল্লাহ তার হাবিবকে উঠায়ে নেন।

❐ হযরত উম্মে সালমা। তার পূর্ব স্বামী ছিলেন আবু সালমা। তিনি একজন ফাস্ট ক্লাস রানার ছিলেন। তার সঙ্গে কেও দৌড়ে পারত না। তাঁর গলার স্বর ছিল খুব উঁচু। তিনি একজন বিখ্যাত তীরন্দাজও ছিলেন। একদিনের ঘটনা শত্রুরা মুসলমানের মেষ লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। আবু সালমা শত্রুদেরকে ধাওয়া করে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরলে তখন সাহাবারা তাকে ঠকানোর জন্য তার সঙ্গে দৌড়ের বাজী ধরেন। আবু সালমা ক্লান্ত শরীরে দৌড় দিয়াও ফাস্ট হন। বোখারী শরীফ ৩ খন্ড ২৭৬ পৃঃ দ্রঃ।

❐ আবু সালমার চাচা সাহাবী আমের (রাঃ) একদিন হুজুর (সাঃ)কে তারানা বাজায়ে শুনান। হুজুর (সাঃ) তাকে ইয়ারহামুকাল্লা বলেন এবং বলেন, আমের অল্প দিন পরেই মারা যাবে। হুজুর (সাঃ)-এর বাণী সত্যে পরিণত হয়। আমের খয়বরের যুদ্ধে হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান।

❐ হযরত আমের (রাঃ)-র আর একটি ঘটনা ঃ আমের (রাঃ) পাখির বাসা হতে একটি পাখির বাচ্চা কোছার মধ্যে করে নিয়ে হুজুর (সাঃ)-এর নিকট যাচ্ছিলেন। বাচ্চার মা আমেরের মাথার উপর বসে চিৎকার করতে থাকে। আমের কোছার কাপড় আলগা করায় বাচ্চার মা ঝট করে কোছার মধ্যে ঢুকে বাচ্চার কাছে বসে। আমের ঐ অবস্থায় হুজুর (সাঃ)-এর নিকট পৌছে। হুজুর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ মহানের দয়া ১০০ ভাগ। তার ১ ভাগ দয়া সমগ্র জাহানের মধ্যে বিতরণ করেন। ১ ভাগের যে অনুপরিমাণ অংশ মা পেয়েছে সেই দয়ার জন্য মা বাচ্চাকে না দেখে থাকতে পারে না। আর ৯৯ ভাগ দয়াই আল্লাহর কাছে। আল্লাহ মানুষকে সর্বাপেক্ষা উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষের জন্য তার দয়া অপরিসীম। মানুষ যখন খান্নাছ, নাছের ফান্দে পড়ে অন্যায় অপরাধ করে বসে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করে কান্নাকাটি করে তখন দয়াল আল্লাহ আর সহ্য করতে পারেন না। তিনি বান্দার উপর করুণা ঢেলে দেন এবং ক্ষমা করেন। তিনি গাফুরুর রাহিম। হুজুর (সাঃ)-এর নির্দেশ মত আমের বাচ্চাকে তার বাসায় রেখে আসো।

www.pathagar.com

❐ নবীরা ছিলেন আল্লাহর দূত। তাঁরা আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন। তাঁরা মানুষকে অসত্য হতে সত্যের দিকে আহবান করেন। আলোর সন্ধান দেন। তৌহিদ বাণী প্রচার করেন। শেরেকের বিরুদ্ধে তাঁরা আজীবন জিহাদ করেন। মহাপ্রাণ নবীদের সংখ্যা ১ লাখ বা ২ লাখ ২৪ হাজার। কয়েক জন নবী ছাড়া কুরআন, হাদীসে তাদের নামের উল্লেখ নেই। ৬ পারা, নিছা-১৬৩, ১৬৪ আয়াত

❐ সমস্ত প্রেরিত পুরুষ ২ ভাগে বিভক্ত। রাসূল ও নবী। যাঁদের নিকট আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে তাঁরা রাসুল। যাঁদের নিকট আসমানী কিতাব নাযিল হয়নি তাঁরা নবী। নবীরা রাসূলদের কিতাব অনুযায়ী লোকদিগকে হিদায়েৎ করতেন। আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। বড়গুলোকে কিতাব আর ছোটগুলোকে সহিফা বলা হয়। বড় ৪ খানা ৪ জন বড় রাসূলের উপর নাযিল হয়েছিল। যেমন-

১। তাওরাত- হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর

২। যবুর- হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর।

৩। ইঞ্জিল- হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর।

৪। কুরআন- হযরত মুহম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর।

সহীফা ১০০ খানা নাযিল হয়েছিল-

১। হযরত আদম (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল ১০ খানা

২। হযরত শিশ (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল ৫০ খানা

৩। ইদ্রিস (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল ৩০ খানা

৪। ইব্রাহিম (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল ১০ খানা = মোট ১০০ খানা।

❐ রাসূলকে নবী বলা যায় কিন্তু নবীকে রাসূল বলা ভুল হয়। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন। এই কুরআনের হিফাজতকারী আল্লাহ স্বয়ং। সুতরাং কুরআনের একটি হরফ, একটি জের, জবর, পেশ রদ বদল করার কারো ক্ষমতা নেই। "ইন্না নাহনু নাজ্জালনাজ জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন।" ১৪ পারা, হেজের ৯ আয়াত।

আয়াতের বিকৃত করলে লানৎ

১১২১। ইহুদী নাসারাদের আলেমরা পয়সা কামায়ের জন্য তাদের ধর্ম গ্রন্থের শব্দ, বাক্য বদলায়ে ফেলত। কুরআনে উল্লেখ আছে-

১। তারা আল্লাহর কালাম বদলায়ে দিত। ১ পারা, বাকারা ৭৫ আয়াত।

২। যারা আল্লাহর আয়াতকে রদবদল করে তাদের উপর আল্লাহর লানত। ২ পারা, বাকারা ১৫৯ আঃ।

৩। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহর কালাম রদবদল কর না এবং আয়াত বিক্রি করে প্রথম কাফের হয়ো না। হকের সঙ্গে মিথ্যা লেপন করো না এবং সত্যকে গোপন করে কাফের হয়ো না। ১ পারা, বাকারা ৪১-৪২ আয়াত।

৪। এরপরেও যারা আয়াত বিক্রি করবে তারা পেটে আগুন ভর্তি করবে। ২ পারা, বাকারা ১৭৪ আয়াত।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

❐ মুনাফিকদের কয়েকটি আয়াত ঃ

১। মুনাফিকরা প্রতারক ও মিথ্যাবাদী।- কোরান ১ পারা, বাকারা ৮-২০ আয়াত।

২। মুনাফিকরা আল্লাহর কালাম বিক্রি করে। ১০ পারা, তওবা ৯ আয়াত।

৩। তারা নবী (সাঃ)কে কষ্ট দিতে আনন্দ পায়। ১০ পারা, তওবা ৮১-৮৪ আয়াত।

৪। তারা কথায় কথায় মিথ্যা ওজর-আপত্তি করে থাকে। ১১ পারা, তওবা ৯৪-৯৬ আয়াত।

৫। মুনাফিকের সাক্ষি মিথ্যা। ২৮ পারা, মুনাফিকুন ১-২ আয়াত।

৬। তাদের শপথ মিথ্যা তারা মিথ্যাবাদী। ২৮ পারা, মুনাফিকুন ১-২ আয়াত।

৭। মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী, পরনিন্দাকারী, সত্যে বাধা প্রদানকারী ধনী হলেও তাদের অনুসরণ করো না। তাদের জন্মগত দোষ আছে। ২৯ পারা, কালাম ১০-১৪ আয়াত।

৮। মুনাফেক নামাযে ঢিলা-৫ পারা নেছা-১৪২-১৪৩ আয়াত।

৯। মুনাফেক নর-নারীর উপর আল্লাহর গজব। ২৬ পারা, ফাতাহ ৬ আয়াত।

১০। মুনাফেকদের ঠাঁই জাহান্নামের তলদেশে-৫ পারা নেছা ১৪৫ আয়াত।

❐ নারীদের প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াতঃ

১। মুশরিক নারীকে বিয়ে করো না যদিও খুব সুন্দরী -২ পারা বাকারা ২২১ আয়াত।

২। হায়েজা নারী ও তার বিধান এবং তালাকের বিধান। ২ পারা, বাকারা ২২২-২৪১ আয়াত।

৩। ফারায়েজে নারীর হক। ফাহেশা নারীর বিধান। ৪ পারা, নেছা ১-২১ আয়াত।

৪। যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম। ৪ পারা, নেছা ২৩ আয়াত।

৫। সৎ ও সতী মহিলা এবং রাত চোরা নারী। ৫ পারা, নেছা ২৪-২৫ আয়াত।

৬। দাসীকে বিয়ে করা এবং ন্যায়বিচার করা। ৫ পারা, নেছা ১২৭ আয়াত।

৭। যে নারী স্বামী হতে ভীত তার বিধান। ৫ পারা, নিছা ১২৮-১৩০ আয়াত।

৮। নারীদের গর্ভের কথা। ১৩ পারা, রাদ ৮-১০ আয়াত।

৯। সন্তান হত্যা, যিনা করা, এতিমের মাল, ওজনে কম ইত্যাদি। ১৫ পারা, এসরা ৩১-৩৬ আয়াত।

১০। তালাক প্রসংগ। ২৮ পারা, তালাক ১-৪ আয়াত।

১১। নারীর পর্দা। ২২ পারা, আহজাব ৩১-৩৪ আয়াত।

১২। নারীর সন্তান পালন। ২৬ পারা, আহকাফ ১৫-১৬ আয়াত।

১৩। স্ত্রী ও সন্তান, এরা শত্রু। এদের জন্য সাবধান! ২৮ পারা, তাগাবুন ১৪-১৫ আয়াত।

www.pathagar.com

১৪। নারীর ঝগড়া ও জেহার। ২৮ পারা, মুজাদিলা ১-৭ আয়াত।

১৫। নারীকে খুশী করতে গিয়ে হালালকে হারাম কর না। ২৮ পারা, তহরীম ১-৩ আয়াত।

১৬। নারীর গলায় দড়ি। ৩০ পারা, লাহাব ১-৫ আয়াত।

১৭। অধিকাংশ নারী জাহান্নামী। মিশকাত শরীফ ৩ খন্ড ৩০৫ পৃঃ।

পরিশিষ্ট-২

❐ আমল নষ্ট

১। কুফরী করলে সব আমল নষ্ট। ৬ পারা, মায়েদা ৫ আয়াত।

২। আল্লাহর (সাঃ)ক্ষাৎকে অস্বীকারকারীর আমল নষ্ট। ১৬ পারা, কাহাফ ১০৫ আয়াত।

৩। যে শুধু দুনিয়া চায় তার আমল নষ্ট। ১২ পারা, হুদ ১৫-১৬ আয়াত।

৪। নবীর (সাঃ) সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বললে আমল নষ্ট। ২৬ পারা, হুজুরাত ২ ৩ আয়াত।

৫। আল্লাহ যে কাজে খুশী সেই কাজে নারাজ ব্যক্তির আমল নষ্ট। ২৬ পারা, মুহাম্মদ ২৮ আয়াত।

৬। হুজুর (সাঃ)কে সন্দেহ করলে তার আমল নষ্ট। ২৬ পারা, মুহাম্মদ ৩২ আয়াত।

৭। আল্লাহর নবীকে সন্দেহ করলে সে জাহান্নামী। ৫ পারা, নিছা ১১৫ আয়াত।

পরিশিষ্ট-৩

❐ পিতা-মাতা

❐ পিতাকে সূর্যের সঙ্গে এবং মাতাকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ১২ পারা, ইউসুফ ৪ আয়াত।

পিতা-মাতা না হলে সন্তানেরা জগতের মুখ দেখতে পেতো না।প্রত্যেক পিতা-মাতা সন্তানকে নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসো। সন্তানের অসুখ হলে প্রাণ দিয়ে তাদের চিকিৎসা ও সেবাযত্নে লেগে থাকেন। সন্তানের সুখের জন্য তাঁরা বিষয় সম্পদ-দালান কোঠা তৈরী করে থাকেন। পিতা সূর্যের প্রখরতার ন্যায় কঠিন শাসনে রেখে সন্তানের লেখাপড়া শিক্ষা দেন ও চরিত্র গঠন করেন। পিতার শাসন ও দয়ার কারণে সন্তান শিক্ষিত হয়ে গৌরব অর্জন করে। পিতার ২টি গুণ। একটি দয়া, দ্বিতীয়টি শাসন। মাতা দয়ার সাগর। মা-এর কাছে দয়া আর দয়া। ছেলেরা পিতাহারা হলে এতিম হয়ে পড়ে। এতিম ছেলেরা পথ হারিয়ে উচ্ছৃংখল হলে মা-এর দুঃখের কারণ হয়। দয়াশীলা মা দুঃখ-কষ্ট করে সন্তানের ভাত-কাপড় যোগায়। তাদের শাসান করতে পারে না। এ জন্য তারা বেপরোয়া হয়ে পড়ে। সূর্য যেমন সারাদিন লোককে কর্মব্যস্ততায় রাখে পিতা তেমন

www.pathagar.com

সারাদিন সন্তানকে শাসনের মধ্যে রাখে। সূর্যের আলোতে লোকেরা জীবিকা অর্জন করে। পিতার শাসনে ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে সম্মানের সাথে অর্থ উপার্জন করে। সারাদিন কর্মব্যস্ততায় ক্লান্ত হয়ে রাতে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলোকে মানুষ যেমন আরামে ঘুমায় তেমনি সারাদিন অনুশাসনে ঝালাপালা অন্তর নিয়ে দয়ার সাগর স্নেহময়ী মাতার ক্রোড়ে সন্ধ্যার সময় আশ্রয় নিলে মাতা হাসিমুখে আদর করে, খেতে দেয় ও ছেলেরা মায়ের স্নেহে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে।

❐ প্রত্যেক পিতার বীর্যে সন্তানের জন্ম হয়। এটা শক্তির আঁধার মহান আল্লাহর একটা বিরাট কৌশল। আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তাই তাঁর নিকট মাথা লুটাবার আদেশ। আল্লাহর পরেই তিনি পিতার শক্তিকে সবার বড় করেছেন। পিতা দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীতে কোটি কোটি মানব সৃষ্টি করছেন। এই কারণে আল্লাহ কুরআন মজিদে বহু স্থানে বলেছেন, সিজদা কর আল্লাহকে, তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করো না। তৎপর পিতা-মাতার দিকে দয়ার নজর দাও। এহসান কর। বাহুদয়কে তাদের জন্য বিছিয়ে দাও।

১। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের উপর পিতা-মাতার সেবা করা ফরয এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা ফরয। ১৫ পারা, এছরা ২৩-২৪ আয়াত।

২। গরীব পিতা-মাতার জন্য দান করার হুকুম। ২ পারা, বাকারা ২১৫ আয়াত।

৩। সৎ সন্তান, পিতা-মাতা ভক্ত, আল্লাহ ভীরু সন্তান তার আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে বেহেশতে যাবে। ২৭ পারা, তুর ২১-২৭ আয়াত।

৪। পিতাভক্ত ঈমানদার ছেলে আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং খুশীতে দৌড়ে তার আদরের পিতা-মাতার কাছে যাবে। ৩০ পারা, ইনশিকাক ৭-৯ আয়াত।

৫। ঈমানদার সন্তানের মুখমন্ডল কিয়ামতের দিন হাস্যউজ্জ্বল হবে। ৩০ পারা, আবাছা ৩৮-৩৯ আয়াত।

৬। খারাপ সন্তানের আমলনামা বাম হাতে পাবে এবং মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। ৩০ পারা, ইনশিকাক ১০-১৩ আয়াত।

৭। ফেল করা ছাত্রের মত মুখমন্ডল কালো ও বিশ্রী হবে। এরাই জাহান্নামী কাফের। ৩০ পারা, আবাছা ৪০-৪২ আয়াত।

৮। জাহান্নামী ছেলেরা হাশরের দিন ভাই-বেরাদার, পিতা-মাতা, স্ত্রী হতে পালায়ে ফিরবে। ৩০ পারা, আবাছা ৩৩-৩৬ আয়াত।

৯। জাহান্নামী সন্তানেরাই পিতা-মাতাকে গালি-গালাজ করে ও কষ্ট দিয়ে থাকে। ২৬ পারা, আহকাফ ১৭-১৮ আয়াত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো আল্লাহর কথা, কুরআন মজিদ খুলুন ও পড়ুন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪

❐ জান্নাত ৮ প্রকার-

১। জান্নাতুল ফেরদৌস সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৬ পারা, কাহাফ ১০৭ আয়াত।

২। জান্নাতুল দারুচ্ছালাম। ৮ পারা, আনআম ১২৭ আয়াত।

৩। জান্নাতুল খোলদ। ১৮ পারা, ফোরকান ১৫ আয়াত।

৪। জান্নাতুল আদন। ২২ পারা, ফাতের ৩৩ আয়াত।

৫। জান্নাতুন নাইম। ২৯-৩০ পারা, মুয়ারেজ ৩৮, ইনফিতর ১৩ আয়াত।

৬। জান্নাতুদ দারুল মাকাম। ২২ পারা, ফাতের ৩৫ আয়াত

৭। জান্নাতুদ দারুল কারার। ২৪ পারা, গাফের ৩৯ আয়াত

৮। জান্নাতুল মাওয়া। ২১ পারা, সিজদা ১৯ আয়াত

❐ দোযখ ৭টি-

১। দোযখ লাজা। ২৯-৩০ পারা, মুয়ারেজ ১৫, আললাইল ১৪ আয়াত।

২। দোযখ জাহিম। ১ পারা, বাকারা ১২৯ আয়াত।

৩। দোযখ জাহান্নাম। ১১ পারা, তওবা ৯৫ আয়াত।

৪। দোযখ (সাঃ)ইর। ২৯ পারা, মুলক ১০ আয়াত।

৫। দোযখ ছাকার। ২৯ পারা, মুদাচ্ছের ২৬, ৪২ আয়াত।

৬। হোতামা। ৩০ পারা, হুমাজা ৪-৯ আয়াত।

৭। দোযখ হাবিয়া। ৩০ পারা, কারিয়া ৯-১১ আয়াত।

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দোযখ হাবিয়া।

পরিশিষ্ট-৫

❐ **পবিত্র হাদীস হতে কিছুটা**

মিশকাত শরীফ ১ খন্ড

পৃষ্টা নং, বিষয়বস্তু

১১ পৃঃ ইকিন, ধারণা সন্দেহজড়িত, মিথ্যা।

১৩ পৃঃ কেবলা পরিবর্তন এবং সারাব-হারাম।

১৬ পৃঃ আলেম, আবেদ পার্থক্য চাঁদ-তারা

৩৭ পৃঃ ঈমান সম্বন্ধে।

৪১ পৃঃ হাদীসে জীবরিল (আঃ) মুশাহেদা

৫০ পৃঃ ঈমানের ৭০ অংশ।

www.pathagar.com

৫১ পৃঃ নবীকে সবচেয়ে ভাল না বাসলে সে মুমেন নয়
৬১ পৃঃ নারীর বুদ্ধি কম
৭১ পৃঃ রাতে নামাযে শুনা মাফ হয়
৮১ পৃঃ দাঁতওয়ালা চাবী ছাড়া তালা খোলে না
৮৪ পৃঃ হযরত ঈসা (আঃ)
৯১ পৃঃ কবিরা শুনা ৩৮টি
৯৪ পৃঃ পিতা-মাতার অবাধ্য
৯৮ পৃঃ মুনাফেকের ৪টি লক্ষণ
১২৩ পৃঃ হযরত আদম ও হযরত মূসার তর্ক। তকদীর
১২৪ পৃঃ চোখের মুখের জিনা
১৩৫ পৃঃ প্রার্থনা ইয়া মুকাল্লেবাল কুলুব
১৩৮ পৃঃ ৬ ব্যক্তির উপর লানৎ
১৪৪ পৃঃ হযরত আদমের বয়স ৯৯০-৪০ (দাউদ)
১৫৯ পৃঃ কবরে প্রশ্ন
১৯০ পৃঃ ছাত্রের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন কেন?
১৯৩ পৃঃ হালাল, হারাম
১৯৮ পৃঃ ৭৩ ফেরকা
২০২ পৃঃ ১০০ শহীদের সোয়াব
২০৩ পৃঃ নবী (সাঃ)-এর উম্মত হতে মূসার আশা
২০৬ পৃঃ কুরআনের আয়াত ৫ রকমে নাযিল
২০৭ পৃঃ শয়তান নেকড়ে বাঘ

২য় খন্ড

৩-৬ পৃঃ এলমের বর্ণনা
৮, ৩৬ পৃঃ সাদকায়ে জারিয়া
১১ পৃঃ আলেমের মৃত্যুতে জগতের মৃত্যু
১৬ পৃঃ আলেমের তুলনা রাতের চাঁদ
১৯ পৃঃ আলেম শয়তান অপেক্ষা শক্তিশালী এবং ১ হাজার আবেদ হতে উত্তম।
২৩ পৃঃ অনেক আলেম নিজে জ্ঞানী নহে।
২৬ পৃঃ ৭ রীতিতে কুরআন নাযিল
৩০ পৃঃ মদীনা ছাড়া জ্ঞানী আলেম পাবে না
৪৭ পৃঃ শেষ যামানায় আলেম ও মসজিদ

www.pathagar.com

৫৫ পৃঃ ওজু দ্বারা গুনাহ ঝরে
৫৮ পৃঃ তাহিয়াতুল ওজুর নামাজ
৬২ পৃঃ বেহেশতের চাবি নামাজ, নামাজের চাবী ওজু
৬৪ পৃঃ মদীনাতে জান্নাতে বাকী
৬৭ পৃঃ হারাম মালের সাদকা হয় না
৭৩-৭৮ পৃঃ লিংগ ও নারী ছুলে ওজুর অবস্থা
৮২ পৃঃ পেশাবের কারণে কবরে আজাব
৯১ পৃঃ পায়খানা হতে বের হবার দোয়া
৯৯ পৃঃ নবীদের সুন্নত ১০টি এটা পালনীয়
১০১ পৃঃ শুক্রবারে নখ কাটা সুন্নত
১০৩ পৃঃ মেছোয়াকে ৭০ গুণ সোয়াব
১১০ পৃঃ পাগড়ী ও মোজার উপর মাছেহ
১২০ পৃঃ হানজালার গোসল ফেরেস্তারা দেন, ওজুতে অপব্যয় নিষেধ যদিও নদীতে হয়
১২৩ পৃঃ ওজুতে ফরয, সুন্নত, মুস্তাহাব
১২৪ পৃঃ ওজু ভঙ্গের কারণ ৯টি
১৩৪ পৃঃ ৫০ ওয়াক্ত নামাজ
১৩৬ পৃঃ জুমার দিনে গোছল মুস্তাহাব
১৩১ পৃঃ ফরয গোসল
১৪৫ পৃঃ ছবি থাকলে ফেরেস্তা ঢুকে না
১৫৩ পৃঃ পানিতে পেশাব নিষিদ্ধ
১৫৯ পৃঃ সমস্ত হিংস্র জন্তুর ঝুটা পানি দ্বারা ওজু হয়
১৭৯ পৃঃ তায়াম্মুম
১৮৭-১৯৬ পৃঃ হায়েজা নারী
২০৫ পৃঃ নামাজ মেরাজস্বরূপ
২০৬, ৩৫৬ পৃঃ সানা। হিজরতের ১ বছর পূর্বে মেরাজ হয়
২১৫ পৃঃ নামাজ ত্যাগকারী কাফের
২১৭ পৃঃ পাতার ন্যায় গুনাহ ঝরে
২১৯ পৃঃ সমস্ত পাপের চাবী সারাব
২৩৬ পৃঃ ৩টিতে তাড়াতাড়ি কর-নামাজে, জানাযা, বিয়েতে
২৪৭ পৃঃ জামাতে হামাগুড়ি দিয়ে যাও
২৫১-২৬৮ পৃঃ আজান প্রসংগ

www.pathagar.com

২৭৭, ২৮০ পৃঃ নামাজ কাজা হয়েছিল
২৮২, ২৮৩ পৃঃ বিভিন্ন মসজিদে নামাজ ও সোয়াব
২৮৫ পৃঃ ৩ ঘরে যিয়ারতে যাবে
২৮৭ পৃঃ ৭ ব্যক্তি আরশের নীচে
২৮৮-২৯৩ পৃঃ মসজিদ সংক্রান্ত
৩০০ পৃঃ মসজিদ বেহেশতের বাগান-ফল খাও
৩০৪ পৃঃ ৭ স্থানে নামাজ নিষেধ
৩২৭ পৃঃ মেয়ে মানুষ, গাধা ও কুকুর নামাজ নষ্ট করে
৩৩০ পৃঃ কিছুতেই নামাজ নষ্ট করে না
৩৫০ পৃঃ নামাজের আহকাম ও আরকান
৩৫২, ৩৫৩ পৃঃ দোয়া মাছুরা
৩৫৮, ৩৯২ পৃঃ সূরা ফাতিহা ও দোয়া তাছবীহ
৩৮৬ পৃঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু মেলযা ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ
৩৯২ পৃঃ নামাজে চোর
৩৯৫ পৃঃ সিজদাতে দীর্ঘ দোয়া পড়তেন
৪০১ পৃঃ তর্জনী আঙ্গুল উঠান
৪০৩ পৃঃ আত্তাহিয়াতু
৪১১ পৃঃ অধিক প্রিয় সে যে অধিক দরূদ পড়ে
৪১৫ পৃঃ বড় দরূদ
৪২০ পৃঃ দোয়া মাছুরা
৪২৩, ৪২৫ পৃঃ দোয়া

৩য় খন্ড

৫ পৃঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাজ জোবনে ওয়াল বখশে
৭ পৃঃ ৩৩ বার করে পড়লে সমুদ্র ফেনাতুল্য পাপরাশি ক্ষয়
১০ পৃঃ সলাতুজ্জোহা
৩০ পৃঃ মশাল নিয়ে ইবছিলের আক্রমণ
৪৬ পৃঃ বৃক্ষের সেজদা
৫০ পৃঃ নামাজের নিষিদ্ধ সময়
৭৪ পৃঃ হুজুর (সাঃ) সামনে পিছনে দেখতেন
৮২ পৃঃ নফল নামাজ জামাতে
৯১/৯৫ পৃঃ ৩ ব্যক্তির নামাজ হয় না, পলাতক দাস, যে নারীর স্বামী নারাজ, না পছন্দ ইমাম।

www.pathagar.com

১০৪ পৃঃ হুজুর (সাঃ)-এর শেষ ইমামতী
১২৫ পৃঃ আওয়াবীন নামাজ
১২৬ পৃঃ জহুরের পূর্বে ৪ রাকাত সুন্নাত তাহাজ্জুদের তূল্য
১৪৭ পৃঃ রাতে পড়তেন আনতা কাইয়েমুন
১৫০ পৃঃ তাহাজ্জুদের পূর্বে মুয়াশারাতে ছাবয়া
১৫৪ পৃঃ দুনিয়ায় ভূষিতনারী কিয়ামতে উলঙ্গ
১৫৯ পৃঃ ফজরে দোয়া কবুল হয়
১৯০ পৃঃ বেতের নামাজ
১৯২ পৃঃ তারাবীর নামাজ
২০০ পৃঃ শবে বরাতে রুজী নির্ধারণ হয়
২০১ পৃঃ ৮ জনকে মাফ করেন না
২০৩ পৃঃ উম্মে হানী হযরত আলীর বোন, ৮ রাকাত নামাজ
২১০ পৃঃ এস্তেখারার দোয়া
২১৩ পৃঃ সালাতে হাজত ও দোয়া
২১৪ পৃঃ সালাতে তাছবীহ্
১১৭ পৃঃ বিভিন্ন নামাজ
২৩৯ পৃঃ শুক্রবার নামাজের বিবরণ
২৫০ পৃঃ ৩ রকমের লোক মসজিদে আসে। গল্পের জন্য, দোয়ার জন্য, শুধু আল্লাহর জন্য
২৫৩ পৃঃ ৩টির দ্বারা মুসলমানের পরিচয়-নাম, নামাজ, সালাম
২৫৮ পৃঃ খোৎবার সময় নামাজ মতভেদ
২৭৮ পৃঃ ঈদের নামাজ ৭/৫ তকবীর
২৮৫-২৯৭ পৃঃ কোরবানী প্রসংগ
৩০০ পৃঃ কোরবানীর পরিশিষ্ট
৩০২-৩১১ পৃঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ
৩১২ পৃঃ শুকরিয়ার সিজদা
৩১৬ পৃঃ বৃষ্টির জন্য দোয়া
৩২১ পৃঃ ওছিলা চাওয়া ওছিলা ধরা
৩২২ পৃঃ পিঁপড়া ওছিলা বৃষ্টির জন্য
৩২৩ পৃঃ খন্দকের যুদ্ধে বাতাস
৩২৬-৩২৮ পৃঃ বড় প্রসংগ

www.pathagar.com

মেশকাত শরীফ ৪ খন্ড

৩ পৃঃ ৫টি জানাজা, সালাম, পীড়িতদের দাওয়াত কবুল, হাঁছির উত্তর কর্তব্য

৫ পৃঃ ৭টির আদেশ ৭টির নিষেধ

৬ পৃঃ ক্ষুধার্থ তৃষ্ণার্ত পীড়িত

৯ পৃঃ জিব্রাইল (আঃ) হুজুর (সাঃ)কে ঝাড়তেন

১৬ পৃঃ মুসলমান ভাইকে দেখতে গেলে ৭০ হাজার ফেরেস্তা দোয়া করে

২৫ পৃঃ রোগ না হওয়ার জন্য তিরস্কার

২৯ পৃঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া মানে আল্লাহর রহমতে সাঁতার কাটা

৪৬ পৃঃ বিপদের দোয়া

৪৭ পৃঃ কবরের দোয়া

৫০ পৃঃ খবিশ নফছ

৫২ পৃঃ খবিশ নফছ হতে দুর্গন্ধ বাহির হয়

৬৪ পৃঃ মুমেন বান্দার আত্মা পাখি

৬৯ পৃঃ জানাজার দোয়া বাচ্চাদের

৮৩ পৃঃ জানাজার দোয়া

১০৬ পৃঃ চোখের পানি রহমত স্বরূপ

১২৮-১৩৪ পৃঃ কবর জিয়ারত

১০৪-১৮১ পৃঃ যাকাতের বিবরণ ও পরিশিষ্ট

১৮৫-১৮৭ পৃঃ ফিতরার বিবরণ

১৯৫-৯৭ পৃঃ আল্লাহর নাম দিয়ে ভিক্ষা করা

২০৭ পৃঃ দাতার জন্য ফিরিশতার দোয়া

২১৮ পৃঃ কুষ্ঠ, টাক, অন্ধ

২২৩ পৃঃ মৃত্যুর রোগে ·

২২৪ পৃঃ তাড়াতাড়ি দানে বিপদ কাটে।

২২৭ রোজা, জানাজা, খাদ্যদান

২৩৩ পৃঃ রুগীর সেবাই আবু বকর। ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা, কাঁটা সরান, স্ত্রী সহবাস সবই দান

২৪০ পৃঃ দানের উদাহরণ

২৪২ পৃঃ পাহাড়, লোহা, আগুন, পানি, বাতাস, সর্বাপেক্ষা বড় দান গোপনে দান

২৫২ পৃঃ দানের দোয়া

২৫৮ পৃঃ দান ফেরত লওয়া কুকুরে খাওয়া বমির মত

www.pathagar.com

২৫৫ পৃঃ কবরবাসীরা সোয়াব পায়

২৬২ পৃঃ রোজা প্রসংগ

৩২৭ পৃঃ এতেকাফ প্রসংগ

৩৪১ পৃঃ পরিশিষ্ট (১) জরুরী মাছলা

৩৪৪ পৃঃ (২) জরুরী মাছলা

পরিশিষ্ট-৬

❐ **আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরূদ ও (সাঃ)লাম**

আখেরী নবী দয়ার ছবি
আব্দুল্লাহ আমেনার কোলের রবি
আকাশে বাতাসে মরুতে সাগরে
সবার মুখে নাম তোমার, -নবী সালাম লও আমার।
আকাশে ফেরেস্তারা খুশীতে ও নাম
পাতালে যত জীবের ধাম
খুশীতে আনন্দে সকলে তারা
দরূদ পড়িয়ে উপরে তোমার, -নবী সালাম লও আমার।
আল্লাহর হাবীব বড়া নামী
দ্বীন দুনিয়ার বাদশা তুমি
দরূদ সালাম হাজার হাজার
ভেজি পাক রওয়জায় তোমার, -নবী সালাম লও আমার।

❐ নূর নবী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা শয়নের পূর্বে ৫টি কাজ না করে শয়ন করবে না। হযরত আলী (রাঃ) জানার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ১। দান না করে, ২। কুরআন খতম না করে, ৩। বেহেশত ক্রয় না করে, ৪। বিবাদ মীমাংসা না করে, এবং ৫। হজ্জ না করে ঘুমাবে না। হযরত আলী (রাঃ) ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বলেন-

❐ বিছমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ৪ বার পড়া

❐ সূরা ইখলাছ ৩ বার পড়া

❐ দরূদ শরীফ ৩ বার পড়া

❐ আছতাগ ফিরুল্লাহ ১০ বার পড়া

❐ কালিমা তামজীদ ৪ বার পড়া

ঘুমানোর পূর্বে এই নিয়ম পালন করলে আল্লাহর রাসূল খুব খুশী হবেন এবং অশেষ সোয়াবও পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৭

❐ নবীদের দোয়া-

কোন নবী কোন সময়ে কি দোয়া করেছিলেন তা কুরআন মজিদ হতে সংগ্রহ করে আল্লাহর রহমতে একত্রিত করা হলো। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আদ্দোয়াও মুখখুল এবাদাত অর্থাৎ দোয়া সমস্ত এবাদতের মগজ।

১। হযরত আদম (আঃ)কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার অপরাধে বেহেশত হতে বের করে দুনিয়ায় নামিয়ে দিলে বিপদে পড়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমার জন্য দোয়া করেন। রাব্বানা জালামনা আনফোছানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তার- হামনা লানাকুনান্না মিনাল খাছিরীন। ৮ পারা, আরাফ ২৩ আয়াত

২। হযরত নূহ (আঃ) তার কাওমের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, রাব্বেন ছোরনী বিমা কাজ্জাবুন- ১৮ মুমেনুন-২৬ আয়াত

৩। আল্লাহর নির্দেশে নূহ নবী জাহাজ তৈরী করেন এবং জাহাজে উঠার সময় দোয়া পড়েন "বিছমিল্লাহি মাজরীহা ওয়া মুর্ছাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহিম।" ১২ হুদ, ৪১ আয়াত

৪। জাহাজ হতে অবতরণের সময় দোয়া পড়েন "রাব্বি আনজিলনী মুনজালান মুবারাকান ওয়া আন্তা খাইরুল মুনজিলীন।" ১৮ মুমেনুন ২৯ আয়াত

৫। নুহ (আঃ) কাফেরদের জন্য বদদোয়া এবং নিজ পরিবারবর্গের জন্য নেক দোয়া করেন, "রাব্বি লা-তাজার আলাল আর্দি মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা।"

রাব্বিগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতীয়া মুমিনীন ওয়া লিল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতে ওয়ালা তাজিদিজ্জালিমীনা ইল্লা তাবারা।" ২৯ পারা, নূহ ২৬-২৮ আয়াত।

৬। নূহ (আঃ) কাফিরদের অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করেন- "রাব্বি আন্নী মাগলুবুন ফান্তাছির"। ২৭ পারা, কামার ১০ আয়াত।

৭। হযরত ইবরাহিম (আঃ) একটি সৎ পুত্রের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তাঁকে একটি ধৈর্যশীল পুত্র দেন। দোয়া- রাব্বি হাবলী মিনাচ্ছালিহীন" ২৩ পারা, সাফফাত ১০০ আয়াত

৮। কচি শিশুকে বনবাস দেবার হুকুম হলে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) শিশুকে বনবাস দিয়ে দোয়া করেন- "রাব্বানা ইন্নি আছকান্তু মিন জুরিয়াতী বিওয়াদিন গাইরি জি জারইন ইন্দা বাইতিকাল মুহাররাম, রাব্বানা লিইয়োকি মুচ্ছালাতা ফাজ আল আফয়িদাতান মিনান নাছি তাহবী ইলাইহিম ওর জুকহুম মিনাচ্ছামারাতি লায়াল্লাহুম ইয়াশকুরুন।" ১৩ পারা, ইবরাহিম ৩৭-৩৮ আয়াত।

৯। হযরত ইছমাইল (আঃ)কে কোরবানী দেয়ার সময় দোয়া পড়েন- "ইন্না সালাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন লা শারীকালাহু ওয়া বেজালিকা উমেরতো ওয়া আনা আউয়ালুল মুছলেমীন। ৮ পারা, আনয়াম ১৬২ আয়াত।

www.pathagar.com

১০। কাবা ঘর মেরামতের সময় ইবরাহিম (আঃ) দোয়া করেন, "রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাচ্ছামিউল আলীম...। ১ পারা, বাকারা ১২৭ আয়াত।

১১। হযরত ইবরাহিমকে তার কাফের পিতা মারতে উঠলে তিনি দোয়া পড়েন- "রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাছির..। ২৮ পারা, মুমতাহিনা ৪-৫ আয়াত।

১২। হযরত ইবরাহিমকে আগুনে ফেলে দিলে আল্লাহ তাঁর খলিলের জন্য আগুনকে আদেশ করেন- "ইয়া নারো কুনী বার্দাও ওয়া সালামান আলা ইবরাহিম।" ১৭ পারা, আম্বিয়া ৬৯ আয়াত।

১৩। হযরত ইবরাহিম অসুস্থ হয়ে পড়লে দোয়া করেন- "আল্লাজী খালাকানী ফাহুয়া ইহদেনী ওল্লাজী হুয়া ইয়ুৎয়িমোনী ওয়া ইওছকিনী ওয়া ইজা মারিজতু ফাহুয়া ইয়াশফিনী।" ১৯ পারা, শোয়ারা ৭৮-৮০ আয়াত।

১৪। হযরত ইবরাহিম (আঃ) বলেন, আল্লাহ তুমি কেমন করে মরাকে জিন্দা করো আমি দেখতে চাই- "রাব্বি আরিনী কাইফাতুহ ইয়িলমাওতা?.." ৩ পারা, বাকারা ২৬০ আয়াত।

১৫। ধার্মিক ব্যক্তিরা দোয়া করেন- "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আজাবান্নার।" ২ পারা, বাকারা ২০১ আয়াত।

১৬। তালুত বাদশার সৈন্যেরা বিপদে পড়ে দোয়া করেছিল- "রাব্বানা আফরিগ আলায়না ছাবরাও ওয়া সাব্বিৎ আকদামানা ওনছুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।" ২ পারা, বাকারা ২৫০ আয়াত।

১৭। উম্মাতে মোহাম্মদীনকে আল্লাহ দোয়া শিখান- "রাব্বানা লা তোয়াখেঝনা ইন্নাসিনা আও আখতানা রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইছরান কামা হামালতাহু আলাল্লাজিনা মিন কাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহামমিলনা মালাতাকাতা লানা বিহী ওয়াফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আন্তা মাওলানা ফানছুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন।" ৩ পারা, বাকারা ২৮৬ আয়াত।

১৮। আলিফ লাম মীম, তাহা, ইয়াছিন ইত্যাদি আয়াতগুলোকে আয়াতে মুতাশাবা বলে। আয়াতে মুতাশাবার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না। যারা ঐ আয়াতগুলোর অর্থ করতে চেষ্টা করে আল্লাহ তাদেরকে বক্র হৃদয়ওয়ালা লোক বলেছেন। আর হৃদয় যাতে বক্রনা হয় তার জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন- "রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বাদা ইজ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাত ইন্নাকা আন্তাল ওহহাব। ৩ পারা, ইমরান ৮ আয়াত।

১৯। হযরত যাকারিয়া (আঃ) সৎ ও নেক পুত্রের জন্য দোয়া করেন- "রাব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা জুররিয়াতান তাইয়িবাতান ইন্নাকা ছামিউদ্দোয়া" ৩ পারা, ইমরান ৪৮ আয়াত।

২০। হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মত হাওয়ারীগণ দোয়া করেন।

"রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওত্তাবায়ানার রাসূলা ফাকতুবনা মায়াশ শাহিদীন।" ৩ পারা, ইমরান ৫২ আয়াত।

www.pathagar.com

২১। হযরত ঈসা (আঃ) মায়েদার জন্য দোয়া করেন।

"রাব্বানা আনজেল আলাইনা মায়েদাতান মিনাচ্ছামায়ে তাকুনো ঈদান লি আউয়ালেনা ওয়া আখেরে না ওয়া আয়াতাম মিনকা ওরজুকনা ওয়া আন্তা খাইরুর রাজেকীন। ৭ পারা, মায়েদা ১১৪ আয়াত।

২২। আল্লাহ হজরত ঈসাকে বলেন, হে ঈসা তুমি এবং তোমার মা নাকি আল্লাহ বলে দাবী করেছো? হযরত ঈসা খুব ভীত হয়ে বিনয়ের সাথে উত্তর দেন- "ছুবহানাকা মা ইয়াকুনুলী আন আকুলা মা লাইছালী বিহাক ইন কুনতু কুলতুহু ফাকাদ আলিমতাহু তালামু মা ফি নাফছি ওলা আলামু মা ফি নাফছিকা ইন্নাকা আন্তা আল্লামাল গুইউব।" ৭ পারা, মায়েদা ১১৬ আয়াত।

২৩। আল্লাহভক্ত ব্যক্তিরা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে দোয়া করে- "রাব্বানা ফাগফির লানা জুনুবানা ওয়া কাফফের আন্না ছাইয়েয়াতেনা ওয়া তাওয়াফফানা মায়াল আবরার।" ৪ পারা, ইমরান ১৯৩-৯৪ আয়াত।

২৪। আল্লাহভক্ত ব্যক্তিরা দোয়া করে-"রাব্বানা ফাগফের লানা জুনবানা ওয়া ইছরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাবেবৎ আকদামানা ওয়ানছুরনা আলাল কাওমিল কাফেরিন।" ৪ পারা, ইমরান ১৪৭-১৪৮ আয়াত।

২৫। হযরত শোয়ায়েব নবীর কাওম নবীকে আক্রমণ করলে নবী দোয়া করেন, "ওয়াছেয়া রাব্বানা কুল্লী শাইয়িন ইলমান আলাল্লাহি তাওয়াককালনা রাব্বানাফতাহ বাইনানা ওয়া বাইনা কাওমিনা বিল হাক্কে ওয়া আন্তা খাইরুল ফাতেহীন।" ৯ পারা, আরাফ ৮৯ আয়াত।

২৬। মূসা ঃ ফিরাউনকে হিদায়েৎ করার আদেশ পেয়ে মূসা (আঃ) মুখের তোতলামী দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- "রাব্বিশ রাহলী সাদরী ওয়া ইয়াচ্ছেরলী আমরী ওয়াহ লুল ওকদাতাম মিল্লেছানী ইয়াফকাহু কাওলী" ১৬ পারা, তাহা ২৫ আয়াত।

২৭। হযরত মূসা(আঃ) একজন কাবতীকে হত্যা করায় ফিরাউন মূসাকে হত্যা করার আদেশ দিলে মূসা (আঃ) ভীত হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলে আল্লাহ বলেন যে, তুমি ভীত হও না- আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তোমাকে দেখছি। "ক্বালা লা-তাখাফা ইন্নানী মায়াকুমা আছমাও ওয়া আরা।" ১৬ পারা, তাহা ৪৬ আয়াত।

২৮। হযরত মূসা ফিরাউনের ধন সম্পদ ধ্বংস হওয়ার দোয়া করেন- "রাব্বানাৎ মাছ আলা আমওয়ালিহীম ওয়াশদুদ আলা কুলুরেহিম" ১১ পারা, ইউনুছ ৮৮ আয়াত।

২৯। ফিরাউনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বনি ইসরাইল আল্লাহর কাছে দোয়া করে- "রাব্বানা লা-তাজয়ালনা ফিৎনাতান লিল কাওমেজ্জালেমীন ওয়া নাজ্জিনা বিরাহমাতেকা মিনাল কাওমেল কাফেরীন।" ১১ পারা, ইউনুছ ৮৫-৮৬ আয়াত।

৩০। ফিরাউন মৃত্যুকালে ঈমান এনেছিল কিন্তু কোন ফল হয়নি। দোয়া- "আমান্তু আন্নাহু লাইলাহা ইল্লাল্লাজী আমানাৎ বিহীবানু ইসরাইল" ১১ পারা, ইউনুছ ৯০-৯১ আয়াত।

www.pathagar.com

৩১। সামনে সমুদ্র পিছনে ফিরাউনের সৈন্য নির্ঘাত মৃত্যু জেনে বনি ইসরাইলীরা চিৎকার দিলে মূসা (আঃ) ধীর কণ্ঠে বলেন, না, তোমরা ভয় কর না আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। "কাল্লা ইন্না মাইয়া রাব্বী ছাইয়াহদিনী।" ১৯ পারা, শোয়ারা ৬২ আয়াত।

৩২। ফিরাউন জাদুকরদের হাত পা কেটে শূলে দিলে জাদুকররা আল্লাহর নিকট দোয়া করে- "রাব্বানা আফরেগ আলায়না সাবরাঁও ওয়া তাওয়াফফানা মুছলেমীন।" ৯ পারা,আরাফ ১২৬ আয়াত।

৩৩। হযরত মূসা (আঃ) ৭০ জন লোক নিয়ে তূর পাহাড়ে যান এবং আল্লাহকে দেখতে চান। আল্লাহ বলেন, "লান তারানী" অর্থাৎ কখনই দেখতে পাবে না। তবে তুর পাহাড় যদি স্থির থাকে এবং তুমিও ঠিক থাক তবে দেখতে পাবে। এর পর আল্লাহর নূরের তাজ্জাল্লী ছেড়ে দেন যা পাহাড়কে সজোরে ধাক্কা দেয়। ফলে ৭০ জন লোকসহ মূসা (আঃ) মৃতবৎ পড়ে থাকেন। পরে মূসাকে জ্ঞান দেয়া হলে তিনি বলেন, "সুবহানাকা তুবতো ইলাইকা ওয়া আলা আউয়ালুল মুমেনীন।" ৯ পারা, আরাফ ১৪৩ আয়াত।

৩৪। হযরত মূসা চেতন হয়ে দেখেন তাঁর সঙ্গী ৭০ জন মৃতবৎ পড়ে আছে। তাই তাদের জিন্দার জন্য তিনি দোয়া করেন। "রাব্বানা লাও শিয়তা আহলাকতাহুমমিন কাবলু ওয়া ইয়ায়া... আনতা ওলিওনা ফাগফির লানা ওয়ার হামনা ওয়া আন্তা খাইরুল গাফেরীন।"।৯ আরাফ ১৫৫ আয়াত।

৩৫। তূর পাহাড় হতে ফিরে এসে তাঁর ভাই হারুণের উপর খুব রেগে যান এবং হারুণের মাথা ও দাড়ি ধরে টানা-হিঁচড়া করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- "রাব্বেগ ফিরলী ওয়া লে আখী ওয়াদখুলনা ফি রাহমাতিকা ওয়া আন্তা খাইরুর রাহেমীন।" ৯ পারা, আরাফল ১৫১ আয়াত।

৩৬। হযরত মূসা কাবতীকে হত্যা করে আল্লাহর কাছে মাফ চান। "রাব্বে ইন্নী জালামতু নাফছী ফাগফেরলী" ২০ পারা, কাছাছ ১৬ আয়াত।

৩৭। ফিরাউন হঃ মূসাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে মূসা (আঃ) ভীত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- "রাব্বে নাজ্জেনী মিনাল কাওমেজ্জয়ালেমীন।" ২০ পারা, কাছাছ ২১ আয়াত।

৩৮। হযররত ইউসুফ (আঃ) জুলেখার কুহকী আহবান হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেন- "রাব্বেছ ছিজনু আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইয়াদউনানী ইলাইহে" ১২ পারা, ইউসুফ ৩৩ আয়াত।

৩৯। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর হিফাজতের জন্য পিতা ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেন-"ফাল্লাহু খাইরুন হাফেজা ওয়াহুয়া আরহামুররাহেমীন।" ১৩ পারা, ইউসুফ ৬৪ আয়াত।

৪০। ইয়াকুব (আঃ)-এর ছেলেরা পিতার কাছে শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করে- "ইয়া আবানা ইছতাগফের লানা জুনুবানা ইন্নাকুন্না খাতেইন।" ১৩ পারা, ইউসুফ ৯৭ আয়াত।

www.pathagar.com

৪১। মিসরের বাদশা ইউসুফের পরিচয় পাওয়ার পর ভাইয়েরা তাদের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ভীত হয়ে ইউসুফের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন- "লা তাছরীবা আলাইকুমুল ইওমা-ইয়াগফেরুল্লাহু লাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রাহেমীন।" ১৩ পারা, ইউসুফ ৯২ আয়াত।

৪২। ইউসুফ (আঃ) অন্ধকূপ হতে পরিত্রাণ এবং মিসর দেশের বাদশাহী লাভ এবং বহুবিধ নিয়ামতের জন্য আল্লাহ মহানের শুকরিয়া আদায় করেন এবং দ্বীন-দুনিয়ার মালিকের নিকট আত্মসমর্পণ করে দোয়া করেন-"ফাতারাচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদ-আন্তা ওলীয়ীফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখেরাত তাওয়াফফানী মুছলেমাও ওয়াল হিকনী বিছছালেহীন।" ১৩ পারা, ইউসুফ ১০১ আয়াত।

৪৩। হযরত আয়ুব (আঃ) পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- 'রাব্বি আন্নি মাচ্ছানিয়াদ্দোররু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহেমীন।" ১৭ পারা, আম্বিয়া ৮৩ আয়াত।

৪৪। আল্লাহ পাক আয়ুব নবীর দোয়া কবুল করে ওষুধ বলে দেন- "উর্কুছ বিরিজলেকা হাজা মুগতাছালুন বারেদুন ওয়া শারাব।" ২৩ পারা, সোয়াদ ৪২ আয়াত।

৪৫। আসহাবে কাহাফ গর্তে আশ্রয় কালে দোয়া পড়েন- "রাব্বানা আতেনা মিল্লাদুনকা রাহমাতা ওয়া হাইয়ে লানা মিন আমরিনা রাশাদা।" ১৫ পারা, কাহাফ ১০ আয়াত।

৪৬। হযরত ইউনুছ (আঃ) পানিতে মাছের পেটে থেকে দোয়া পড়েন- "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জালেমীন।" ১৭ পারা, আরাফ ৮৭ আয়াত।

৪৮। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর বিশাল রাজত্ব ও অঢেল নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন- "রাব্বিগফিরলী ওয়া হাবলী মুলকান লা ইয়ামবাগী লে আহদীন মিমবাদী ইন্নাকা আন্তাল ওহহাব।" ২৩ পারা, সোয়াদ ৩৫ আয়াত।

৪৯। বিলকিস হযরত সোলায়মানের রাজ দরবারের শান শওকাত দেখে স্তম্ভিত হন এবং আল্লাহর কাছে নিজের কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা চান ও ইসলাম গ্রহণ করেন। "রাব্বি ইন্নি জালামতু নাফছী ওয়া আসলামতু মায়া সোলাইমানা লিল্লাহে রাব্বেল আলামীন।" ১৯ পারা, নামল ৪৪ আয়াত।

৫০। হযরত লুত (আঃ)কে তাঁর কাওম হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। "রাব্বেন ছোরনী আলাল কাওমেল ফাছেকীন।" ২০ পারা, আনকাবুত ৩০ আয়াত।

৫১। মুত্তাকীরা বেহেশতে গিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। "কালু আলহামদু লিল্লাহেল্লাজী আজহাবা আন্নাল হাজানা ইন্না রাব্বানা লাগাফুরুন শাকুর।" ২২ পারা, ফাতের ৩৪ আয়াত।

৫২। হুজুর (সাঃ) দোয়া শিখান আল্লাহ উত্তম বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী। "ইন্নাল্লাহা মাওলাকুম নিয়ামাল মাওলা ওয়া নিয়ামান্নাছীর।" ৯ পারা, আনফাল ৪০ আয়াত।

৫৩। পিতা-মাতার জন্য দোয়া- "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগিরা।" ১৫ পারা, এছরা ২৪ আয়াত।

www.pathagar.com

৫৪। মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তাঁর হাবীবকে মক্কা শহরে প্রবেশের দোয়া এবং কাবা ঘরের মূর্তি ধ্বংসের দোয়া শিখান। "কুর রাব্বে আদখেলনী মুদখালা সেদকিঁও ওয়া আখরেজনী মুখরাজা সিদকেঁও ওয়াজ আল্লী মিল্লাদুনকা সুলতানান্নাছেরা ওয়া কুল জায়াল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতেল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা।" ১৫ পারা, এছরা ৮০ আয়াত।

৫৫। এলেম শিখার দোয়া। "রাব্বে জেদনী এলমান" ১৬ পারা, তাহা ১১৪ আয়াত।

৫৬। শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া। কুল আউজুবেকা মিন হামাজাতেশ শাইয়াতীন ওয়া আউজুবেকা রাব্বে আই ইয়াহজুরুনা।" ১৮ পারা, মুমেনুন ৯৭-৯৮ আয়াত।

৫৭। মুমেনরা বিপদে দোয়া করে- "রাব্বানা আমান্না ফাগফেরলানা ওয়ার হামনা ওয়া আন্তা খাইরুর রাহেমীন।" ১৮ পারা, মুমিনুন ১০৯ আয়াত।

৫৮। আল্লাহ তাঁর হাবীবকে দোয়া শিখান-"ওয়াকুর রাব্বেগফের ওয়ার হাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহেমীন।" ১৮ পারা, মুমিনুল ১১৮ আয়াত।

৫৯। ধার্মিকেরা জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করে- "রাব্বানাছরেফ আন্না আজাবা জাহান্নাম..।" ১৯ ফোরকান ৬৫ আয়াত।

৬০। রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্রতা, নবীর উপর সালাম এবং রাব্বুল আলামীন-এর হামদের দোয়া। "সুবহানা রাব্বেকা রাব্বেল ইজ্জাতে আম্মা ইয়াসেফুন ওয়া সালামুন আলাল মুর্ছালিন ওয়ালহামদু লিল্লাহে রাব্বেল আলামীন।" ২৩ পারা, সাফফা ১৮০-১৮২ আয়াত।

৬১। কতক লোকের ৪০ বছর বয়সে জ্ঞান ফিরে। তখন সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের জন্য পিতা-মাতার এবং পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করে- "রাব্বে আওজেনী আন আশকোরা নেয়েমাতাকাল্লাতী আনআমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালেদাইয়া ওয়া আন আমালা সালেহান তাজাহু ওয়া আসলেহ লী ফে জুরিরয়াতি-ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুছলেমীন।" ২৬ পারা, আহকাফ ১৫ আয়াত।

৬২। কবরে শায়িত পূর্ববর্তী মুমেন ভাইদের জন্য দোয়া- "রাব্বানাগ ফিরলানা ওয়া লে-ইখওয়ানানোল্লাজীনা ছাবাকুনা বিল ঈমান ওয়ালা তাজয়াল ফি কুলুবেনা গেল্লান লিল্লাজীনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুররাহিম। ২৮ পারা, হাশর ১০ আয়াত।

৬৩। আল্লাহ মহান তাঁর হাবীবকে দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করে তাঁকেই উকিল ধরতে বলেছেন- "ওয়াজকুর এছমা রাব্বেকা ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহে তাবতীলা। রাব্বুল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া ফাত্তাখেজুহিহু ওকীলা।" ২৯ পারা, মুজাম্মেল ৮-১০ আয়াত।

৬৪। মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবকে তছবীহ পড়তে ও ইস্তেগফার করতে বলেন। "ফাছাব্বিহ বিহামদে রাব্বিকা ওয়াছতাগফেরহু ইন্নাহু কানা তাওয়াবা।" ৩০ পারা, নাছর ৩ আয়াত।

৬৫। আল্লাহ ও ফিরিশতারা নবীর উপর দরূদ সালাম পড়েন এবং মুমেন বান্দাদেরকে পড়তে বলেন- ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবী ইয়া

www.pathagar.com

আইয়োহাল্লাজীনা আমানু সাল্লু আলাইহে ওয়া সাল্লেমু তাছলীমা" ২২ পারা, আহজাব ৫৬ আয়াত।

৬৬। ফিরিশতারা মুমেন বান্দাদের জন্য দোয়া করে থাকেন। "রাব্বানা ওয়াছেয়িতা কুল্লাশাইইন রাহমাতান ওয়া ইলমান ফাগফেরলেল্লাজীনা তাবু ওয়াত্তাবাউ ছাবিলাকা ওয়াকে হিম আজাবাল জাহিম রাব্বানা ওয়া আদখিলহুম জান্নাতে আদনিনল্লাতী ওয়াদতাহুম ওয়া মান সালাহা মিন আবায়েহীম ওয়া আজওয়াজেহীম ওয়া জুররিয়াতিহীম ইন্নাকা আন্তাল আজিজুল হাকীম। ওয়াকেহিমুচ্ছাইয়ে আতে ওয়ামাতাকেচ্ছাইয়েয়াতে ইয়াওমাইজেন ফাকাদ রাহেমতাহু ওয়া জালেকা হুয়াল ফাওজুল আজিম" ২৪ পারা, মুমেন গাফের ৭-৯ আয়াত।

৬৭। কিয়ামতের দিন আকাশ ধুঁয়াতে ভর্তি হয়ে গেলে লোকেরা ভীষণ বিপদে পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবে- "রাব্বানাকশিফ আন্নাল আজাবা ইন্না মুমেনুনা।" ২৫ পারা, দোখান ১২ আয়াত।

৬৮। দুনিয়াতে অত্যাচারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন পায়ের নীচে ফেলে পিষে মারার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

"রাব্বানা আরেনাল্লাজীনা আদাল্লানা মিনাল জিন্নে ওয়াল ইন্সি নাজয়ালহুমা তাহতা আকদামেনা লেইয়াকুনা মিনাল আছফালীন।" ২৪ পারা, হামমীম সিজদা ২৯ আয়াত।

৬৯। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে নামাজ পড়ে তারা দোযখের আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করে- "সুবহানাকা ফাকেনা আজাবান্নার।" ৪ পারা, ইমরান ১৯১-১৯২ আয়াত

৭০। তারা সমস্ত গুনাহ মাফের জন্য এবং আবরার লোকের সঙ্গে মৃত্যুর জন্য দোয়া করে। "রাব্বানা ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়াকাফফির আন্না ছাইয়েয়াতেনা ওয়া তাওয়াফফানা মায়াল আবরার।" ৪ পারা, ইমরান ১৯৩ আয়াত।

৭১। মুত্তাকী লোক আগুনের ভয়ে ভীত হয়ে আকুলভাবে কেঁদে কেঁদে বলে "রাব্বানাছ রেফ আন্না আযাবা জাহান্নাম ইন্না আযাবাহা কানা গারামা, ইন্নাহা ছায়াৎ মুছতাকার্রু ওয়া মুকামা।" ১৯ পারা, ফোরকান ৬৫-৬৬ আয়াত।

৭২। বক্র হৃদয়ওয়ালাদের মত হৃদয় না হওয়ার জন্য নবী (সাঃ) দোয়া শিখান। রাব্বানা লাতুযেগ কুলুবানা।" ৩ পারা, ইমরান ৮ আয়াত।

৭৩। নবী নেক্কার ছেলের জন্য দোয়া করেন। ৩ পারা, ইমরান ৩৮ আয়াত।

"রাব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা জুররীয়াতুন তাইয়েবাতা।"

৭৪। মহান আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতারা নবী (সাঃ)-এর উপর দোয়া করেন।

"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী।" ২২ পারা, আহযাব ৫৬ আয়াত।

৭৫। ফিরিশতারা মুমেনদের জন্য দোয়া করে। "রাব্বানা ওয়াছিতা কুল্লা শাইইন ফাগফের লিল্লাজীনা তাবু ওত্তাবাউ ছাবিলাকা ওয়াকিহিম আজাবাল জাহিম। ২৪ পারা, মুমেন, গাফের ৭-৯ আয়াত।

www.pathagar.com

৭৬। নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের দোয়া। "রাব্বানা আরেনাল্ লাজেনা আজেল্লানা মেনাল জিন্নে ওয়াল ইনছে..." ২৪ পারা, ফুচ্ছিলাৎ ২৯ আয়াত।

৭৭। মুমেন বান্দার জন্য বৃক্ষ, লতা সব কিছু দোয়া করে। হাদীস।

৭৮। অতি বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আঃ) পুত্রের সংবাদ পেলে আল্লাহর কাছে নিদর্শনের জন্য দোয়া করেন- "রাববিজআল্লী আয়াতান" তখন আল্লাহ্ বলেন, তুমি ৩ দিন ইশারা ছাড়া কথা বলতে পারবে না। ৩ পারা, ইমরান ৪১ আয়াত।

পরিশিষ্ট-৮

কতকগুলো জরুরী দোয়া

১। সমস্ত ভাল কাজের আরম্ভে পড়তে হয় "বিছমিল্লাহি রাহমানির রাহিম।"

২। কাজ শেষ হলে বলতে হয়- "আল হামদু লিল্লাহ"

৩। কালেমা তাইয়েবা- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ"

৪। কালেমা শাহাদাৎ- "আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"

৫। কালেমা তৌহিদ- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুলহামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমিতু বি-ইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর"

৬। কালেমা তামজীদ- "লা ইলাহা ইল্লা আনতানূরাই ইয়াহদীয়াল্লাহু লি-নূরেহি মাই ইয়াশাও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহে ইমামুল মুরছালীনা ওয়া খাতেমুন্নাবীইন।"

৭। খাওয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে ডান হাতে বিছমিল্লাহ বলে খাওয়া আরম্ভ করতে হয়।

৮। ওজু আরম্ভের সময় পড়তে হয়- "রাব্বে আউজুবেকা মেনহামাজাতেশ শায়াতীন ওয়া আউজুবেকা রাব্বে আই ইয়াজজুরুন" ১৮ পারা, মুমিনুল ৯৭-৯৮ আয়াত।

৯। নাকে পানি দেয়ার সময়- "আল্লাহুম্মা আরেহনী রাহাতাল জান্নাত"

১০। মুখ ধোয়ার সময়- "আল্লাহুম্মা আয়েন্নী আলা জিকরেকা ওয়া শুকরেকা ওয়া হুছনে এবাদাতেকা"

১১। মুখমন্ডল ধোয়ার সময় "আল্লাহুম্মা বাইয়েজ ওয়াজহী বেনুরেকা ইয়াওমা তাব ইয়াজ্জু ওজুহা আউলিয়ায়েকা"

১২। ডান হাত ধোয়ার সময়- "আল্লাহুম্মা আতেনী কিতাবী বি-ঈয়ামিনী ফি ইয়াওমিল হাশরে ওয়া হাছেবনীহেছাবাই ইয়াছিরা"

১৩। বাম হাত ধুয়ার সময়- "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবেকা আনতুতিয়া কিতাবী বিশিমালী আও ওয়ারায়া জাহরী"

১৪। মাথা মুছেহ করার সময়- "আল্লাহুম্মা গাশশেনী বেরাহমাতিকা ওয়া আনজিল আলাইয়া বারাকাতেকা ওয়া আজেল্লানী তাহতা আর্শেকা ইয়াওমা' লা জেল্লু ইল্লা জিল্লোকা"

www.pathagar.com

১৫। কান মুছেহ কালে- "আছতাগফেরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবেঁও ওয়া আতুবু ইলাইহে"

১৬। ঘাড় মুছেহ করার সময়- "আল্লাহুম্মা ফাককে রাকাবাতী মিনান নারে ওয়া আউজুবেকা মিনাছ ছালাছিলে ওয়াল আগলাল বে-রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহেমীন"

১৭। পা ধৌত করার সময়- "আল্লাহুম্মা সাববিত কাদামী আলা সিরাতিল মুছতাকীম।" তৎপর কালেমা শাহাদাত পড়ুন।

১৮। নামাজে জায়নামাজে দোয়া- "ইন্নিওজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লেল্লাজি ফাতারাছ ছামাওয়াতে ওয়াল আরদ হানিফাও ওমা আনা মিনাল মুশরেকীন"

১৯। সানা। তাকবীরে তাহরিমার পর-"ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাছ মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরোকা"

☐ সানা। "আল্লহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বায়াদতা বাইনাল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে, ওয়া নাক্কেনী মিনাল খাতাইয়া কামা ইয়ু নাক্কাছ সাওবুল আবইয়াজু মিনাদ দানাছি। আল্লাহুম্মাগছেল খাতাইয়া- ইয়া বেল মায়ে ওচ্ছালজে ওয়াল বারদে" (বোখারী)

২০। সানার পর সূরা ফাতিহা, তৎপর অন্য সূরা। তৎপর রুকু।

২১। রুকুতে দোয়া- "ছুবহানা রাব্বিয়াল আজিম"

২২। রুকু হতে দাঁড়িয়ে দোয়া- "রাব্বানা লাকাল হামদ-হামদান কাছিরান তাইয়েবান মুবারাকান ফি।"

২৩। সিজদায় দোয়া- "ছুবহানা রাব্বেয়াল আলা"

☐ প্রথম সিজদা হতে বসে দোয়া- "আল্লাহুম্মাগফেরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া আফেনী ওয়ার জুকনী"

২৪। আত্তাহিয়াতু লিল্লাহে ওছছালাওয়াতু ওত্তাইয়েবাতু আচ্ছালামামু আলাইকা আইউ হান্নাবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু, আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ঈবাদিল্লাহেছ ছালেহীন-আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

২৫। দরূদ। "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদীন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলে ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলে ইবরাহিমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।"

২৬। দোয়া মাছুরা। "আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফছী জুলমান কাছিরাও ওলা ইয়াগ ফেরুজজুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফেরলী মাগফেরাতাম মেন ইন্দেকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

২৭। তাহাজ্জুদ নামাজের জরুরী দোয়া-

আরম্ভের পূর্বে পড়ুন-

১) আল্লাহু আকবর ১০ বার।

www.pathagar.com

২) আহামদু লিল্লাহ ১০ বার
৩) ছুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ১০ বার
৪) ছুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ ১০ বার
৫) আছতাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিও ওয়া আতুবু ইলাইহি। ১০ বার
৬) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ১০ বার
৭) আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবেকা মিন জিকিদ দুনইয়া ওয়া জিকি ইয়াওমাল কেয়ামা। ১০ বার

❐ তারপর নামাজে দাঁড়িয়ে সানা, সূরা পড়তে হয়। তাহাজ্জুদ নামাজে হুজুর সঃ বড় বড় তাছবীহ পড়তেন।

২৮। তারাবী নামাজের দোয়া- "ছুবহানা জিল মুলক ওয়ালমালাকুতে, ছুবহানা জিল ইজ্জাতে ওয়াল আজমাতে ওয়াল হায়বাতে ওয়ালকুদরাতে ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়াল জাবারুত। ছুবহানাল মালেকেল হাইয়েল্লাজে লা ইয়ানামু ওলা ইয়ামুতু আবাদান আবাদান ছুববুহুন কুদ্দুছুন রাব্বানা ওয়া রাব্বুল মালায়েকাতে ওয়ার রূহ।

২৯। বেতেরের দোয়া-(১) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাছতায়েনুকা ওয়া নাছতাগফেরুকা ওয়ানুমেনুবেকা ওয়া নাতাওক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খায়ের। ওয়া নাশকুরুকা ওলা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাও ওয়া নাৎরুকু মাইয়াফ জুরুকা। আল্লাহুমাইয়াকানায়াবদু ওয়ালাকানুসাল্লী ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছয়া ওয়া নাহফেদু ওয়া নার্জু রাহমা তাকাওয়া নাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফফারে মুলহেক।"

বেতেরের দোয়া- (২) আল্লাহুম্মাহদেনী ফিমান হাদায়তা ওয়া আফেনী ফেমান আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লী ফি মান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারেকলী ফিমা আতাইতা ওয়াকেনী শাররা মা কাজাইতা, ইন্নাকা তাকজী ওলা ইওকজা আলাইকা ওলা ইয়ুজিল্লু মান ওয়ালাইতা ওলা ইয়ায়েজ্জু মান আদাইতা তাবারাকতা ওয়া তায়ালাইতা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান নাবী।

৩০। সালাতি তাছবীর দোয়া- "ছুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর" পড়ার নিয়মঃ তকবীরে তাহরীমা ও সানার পর-

❐ সানার পর উক্ত দোয়া ১৫ বার
সূরা পড়ার পর ১০ বার
রুকুর তাছবীহ পর ১০ বার
রুকু হতে দাঁড়িয়ে ১০ বার
সিজদার তছীবহ পর ১০ বার
সিজদা হতে বসে ১০ বার
পূনঃ সিজদাতে ১০ বার

প্রথম রাকাতে ৭৫ বার, দ্বিতীয় রাকাতে ৭৫ বার, তৃতীয় রাকাতে ৭৫ বার, চতুর্থ রাকাতে ৭৫বার, একুনে ৪ রাকাতে ৩০০ বার পড়তে হবে।

৩১। পেশাব ও পায়খানার দোয়া- "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবেকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবায়েস্"

www.pathagar.com

৩২। পেশাব-পায়খানা শেষে দোয়া- "গুফরানাকা রাব্বানা"

(২) দোয়া আলহামদু লিল্লাহেল্লাজী আজহাবা আন্নীল আজা ওয়া আফানী। অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার কষ্ট দূর করে আমার শরীরে শান্তি দিলেন।"

৩৩। নৌকা ও যানবাহনে উঠার সময় দোয়া- "বিছমিল্লাহে মাজরিহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বে-লা গাফুরুর রাহিম"

৩৪। নৌকা ও গাড়ী হতে নামার সময় দোয়া- "রাব্বে আনজেলনী মুনজালান মুবারাকান ওয়া আনতা খাইরুল মুনজেলীন।"

৩৫। কাপড় পরিধান কালে- "আহামদু লিল্লাহেহিল্লাজী কাছানীমা ওয়ানী বেহী আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহে ফি হায়াতী"

৩৬। শয়নকালে দোয়া- "বি-ইছমেকা রাব্বে ওজাতু জাম্বী ওয়া বেকা আরফাউহু, ফাইন আমছাকতা নাফছীফারহামহা ওয়া ইন আরছালতাহা ফাহফাজহাবেমা তাহফাজু বেহী ইবাদাকাচ্ছালেহীন"

৩৭। বিপদে দোয়া- "ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইউমু বেরাহমাতেকা আছতাগিছো"

৩৮। মরগের ডাক শুনলে বলতে হয়- "আল হামদু লিল্লাহে"

৩৯। গাধার ডাক শুনলে বলতে হয়, "আউজু বিল্লাহেমেনাশ শায়তানের রাজিম।"

৪০। জানাজার দোয়া- "আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়েনা ওয়া মাইয়তেনা ওয়া শাহেদেনা ওয়া গায়েবেনা ওয়া সাগিরেনা ওয়া কাবিরেনা ওয়া জাকারেনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়াতাহু মিন্না ফা আইয়েহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামুর রাহেমীন।"

৪১। ছোট ছেলের জানাজার দোয়া- "আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারতাও ওয়া যুখরাও ওয়া আজরাও ওয়া শাফেয়াম মুশাফফা।"

৪২। মুর্দাকে কবরে রাখার সময় দোয়া। "বিছমিল্লাহে আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ"

৪৩। কবরে ৩ মুঠি মাটি দেয়ার সময়- "মিনহাখালাকনাকুমওয়াফিহা নূইদুকুম ওয়ামিনহা নুখরেজুকুম তারাতান উখরা।"

৪৪। ঝড়-তুফানের সময় দোয়া- "আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা ফিহা ওয়া খাইরা মা উর্ছিলাৎবেহী। ওয়া আউজুবেকা মিন শার্রেহা ওয়া শার্রে মা ফিহা ওয়া শাররে মা উর্ছেলাৎ বেহী।"

৪৫। মেঘের ডাকে- "লা-হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহেল আলীয়েল আজিম।"

৪৬। আয়না দেখার দোয়া- "আল্লাহুম্মা আহ্ছেন খুলুকী কামা হাছছানতা খালকী।"

৪৭। দুধ পান করার দোয়া- "আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফিহে ওয়া জেদনা মিনহু।"

৪৮। ঈমানে মুফাচ্ছাল- "আমানতু বিল্লাহে ওয়া মালায়েকাতেহী ওয়া কুতুবেহি ওয়া রাসূলিহে ওয়াল ইয়াওমিল আখিরে ওয়াল কাদরে খাইরেহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহে তায়ালা ওয়াল বায়াছে বাদাল মাউৎ।

৪৯। কোথাও যাত্রা কালে দোয়া- "বিছমিল্লাহে তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহে লা হাওলা ওয়ালা কুওআতা ইল্লাহ বিল্লাহ।"

www.pathagar.com

৫০। বাড়ীতে প্রবেশ কালে দোয়া- "আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত।"

৫১। ঘুম হতে উঠার সময়- "আলহামদু লিল্লাহেল্লাজী আহইয়ানা বায়াদা মা আমাতানা"

৫২। ফেনা রাশি তুল্য গুনাহ মাফের দোয়া-

(১) ছুবহানাল্লাহ ৩৩ বার

(২) আহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার

(৩) আল্লাহু আকবর ৩৩ বার

(৪) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু লাহুলমুলক ওয়ালাহুলহামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইদুন কাদীর।" ১ বার

৫৩। ঈদের দিনে দোয়া- "আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহেল হামদ।"

৫৪। কোরবানীর দোয়া- "ইন্না সালাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বেল আলামীন, লা-শারীকালাহু ওয়া বি-জালিকা ওমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুছলেমীন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল হাজেহেল ওজহেয়াতা মিন" কুরবানী দাতার নাম ও তার পিতার নাম বলতে হবে। তৎপর বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করতে হবে। তৎপর দরূদ শরীফ পড়তে হবে।

৫৫। কাজ ভালভাবে নিষ্পন্ন হওয়ার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে দোয়া- "রাব্বানা আতেনা মিল্লাদুনকা রাহমাতা ওয়া হাইয়েলানা মিন আমরেনা রাশাদা।"

৫৮। শয়তান মনে ওয়ওয়াছা দিলে পড়তে হয়- "আউজু বিল্লাহে মিনাশ শায়াতানের রাজীম।"

৫৯। চোখের অসুখে দোয়া- "ফা-কাশাফনা আনকা গিতায়াকা ফা বাছারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।

৬০। কঠিন বিপদে পড়লে দোয়া ইউনুছ পড়তে হয়।

৬১। উৎপীড়িত হলে আল্লাহর কাছে দোয়া- "রাব্বি আন্নি মাগলুবুন ফান্তাসের"

৬২। তোতলার দোয়া- "রাব্বেশ রাহলী সাদরী ওয়া ইয়াছছেরলী আমরী ওয়াহলুল ওকদাতামমিন লেছানী ইয়াফ কাহু কাওলী।"

৬৩। মৃত ভাইয়ের জন্য দোয়া- "রাব্বেগফের লানা ওয়া লে ইখওয়ানা নাল্লাজীনা ছাবাকুনা বেল ঈমান।"

৬৪। পিতা-মাতার জন্য দোয়া- "রাব্বের হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগিরা।"

৬৫। বাড়ীর সকলের জন্য দোয়া- "রাব্বেগফেরলী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়া ওয়া লেমান দাখালা বাইতেয়া মুমেনান ওয়া লিল মুমেনীনা ওয়াল মুমেনাত বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।"

৬৬। শয়তান লোকের অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া-"রাব্বানা লা-তাজয়ালনা ফিৎ নাতান লিল কাওমেজ্জালেমীন ওয়া নাজ্জেনা বেরাহমাতেকা মিনাল কাওমেল কাফেরীন।"

www.pathagar.com

৬৭। শিরক না করে পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর- "রাব্বানা হাবলানা ওলাদান সালেহান"

৬৮। আল্লাহর মত উত্তম বন্ধু আর কেউ নেই- "ইন্নাল্লাহা মওলাকুম নেয়েমাল মাওলা ওয়া নেয়েমান নাছির।"

৬৯। নিজের অন্তরকে নূরানী রার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া- "আল্লাহুম্মা নাব্বের কুলুবানা বেনুরেল হেদায়াতে ওয়াল ইরফান।"

৭০। দোযখের আজাব কঠিন আজাব। সুতরাং তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া- "রাব্বানাছরেফ আন্না আজাবা জাহান্নাম ইন্না আজাবাহা কানা গারামা"

৭১। শিরক করনা আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। সূরা নাছ ও ফালাক বিছমিল্লাহ সহ পড়ে পানিতে ফু দিয়ে খাও এবং নিজ শরীরে ফু দাও। এতে আল্লাহর দয়ায় জাদু টোনা ভাল হয়ে যাবে।

৭২। পেটের অসুখ হলে অথবা কোন গাছ-গাছড়ার শিকড় খাওয়ার ফলে পেটের কঠিন অসুখ সৃষ্টি হলে বিছমিল্লাহ সহ সূরা নাছ ও ফালাক ১৪ বার পড়ে কিছু লবণে ফুঁক দিয়ে সেই লবণ একটু করে সকাল সন্ধ্যায় খেলে ইনশাল্লাহ অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

৭৩। গলায় কাঁটা বিধলে দোয়া পড়লে আল্লাহ ভাল করেন। "ফালাওলা ইজা বালাগাতেল হুলকুম।"

৭৪। আয়াতে কুর্সী প্রতি নামাজের পর পড়ে বুকে ফুক দিলে মউতের আজাব মাফ হয়।

৭৫। ভীষণ ভয়ের জায়গায় আয়াতুল কুর্সী পড়ে বুকে ফুক দিলে ভয় দূর হয়ে যায়।

৭৬। হাঁচি পেলে দোয়া-"আলহামদু লিল্লাহ"

৭৭। হাঁচির উত্তরে বলতে হয়- "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ"

৭৮। হাই উঠলে বাম হাতের পিট দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয় এবং আউজুবিল্লাহে মিনাশ শায়তানেররাজীম পড়তে হয়।

৭৯। বিছানায় শয়নকালে পড়তে হয়- "বি ইছমেকা রাব্বে ওজায়াত জাম্বে ওয়া বেকা আর্ফাহু আল্লাহুম্মা ইন আমছাকতা নাফছী ফার্হাম্হা ওয়া ইন আসালতাহা ফাহ্ফাজহা বেমা তাহ্ ফাজু বেহী ইবাদাকাছ সালেহীন।"

৮০। নবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের দোয়া প্রতিদিন এশার নামাজের পর ১ হাজার বার দরূদ শরীফ পড়ে মুনাজাতে পড়তে হবেঃ- আল্লাহুম্মা আরেনী ওজহা হাববে কাল মুনাওয়ারুল মুকাদ্দুসুল মুয়াত্তারু ফেল মানামে বেরহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন। হারাম রুজী ও মিথ্যা বর্জন শর্ত।

৮১। কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করে দোয়া পড়তে হয়- "

৮২। সালাম দিয়ে মুসাফার দোয়া- "ইয়াগফেরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম"

৮৩। কবরস্থানে দোয়া-"আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর"

৮৪। স্বামী-স্ত্রী মিলনের দোয়া- "আল্লাহুম্মা জান্নেবনা শায়তানা ওয়া জান্নেবেশ শয়তানা মা রাজাকনা। "রাব্বে হাবলী মিল্লাদুনকা জুরেরয়াতান তাইয়েবাতান ইন্নাকা ছামিউদ্দোয়া"

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৯

ইমাম মেহদী

কিয়ামতের আলামতের মধ্যে ইমাম মেহেদী অন্যতম। ইমাম মেহদী আসার পূর্বে মুসলমান ও বিধর্মীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হবে। সে যুদ্ধে মুসলমান বাদশা শহীদ হবে এবং নাছারারা ভীষণ অত্যাচারের সঙ্গে রাজত্ব করতে থাকবে। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মুসলমানরা ইমাম মেহদীর কথা বারবার স্মরণ করবে, এমন সময়ে ইমাম মেহদী মদীনায় আগমন করবেন। তিনি সৈয়দ বংশীয় হবেন। তিনি মদীনা হতে মক্কায় গমন করলে আওলিয়ারা তাঁকে চিনে ফেলবেন এবং ইমাম মেহদীর সঙ্গে যোগ দিবেন। তিনি যখন কাবা ঘর তোয়াফ করে কাল পাথর ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝখানে পৌছবেন তখন সমস্ত মুমেন লোক তাঁকে চিনে ফেলবে ও তাঁর হাতে বায়াৎ হবে এবং গায়েবী আওয়াজ আসবে ইনিই ইমাম মেহদী। তখন শত্রুরা তাঁকে মিথ্যাবাদী মেহদী বলতে থাকবে। মুসলমানরা তাঁর অধীনে সেনা দল গঠন করবে। খোরাছান হতে এক সেনা দল এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিবে। তখন সিরিয়ার খৃস্টান রাজা ইমাম মেহদীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবে। যখন উভয় দল মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী হবে তখন ভূমি ধ্বসে সমস্ত লোক মারা যাবে। মাত্র দুইজন লোক জীবিত থাকবে। একজন খৃস্টান রাজাকে সংবাদ দিবে। দ্বিতীয় জন মুসলমান বাদশাহকে খবর দিবে। এবার খৃস্টানেরা দলবদ্ধ হয়ে ৮০ দলে বিভক্ত হয়ে ৮০টি পতাকার তলে সমবেত হবে। এ সময় ইমাম মেহদী মক্কা থেকে মদীনা গিয়ে আল্লাহর নবীর রওজা মুবারক যিয়ারত করে সিরিয়ার দিকে যাত্রা দিবেন। দামেস্ক শহরে পৌছলে খৃস্টানদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের ১/৩ অংশ ভয়ে পলায়ন করবে আর ১/৩ অংশ যুদ্ধে শহীদ হবে এবং ১/৩ অংশ বেঁচে থাকবে। মুসলমানদের এই অংশই খৃস্টানদের উপর জয়ী হবে। মুসলমান রাজ্য কায়েম হবে। দেশে শান্তি বিরাজ করবে। মুসলমানেরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে। তারপর পাপিষ্ট দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। এই দাজ্জালের ১ চোখ কানা হবে অন্য চোখ ট্যারা হবে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মাঝখান হতে, ইহুদী বংশ হতে আবির্ভাব হবে। সে নবুওয়াতের অর্থাৎ নবীর দাবী করবে। ৭০ হাজার ইহুদী তার তাবেদার হবে। সে মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের চেষ্টা করবে। কিন্তু ফিরিশতারা তাকে তাড়ায়ে দিবে। এ সময় মদীনায় ৩ বার ভীষণ ভূমিকম্প হবে। জনতার ১ অংশ ভয়ে মদীনা শহরের বাইরে যাবে ও দাজ্জালের খপ্পরে পড়ে যাবে। তখন একজন বুজর্গ লোকের সঙ্গে দাজ্জালের তর্ক হবে। দাজ্জাল রেগে তাকে হত্যা করবে এবং জিন্দা করবে। দাজ্জালকে খোদা বলার জন্য চাপ দিবে কিন্তু বুজর্গ লোক তাকে খোদা বলে মানবে না। তখন দাজ্জাল দ্বিতীয় বার তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে কিন্তু এবার হত্যা করতে পারবে না। দামেস্কের নিকট ইমাম মেহদীর সঙ্গে যুদ্ধ হবে। এমন সময় আল্লাহর হুকুমে হযরত ঈসা (আঃ) ২ জন ফিরিশতার কাঁধে ভর করে আসমান হতে নেমে আসবেন এবং ইমাম মেহদীর সঙ্গে যোগ দিবেন। যখন বাবেল শহরের নিকট পৌছবেন তখন হযরত ঈসা (আঃ) সেখানে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

❐ আল্লাহর নবী হঃ মুহাম্মদ (সাঃ) দাজ্জালের ফেৎনা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করতেন।

www.pathagar.com

দোয়া-

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবেকা মিন আজাবেল কবরে। ওয়া আউজুবেকা মিন ফেৎনালে মাছিহেদ দাজ্জাল। ওয়া আউজুবেকা মিন ফেৎনাতেল মাহইয়া ওয়াল মামাতে ওয়া আউজুবেকা মিনাল মায়াছেমে ওয়াল মাগরেমে।"

❐ অর্থাৎ হুজুর (সাঃ) কবরের আজাব, দাজ্জালের ফিৎনা, জীবন মরণের ফিৎনা হতে এবং পাপ ও ঋণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন।

পরিশিষ্ট-১০

বিষয়মূলধন

যে টাকা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হয় তাকে মূলধন বলে। এই মূলধন বৃদ্ধির জন্য জগতের মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। যেমন- এক হাজার থেকে দশ হাজার, এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ, কোটি থেকে দশ কোটি। মানুষের আকাংখার শেষ নেই। তারা মুহূর্তের জন্য খেয়াল করতে পারছে না যে, সব সম্পদ ফেলে রেখে হঠাৎ করে মরে যেতে হবে। দুনিয়ার মূলধন নিয়ে যেমন ব্যস্ত তেমনি পরপার যাত্রার মূলধনের প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরপারের মূলধনের তালিকা নিম্নে দেয়া গেল।

১। সালাতে উছ্তার হেফাজত করা। ২ পারা, বাকারা ২৩৮ আয়াত

২। কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করা। ২৯ পারা, মুজাম্মেল ১-৬ আয়াত

৩। প্রাণপণে আল্লাহর ওলী হবার চেষ্টা করা। ১১ পারা, ইউনুছ ৬২-৬৪ আয়াত

৪। লাইলাতুল কদরের যত্নবান হওয়া। ৩০ পারা, কদর ১-৫ আয়াত

৫। জুমার নামাজকে গুনাহ মাফের একটি সুবর্ণ সুযোগ বলে গ্রহণ করা। ২৮ পারা, জুমা ৯ আয়াত

৬। গভীর রজনীতে নামাজে মশগুল হয়ে আল্লাহর আজাবের ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করা। ২১ পারা, সেজদা ১৬-১৭ আয়াত

৭। দিবানিশী গোপনে ও প্রকাশ্যে দানকারীর কোন ভয় নেই, চিন্তাও নেই। যদি সে মুমিন হয়। ৩ পারা, বাকারা ২৭৪ আয়াত

৮। উক্ত মূলধনগুলো যে সংগ্রহ করে সে মুমেন। আর আল্লাহ মহান মুমেনদেরকে জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেছেন। ১০ পারা, তওবা ৭১-৭২ আয়াত

ইয়া আল্লাহ, ইয়া মালিক মওলা, মুমেনদের দেলকে পারলৌকিক মূলধনের দিকে আকৃষ্ট কর। আমিন।।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১১

কুরআন মজিদ

১। কুরআন মুমেন মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। ১ পারা, বাকারা ২ আয়াত

২। কুরআন বিধর্মীদের জন্য চ্যালেঞ্জ। ১ বাকারা ২৩, ২৪ আয়াত

৩। কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকার আদেশ। ৯ আরাফ ২০৪ আয়াত

৪। কুরআন মজিদ একটি মহৌষধ। ১১ ইউনুছ ৫৭, ৫৮ আয়াত

৫। কুরআন দ্বারা পাহাড় উড়ে যেতে পারে, পৃথিবী ধসে যেতে পারে, মৃত কথা বলতে পারে এসবই আল্লাহর ইচ্ছা। ১৩ পারা, রাদ ৩১ আয়াত

৬। কুরআন মজিদের রক্ষক আল্লাহ স্বয়ং। ১৪ হেজের ৯ আয়াত

৭। কুরআন মজিদ মানুষের জন্য রহমত। ১৪ নহল ৮৯ আয়াত

৮। কুরআন মজিদ মানুষের জন্য উপদেশমালা। ১৫ এছরা ৮২ আয়াত

৯। কুরআন মজিদ জ্বিন ইনছানের জন্য চ্যালেঞ্জ। ১৫ এছরা ৮৮ আয়াত

১০। কুরআন মজিদ নবী (সাঃ)-এর জন্য এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপদেশ গ্রন্থ। ২৫ যুকরুফ ৪৪ আয়াত

১১। কুরআন মজিদ পাহাড়ে নাযিল হলে পাহাড় ধ্বংস হতো। ২৮ হাশর ২১ আয়াত

১২। কুরআন মজিদ অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা নিষেধ। ২৭ ওয়াকিয়া ৭৭-৮০ আয়াত

১৩। কুরআন মজিদের নাম নূর। ২৮ তাগাবুন ৮ আয়াত

১৪। কুরআন মজিদের বাড়ী লওহে মাহফুজে। ৩০ পারা, বুরুজ ২১, ২২ আয়াত

১৫। কুরআন মজিদ আল্লাহ স্বয়ং এবং তাঁর রাসূল তিনজনই বিশ্বের জন্য। যেমন-

১. কুরআন, হুয়া জিফরুল লিল আলামীন

২. আল্লাহ, (আলহামদু) লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

৩. রাসূলুল্লাহ (সাঃ), হুয়া রাহমুতুল লিল আলামীন

১৬। কুরআন মজিদ না পাঠকারী কিয়ামতে অন্ধ হয়ে উঠবে। ১৬ পারা, তাহা ১২৪, ১২৫ আয়াত।

পরিশিষ্ট-১২

মুনাজাত

মুনাজাতে মহান আল্লাহর নিকট বেহেশতের প্রার্থনা জানাই আমার মরহুম পিতা-মাতার জন্য, মরহুম দাদা-দাদী ও পরদাদা-পরদাদীর জন্য, মহরহুম নানা-নানী ও মামা-মামীর জন্য, মরহুম ফুফা-ফুপুর জন্য, যাদের আদর-যত্নে আমি প্রতিপালিত হয়েছিলাম।

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবনে আমার সকল সম্মানিত ওস্তাদ মহোদয়ের জন্য, যাদের দ্বারা আল্লাহ মহান আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দেন। শিক্ষা কালে যাঁরা আমাকে আশ্রয় দিয়ে, আহার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, যারা অর্থ ও উপদেশ দিয়ে, দোয়া আশির্বাদ দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন এবং যারা আমার নিকট দোয়া চেয়েছিলেন তাদের সকলের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, যেন করুণাময় আল্লাহ্ পরকালের প্রত্যেক বিপদ স্থানে তাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করেন। মহা হাশরের দিন আমলনামা ডান হাতে দিয়ে নবী (সাঃ)-এর শাফায়াৎ নছিব করেন এবং হাউজ কাওছারের পানি পান করায়ে আরশে আজীমের নীচে স্থান দেন এবং বিদ্যুৎবেগে পুলসিরাত পার করে জান্নাতবাসী করেন। 'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাচ্ছামীউল আলীম ওয়াতুব্ আলাইনা ইন্নাকা আন্তা তাওয়াবুর রাহিম। রাব্বানা ফাগফিরলানা জুনুবানা ও কাফফের আন্না ছাইয়িয়াতেনা ওয়া তাওয়াফফানা মায়াল আবরার। রাব্বেরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগিরা। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবিহী মুহাম্মাদেও ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াবারেক ও সাল্লেম, বে রাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। বা হাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

পরিশিষ্ট-১৩

হামদ-নাত

- আল্লাহকে রাখি হৃদে আমার, পলে পলে স্মরি
  ঐ মহান নাম নিতে নিতে আমি যেন মরি।
  আল্লাহ্ পর ভরসা আমার-রহমত কামনা করি
  মউৎ কবর হাশরের আজাব-মাফ দিও আল্লাবারী।
  কুরআন পাকের জৌতিতে আমি নবীর পথে চলি
  ঐ পথেই আল্লাহর দিদার পাব হজরত দিছেন বলি।
  দুঃখে-সুখে হৃদয় দিয়া আল্লাহ আল্লাহ করি
  কবুল কর মোরে আল্লাহ, যেন ঈমান নিয়ে মরি।
- মুহাম্মাদ নাম লাগে মধুর, জপি হৃদে হৃদে
  চলার পথে জপি ও নাম চেতনে নিদে নিদে।
  ও নাম মনের আগুন নিভায়,
  ও নাম দিলে শান্তি বিলায়
  ও নাম জপি দমবাদম মনের ঈদে ঈদে।
  মুহাম্মদ নাম প্রাণে আমার
  দোলা দেয় বারে বার
  জবান দিয়ে ডাকি ও নাম ডাকি হৃদে হৃদে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১৪

সত্যের সন্ধানে

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ মহানের জন্য যিনি ১৮ হাজার মুখলুকাতকে প্রতিপালন করছেন।তাঁর প্রতিপালন ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করলে বোধ শক্তি স্তব্ধ হয়ে যায়। ভূভাগে মানুষ ছাড়া সিংহ, হস্তী, গন্ডার, কোটি কোটি জীব, জলভাগে হুতু, হাঙ্গর ইত্যাদি কোটি কোটি জীব, বায়ুমন্ডলে ঈগল, শকুন ইত্যাদি কোটি কোটি জীবকে দৈনন্দিন আহার দিয়ে যিনি প্রতিপালন করছেন তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। আলহামদু লিল্লাহ। আবার লক্ষ্য করুন, আল্লাহ পাক বিশ্বজগতে যত কিছু পালন করছেন সবই মানুষের জন্য। সবগুলোই মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। এমন দয়ার সাগর আল্লাহ মহানের শুকরিয়া অবশ্য পালনীয়। আলহামদু লিল্লাহ।

শুধু আমরা মানবজাতি যে তাঁর শুকরিয়া করছি তা নয়। আল্লাহ বলেন, "তুছাব্বেহু লাহুছ্ ছামাওয়াতুছ ছাবও ওয়াল আরদু ওমা বাইনাহুমা, ওয়া ইন মিন শাইইন ইল্লা উসাব্বিহু বেহামদিহি ওয়ালা কীন লা তাফকাহুনা বিহী"। অর্থাৎ আসমান জমিনসহ এর মাঝে যত কিছু আছে সবই আল্লাহ মহানের নামে পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং শুকরিয়া আদায় করছে। সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না বলুন? সবাই বলুন, আলহামদু লিল্লাহ।

মহাপ্রভু দয়া করে আমাদেরকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক- এই পঞ্চ ইন্দ্র দান করেছেন। যা পৃথিবী ভর্তি সোনা-দানা অপেক্ষাও মূল্যবান। এই দানের জন্য তাঁর হাজার হাজার শুকরিয়া। চোখ না দিলে আমরা কিছুই দেখতে পেতাম না। আল্লাহ পাক এই কারণে চোখ সৃষ্টি করেছেন যাতে করে মানুষ তাঁর কালাম কুরআন মজিদ পাঠ করে ও তার আদেশ-নিষেধ মেনে জীবনের সব কাজগুলো সমাধা করে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল না আল্লাহ মহান তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে তুলবেন। যেমন- "ওয়ামান আরাদা আনজেকরী।" ১৬ পারা, তাহা ১২৪, ১২৫ আয়াত

আর চোখ দ্বারা পর-নারীর দিকে চাইতে নিষেধ করেছেন- "কুল লিল্ মুমিনীনা ইয়াগদুদ মিন আবছারিহিম" ১৮ পারা, নূর ৩০, ৩১ আয়াত।

তারপর আল্লাহ পাক কান সৃষ্টি করেছেন শ্রবনের জন্য। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মত কুরআনের কথা শ্রবনের জন্য, মসজিদে, ধর্মীয় সভায় ও জলসায় উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। নাসিকা দিয়েছেন প্রভু সুঘ্রাণ লওয়ার জন্য। তৌহিদী বাতাস পলে পলে নাক দিয়ে নিয়ে আত্মাকে তাজা রাখার জন্য, নাক এ জন্য দেননি যে, পায়খানায় বসে পায়খানার বা তৎতুল্য পচা দুর্গন্ধ শুঁকার জন্য। জিহ্বা, যা আল্লাহ মহানের একটি উৎকৃষ্ট দান। এটা দ্বারাই মানবের পরিচয়। জিহবা দ্বারাই মানুষকে উত্তেজিত করে হত্যা করা যায়। আবার এই জিহবার মিষ্টি কথা দ্বারা শত্রুকে মিত্র করা যায়। হুজুর (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুইটি মুখকে কঠিন ভাবে অন্যায় হতে সংরক্ষণ করে সে বেহেশতী।

১। আহার করা মুখ ২। পেশাবের মুখ। এই দুটি দ্বারাই সর্বপ্রকার অন্যায় সাধিত হয়ে থাকে।

জিহবার প্রধান কাজ আল্লাহর যিকর করা। যে ব্যক্তি জিহবাকে আল্লাহর দিকে

www.pathagar.com

পরিচালনা না করে অন্যায়ের দিকে চালিত করে সে নিশ্চয় শাস্তির যোগ্য। শেষ ইন্দ্রের নাম ত্বক। ত্বক অর্থ চর্ম বা চামড়া, আল্লাহ পাক চামড়া দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে রেখেছেন। এই চামড়ার এমনি শক্তি যে এ দ্বারা সুখ-দুঃখ, তাপ-শীত সহজেই অনুভব করা যায়। চামড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা অংশ লিংগ। খারাপ লোকেরা আল্লাহর নিষেধ অগ্রাহ্য করে লিংগ দ্বারা ব্যাভিচার করে পাপ সঞ্চয় করে। হাশরের বিচারের দিন মালিক-মওলা লিংগকে কথা বলার শক্তি দিলে লিংগ যিনাকারের বিরুদ্ধে সমস্ত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিবে। তখন যিনাকার দুঃখ ও আফছোছ করে বলবে রে লিংগ, তোকে সুখ ও আরাম দেবার জন্যই জিনা করেছিলাম। আর আজ তুই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলি? লিংগ বলবে আল্লাহ আমাকে বলার জন্য হুকুম দিয়েছেন তাই আমি গোপন রহস্য প্রকাশ করলাম। তখন যিনাকারকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

❐ এবার ষড় রিপুর কথা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ৬টি রিপু মানুষের চিরসহচর। (১) কাম রিপুর বশবর্তী হয়ে মানুষ যিনা-ব্যাভিচার করে জাহান্নামী হচ্ছে। অথচ প্রভু যিনার বিরুদ্ধে ঘোষণা দিচ্ছেন- "ওয়ালা তাকরাবুজ, যিনা।" অর্থাৎ যিনার নিকট যেওনা। পুরুষ ও নারী আগুন ও পেট্রোল সাদৃশ। কাছে গেলেই পেট্রোলে আগুন ধরে যাবে। তাই বিজ্ঞানময় আল্লাহ যিনার নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন। যেমন-আদম হাওয়াকে গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা গাছের নিকটে যেতে নিষেধ করেছিলেন- "ওয়ালা তাকরাবা হায়েযহিশ শাজারাতা।" ১ পারা, বাকারা ৩৫ আয়াত। তাঁরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে গাছের নিকটে গিয়ে অপরাধী হয়েছিল। তারপর (২) ক্রোধ। ক্রোধ করা মহাপাপ। ক্রোধের বশে পড়ে মানুষ মানুষকে হত্যা করে মহাপাপী হচ্ছে এবং মহা বিপদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক ক্রোধের বিরুদ্ধে বলেছেন, "ওয়ালা তাকতুলুন্নাফছা" অর্থাৎ কাউকে হত্যা করো না অন্যত্র বলেছেন, "ওয়াল কাজিমীনাল গাইজা.." অর্থাৎ যে ক্রোধ বা রাগকে সংবরণ করে এবং লোককে ক্ষমা করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। (৩) লোভ একটি বিরাট পাপ। লোভে পড়ে চুরি, ডাকাতি করে অনেকের জীবননাশ হয়ে যায়। নাছারা পন্ডিতেরা বলেছেন, greedy begets sin and sin be-gets death অর্থাৎ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কাজেই লোভকে কন্ট্রোল করার নির্দেশ। (৪) মোহ অর্থ মুগ্ধ। দেখা যায় অনেক লোক রমনীর মোহে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং মোহ রিপু হতে সাবধান হতে হবে। ৫। মদ রিপু। মদ অর্থ অহংকার। কথায় আছে, অহংকারে পতন। নাছারা ভাষায় pride has a greatfall. যথা- ইবলিছ অহংকার করার জন্য আল্লাহ তাকে একদম নীচে ফেলে দেন এবং অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত করেন। আল্লাহর ভাষায়, "ওয়া ইজ কুলনা লিল মালায়িকাতেছ জুদু লি আদাম ফাছাজাদু ইল্লা ইবলিছা আবা ওয়াছতাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরীন। অর্থাৎ অহংকার করে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায় তার পতন ঘটেছিল।

❐ আল্লাহর হুকুম অমান্য করে নামাজ, রোজা ছেড়ে দিয়ে শয়তানে পরিণত হওয়া মানুষের উচিত নয়। ৬ নং রিপু মাৎসর্য। এর অর্থ হিংসা। হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা এমন একটি খারাপ পাপ যা সমস্ত নেকিকে খেয়ে ফেলে। যেমন-বলা হয়েছে- আল হাছাদু ইয়াকুলুল হাছানাত। এই হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ মানুষের অপরিসীম ক্ষতিসাধন করে থাকে। হিংসুকের হিংসা হতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনার

www.pathagar.com

নির্দেশ। যেমন-"কুল আউজু বে রাব্বিল ফালাক..... ওয়া মিন শাররি হাছেদীন এজা হাছাদ।"

❒ পঞ্চ ইন্দ্র ও ষড়রিপুকে আল্লাহ মহান মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষ ওগুলোকে অন্যায় কাজে লাগিয়ে নরকের পথে চলেছে।

❒ এবার লক্ষ্য করুন, আল্লাহ সম্বন্ধে যা কিছু পাওয়া গেল তা নবী ও রসূলের মাধ্যমে পাওয়া গেল। এক বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর সরদার আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে যে সম্মান দিয়েছেন তা কোন নবীর ভাগ্যে জুটেনি। মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবকে আরশে ডেকে নিয়ে নিজ কুর্সীতে বসান। আর আমাদের নবী (সাঃ) অতি বিনয়ের সাথে প্রভু সমীপে নিজ আত্মা, নামাজ ও সম্পদের পবিত্রতা বর্ণনা করেন যা আল্লাহর ভাষায়, "আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওচ্ছালাওয়াতু ওৎ তাইয়ি বাতু"। আল্লাহ মহান খুশী হয়ে নবীকে সালাম দেন। যথা আচ্ছালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীও ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবী (সাঃ) দেখলেন যে, আল্লাহর রহমত হতে তাঁর উম্মত বাদ পড়ে গেল তাই তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবদিল্লাহিচ্ছালিহীন। এর পরেই ফিরিশতারা সাক্ষি দেন, "আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" তারপর আল্লাহ ও ফিরিশতারা সকলে মিলে নবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পড়েন "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদীন কামা...." হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে কেন্দ্র করে আরশে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং যে ভাষণ হয়েছিল তা আল্লাহ পাক আমাদের জন্য ফরয করে দেন। আমরা প্রতি নামাজে আত্তাহিয়াতু অনুশীলন করে থাকি। মেরাজের সেই আত্তাহিয়াতু ও দরূদ না পড়লে নামাজই হয় না।

❒ উর্ধ আসমানে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের সম্মান যেভাবে দেখিয়েছেন তেমনিভাবে নিম্ন জগতে তাঁর নাম ও মর্যাদা সবার উপরে তুলে ধরেছেন। কুরআন মজিদের ৩০ পারায় সূরা আলামনাশরা হতে বলেছেন, "ওয়া রাফানা লাকা জিকরাক" অর্থাৎ তাঁর হাবীবের নাম দুনিয়ার জনগণের মুখে মুখে তুলে দিয়েছেন। তারা সর্বদা নবী (সাঃ)-এর নাম নিচ্ছে ও দরূদ ও সালাম পড়ছে।

❒ মহা সম্মানিত হাবীবের মর্যাদা আরো উর্ধে তোলার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে আদেশ করেছেন, "ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা..." অর্থাৎ নবীকে ভালবাসলেই আল্লাহকে ভালবাসা হবে। আর নবীকে ভালবাসলে আল্লাহ তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ।

❒ এবার মুমেন বান্দাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, "ইন্নাল্লাহা ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাছলিমা।" অর্থাৎ আল্লাহ ও ফিরিশতা সবাই নবীর উপর দরূদ পড়েছেন। অতএব মুমেন বান্দা তোমরাও নবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ কর। আল্লাহ মহান স্বয়ং তাঁর হাবীবের উপর দরূদ পড়েছেন আর আমরা নবীর উম্মত হয়ে যদি তাঁর উপর দরূদ সালাম না পড়ি তাহলে কি করে তাঁর শাফায়াৎ কামনা করতে পারি? অথচ তাঁর শাফায়াৎ ছাড়া কেহই মুক্তি পাবে না। আমাদের নবী রাহমাতুললিল আলামীন। তাঁর রহমতের ও শাফায়াতের আশা রাখলে, মাত্র কয়েকবার দরূদ সালাম পড়লেই হবে না। বরং তাঁর উপর হাজার হাজার বার দরূদ সালাম পড়া কর্তব্য।

www.pathagar.com

❐ দেশের বাদশা এলে তাঁকে দেখার জন্য জনতা ভীড় জমায়। আর দুনিয়ার সেরা বাদশা ও সেরা নবীকে দেখার ইচ্ছা যার অন্তরে জন্মে না সে মানুষের মধ্যে ইতর। জীবের মধ্যে নিকৃষ্ট জীব। নবী (সাঃ) বলেছেন, আমাকে ঘুমে দেখা ও চেতনে দেখা সমান। আর যে আমাকে দেখল সে জান্নাতী। এরপরেও যে ব্যক্তি নবীকে দেখতে চায় না সে নবীর উম্মতের দাবী করতে পারে না। সুতরাং দরূদ শরীফ পড়তেই হবে। সময়ের অভাব হলে অন্তত এশার নামাজের পর ১ হাজার বার করে দরূদ শরীফ পড়তে থাকলে ইনশাল্লাহ হুজুর (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। শর্ত হলো পাঞ্জেগানা নামাজ অবশ্যই নিয়মিতভাবে পড়তে হবে এবং হারাম রুজী ও মিথ্যা বর্জন করতে হবে। নচেৎ সকল চেষ্টা বিফলে যাবে।

❐ দরূদ শরীফ পড়লেই চলবে। তবে সংক্ষেপে দরূদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম হাজার বার পড়ুন। নবী (সাঃ)-এর উম্মতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ মহান বলেন, "কুনতুম খাইরু উম্মাতীন" অর্থাৎ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। প্রত্যেক নবীর উম্মত ছিল। কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত। লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা তোমাদের কাজ।

❐ আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন আদর্শ নবী। আল্লাহ নবী সম্পর্কে বলেছেন, "লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উছওয়াতুন হাছানাতুন লি মান কানা ইয়াজুনাল্লাহা ওয়াল ইয়াওমাল আখিরা ওয়া জাকারাল্লাহা কাছিরা" অর্থাৎ নবী হবেন আদর্শ নবী, তাঁর চরিত্র হলো আদর্শ। এই আদর্শ নবীর আদর্শ চরিত্র গ্রহণ করতে পারবে ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে ৩টি গুণ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেতে চায় আর আল্লাহর দিদার পাওয়া তখনি সম্ভব হবে যখন সে যত রকম আমলে সালেহা আছে তা পবিত্রভাবে সম্পাদন করবে, (২) আখিরাত অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি ভয়াবহ। কিন্তু আল্লাহ ভক্ত বান্দাদের জন্য সুব্যবস্থা থাকবে। তারা আমলনামা ডান হাতে পাবে। তাদের পেশানী হতে নূর চমকিবে। হুজুর (সাঃ) নূর দেখে নিজ উম্মতকে চিনে নিবেন এবং হাউজ কাওছারের পানি পান করাবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিশতারা তাকে আরশের নিচে নিয়ে যাবেন, সেখানে তার পিতা-মাতা থাকবে। আর সকলে মিলে আনন্দ করবে। "ইয়ান কালিবু ইলা আহলিহী মাছরুরা।" (৩) যে ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহর যিকর করে, গাফিল থাকে না। এই ৩টি গুণ ছাড়া কেহই আল্লাহর নবীর আদর্শ পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারে না, পারবে না। তবে ২/১টা আদর্শ গ্রহণ করেই কেহবা খুব খুশী আছে। যেমন- আল্লাহ বলেছেন, "কুলুম বিমা লাদাই হিম ফারিহুন।" কিছু গ্রহণ, কিছু বর্জন এতে নবীর আদর্শ গ্রহণ করা হয় না বরং বর্জন করাই হয়।

❐ নবী ছিলেন আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত। আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী। কাজেই আমাদেরকেও সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী হতে হবে। চাহনী হবে নীচু। চলন হবে ধীর। হস্ত হবে দানবীর, মস্তিষ্ক হবে রিপুর আবিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র। পঞ্চ ইন্দ্রের মুখে কাঁটার লাগাম থাকবে। রাতের প্রথমার্ধে প্রত্যেকের হক আদায়, নিদ্রা ও বিশ্রাম। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যয় হবে প্রভুর সন্তুষ্টির সন্ধানে, পারলৌকিক মুক্তির চেষ্টায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদাত, সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর মঞ্জুরী লাভ।

www.pathagar.com

আর দিন কাটবে হালাল রুজীর সন্ধানে। ইবাদতের মূল অংশ হালাল রুজী। হারাম রুজীতে রক্ত মাংস, মস্তিষ্ক অপবিত্র হয়ে যায়। অপবিত্র অবস্থায় ইবাদাৎ কবুল হয় না। যেমন- ওজু শুদ্ধ না হলে নামাজ হয় না। যথাঃ লা সালাতা লিমান লা ওজুয়া লাহু। রাসূল (সাঃ)-এর হুবুহু অনুসরণ ও অনুকরণ করলে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদৌস দিবেন। কুরআন ১৬ পারা, কাহাফ ১০৭, ১০৮ আয়াত।

❐ উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে প্রধানত ও মূলতঃ দুটি জিনিস জানা গেল। একটি আল্লাহ, দ্বিতীয়টি রাসূল যাহা কালিমা তৌহিদে পাওয়া যায়। যেমন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেছেন, তাঁর হাবীবকে ভালবাসলেই তিনি খুশী। তাঁর হাবীবও নিজের সত্তাকে বিলীন করে দিয়ে বলেছেন, "মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ফাকাদ দাখালাল জান্নাত। অর্থাৎ কালেমা তৈয়বের শুধু প্রথম অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লেই সে বেহেশতে যাবে। এমনিভাবে আল্লাহ ও রাসূল পরস্পরের মর্যাদা উর্ধে তুলেছেন। ফল কথা রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে হবে। নচেৎ সব বিফলে যাবে।

❐ বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা ও সিফাতে চির বিদ্যমান। তাঁর কোন বান্দা যদি তাঁর নৈকট্য লাভের ও দিদারের আশা রাখে তবে তাকে অবশ্যই তাঁর হাবীবের ইত্তেবা করতে হবে। এবং তার কাওল, ফেল ও তাকরীরের অনুসরণ করতে হবে। নবীকে খুশী করে মাবুদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করলে তার চেষ্টা সফলকাম হবে। নবীকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে খুশী করতে চেষ্টা করলে তার চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফলে যাবে। কারণ তৌহিদী কালেমায় আল্লাহ ও রাসূলের নাম এক সঙ্গে জড়িত। সুতরাং দয়ার নবীর সঙ্গে একটু রূঢ় ব্যবহার করলে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে জাহান্নামী হবে। সূরা মুহাম্মাদ ৩২ আয়াত, সূরা হুজরাতের ২, ৩ আয়াত, সূরা নিছা ১১৫ আয়াত দেখুন। ওয়ামা আলাইনা ইল্লালবালাগ।

পরিশিষ্ট-১৫

হাম-নাত-আরজু

আলহামদু ওয়াল ফাদলু ওয়াল কিবরীয়াও লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন
ওচ্ছালাতু ওচ্ছালামু আলা মুহাম্মাদীন ইমামুল মুত্তাকীন ওয়া ছাইয়িদির রাসূলী
মুহাম্মাদুন নবীওনা ওরাসূলুনা ওয়া ছাইয়িদুনা ওয়া শাফীওনা ছিরাজুম মনিরা
আল ওলামাউল মুহতাদূনা হুম আশিকুর রাসূলি ওয়া ওয়ারিসাতুল আম্বিয়ায়ী,
আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আইউহাল উলামাও ওয়াল হুফাজাও
ওগাছিখুনা ওর্রাশিদুনা ওয়া আন্নাকুম খুদ্দামুর রাছুলী।
ইন্নানী কাজী কিয়ামুদ্দীন খুলিকতু মিনাত্তুরাবী ওয়া আল কারীবিন
ওগাইয়াবু ওয়া উদখালুওয়া উদফানু তাহতা এৎবাকিৎ-তুরাবী।
ফাদউ লী ইন্দাল্লাহিল কারীম আইয়ুহাল ওলামাও উর রাছিখুন,
ওয়া কুন ইয়া হাবীবাল মাওলাল আ'লা ওয়ার রাছুলি লী হাবীবী।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১৬

যিকরি-জবানী

- হাছবী রাব্বী জাল্লাল্লাহ্
  মাফি কালবী গাইরুল্লাহ্
  লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্..
  আছতাগফিরুকা ইয়া আল্লাহ্
  ফা আফিনীজ জামবা ইয়া মওলা
  লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্..
  রাব্বি আল্লাহ্ নিমাল মওলা
  দ্বীনিল ইসলাম হিজবুল্লাহ্
  রাসূলী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
  লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্..

সমাপ্তি মোনাজাত

অথৈ সাগর পেরুলাম প্রভু তব রজ্জু ধরি
আলহামদু লিল্লাহ পড়ে তব শুকরিয়া আদায় করি।
কুরআনের নূর পৌঁছে দাও মানুষের ঘরে ঘরে
ঐ নূরেতে সরিয়ে দাও আঁধার দূরে দূরে।
কুরআনকে কর সদা সাথী দেল লাগা হাবীব
নবীর শাফায়াৎ দিয়ে মোরে কর জান্নাত নছীব।
ফাতিরাছ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ আন্তা ওলীয়ী ফিদ্দুনইয়া
ওয়াল আখিরা তাওয়াফ্ফানী মোছলিমাও ওয়াল হিক্নী
বিছ্ছালিহীন। রাব্বি তাকাব্বাল ছালাতী ওয়া নুছুকী
ওয়া রিজায়ী ওয়া ছাব্বিত কাদামী ওয়া ছাব্বিত আকদামা
জুররীয়াতী আলা ছিরাতিম মুছতাকিম
বি রহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।
ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিও
ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাইন।
রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানী ছাগীরা।
রাব্বি তাকাব্বাল দোয়ায়ী বা হাক্কি লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।